● শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ●

শ্রী শ্রী রা স লী লা

দশমস্কন্ধঃ

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

❋❋❋

Acc No ...1419... Coll No 294.5926 ... Date .... B. G. M.

শ্রীবাদরায়ণি উবাচ

১। ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

১। **অন্বয়** ঃ ভগবানপি শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ (শরৎকালজাতাঃ প্রস্ফুটিতা মল্লিকা যাসু তাঃ) তাঃ রাত্রিঃ ("ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ" ইতি গোপ-কুমারীষু প্রতিশ্রুতাঃ রাত্রিঃ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) যোগমায়াং উপাশ্রিতঃ রন্তুং মনশ্চক্রে (সঙ্কল্পং কৃতবান্)।

১। মূলানুবাদ ঃ শ্রীব্যাসদেবের তপস্যালব্ধ পুত্র শ্রীশুকদেব বললেন—আজ শরতে সর্বঋতুর বিবিধ কুসুম মল্লিকাদির বিকাশে পরিশোভিত ও বস্ত্রহরণলীলায় প্রতিশ্রুত সেই ব্রহ্মরাত্রি দেখে কন্দর্প-দর্পহারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁর নিজশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করত রমণ করতে ইচ্ছা করলেন।

১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ নমঃ শ্রীরাসরসিকেভ্যঃ। অত্র টীকায়াং রাসসংরম্ভ ইতি, তস্মিন্নিমিত্তে, রাসারম্ভসম্বন্ধিনং মানং বীক্ষ্যেত্যর্থঃ। কন্দর্পজেতৃত্ব—প্রতীতেরিতি—কন্দর্পকর্তৃকস্যৈব জেতৃত্বস্য প্রত্যায়াদিত্যর্থঃ। অথ মূলে শ্রীবাদ-য়ণিরুবাচেতি—বক্ষ্যমাণমহামহিম্নঃ প্রসঙ্গস্যাস্য বলাত্তদিদং লক্ষয়তি, বদরিকাশ্রমে মহাতপশ্চরণাৎ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ, তচ্চ তপঃ শ্রীকৃষ্ণোপাসনলক্ষণমেব, সর্ব্বজ্ঞস্য তস্য পরমোত্তমে তস্মিন্নেব ব্যবসায়ৌচিত্যাৎ। তস্য চ তাদৃশস্তপঃ-ফলরূপপুত্র ইতি সর্ব্বজ্ঞত্ব-শ্রীভগবৎপ্রেমরসময়ত্বাদিকং তত্রাধিকং যদ্যপি স্ফুরতি, তথাপি তন্নামনিরুক্তের্মাহাত্ম্যপর্য্যবসানমত্রৈব জাতং, ততস্তাদৃশ-ভক্তেরেবৈতচ্ছ্রোতব্যমিতি ব্যঞ্জিতম্। শ্রীশুক উবাচেতি পাঠে তু পরমোজ্জলরসস্বাভাব্যেন পরমকো-মলালাপতা দর্শিতা। ততস্তাদৃশচিত্তৈরেব শ্রোতব্যমিদমিতি ব্যঞ্জিতম্। তথাহি—সর্ব্বাতিশয়প্রেমবতীনাং শ্রীব্রজসুন্দরীণাং মনোরথপরিপূরণমেব, প্রিয়মাত্রসুখার্থং সর্ব্বং কুর্ব্বতঃ শ্রীভগবতো মুখ্যতরপ্রয়োজনমিতি দর্শয়ংস্তদেব তস্য সর্ব্বাতিশ-য়িমুখ্য-সুখমিতি চ প্রকটয়ংস্তত্র চ 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ' (শ্রীভা ১০।৩২।২) ইতি, 'ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যৈকপদং বপুর্দধৎ' (শ্রীভা ১০।৩২।১৪) ইতি, 'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্' (শ্রীভা ১০।৪৪।১৪) ইতি দৃষ্ট্যা সর্ব্বাত্মারামৈরপি দুর্ল্লভানাং ভগবদ্রূপরসগন্ধ স্পর্শশব্দানাং বৈশিষ্ট্যেনানুভবাৎ, তদীয়রসস্যাধরামৃতস্য তু সর্ব্বথৈবান্যত্রাসম্ভবাৎ। প্রেমবিশেষবিস্তার-সুসিদ্ধ্যা তদযোগ্যাভি স্তাভিঃ সহ রাসক্রীড়াং পঞ্চেন্দ্রিয়তুল্যপ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈর্বর্ণয়তি ; যত্র 'পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈঃ' (শ্রীভা ১০।১৫।৪৩) ইত্যাদিনা, 'গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দদর্শনে' (শ্রীভা ১০।১৯।১৬) ইত্যাদিনা, 'ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলম্' (শ্রীভা ১০।২১।১) ইত্যাদিনা, 'হেমন্তে প্রথম মাসি' (শ্রীভা ১০।২২।১) ইত্যাদিনা চ তাসাং তস্য চ নবরাগবিশিষ্টত্বেন বর্ণিতচরম্। 'শরদুদাশয়ে সাধুজাত- সৎসরসিজ' (শ্রীভা ১০।৩১।২) ইত্যাদিনা, 'প্রহসিতং প্রিয় প্রেম-' (শ্রীভা ১০।৩১।১০) ইত্যাদিনা, 'দিনপরিক্ষয়ে' (শ্রীভা ১০।৩১।১২), 'রহসি সম্বিদং হৃচ্ছয়োদয়ম্' (শ্রীভা ১০।৩১।১৭) ইত্যাদিনা চ তাভিঃ স্বয়ং বর্ণয়িষ্যমাণঞ্চ। স্বত্বাতিবিশিষ্টতয়া বর্ণয়িতব্যত্বেন নবসঙ্গমং স্মরন্নাহ—ভগবানপীতি ; অপি-শব্দেন তাসাং পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণিতং নবরাগমনুস্মারয়তি,

পূর্ব্বেণ বাক্যেন তু সঙ্গমস্যাস্য নবত্বমেবাবগময়তি, এতাবন্তং কালং তা অনুরাগচপল-চিত্ততয়া রন্তুং মনঃ কুর্ব্বত্য এবাসন্, ভগবাংস্তু জাতানুরাগত্বেঽপি ধৈর্য্যেণ সময়বিশেষং প্রতীক্ষমাণো ন চক্রে, সম্প্রতি তাঃ কৈশোরমধ্যপ্রাপ্তাঃ সর্ব্বসুখ প্রদতয়া সর্ব্বমঙ্গলতয়া প্রকটিতবেণুশিক্ষাদিবিশেষতয়া চ বিলক্ষণাঃ, কুমারীষু চ 'ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ' (শ্রীভা ১০।২২।২৭) ইতি প্রতিশ্রুতা রাত্রীর্বীক্ষ্য তত্রাপি রাকা-রাত্রেরাগমনারম্ভে দীপ্তানুরাগত্বেন গলিতধৈর্য্যতয়া তচ্চক্র এবেতি প্রতিপত্তেঃ। শ্লেষেণ 'আত্মারামাশ্চ মুণয়ঃ' (শ্রীভা ১।৭।১০) ইত্যাদিবৎ ভগবান্ সর্ব্বার্থপরিপূর্ণোঽপি তা রাত্রীর্বীক্ষ্য উদ্দীপনত্বেনানুভূয়েতি কৈমুত্যেনালম্বনরূপাণাং তাসাং প্রেমমহিমা দর্শিতঃ। তত এব ব্যক্তসর্ব্বার্থং তস্য কৈশোরমপি মানিতং জাতমিতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিতম্—'সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ। রেমে তাভি-রমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতা হি তে॥' ইতি; হরিবংশে চ— 'যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ। কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভির্মুমোদ হ॥' ইতি। অত্র কালবিদিত্যস্য ব্যাখ্যানং, তা রাত্রীর্বীক্ষ্যেতি। সহ তাভির্মুমোদ হ ইত্যস্য সূচকম্। রন্তুং মনশ্চক্রে ইতি আত্মনেপদনির্দ্দেশঃ খল্বয়ং স্বার্থক্রিয়তাং বোধয়তি, 'স্বরিতঞিতোঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে' ইতি বিশেষবিধ্যাশ্রয়ণাৎ। তদেবং তা ইত্যনেন স্বস্যাপি চমৎকারকরং কালবৈশিষ্ট্যং ব্যজ্য তদুজ্জ্বলিতাং শ্রীবৃন্দা-বনশোভামপি দর্শয়তি—শরদেতি, শরদা হেতুনা উচ্চৈঃ ফুল্লা মল্লিকা যাসু তাঃ, পরম্পরযোগাপ্রসিদ্ধেরনেনাস্যাঃ শরদো মল্লিকানাঞ্চাপূর্ব্বত্বং ব্যঞ্জিতং, তেন চ সর্ব্বাণ্যেব পুষ্পাণি লক্ষ্যন্তে, ইত্যালম্বন-কালদেশানাং শ্রীকৃষ্ণায়-প্রেমময়-পরমসুখপ্রদত্বং দর্শিতম্। যস্মাৎ হ্লাদিনীশক্তি-বিলাস-লক্ষণ-তৎপ্রেমবিশেষময্যেবৈষা রিরংসা, ন তু প্রাকৃতকামময়ীতি, তেষাং কন্দর্পদর্পহেতি ব্যাখ্যানমপি তদা যুক্তমেব, নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীত্যপি; শ্রীস্বামিপাদৈশ্চ বক্ষ্যতে—'দ্বাত্রিংশে বিরহালাপবিক্লিন্নহৃদয়ো হরিঃ। তত্রাবিভূর্য় গোপীস্তাঃ সান্ত্বয়ামাস মানয়ন্॥ স্বপ্রেমামৃতকল্লোলবিহ্বলী-কৃতচেতসঃ। সদয়ং নন্দয়ন্ গোপীরুদ্গতো নন্দনন্দনঃ॥' (শ্রীভা দী ১০।৩২।১)। শ্রীমুনীন্দ্রেণাপীদমেব বক্ষ্যতে— 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ' (শ্রীভা ১০।৩৩।৩৯) ইত্যাদৌ। তত্র ● দুর্ঘটঘটনাং সমাদধদাহ—যোগমায়া পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তিঃ, তামুপ সামীপ্যেনাশ্রিতঃ, যত্র যত্র বিহরতি, তত্র তত্রৈব সূর্য্যঃ স্বদীধিতিমিা সদা প্রাপ্ত ইতি স্বাভাবিক-তাদৃশশক্তিত্বং ব্যঞ্জিতম্। তেন চ দুর্ঘট-তত্তল্লীলা চ সেৎস্যতীতি ভাবঃ। শ্লেষেণ যোগঃ সংযোগঃ, তদর্থং মায়া কৃপা, 'মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ' ইতি বিশ্বঃ। তামুপ আধিক্যেনাশ্রিত। কিঞ্চ, তা বীক্ষ্য ক্রমেণ রাকাপর্য্যন্ত-মধিকমধিকং মনোরথং চক্র-ইত্যর্থত্বে লব্ধে বিশেষোঽয়মপি জ্ঞেয়ঃ। তস্যাং রাকায়াং সায়ং গৃহমাগতো ভোজনাদিকং বিধায় মাতুঃ স্থানাৎ শয্যাগৃহচন্দ্রশালিকদ্বারমাগতঃ সন্ সত্যঃ সম্পাদ্যত্বেন নিশ্চিতবানিত্যর্থ॥

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** [**শ্রীধরটীকা ঃ**—গোপীভী রাসসংরম্ভে তস্য চান্তর্দ্ধিকৌতুকম্॥ —নন্তু বিপরীতমিদম। পরদারবিনোদেন কন্দর্পজেতৃত্বপ্রতীতেঃ।—এই উনত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে—রাস করবার প্রয়োজনে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং গোপীগণের চিত্তে রাস থেকে উদ্গত দর্প প্রশমনে কৃষ্ণের অন্তর্ধান কৌতুক। আরও শ্রীধরকৃত টিকারম্ভে মঙ্গলাচরণ—ব্রহ্মাদিকে জয় করায় দর্পিত, 'কন্দর্পের দর্পহারী', রাসমণ্ডলে গোপীগর্ণের দ্বারা মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। শ্রীধর এই মঙ্গলাচরনের 'কন্দর্পদর্পহারী' বাক্যের উপর পূর্বপক্ষ উঠাচ্ছেন, যথা—ইহা তো বিপরীত কথা হল, পরদার-বিনোদনে ইহাই তো প্রতীতি হচ্ছে, যে কৃষ্ণই কন্দর্পের দ্বারা পরাজিত।]
শ্রীধরের টীকার বিশ্লেষণ—শ্রীরাসরসিক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে প্রণাম। শ্রীধরের টীকার 'রাসসংরম্ভ' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—রাসের আরম্ভে গোপীদের চিত্তে যে মান উঠেছিল, তাই দেখে কৃষ্ণের অন্তর্ধান।

'কন্দর্প'জেতৃত্ব প্রতীতে'—কৃষ্ণকে কন্দর্প'দর্প'হারী কি করে বলা চলে ? পরদার-বিনোদনে তাকেই তো কন্দর্পে'র দ্বারা পরাজিত বলে প্রতীতি হয়। এরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হচ্ছে—এরূপ আশঙ্কা করা চলে না, কারন সর্বশক্তিসম্পন্ন আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপশক্তি যোগমায়ার অবলম্বনে জগতে মহামহিমান্বিত এই লীলাটি প্রকাশ করছেন জগতের পরম মঙ্গলের জন্য, যার শ্রবণে মননে কীর্ত.ন জীব-হৃদয়ের কাম-মলিনতা বিশেষভাবে দূরীভূত হয়। এই লীলা কামের বিজয়বার্তা ঘোষনা নয়. কামজয়ী শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণলীলার মহামহিমা ঘোষনা।

শ্রীধরের টীকার বিশ্লেষণের পর মূল শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ হচ্ছে, **শ্রীবাদারয়নিরুবাচ**—ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস পুত্র কামনায় বদরিকা আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা লক্ষণ মহাতপস্যা আচরণ করা হেতু তাঁর নাম হল 'শ্রীবাদরায়ণ'। সর্বজ্ঞ ব্যাসদেবের পক্ষে পরমোত্তম শ্রীকৃষ্ণোপাসনারূপ চেষ্টাই সমুচিত। ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণের (ব্যাসদেবের) তাদৃশ তপস্যার ফলে প্রাপ্ত বলে, তাঁর পুত্রের নাম হল শ্রীবাদরায়ণি। যদিও ব্যাসনন্দন শ্রীবাদরায়ণিতে সর্বজ্ঞতা ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসময়তাদি গুণ অধিকমাত্রায় স্ফূর্তিপ্রাপ্ত অবস্থায় রয়েছে, তথাপি তার এই নামের নিরুক্তির মাহাত্মের পর্যাবসান এই রাসলীলার বর্ণনেই, (অর্থাৎ ভাগবত প্রচারের জন্যই ব্যাসদেবের এই তপস্যালব্ধ পুত্র,কাজেই ব্যাসপুত্ররূপে তাঁর মর্যাদার সীমাপ্রাপ্তি সর্বশ্রেষ্ঠ এই রাসলীলা বর্ণনেই। অতএব শ্রীবাদরায়ণীর মতোই ব্রজের মধুররস-জাতীয় ভক্তির সহিতই এই রাসলীলা শ্রোতব্য. এরূপ ব্যঞ্জিত হল। কোথাও কোথাও 'শ্রীশুক উবাচ' পাঠও দেখা যায়। এই পাঠে দর্শিত হয়েছে শুকপাখী যেমন তার স্বাভাবিক স্বজাতি-উচিত সুকোমল মধুর ধ্বনি করে থাকে, সেইরূপ উন্নতোজ্জ্বল-রসগর্ভাব্রজপ্রেমের আশ্রয় শ্রীশুকদেব তাঁর স্বাভাবিক সুকোমল মধুর বাক্যে আলাপাচারী হলেন রাসলীলা বর্ণনে। শ্রোতাদেরও মধুররস জাতীয় ভক্তিভাবিতচিত্তেই এই রাসলীলা শোনা উচিৎ, এরূপই ব্যঞ্জনা, সুতরাং প্রিয়জনমাত্রেরই সুখের জন্য সবকিছু চেষ্টাপর শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য প্রয়োজন হল, সর্বাতিশয় প্রেমবতী শ্রীব্রজসুন্দরীদের মনোরথ পরিপূরণই। ইহা দেখিয়ে এবং ইহাই যে তাঁর সর্বাতিশায়ী মুখ্যসুখ, তা প্রকাশ করতে করতে শ্রীশুকের মধুর আলাপ চলেছে এই রাসপঞ্চাধ্যায়ে। আরও, এ সম্বন্ধে "সাক্ষাৎ মদনমোহন" (শ্রীভাঃ ১০।৩২।২), "ত্রিলোকের নিখিল সৌন্দর্যের একমাত্র আশ্রয়ভূত বপু গোপীদের নয়নসম্মুখে প্রকাশ করলেন"—(শ্রীভাঃ ১০।৩২।১৪), "গোপীগণ কি অনির্বচনীয় তপস্যারই অনুষ্ঠান করেছেন, যেহেতু সাক্ষাৎ নয়নদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের নিরুপম সৌন্দর্যসার আস্বাদন করছেন।"—(শ্রীভাঃ ১০ ৪৪।১৪)। - উদ্ধৃত এই সব শ্লোক-দৃষ্টে বুঝা যায়—নিখিল আত্মারামগণের পক্ষেও দুর্লভ ভগবৎরূপরসগন্ধ-স্পর্শশব্দের বৈশিষ্ট্যের সহিত অনুভব হেতু কৃষ্ণের অধরামৃতের (অনুভব) আস্বাদন এই গোপীগণের ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে সর্বথাই অসম্ভব হওয়া হেতু এই ব্রজগোপীগণ প্রেমবিশেষ-বিস্তারে সুসিদ্ধ, তাই নিজ যোগ্য এই গোপীগর্ণের সহিত কৃষ্ণের রাসক্রীড়া পঞ্চেন্দ্রিয়তুল্য প্রিয় পাঁচটি অধ্যায়ে বর্ণন করলেন শ্রীশুকদেব। বর্ণনারম্ভে কৃষ্ণলীলার সাক্ষাৎদ্রষ্টা শ্রীশুকের চিত্তাকাশে যথাক্রমে কৃষ্ণ-গোপীর নবানুরাগ ও নবসঙ্গম উদিত হতে লাগল।

নবানুরাগ ঃ—ব্রজরমণীগণ তাঁদের নয়নরূপ পানপাত্রে মুকুন্দমুখ-মাধুর্যমধু প্রাণভরে পান করে সমস্ত দিনের বিরহতাপ পরিত্যাগ করলেন। কৃষ্ণও তাঁদের সলজ্জ হাসি বিনয়যুক্ত কটাক্ষ নিক্ষেপরূপ সৎকার স্বীকার করে গৃহে প্রবেশ করলেন।"—(শ্রীভা° ১০।১৫।৪৩), "কৃষ্ণবিরহে যাঁদের একটি ক্ষণ যুগশত মনে হয়, সেই রাধাদি প্রেয়সী গোপীগণের তখন পরমানন্দ হল গোবিন্দ দর্শনে।"—(শ্রীভা° ১০।১৯।১৬), "পূর্ব বর্ণনা অনুরূপ শরতের স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবরে শোভিত ও পদ্মবন সম্বন্ধী সুগন্ধী বায়ুতে ব্যাপ্ত বনে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করলেন গো-গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত হয়ে।"—(শ্রীভা° ১০।২১।১)।

নবসঙ্গম ঃ আরও, রাসের পরবর্তী অধ্যায়ে (স্বয়ং ব্রজসুন্দরীদের দ্বারাই) বর্ণিত "হে সুরত-নাথ! হে বরদ! শরৎকালের নির্মল সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলগর্ভের সৌন্দর্যগর্বহারী নয়নের দ্বারা তুমি আমাদের বধ করছ।"—(শ্রীভা° ১০।৩১।২), "হে কপট! তোমার মধুর হাসি, সপ্রেমকটাক্ষ, সেই বিহার এবং সেই হৃদয়গ্রাহিণী নিভৃত সংকেত-ক্রীড়া স্মরণ করে আমাদের চিত্ত ক্ষুব্ধ হচ্ছে।"—(শ্রীভা° ১০।৩১।১০), 'হে বীর! তুমি সায়ংকালে ধূলিজালে ধূসরিত নীল কুন্তলাবৃত তোমার বদনকমল বারবার আমাদের দর্শণ করিয়ে কাম জন্মিয়ে থাক।' (শ্রীভা° ১০।৩১।১২) 'হে নাথ! তোমার নির্জন আলাপ, কামভাব উদ্দীপক হাসি হাসি মুখকমল, সপ্রেমকটাক্ষ, সর্বশোভাসম্পদযুক্ত বক্ষস্থল বারবার নিরীক্ষণ করে উহাতে আমাদের লোভ জন্মাচ্ছে এবং তদ্দ্বারা আমাদের চিত্ত মুগ্ধ হচ্ছে।'—(শ্রীভা° ১০।৩১।১৭)।

এই লীলাবলী স্মরণ করতে করতে শ্রীশুকদেব বললেন- **ভগবানপি** এখানে 'অপি' শব্দের ধ্বনি, শ্রীভগবানও সঙ্গম-ইচ্ছা করলেন, শুধু যে গোপীগণ, তাই নয়; এবং 'অপি' শব্দের দ্বারা রাসের পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত গোপরমণীদের নবানুরাগ স্মরণ করাণ হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোক-বাক্যের দ্বারা কিন্তু এই সঙ্গমের নবত্বই জানান হল। এতাবৎ কাল গোপীগণ অনুরাগ চপল-চিত্ততা হেতু মনে মনে রমণ করতে ইচ্ছাপোষণ করত অবস্থান করছিলেন। ভগবান্ কিন্তু জাতানুরাগ হলেও ধৈর্যের সহিত সময়-বিশেষের প্রতীক্ষা করছিলেন, রমণ করতে চান নি। সম্প্রতি এই ব্রজসুন্দরীগণ কৈশোরের মধ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন—বয়সের ধর্মে তাঁরা সর্বসুখপ্রদ ও সর্বমঙ্গলময় হয়ে উঠেছেন, তাঁদের বেণুশিক্ষাদি বিশেষ প্রকাশিত হয়েছে—এইসব গুণে তারা বিলক্ষণতা প্রাপ্ত হয়েছেন। (এই পর্যন্ত বিবাহিতা গোপীগণের কথা বলবার পর এখন কুমারী গোপীদের কথা বলা হচ্ছে, কাত্যায়নী ব্রতপরা কুমারীগণ মাসব্যাপী ব্রত শেষ-দিনে রাধাদি বিবাহিতা গোপীদেরও নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে সকলে মিলে একসঙ্গে যমুনায় স্নানে নেমেছিলেন। সেই দিনই বস্ত্রহরণ হয়েছিল। কাজেই সেইদিনের কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা বিবাহিতা অবিবাহিতা সকলের প্রতিই প্রজোয্য —শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পু) বস্ত্রহরণ দিনে বিবাহিতা ও কুমারী গোপসুন্দরীদের নিকট কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—"হে অবলাগণ! তোমরা ব্রজে ফিরে যাও, তোমাদের সঙ্কল্প আমার দ্বারা অঙ্গীকৃত হয়েছে। এই শীঘ্রই রাত্রিচয়ে আমার সহিত বিহার করবে।"—(শ্রীভা°-১০।২২।২৭) এই অঙ্গীকার অনুসারে **তা রাত্রীঃ বীক্ষ্য**—সেই প্রতিশ্রুত রাত্রিচয় দেখে—(একটি রাসরজনীর মধ্যেই শতকোটি রাত্রির প্রবেশ, তাই 'রাত্রি'পদে বহুবচন) এরমধ্যেও বিশেষকরে পূর্ণিমা

রাত্রির আগমন-আরম্ভে দীপ্ত অনুরাগে ধৈর্যচ্যুতি হেতু কৃষ্ণ রমণ করতে ইচ্ছে করলেন। অর্থান্তরে— আত্মায় রমণশীল মুণিগণের অন্য অনুসন্ধান না থাকলেও যেমন শ্রীভগবৎভক্তি করে থাকেন তেমনই শ্রীকৃষ্ণ সর্বার্থ পরিপূর্ণ হলেও সেই প্রতিশ্রুতরাত্রি 'বীক্ষ্য' উদ্দীপন রূপে অনুভব করত রমণ করতে ইচ্ছা করলেন। এইরূপে কৈমুতিক ন্যায় অনুসারে আলম্বনরূপ ব্রজসুন্দরীদের প্রেমমহিমা দর্শিত হল। (এখানে কৈমুতিক ন্যায় হল, সেই রাত্রিই যদি উদ্দীপন হয় তবে আর এই গোপীদের কথা বলবার কি আছে)।

সেই সময় অর্থাৎ এই রাসলীলার সময় থেকেই কৃষ্ণের কৈশোরও সম্মানিত হল। ইহা বিষ্ণু-পুরাণে দেখান হয়েছে "সেই মধুসূদনও কৈশোর বয়সকে সমাদর করে ব্রজসুন্দরীদের সহিত ব্রহ্মারাত্রি ধরে বিহার করেছিলেন।"—শ্রীহরিবংশেও আছে —"কালবিৎ শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরকে আদর করত যুবতী ব্রজসুন্দরীদের বংশীধ্বনিতে একস্থানে নিয়ে এসে তাঁদের সহিত বিহার করেছিলেন।" শ্রীহরিবংশের 'কালবিৎ' পদ ও শ্রীভাগবতের 'তা রাত্রিঃ বীক্ষ্য' বাক্য একার্থ বাচক এবং শ্রীহরিবংশের 'সহ তাভি মুমোদহ' বাক্য ও শ্রীভাগবতের 'রন্তং মনচক্রে' বাক্য একার্থ বাচক। এখানে 'চক্রে'—এই পদে আত্মনেপদী 'কৃ' ধাতুর দ্বারা ক্রিয়ার নির্দেশ হওয়ায় ক্রিয়ার ফল কর্তাতেই বর্তাচ্ছে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে, এই বিহার কৃষ্ণেরও সুখের জন্য. ইহা তাঁরও প্রয়োজনে, শুধু গোপীদের নয়। এইরূপে **তা রাত্রীঃ**—এই 'তা' পদে কৃষ্ণের নিজেরও অনির্বচনীয় আনন্দকর কালবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করত সেই বিশিষ্ট কালোচিত উজ্জ্বলিত শ্রীবৃন্দাবন-শোভাও দেখান হচ্ছে—শারদ্ ইতি। **শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ**— শরৎঋতুর হেতু **উৎফুল্লঃ**—'উৎ' সম্পূর্ণরূপে 'ফুল্লা' বিকসিত মল্লিকায় শোভন (সেই রাসরজনী)। শরতে মল্লিকা পুষ্প ফোটে না—পরস্পর অযোগ সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ থাকা হেতু এই 'শারদোৎফুল্লমল্লিকা' পদে এই বিশেষ শরতের মল্লিকার অপূর্বত্ব ব্যঞ্জিত হল। আরও এই পদে নিখিল পুষ্পই লক্ষিত হল, অর্থাৎ সকল ঋতুর সকল পুষ্পই এই রাসরজনীতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। এইরূপে আশ্রয় আলম্বন (গোপসুন্দরীগণ) ও উদ্দীপন (দেশ-কালাদি) সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে প্রেমময়-পরমসুখ প্রদ হল, ইহাই এখানে দেখান হল। যেহেতু কৃষ্ণের এই রমণেচ্ছা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী শক্তির বিলাসভাববিশিষ্ট কৃষ্ণ-প্রেমবিশেষময়ী-ই, প্রাকৃত কামময়ী নয়; তাই শ্রীস্বামিপাদ যে ব্যাখ্যা করেছেন, 'কৃষ্ণ কন্দর্প দর্পহারী', তা যুক্তিযুক্তই হয়েছে। এই পঞ্চাধ্যায়ী রাসলীলা নিবৃত্তিপরই, এরূপ বুঝতে হবে। নিজ মতের পোষণে শ্রীস্বামিপাদ আরও বলেছেন তাঁর (ভা° ১০।৩২।১) শ্লোকের ব্যাখ্যায়, যথা—"গোপীদের বিরহ প্রলাপে আকুল কৃষ্ণ তথায় আবির্ভূত হয়ে তাঁদিগে আদরপূর্বক সান্ত্বনা দান করলেন। স্বপ্রেমামৃতকল্লোলে বিহ্বলীকৃত চিত্তা গোপীগণকে আনন্দ দান করতে করতে অবির্ভূত হলেন।" শ্রীশুকদেবও শ্রীরাসলীলার উপসংহার শ্লোকে বললেন—"যে পণ্ডিত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ব্রজবধূ-স্বরূপ নবযুবতীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা নিরন্তর শ্রবণ ও অনন্তর বর্ণন করেন, তিনি অচিরে সর্বোত্তমজাতীয় প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ করবেন ও পরে তার হৃদরোগ কাম শীঘ্রই দূরীভূত হবে" এই শ্লোকেও প্রতিপাদিত হল রাসলীলা প্রেমময়ী, প্রাকৃত কামময়ী নয়. ইহা হৃদয়ের কামদূর করার ঔষধ-

স্বরূপই ; কোনও কামক্রীড়া ব্যাপার নয়, ইহা কন্দর্পদর্পহারী। পঞ্চাধ্যায়ী এই রাসলীলা নিবৃত্তি-পর। এই দুর্ঘটনার সমাধান করার জন্য বলা হচ্ছে—**যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ**—'যোগমায়া' পরা নামক অচিন্ত্যশক্তি, তাঁকে 'উপ' সামীপ্যে আশ্রয়—যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের বিহার হয় সেখানে সেখানেই সূর্যকিরণের ন্যায় সর্বদা সমীপে প্রাপ্ত, এরূপে স্বাভাবিক তাদৃশ শক্তিরূপে প্রতিপাদিত হলেন ইনি ; সুতরাং এই যোগমায়া দ্বারা সেই সেই দুর্ঘটলীলাও নির্বাহ হবে, এরূপ ভাব। অর্থান্তরে—যোগমায়া = যোগ + মায়া, 'যোগ' সংযোগ, গোপীদের সহিত সংযোগ ঘটানোর জন্য 'মায়া' কৃপাকে 'উপাশ্রিতঃ' অধিকরূপে আশ্রয় করলেন। [মায়া. দম্ভ, কৃপা-বিশ্বকোষ]। অর্থাৎ কৃষ্ণ গোপীদের প্রতি উচ্ছলিত কৃপায় আকুল হয়ে তাঁদের সহিত বিহার করতে ইচ্ছা করলেন। আরও, (গোপীদের প্রথম দেখার দিন থেকে ক্রমে এই পূর্ণিমা রাসরজনী পর্যন্ত কৃষ্ণের রমণেচ্ছা ক্রমে অধিক অধিক বাড়তে বাড়তে এই রাসরজনীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হল—এইরূপ অর্থ করলে আরও একটু বিশেষ জানতে পারা যায়– এই পূর্ণিমার সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ থেকে ঘরে ফিরে ভোজনাদি সমাপনের পর মার কাছে বিদায় নিয়ে ছাদে চিলেকোঠার দ্বারে আগত হয়ে নিশ্চয় করলেন আজ এখনই বিহার নিষ্পন্ন করব। ॥ জী° ১ ॥

শ্রীবিশ্ব টীকা—শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্নত্বা গুরূন্গুরুপ্রেম্নঃ। শ্রীলনরোত্তমনাথশ্রীগৌরাঙ্গং প্রভুং নৌমি॥ প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবং। লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ-শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে॥ গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেহতিপ্রভুষ্ণবে। তদীয়প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে॥ অথ পঞ্চভিরধ্যায়ৈঃ পঞ্চমাণসমৈর্মুনিঃ। রাসং প্রাহ হরেঃ সর্ব্বলীলাসম্পচ্ছিরোমণিম্। রাসো জয়তি যদ্দত্তসৌভাগ্যা গোপযোষিতঃ। ধরাস্থা অধরীচক্রুঃ সর্ব্বোর্দ্ধস্থাং রমামপি॥ ঊনত্রিংশে বেণুনাদপারুষ্যবিষবর্ষণম্। গোপিকাচাতকীধাভিঃ ক্রীড়ান্তর্দ্ধিশ্চ বর্ণতে॥ ইহ খলু সপ্তবর্ষবয়সি বর্ত্তমানেন ভগবতা কার্ত্তিকস্যামাবাস্যায়াং কর্ম্মবাদোত্থাপনেন ইন্দ্রমখভঙ্গঃ কৃতঃ। তচ্ছুক্লপ্রতিপদি গোবর্ধনমখোৎসবঃ। দ্বিতীয়ায়াং যমুনাতীরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াভোজনোৎসবঃ, শ্রীমুনীন্দ্রেণাবর্ণিতোহপি জ্ঞেয়ঃ। তত্রৈব বর্ণিতা ইন্দ্রকোপোক্তয়শ্চ, তৃতীয়ামারভ্য নবমীপর্য্যন্তং গোবর্দ্ধনধারণম্। দশম্যাং গোপানাং বিস্ময়কথাবাহুল্যং, একাদশ্যাং গোবিন্দাভিষেকঃ, দ্বাদশ্যাং বরুণলোকগমনং, পৌর্ণমাস্যাং ব্রহ্মলোকগমনম্। ততশ্চ শরদঃ সমাপ্তত্বাৎ তদুত্তরে বর্ষেঅষ্টবর্ষবয়স্কে সত্যাশ্বিনপূর্ণিমায়াং রাসোৎসবঃ সর্ব্বলীলোৎসবমুকুট-মণিস্তং বক্তুমারভতে,—ভগবানপি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণোহপি রন্তুং মনশ্চক্রে রমণস্যোদ্দীপনালম্বনানাং কালদেশপাত্রাণাং শরদ্যামিনী বৃন্দাবনব্রজবনিতানাং সর্ব্বোৎকৃষ্টমাধুর্য্যেণাকৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। শতকোটিবিলাসিনীনামুজ্জ্বলরসচিন্তামণীনাং সৌস্বর্য্য-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-সৌরভ্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্য-তৌর্যত্রিকাণি বহুবিধানি পরমরুচিরাণি স্বীয়শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ৈর্জ্জিঘৃক্ষুঃ স্বীয়সৌস্বর্যাদীনি তদীয়শ্রোত্রাদিভিস্তা জিগ্রাহয়িষুশ্চ বভূব, প্রেমবশ্যত্বাদেকস্যামেব রজন্যামব্যবধানেন যদা তদা সত্যসঙ্কল্পতাশক্ত্যা প্রেরিতয়া যোগমায়য়া দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা শক্ত্যা প্রহরচতুষ্টয়বত্যান্তস্যা এব রাত্রের্মধ্যে তাবদ্বিলাসসমাপত্ত্যৈঃ পরঃ শতকোটিরাত্র্য আনীয় দর্শিতাঃ অতএব তা রাত্রীর্বীক্ষ্যেতি বহুবচনম্। "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্ত" ইত্যগ্রেহপি বক্ষ্যতে প্রসিদ্ধার্থতৎপদোপন্যাসান্নানাগুণবতীরিতি রাত্রীণামুৎকর্ষঃ। শরদা টাবন্তঃ শরদায়ামপি উৎফুল্লা মল্লিকা যাসু তাঃ। শরত্যপি মল্লিকাঃ "কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতিগন্ধ" ইতি কুন্দান্যপি। রেমে তত্তরলানন্দিকমলামোদবায়ুনা" তি রাত্রাবপি কমলানি পুষ্পন্তীতি বৃন্দাবনস্যোৎকর্ষঃ। "শারদোৎফুল্লমল্লিক." ইতি পাঠে শারত্যশ্চ তা উৎফুল্লমল্লিকাশ্চেতি তা রন্তুমারেভে রেমে ইত্যুক্তে আত্মারামস্য স্বতএব পূর্ণকামস্য ভগবতস্তস্য ব্রজবনিতাসু রমণং বাহ্যং নরবিড়ম্বনমেবেতি কশ্চিদ্ব্যাচক্ষীতেত্যতো "রন্তুং মনশ্চক্র" ইত্যুক্ত্যা রমণমিদমান্তরমেব নতু বাহ্যমিতি জ্ঞাপিতম্। সত্যমান্তরমেবেদং রমণং কিন্তু ব্রজসুন্দরীণাং ভক্তত্বাশ্চদনুরোধেনৈবেতি

কশ্চিদ্ব্যাচক্ষীতেত্যতশ্চক্র ইত্যাত্মনে পদং প্রযুক্তম্। রমণস্য স্বসুখার্থকত্বং বোধয়তি, ততশ্চ ইত্থম্ভূতপ্রেমাণো ব্রজসুন্দর্য্যো যত্তাসু ভগবান্ স্বতঃ স্বর্বসুখ পূর্ণোহপিরন্তুং মনশ্চক্রে "আত্মারামাশ্চ মুনয়" ইত্যত্র "ইত্থম্ভুত গুণো হরি" রিতিবৎ অতো ব্রজসুন্দরীণামপি পরমোৎকর্ষঃ। তথা "সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ। রেমে তাভি-রমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিত" ইতি। "যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ। কৈপোরকং শানয়ানঃ সহ তাভির্মুমোদহ" ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণহরিবংশয়োঃ মানয়ন্ আদৃতং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। তাভিঃ সহ বিহারাভাবে স্বৈরকৈশোরবয়োহপ্যবমানিতং স্যাদত এবোক্তমভিযুক্তমহানুভাবৈঃ। "কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরি"রিতি সর্ব্বথৈব ব্রজবনিতানামপ্যুৎকর্ষো ধ্বনিতঃ। তত্র চোক্তানুক্তসর্ব্বেতি কৃত্যসমাধানার্থমাহ,—যোগমায়াং স্বীয়াচিন্ত্যচিচ্ছক্তি-বৃত্তিং উপ আধিক্যেন আশ্রিত ইতি স্বাশ্রিতানামপি তামাশ্রিত ইতি প্রয়োগতত্ত্বা অপ্যত্র সৌভাগ্যাধিক্যম্॥

১। **শ্রীবিশ্বটীকানুবাদ ঃ** প্রেমের মূর্তি পরমগুরুবর্গ শ্রীরামকৃষ্ণ-গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতিকে প্রণাম করত শ্রীনরোত্তমনাথ-শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে প্রণাম করছি। দীক্ষা শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধারমণ দেবকে বারবার প্রণাম করে করুণাসাগর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করছি। লোকনাথ জগচ্চক্ষু শ্রীশুকদেবকে একান্তভাবে আশ্রয় করছি। গোপরামাজন প্রাণপ্রিয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তদীয় প্রিয় দাস্যের জন্য আমার নিজেকে ও সর্বস্ব নিবেদন করছি।

অতঃপর পঞ্চপ্রাণসম পাঁচটি অধ্যায়ে মুনি শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের সর্বলীলা সম্পদ্-শিরোমণি রাসলীলা বলছেন। রাসের জয় হোক জয় হোক, যাঁর দত্ত সৌভাগ্যে উজ্জ্বলা এই ধরার গোপযোষিৎগণ সর্বোর্ধ্ব গোলোকের রসকেও নামিয়ে নিয়ে এলেন এই ধরাতলে। এই প্রস্তুত ২৯ অধ্যায়ে বর্ণিত হচ্ছে, গোপী-চাতকীদের চতুর্দিকে বেণুনাদপারুষ্য বর্ষণ এবং বিহারের পর কৃষ্ণের অন্তর্ধান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সপ্তমবৎসর বয়সে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্রীনন্দাদি গোপগণের নিকট কর্মবাদ উঠিয়ে ইন্দ্র-যজ্ঞ ভঙ্গ করলেন। পর দিবস শুক্লা প্রতিপদে গোবর্ধনযজ্ঞ-উৎসব করলেন। দ্বিতীয়ায় যমুনাতীরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভোজনোৎসব করলেন—শ্রীশুকদেব এ লীলাটির বর্ণন না করলেও, ইহা হয়েছিল জানতে হবে। সেখানেই বর্ণিত হয়েছে—ইন্দ্রের কোপ-উক্তিসমূহ এবং তৃতীয়া থেকে নবমী পর্যন্ত গোবর্ধন ধারণ। দশমীতে গোপেদের বিস্ময়-কথা বাহুল্য। একাদশীতে গোবিন্দ-অভিষেক। দ্বাদশীতে বরুণ-লোক গমন। পূর্ণিমাতে ব্রহ্মলোক গমন। এরপরই শরৎকাল চলে গেল। অতঃপর পরবর্তী জন্মাষ্টমীর পর কৃষ্ণ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করলে আশ্বিনী পূর্ণিমায় সর্বলীলা-উৎসব মুকুটমণি এই রাসলীলা করলেন, যার বর্ণনা আরম্ভ হচ্ছে—ভগবান্ অপি। **ভগবান্ অপি**—ভগবান হয়েও, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ হয়েও রমণ করতে ইচ্ছা করলেন—রমণের উদ্দীপনালম্বন কাল-দেশ-পাত্র, শরৎরজনী, বৃন্দাবন ও ব্রজবনিতাদের সর্বোৎকৃষ্ট মাধুর্যে আকৃষ্ট হওয়া হেতু, এরূপ ভাব

কাল শরৎরজনীর উৎকর্ষতা ঃ উজ্জ্বলরসচিন্তামণি শতকোটি বিলাসিনীদের সৌস্বর্য-সৌন্দর্য-সৌকুমার্য-সৌরভ্য-মাধুর্য-বৈদগ্ধ ও বহুবিধ পরম রুচিকর নৃত্য-গীতকীর্তনাদি নিজের কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন কৃষ্ণ আস্বাদনের অভিলাষী হলেন এবং নিজের সৌস্বর্যাদি ব্রজবনিতাদের কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আস্বাদন করাতে অভিলাষী হলেন, তখন এই বনিতাদের প্রেমবশ্যতা হেতু একই রজনীর মধ্যে

ব্যবধান রহিতভাবে তাঁর সত্যসঙ্কল্পশক্তি-প্রেরিত দুর্ঘট-ঘটনা পটীয়সী শক্তি যোগমায়াদ্বারা প্রহর চতুষ্টয়বতী সেই রাত্রির মধ্যেই সমস্ত বিলাস সমাপন-যোগ্য পরঃশতকোটি রাত্র এনে দেখান হল—অতএব 'তা রাত্রীঃ বীক্ষ্য' সেই রাত্রিসকল দেখে, এরূপ বহুবচন প্রয়োগ—এই ভাগবতেই পরেও বলা হয়েছে, "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্ত" ব্রহ্মরাত্রির অবসান হয়ে গেলে ইত্যাদি। **তা রাত্রীঃ**—এই 'তা' পদের প্রয়োগে সেই সকল রাত্রিকে বুঝানো হল, পূর্বে বস্ত্রহরণকালে কৃষ্ণ গোপীদের যে রাত্রি সকলের কথা বলেছিলেন, "আগামী রাত্রি সকলে আমার সহিত বিহার করবে" ইত্যাদি বাক্যে। সেই প্রসিদ্ধ অতএব প্রসাদাদি নানাবিধ গুণবতী ব্রহ্মরাত্রিই লক্ষিত এখানে [বা, সেবার্থ উপস্থিত হলেন, এই সব রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবৃন্দ—শ্রীবলদেব]—এইরূপে 'কাল' রাসরজনীর উৎকর্ষ দেখান হল।

দেশ বৃন্দাবনের উৎকর্ষতা ঃ শারদোৎফুল্ল মল্লিকা—'কাল' শরৎ মল্লিকা ফোটার পক্ষে বিরুদ্ধ হলেও সেই শারদীয় রাত্রিতেই মল্লিকা পুষ্প উৎফুল্ল হয়ে উঠল—"রাসনৃত্যকালে রাধার কুচকুঙ্কুমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণগলস্থ কুন্দপুষ্পে গ্রথিত মালা রঞ্জিত হয়েছিল, তার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।" (শ্রীভা° ১০.৩০) এইরূপে বুঝা যাচ্ছে অসময় হলেও এই শরতেই কুন্দও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল—এই শরৎরজনীর রাস সম্বন্ধেই উক্ত "প্রস্ফুটিত কমলগন্ধবাহী বায়ু দ্বারা আমোদিত" ইত্যাদি বাক্যেও বুঝা যাচ্ছে রাত্রি কমল ফোটার পক্ষে অসময় হলেও সেই রাত্রিতে কমল প্রস্ফুটিত হল। এইরূপে বৃন্দাবনের উৎকর্ষ দর্শিত হল।

ব্রজবনিতাদের উৎকর্ষতা ঃ 'রেমে' এইরূপ উক্তি থাকলে 'আত্মারাম' স্বতই পূর্ণকাম সেই ভগবানের ব্রজবনিতাদের সহিত রমণ বাহ্য নরবিড়ম্বন, এরূপ অর্থ কেউ করতে পারত, তাই '**রন্তুং মনশ্চক্রে**—রমণ করতে ইচ্ছা করলেন, এইরূপ উক্তিদ্বারা জানানো হল এই রমণ আন্তরিকই, বাহ্যিক নয়। সত্যই এই রমণ আন্তরিকই, কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ ভক্ত হওয়া হেতু তাঁদের অনুরোধেই এই রমণ, এরূপ কেউ বলতে পারত, তাই বলা হল '**চক্রে**'—এইরূপে আত্মনেপদ প্রযুক্ত হওয়া হেতু এই রমণ যে কৃষ্ণের নিজেরই সুখের জন্য তাই বুঝান হল—কারণ আত্মনেপদে ক্রিয়ার ফল কর্তাতে বর্তায়। অতঃপর ভগবান স্বতঃই সর্বসুখপূর্ণ হলেও যে প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণকে রমণ করতে ইচ্ছা করলেন—এতে ব্রজসুন্দরীদের পরম উৎকর্ষতাই প্রতিপাদিত হল, যেমন না-কি "আত্মারাম হলেও মুনিগণ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করেন, 'এইরূপই গুণবান শ্রীহরি' এই বাক্যে কৃষ্ণের গুণের উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—"সেই মধুসূদনও কৈশোর বয়সকে সমাদর করে ব্রজসুন্দরীদের সহিত ব্রহ্মরাত্রি ধরে বিহার করেছিলেন।"—শ্রীবিষ্ণুপুরাণ। —"কালবিৎ শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরকে আদর করত যুবতী ব্রজসুন্দরীদের বংশীধ্বনিতে একস্থানে নিয়ে এসে তাঁদের সহিত বিহার করেছিলেন।"—শ্রীহরিবংশ। তাঁদের সহিত বিহার না করলে স্বচ্ছন্দগতি কৈশোর বয়সও অবমানিত হতো, অতএব প্রতিবাদিগণকে মহানুভবগণের দ্বারা এরূপ উক্ত হল—"শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে বিহার করে কৈশোরকে সফল করছেন" এইরূপে সর্বতোভাবেই ব্রজবনিতাদের উৎকর্ষ ধ্বনিত হল। এখানে উক্তঅনুক্ত সর্ববিধ কৃত্য

২। তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং
প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ।।

২। **অন্বয়** ঃ তদা সঃ উড়ুরাজঃ (চন্দ্রঃ) দীর্ঘদর্শনঃ প্রিয়ঃ করৈঃ (হস্তৈঃ) অরুণেন (কুঙ্কুমেন) প্রিয়ায়াঃ মুখম্ ইব (যথা প্রিয়ায়াঃ মুখং রঞ্জয়তি তথা) শন্তমৈঃ (সুখতমৈঃ) করৈঃ (রশ্মিভিঃ) অরুণেন (উদয়রাগেন) প্রাচ্যাঃ ককুভঃ (পূর্বাস্যাঃ দিশঃ (মুখং বিলিম্পন্ (রঞ্জয়ন্ তথা) চর্ষণীনাং (জগজ্জনানাম্) শুচ (শরদর্কসন্তাপান্ মৃজন্ (অপনয়ন্) উদগাৎ (উদিতো বভূব)।

২। **মূলানুবাদ** ঃ [কৃষ্ণের মনোভাব তৎকালে উদিত চন্দ্রে আরোপ করে পূর্বদিগ্‌বধূর সহিত চন্দ্রের বিহার বর্ণিত হচ্ছে।] বহুকাল পর সমাগত প্রিয় যেরূপ কুঙ্কুমরাগে প্রিয়ার বদন রাঙ্গিয়ে থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ যখন রমণ করতে ইচ্ছা করলেন, তখন পূর্ণচন্দ্র নিজ সুখতম কিরণে পূর্বদিগ্বধূর মুখখানি অরুণরাগে লেপন করে দিয়ে জগজ্জনের সূর্যতাপের গ্লানি দূর করতে করতে উদিত হলেন।

সমাধানের জন্য বলা হচ্ছে — **যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ**—'যোগমায়া' স্বীয় অচিন্ত্য চিৎশক্তিবৃত্তি, সেই তাঁকে 'উপ' অধিকভাবে আশ্রয় করে। নিজ আশ্রিত যে যোগমায়া সেই তাঁকে আশ্রয়, এইরূপ প্রয়োগ হেতু যোগমায়ারও এখানে সৌভাগ্যের আধিক্য প্রকাশ পেল। বি° ১॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ এবং নিজরিরংসয়া চন্দ্রমপি প্রাচ্যদিশা সহ প্রিয়ঃ প্রিয়য়েব রন্তুমুদ্যতং মন্যমানস্য শ্রীভগবতো ভাবমভিব্যঞ্জয়ন্ তাসাং রাত্রীণামুত্তমাঙ্গরূপায়ামস্যামভিব্যক্ত-সর্ব্বমঙ্গলসূচকমন্যদপ্যাহ—তদেতি। উড়ূনাং রাজেতি, তা অপি তৎপরিবারত্বেন উদগুরিতি ধ্বনিতম্। রশ্মিভিররুণেন ইতি করণদ্বয়ম্, উভয়েষামপি সাধকতমত্বাৎ রশ্মিধৃতেন রাগেণেত্যর্থঃ। বিশেষেণ লিম্পন্ ইতি পূর্ণচন্দ্রাভিপ্রায়েণৈব ততো রাকৈবেয়ং তিথিঃ, পূর্ণত্বঞ্চ তস্য তিথ্যন্তরে শ্রীভগবদিচ্ছাপেক্ষয়া তদেত্যুক্তি-স্বারস্যাৎ, কিংবা উৎফুল্লমল্লিকা রাত্রীর্বীক্ষ্যেতিবত্তস্যাপ্যুদ্দীপনত্বেন সহজোদগমৌচিত্যাৎ, "রাকেশকররঞ্জিতমিতি" বক্ষ্যমাণানুসারেণ তত্তিথাবেব তাৎপর্য্যাৎ। স ইতি তা ইতিবৎ। ন কেবলমেবম মুনা, প্রাচী-দিশ এব তাপোপহৃতঃ, কিন্তু সর্ব্বেষাং জানানামপীত্যাহ—চর্ষণীনামিতি। শুচঃ শরদর্কজ-সন্তাপদুঃখানি ; যদ্বা; মনোদুঃখানি। ভগবতঃ সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়-পরমশক্তিরূপাণাং তাসামনুল্লাসোল্লাসাভ্যাং স্বত এব সর্ব্বেষাং তত্তদ্ভাবাৎ শ্রীকৃষ্ণজন্মদিনাদিবৎ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইবেতি—সরাগত্ব-সাধুত্বানন্যত্বাদিনান্যোহন্যং রুচিবিশেষো দর্শিতঃ। অতএব তৎপরিজনানাং শোকাশ্রুণি মার্জ্জয়ন যথাহসৌ পরমসুখকরেণ করেণ লিম্পতি, তথেতি ব্যঞ্জিতম্। 'দীর্ঘদর্শনঃ' ইত্যনেন। পরমৌৎকণ্ঠ্যং সূচিতম্, এবং সর্ব্বমিদং শ্রীভগবতো রিরংসাবির্ভাবন-মেবোক্তম্॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ প্রিয় যেমন প্রিয়ার সহিত রমণে উদ্যত হয় সেইরূপ চন্দ্রকেও পূর্বদিকের সহিত রমণে উদ্যত মনে করত রমনেচ্ছার উদয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে ভাবোদ্গম হল, তাই অভিব্যক্ত করবার জন্য সেই পরঃশতকোটি রাত্রির শিরোদেশরূপা এই পূর্ণিমা রাত্রিতে সর্ব-

মঙ্গলসূচক অন্য যে সই উদ্দীপন-আলম্বনাদি প্রকাশিত হল তাই বলা হচ্ছে—তদোড়ুরাজ ইতি। **উড়ুরাজঃ**—নক্ষত্র পতি চন্দ্র, 'উড়ু' নক্ষত্র, তার রাজা—চন্দ্রের পরিবারভুক্ত বলে নক্ষত্রগণও আকাশে উদিত হল, এরূপ ধ্বনিত হল। [করৈঃ] 'রশ্মিভিঃ' ও 'অরুণেন' এই দুটি পদই সাধন—উভয়ই সাধকতম হওয়া হেতু 'করৈঃ অরুণেন' পদের অর্থ হল, রশ্মিধৃত রাগ দ্বারা প্রাচ্যা কুকুভঃ মুখং অর্থাৎ পূর্বদিকের মুখ) **বিলিম্পন্**—বিশেষভাবে লেপন করা হল, সাধারণভাবে নয়—সেই রাসরজনীর চন্দ্রটি যে পূর্ণচন্দ্র তাই বলার অভিপ্রায়েই 'লিম্পনের' পূর্বে 'বি' অর্থাৎ 'বিশেষ' পদটির প্রয়োগ। অতএব এই তিথিটি পূর্ণিমা—অন্য তিথিগত শতকোটি রাত্রিসকলেও শ্রীভগৎ-ইচ্ছার অপেক্ষায় চন্দ্রের পূর্ণত্বই থাকল—'তদা' উক্তির আশয় হেতু এরূপ অর্থই আসে।

অথবা, 'উৎফুল্লমল্লিকা রাত্রীঃ 'বীক্ষ্য' আগের শ্লোকে যেমন 'উৎফুল্লমল্লিকা রাত্রি' উদ্দীপন তেমনই পূর্ণিমা চাঁদেরও উদ্দীপনরূপে সহজ উদয় উচিৎ হওয়া হেতু, তাই হল। পরবর্তী (শ্রীভা° ১০।২৯।২১) শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণের উক্তি 'রাকেশকররঞ্জিতম্' অর্থাৎ 'পূর্ণিমাচন্দ্রের কিরণমালায় রঞ্জিত' এই বাক্য অনুসারেও সেই পূর্ণিমা তিথিতেই তাৎপর্য হওয়া হেতু পূর্ণচন্দ্রেরই উদয় হল **'তদা'** সে সময়। **স**—সেই রাত্রি যেমন উদ্দীপন তেমনই এই পূর্ণিমার চাঁদও উদ্দীপন। সেই পূর্ণচন্দ্র কেবল যে পূর্বদিগ্‌বধূরই তাপহরণ করল, তাই নয় জগজ্জনেরও তাপ হরণ করল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**চর্ষণীনাম্**—দর্শক প্রাণীমাত্রেরই **শুচঃ**—শরৎ-সূর্যজনিত সন্তাপ দুঃখ, বা মনোদুঃখসমূহ হরণ করল। শ্রীভগবানের সর্বশক্তির আশ্রয় পরমশক্তিরূপা সেই ব্রজসুন্দরীদের উল্লাস-অনুল্লাসের দ্বারাই স্বতঃই জগতের প্রাণীমাত্রেরই উল্লাস-অনুল্লাস হয়ে থাকে, যেমন না-কি কৃষ্ণজন্ম দিনে হয়ে উঠেছিল। 'প্রিয় প্রিয়ার' দৃষ্টান্তে চন্দ্র ও পূর্বদিকের পরস্পরের সরাগত্ব সাধুত্ব অনন্যতা প্রভৃতি রুচিবিশেষ দর্শিত হয়েছে। অতএব প্রিয় যেমন তাঁর পরিজনদের শোকাশ্রু মার্জন করত পরম সুখ-হস্তে প্রিয়ার মুখ অরুণ কুঙ্কুমে মার্জন করে থাকে সেইরূপ চন্দ্র পূর্বদিগ্‌বধূর মুখ অরুণরাগে রঞ্জিত করল। [এখানে ব্যঞ্জনা শক্তিতে এরূপ অর্থ পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্র যেন নিবেদন করছে হে প্রভু এমনই করে তুমিও তোমার প্রিয়া ব্রজসুন্দরীদের মুখ কুঙ্কুমে রাঙ্গিয়ে দাও।] **দীর্ঘদর্শনঃ**—দীর্ঘকাল পর গৃহাগত, এই পদে পরম উৎকণ্ঠা সূচিত হল। পূর্বদিকে পূর্ণিমার চাঁদের উদয়াদি সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের বিহার ইচ্ছারই বাইরে প্রকাশ। ॥ জী° ২ ॥

শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ তদৈবোদ্দীপনান্তরঞ্চ প্রাদুর্বভূবেত্যাহ,—তদা উড়ুরাজশ্চন্দ্র উদগাৎ। কিঞ্চ, ন কেবলময়মুদ্দীপন এব অপি তু গোপস্ত্রীরমণস্য তস্য প্রমাণীভূত ইত্যাহ,—ককুভ ইতি। দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য স প্রিয়ো রমণঃ প্রিয়ায়া স্বরমণ্যা মুখং অরুণেন কুঙ্কুমেন স্বকরধৃতেন যথা বিলিম্পতি তথা প্রাচ্যাঃ ককুভো দিশঃ মুখং শন্তমৈঃ সুখতমৈঃ করৈঃ কিরণৈর্ধৃতেন অরুণেন উদয়রাগেণ লিম্পন্নরুণীকুর্ব্বন্নিত্যর্থং। স প্রসিদ্ধ এব চর্ষণীনাং—"অর্যম্নো মাতৃকাপত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ। যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা পরিকল্পিতে"তি ষষ্ঠোক্তের্মনুষজাতীনাং শুচঃ সন্তাপান্ মৃজন অপনয়ন্। অয়মর্থঃ,—কৃষ্ণস্য স্বকুলাদি-পুরুষঃ স পুরাতনোঽপি রমণার্হ বহুতদ্ধ-

৩। দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্ ।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥

৩। **অন্বয়** ঃ অখণ্ড মণ্ডলং (ষোড়শ কলং) নবকুঙ্কুমারুণং, রমাননাভং ('রমা' রাধা তস্য আননস্য ইব আভা যস্যেতি তম্ চন্দ্রং) কুমুদ্বন্তম্ ('কুমুৎ' কুমুদং তদ্বিকাসনীয়ত্বেন বর্ততে যস্য তং চন্দ্রং) তৎ কোমল গোভিঃ (তস্য চন্দ্রস্য স্নিগ্ধ কিরণৈঃ) রঞ্জিতং বনং চ বীক্ষ্য বামদৃশাং (কুটিলাং দৃশঃ যাসাং তাঃ তাসাং ভাববতীনাং) মনোহরং কলং জগৌ ।

৩। **মূলানুবাদ** ঃ (সেই চন্দ্রের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ভবোদয় হল, যমুনার তটে 'রসৌলি' নামক গ্রামচত্তরে এসে গোপীদের আনার জন্য বেণুধ্বনি করলেন)। নবকুঙ্কুম-পিণ্ডসদৃশ অরুণবর্ণ, রাধাবদনের আভার ন্যায় আভাবিশিষ্ট, ষোড়শ কলয়া পরিপূর্ণ সেই কুমুদ-বিকাসনশীল চন্দ্র ও তাঁর কোমল কিরণে রঞ্জিত বনভূমি অবলোকন করে শ্রীকৃষ্ণ মনোহরনয়না ভাববতী শ্রীব্রজসুন্দরীদের মনোমুগ্ধকর মধুর বেণুসঙ্গীত আরম্ভ করলেন ।

স্বস্ত্রীমানপি প্রাচ্যা দিশঃ ইন্দ্রভার্য্যাত্বাৎ পরস্ত্রিয়ো মুখং স্বকরৈঃ স্পৃশতি, স্পৃশন্নেব স্বয়ং তস্যামনুরক্তস্তামপ্যনুরাগবতীং করোতি যদি তদা কৃষ্ণস্য তদ্বংশ্যস্য নবীনবয়সো গোপজাতে-রলব্ধবিবাহত্বাৎ স্বীয় স্ত্রীরহিতস্যাথ চ স্বসৌন্দর্য্যেণ মানুষী-জাতীরানন্দয়তো গোপস্ত্রীরমণে কঃ খলু দোষ ইতি॥ বি°২ ॥

২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ **তদা** —উদ্দীপন দেশ-কালের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ যখন বিহার বিষয়ে উন্মুখ হলেন তৎপরই শ্রীচন্দ্রদেব সেবাসুযোগ পেয়ে স্বয়ং উদিত হলেন (চন্দ্র দেখে যে উন্মুখ হলেন, এরূপ নয়) । এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তদা ইতি । **উড়ুরাজঃ**—পূর্ণচন্দ্র তদা **উদগাৎ**—উদিত হল। [কি করতে করতে ? **প্রাচ্যা**—পূর্ব **কুকুভো**--দিকের **মুখং**—মধ্যভাগে । **শন্তমৈঃ করৈঃ**—সুখতম কিরণের দ্বারা]

এই উদিত পূর্ণচন্দ্র যে পুনরায় উদ্দীপনমাত্রই হলেন কৃষ্ণের পক্ষে তাই নয়, পরন্তু তাঁর গোপস্ত্রী-রমণ পক্ষে প্রমানরূপে জ্বলজ্বল করতে থাকলেন, এই আশয়ে **কুকুভঃ ইতি** অর্থাৎ তারকাপতি চন্দ্র পূর্বদিক্‌বধূর মুখমণ্ডল স্বীয় অরুণবর্ণ কিরণে রঞ্জিত করলেন । **দীর্ঘদর্শনঃ**—দীর্ঘকাল পর দর্শন যার সেই **প্রিয়ঃ**—রমণ, **প্রিয়ায়াঃ**—নিজ রমণীর মুখ **করৈঃ**— স্বহস্তে ধৃত **অরুণেন**—কুঙ্কুমের দ্বারা যথা **বিলম্পতি**—বিলিপ্ত করে থাকে তথা **প্রাচ্যা কুকুভো**—পূর্বদিকের মুখং--মধ্যদেশ **শন্তমৈঃ করৈঃ**--সুখতম কিরণে ধৃত **অরুণেন** উদয়রাগে **বিলিম্পন্**—বিশেষভাবে অরুণবর্ণে রাঙ্গিয়ে দিতে দিতে উদিত হলেন । **স চর্ষণীনাং**—(শ্রীভা° ৬ ৬।৪২) শ্লোকের 'স' সেই প্রসিদ্ধ 'চর্ষনি পুত্রসকল' বাক্যের অর্থ ঐ শ্লোকেই বলা আছে 'মনুষ্যজাতি' –এই অনুসারে এখানে মনুষ্যজাতির **শুচঃ**—সন্তাপসমূহ **মৃজন্**—দূর করতে করতে উদিত হলেন চন্দ্র । নিজের উদয়ে চন্দ্রদেব যেন এরূপ ইঙ্গিত করছেন, যথা—কৃষ্ণের নিজকুলের আদিপুরুষ চন্দ্র প্রাচীন হয়েও দ্বিজরাজ হয়েও রমণযোগ্য বহুতর নিজস্ব পত্নী থাকতেও

যদি পরস্ত্রী ইন্দ্রভার্যার মুখ নিজহাতে স্পর্শ করছেন, নিজে যেন তাতে অনুরক্ত হয়ে, তাকেও অনুরাগবতী করছেন, তবে আর গোপবংশীয় নবীন বয়সী অবিবাহিত হওয়া হেতু অস্ত্রীক, অথচ নিজ সৌন্দর্যে মানুষজাতিকে আনন্দে মত্তকারী, এরূপ কৃষ্ণের পক্ষে গোপস্ত্রী রমণে কি দোষ হতে পারে ? কোন দোষ স্পর্শ হয় না। বি° ২॥

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ততশ্চ তং দৃষ্ট্বা ভাববিশেষাবির্ভাবেণ বনমাগত্য তচ্চ তদ্রশ্মিভীরঞ্জিতং দৃষ্ট্বা তত্রচ যমুনাতীরভাগম্, অদ্যাপি 'রাসৌলী' ইতি প্রসিদ্ধং শ্রীবজ্রস্থাপিত-গ্রামচত্বরমাগত্য চাকর্ষণবেণুনা কিমপি গীতমগায়দিতি পূর্ব্ববত্তস্যাং রাত্রৌ প্রকটিতবেণু-শিক্ষাবিশেষত্বমপ্যাহ—দৃষ্ট্বেতি। তঞ্চ রমাননাভং, রময়ন্তীতি—রমাণাং পরমরমারূপাণামেব তাসাং তৎপ্রেয়সীনাং মধ্যে পরমপ্রেয়সী যা রাধা, যৎপ্রাপ্ত্যর্থমেব বেণুশিক্ষাবিশেষং প্রকটয়িতুং নূনমেতাবন্তং কালং তাসামপি সঙ্গমে শিথিলোহভূৎ, তস্যা যৎ আননং তদাভং দৃষ্ট্বা তত্তয়া বিতর্ক্য তেন তং স্মৃত্বা কলং জগাবিত্যন্বয়ঃ, বিতর্কাদ্যুপপাদনায় সাম্যেন বিশেষণানি—কুমুৎ কুমুদম্। তথা চ বিশ্বঃ—'কুমুদেহপি কুমুৎ প্রোক্তম্' ইতি। তদ্বন্তমিতি বা স্বপ্রকাশনায় কুমুদানি চ তদানিং বিকসিতানীতি ধ্বন্যর্থঃ। অত্র বিশেষণৈরেব বিশেষ্যশ্চন্দ্রো লভ্যতে ; 'অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনাম্' ইতিবৎ। আননস্য পক্ষে কোঃ পৃথিব্যা মুৎ কর্ত্তব্যত্বেন বিদ্যতে যস্য তদিতি বিশেষ্যবশাৎ লিঙ্গপরিণামেণ জ্ঞেয়ম্ ; পরমরমারূপত্বাত্তস্যঃ অখণ্ডমণ্ডলং ষোড়শকলং, পক্ষে যথাবৎ-পরিমাণসম্বলিতং মণ্ডলমবয়ববৃন্দং যত্র, নবকুঙ্কুমপিণ্ডবদরুণম্ ; পক্ষে নবকুঙ্কুমরাগেণারুণম্। এবং কালস্য রতিযোগ্যতাং প্রদর্শ্য স্থানস্যাপি দর্শয়তি—বনঞ্চেতি। তস্য প্রথমোদয়েনাল্পমাত্রপ্রকাশবদ্ভির্গোভী রঞ্জিতং দীর্ঘত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। এবং ভাবোদ্দীপনমেব দর্শিতম্। কলং মধুরাস্ফুটং ধ্বনিং জগৌ বেণুনেতি জ্ঞেয়ম্। 'কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃত-বেণুগীত' (শ্রীভা ১০।২৯।৪০) ইত্যাদিবক্ষ্যমাণাৎ। তত্র মধুরত্বং মনোহরণায়, অস্ফুটত্বং সর্ব্বাসামপি তাসাং স্বস্বনামময়ত্বাদিভ্রমায়, বামদৃশাং মনোহরমিতি—তাদৃশভাবতীনামেব মনোহরং যথা স্যাত্তথেতি। আদিরসমাত্রোদ্দীপনং রাগবিশেষং জগাবিত্যর্থং ; বক্ষ্যতে চ—'অনঙ্গবর্দ্ধনম্' ইতি। স চ নূনং মধ্যমাদির্নামা, যত উক্তং মায়ূররাগভেদে 'মধ্যমাদির্মগ্রহান্তো মধ্যমগ্রামরাগজঃ। অরং সায়ং তু গাতব্যঃ শৃঙ্গারে ঋধবর্জিতঃ॥' ইতি মেতি মধ্যমঃ, ঋধেতি ঋষভধৈবতৌ স্বরৌ। 'গ্রহঃ স্বরঃ স ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ' ইতি। পূর্ব্বন্তু 'ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরম্' ইতি সামান্যবিষয়কত্বাৎ স্বভাবানুসারেণ তাসাং মোহনমাত্রং জাতম্, অধুনা তু রসবিশেষোদ্দীপনত্বাদাকর্ষণমিতি তত্র তত্র বংশ্যা অপি বৈশিষ্ট্যমস্তি। যথোক্তম্—'অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদিবিবরাষ্টকম্। ততোহঙ্গুলান্তরে যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলম্॥ শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সা তু বংশিকা। নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ॥ দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধ্রয়োঃ। মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সম্মোহিনীতি চ॥ ভবেৎ সূর্য্যান্তরা সা চেৎ তত আকর্ষণী মতা। আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিন্দ্রান্তরা যদি॥ গোপানাং বল্লভা সেয়ং বংশুলীতি চ বিশ্রুতা। ক্রমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধা চ সা॥' ইতি। অতো দ্বাদশাঙ্গুলান্তরে তারমুখরন্ধ্রা হৈমীয়ং জ্ঞেয়া। এবং গান-বৈশিষ্ট্যমপি জ্ঞেয়ম্, বামদৃশামিতি শ্লেষেণ স্বস্মিন্ কুটিলমেব পশ্যন্তীনাং তাসাং মনোরূপমূলারুষ্ট্যা দৃষ্ট্যাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃন্দমেবাকৃষ্টমিবেত্যর্থঃ। অত্র শ্লেষেণ কামবীজং জগাবিতি রহস্যম্, যতো বামদৃক্সম্বন্ধি যত্তৎ সহিতং কলমিতি প্রথমাক্ষরত্রয়ং ব্যঞ্জিতম্। কীদৃশম্ ? মনোহরং, মনঃশব্দেন তদধিষ্ঠাতা চন্দ্র উচ্যতে, স চ তদাকারত্বেন লবকঃ, তং হরতীতি আকর্ষতীতি তৎসম্বলিতমিত্যর্থঃ। নাদযুক্তত্বন্ত

বেণুনাদস্বাভাব্যাদেবেতি ভাবঃ ; তদুক্তম্—'কলা তু মায়া লবকা তু মূর্ত্তিঃ, কলক্কণদ্বেণুনিনাদরম্যঃ' ইতি ॥ জী° ৩ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সেই চন্দ্র দেখে ভাববিশেষের আবির্ভাব হেতু বনপ্রদেশে এসে, সেই বন চন্দ্রকিরণে রঞ্জিত দেখে এবং সেখানকার যমুনাতীরভাগ, যা 'রসৌলী' নামে অদ্যাবধিও প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীবজ্রস্থাপিত গ্রাম-চাতালে উপস্থিত হয়ে তাঁর আকর্ষণী বেণুতে কোনও অনির্বচনীয় গান গাইতে লাগলেন—এইরূপে সেই রাত্রিতে প্রকাশিত বেণুশিক্ষা-বিশেষত্বও বলা হচ্ছে—দৃষ্ট্বা ইতি। **রমাননাভং**—যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে রমণ অর্থাৎ বিহার করাইয়া থাকেন তাঁরা রমা, এই শ্রীলক্ষ্মীরূপা কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে পরমপ্রেয়সী যে রাধা, তাঁরই প্রাপ্তির জন্যই বেণুশিক্ষা-বিশেষ প্রকাশার্থে মনে হয় এতকাল পর্যন্ত ব্রজসুন্দরীদের সহিত সঙ্গমে শৈথিল্য দেখিয়েছেন। সেই রাধার যে আনন, তার আভার আভাসযুক্ত চন্দ্র দেখে শ্রীরাধার মুখের সহিত সাদৃশ্য বিচার করত, তাঁর মুখ স্মরণ করে মধুর অস্ফুট স্বরে বেণুবাদন করলেন। অনুমানের সমর্থনের জন্য সাদৃশ্য দেখিয়ে বিশেষণ দেওয়া হল, **কুমুদবন্তম**—'কুমুৎ' = কুমুদ (বিশ্ব), চন্দ্র উদিত হলে কুমুদ বিকসিত হয়, তাই চন্দ্রের বিশেষণ দেওয়া হল কুমুদ্বান্। মূল শ্লোকে 'চন্দ্র' পদের প্রয়োগ না থাকলেও এই বিশেষণের দ্বারাই বিশেষ্য চন্দ্রকে পাওয়া যাচ্ছে, যেমন না-কি 'পদ্মিনীর মুদ্রিত অবস্থা ভঞ্জনকারী ইনি উদিত হচ্ছেন' সাহিত্য দর্পণের এই বাক্যে বিশেষ্য সূর্যকে পাওয়া যায়। 'রমানন' পদের বিশেষণ রূপে 'কুমুদ্বন্তম্' পদের ব্যাখ্যা—'কু' পৃথিবী, 'মুৎ' আনন্দ—পৃথিবীর আনন্দবিধানই কর্তব্যরূপে বিদ্যমান রয়েছে যে আননের অর্থাৎ শ্রীরাধার মুখ পৃথিবীর অতুল আনন্দকর—এ বিষয়ে কারণ, শ্রীরাধা পরমরমারূপা। এখানে বিশেষ্য ক্লীবলিঙ্গ পদ আননের অধীন হওয়া হেতু বিশেষণ 'কুমুদবন্তম্' লিঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে 'কুমুদ্বৎ' হবে' যথা—কুমদ্বৎ আননম্। **অখণ্ডমণ্ডলম**—চন্দ্র পক্ষে ষোড়শকলা বিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্র। শ্রীরাধার 'আনন' পক্ষে 'অখণ্ড', যাতে অপূর্ব সৌন্দর্য-মাধুর্য বিকসিত হয়, সেইভাবে সংযোজিত 'মণ্ডলম্' নাসিকা-কর্ণ-নয়নাদি প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট (আনন)। **নবকুঙ্কুম-অরুণম**—চন্দ্রপক্ষে, নবকুঙ্কুমপিণ্ডবৎ অরুণ। শ্রীরাধার আনন পক্ষে, নবকুঙ্কুমরাগে অরুণ।

এইরূপে কালের রতিযোগ্যতা দেখিয়ে স্থানেরও রতিযোগ্যতা দেখান হচ্ছে—বনঞ্চ ইতি। **তৎকোমলগোভিঃ**—'তৎ' চন্দ্রের কোমল কিরণে, অর্থাৎ চন্দ্রের প্রথম উদয় হেতু অল্পমাত্র প্রকাশ দ্বারা রঞ্জিত বনকে দেখে—এইরূপে ভাবের উদ্দীপনই দেখান হল। **কলং**—মধুর অস্ফুট ধ্বনি। **জগৌ**—বেণুতে গান করলেন, এরূপ বুঝতে হবে ; কারণ এই মদ্ভাগতেরই (১০।২৯।৪০) শ্লোকে পরে উক্ত হয়েছে—'এই ত্রিলোকমধ্যে কোন্ রমণী আছে, যে তোমার কলপদামৃত 'বেণুগানে' বিমোহিত হয়ে আর্যচরিত থেকে বিচলিত না হয়।'—এই ধ্বনির 'মধুরতা মনোহরণের জন্য, আর 'অস্ফুটতা' গোপীদের সকলেরই নিজ নিজ নামময়তাদিরূপে ভ্রমের জন্য এই অস্পটতা, অস্পষ্ট হওয়াতে গোপীদের সকলেরই ধারণা হল, এই বেণু আমাকেই ডাকছে, এরূপ ভ্রম জন্মাবার জন্যই অস্পটতা, এরূপ অর্থ।

বামদৃশাং মনোহরম্—কুটিল নয়না উন্নতউজ্জ্বলরসময়ী ব্রজসুন্দরীদের যাতে মনোহর হয়, সেইভাবে বেণু গান করলেন। একমাত্র আদিরসেরই উদ্দীপন রাগবিশেষ গান করলেন। পরবর্তী শ্লোকেও বলা হয়েছে 'অনঙ্গবর্ধন বেণুগান'—এই রাগের নাম নিশ্চয়ই মধ্যমাদি ছিল, যেহেতু মায়ূর রাগভেদে উক্ত আছে—"মধ্যম গ্রামের রাগ থেকে উৎপন্ন, যা গীতের আদিতে সমর্পিত হয় ও 'ঋষভ ও ধৈবত' রাগ থেকে ভিন্ন, সেই মধ্যম স্বরান্ত মধ্যমাদি রাগ শৃঙ্গাররসে সন্ধ্যার সময় গান করবে।" এই শ্লোকে 'ম' মধ্যম, 'ঋ' ঋষভ, 'ধ' ধৈবত স্বর, গীতের আদিতে যে স্বর সমর্পিত হয় তাকে গ্রহ বলে। পূর্বে (শ্রীভা° ১০।২১।৬) শ্লোকে আছে,"বেণুধ্বনি সর্বপ্রাণীরই মনোহর" এইরূপে সাধারণের বিষয় হওয়া হেতু এই বেণুধ্বনি স্বভাব অনুসারে গোপীদেরও মোহনমাত্র হয়েছিল, কিন্তু এখন রসবিশেষের উদ্দীপন হওয়া হেতু তাঁদের আকর্ষক হল, সুতরাং সেই সেই স্থলে বংশীরও বৈশিষ্ট্য আছে, বুঝতে হবে।

বংশীর বৈশিষ্ট্য ঃ বংশী ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যভাগ এবং এক এক ছিদ্রের বিস্তার অর্ধাঙ্গুল পরিমিত, তারাদি স্বরের জন্য অষ্টছিদ্র, ইহা হতে দেড় অঙ্গুলি দূরে অঙ্গুল পরিমিত মুখছিদ্র, অগ্রভাগ (ছিদ্রহীন) চার অঙ্গুলি এবং পশ্চাদ্ভাগ তিন অঙ্গুলি—মোটের উপর নয়ছিদ্রযুক্ত সপ্তদশ অঙ্গুল পরিমিত বংশীই বংশীকা (বংশী) বলে খ্যাত। যে বংশীর মুখছিদ্র ও তারা নামক শেষের ছিদ্রে ব্যবধান দশ আঙ্গুল থাকে, তাকে মহানন্দা বা সম্মোহিনী বলে। যদি তারা ও মুখবন্ধের ব্যবধান দ্বাদশ অঙ্গুল থাকে, তবে তাকে আকর্ষণী বলে। যদি তারা ও মুখবন্ধের ব্যবধান চতুর্দশ অঙ্গুলি থাকে, তবে তাকে আনন্দিনী বংশী বলা হয়। মহানন্দা-আকর্শণী-আনন্দিনী এই তিন প্রকার বংশী যথাক্রমে মণিময়ী, হেমময়ী ও বংশময়ী হয়ে থাকে অর্থাৎ মহানন্দা বংশী মণিময়ী, আকর্ষণী বংশী স্বর্ণময়ী ও আনন্দিণী বংশী বংশময়ী (বাঁশে নির্মিত)। আনন্দিণীর অপর নাম 'বাংশুলী', ইহা সখাগণের অতিশয় প্রিয়। —(সিন্ধু ২।১।৩৬৯)। এখন কৃষ্ণ বাজালেন তারা থেকে মুখছিদ্র যার দ্বাদশ অঙ্গুল সেই স্বর্ণময়ী আকর্ষণী বংশী—এইরূপে বংশীর গানবৈশিষ্ট্যও বুঝতে হবে।

অথবা, 'বামদৃশাং মনোহরম্' নিজের প্রতি কটাক্ষদৃষ্টিকারিণী গোপীদের সর্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি মনকে আকর্ষণের সহিত দৃষ্ট্যাদি সর্বেন্দ্রিয় সমূহকেই আকৃষ্ট করা হল এই বংশীধ্বনিতে। এখানে অর্থান্তরে 'ক্লীং' এই কামবীজ গান করলেন, এখানে রহস্য তন্ত্র অনুসারে 'বামদৃক্' শব্দে 'ঈ'=ী' পাওয়া যায়, এর সহিত 'কলং' পদের 'ক' ও 'ল' সংযুক্ত করে 'ক্লীং' পদ পাওয় যায়, অতঃপর মূলের 'মনোহরম্' পদের 'মনঃ' শব্দে মনের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা চন্দ্র, 'সেই চন্দ্রকে' 'হরং' হরণ অর্থাৎ ঁ অক্ষরটি আকর্ষণ পূরক 'ক্লীং' পদের উপর সংযোগ করত স্বাভাবিক ভাবেই বেণুনাদের সংযোগে 'ক্লীঁং' এই কামবীজ পাওয়া গেল।। জী° ৩।।

৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** ততশ্চ তদ্দর্শনেনোদ্ভূত কন্দর্পবিকারো "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ, ইতি স্মৃত্বা স্বকুলাদিপুরুষস্য তস্য ধর্ম্মং স্বস্মিন্নপি পশ্যন্ নিঃশঙ্কমেব পরস্ত্রীরানেতুং কমপ্যমোঘং যত্নমকরোদিত্যাহ,— দৃষ্ট্বেতি। কুমুৎ কুমুদং "কুমুদেহপি কুমুৎপ্রোক্ত" মিতি বিশ্বঃ। তদ্বিকাসনীয়ত্বেন বর্ত্ততে যস্য তম্। কোঃ পৃথিব্যা অপি মুৎকর্ত্তব্যত্বেন বর্ত্ততে যস্য তমাত্মানঞ্চ দৃষ্ট্বেত্যপি ব্যাখ্যেয়ং, বিশেষ্যবিশেণানুক্তেঃ ন খণ্ডং মণ্ডলং বিম্বং স্বরূপং যস্য তং পূর্ণমিত্যর্থঃ। রমা লক্ষ্মীস্তদ্ভ্রাতৃত্বাত্তদাননাভম্। যদ্বা, "সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরে"তি স্মৃতেঃ রমা শ্রীরাধা। রমন্তে রময়ন্তীতি বা রমা গোপ্যশ্চ তাসামাননস্যেবাভা যস্য তমিতি তদ্দর্শনেন তাঃ স্মৃতিপথমারূঢ়া ইতি ভাবঃ। পক্ষে রমাণাং তাসাং আননে আভা অন্তঃকন্দর্পবিকারদ্যোতনী সম্যক্ কান্তির্যতস্তাত্মানং উদয়রাগব্যাপ্তত্বাৎ নবকুঙ্কুমপিণ্ডবদরুণং, পক্ষে নবকুঙ্কুমচর্চ্চয়া অরুণম্, তথা বনঞ্চ তস্য কোমলৈর্গোভিঃ কিরণৈ রঞ্জিতং ম্রক্ষিতং অভিরঞ্জিতমিতি সমাসো বা। পক্ষে তৈঃ প্রসিদ্ধৈর্গোভিঃ স্বাঙ্গকান্তিভিঃ স্বপাল্যমানগবীভির্বা অভিরঞ্জিতং অভিরঞ্জিত-চরমিত্যর্থঃ। টজভাবার্ষঃ। ইত্যুদ্দীপনালম্বনবিভাবৌ দৃষ্ট্বা কলং মধুরমগায়ত বেণুনেতি শেষঃ। "কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতে"ত্যগ্রিমোক্তেঃ। কং বাম মনোহরা দৃশো যাসাং তাসাং যুবতীনামেব মনোহরং যথা স্যাত্তথা "গায়ন্তং স্ত্রিয় কাময়ন্ত" ইতি শ্রুতেঃ। শ্লেষেণ কলং ককার লকারং বামদৃশামিতি লুপ্তবিভক্তিকং পদং বামদৃক্ চতুর্থঃ স্বর। তয়া সহ পঞ্চদশস্বরং কামবীজং জগাবিতি রহস্যং মনোহরং মনসঃ আকর্ষকত্বাৎ স্বস্বরূপভূতমহামন্মথ-মন্ত্রমিত্যর্থঃ।

৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** [এই শ্লোকে বিশেষ্য পদ নেই। 'কুমুদবন্তং' ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারাই বিশেষ্যকে বুঝানো হয়েছে। **শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই বিশেষণগুলিকে একবার চন্দ্রে একবার কৃষ্ণে লাগিয়ে** তাঁর ব্যাখ্যা করেছেন।]

অতঃপর পূর্ণচন্দ্র দর্শনে অদ্ভুত কন্দর্প-বিকারগ্রস্ত হলেন শ্রীকৃষ্ণ—"শ্রেষ্ঠ জন যা যা আচরণ করে ইতর জন তাই অনুসরণ করে" এই নীতিবাক্য স্মরণ করে স্বকুলের আদিপুরুষ চন্দ্রের ধর্ম নিজেতে দেখিয়ে নিঃশঙ্কভাবে পরস্ত্রী আকর্ষণ করে আনার জন্য কোনও এক অমোঘ চেষ্টা করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দৃষ্টা ইতি। **কুমুদবন্তম্**—(চন্দ্রপক্ষে) 'কুমুৎ' কুমুদ—(বিশ্বঃ)। কুমুদ পুষ্প প্রস্ফুটিত করানো কর্তব্য যার সেই চন্দ্র—এই পদটি চন্দ্রের বিশেষণ। (কৃষ্ণ পক্ষে) 'কোঃ' পৃথিবীরও 'মুৎ' হর্ষ উৎপাদনই যার কর্তব্যরূপে বিদ্যমান, সেই নিজরূপের প্রতি **দৃষ্টবা**—দৃষ্টিপাত করে—বিশেষ্য পদটি পরিষ্কার করে না বলাতে এরূপ অর্থও করা যায়। **অখণ্ডমণ্ডলং**- যাঁর স্বরূপ খণ্ডিত নয়, সেই চন্দ্র অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র। **রমাননাভং**—রমা লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর ভাই হওয়া হেতু লক্ষ্মীর মত আননের আভাযুক্ত অথবা, "পরদেবতা শ্রীরাধা সাক্ষাৎ কৃষ্ণময়ী, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তিময়ী, কৃষ্ণসম্মোহিনী ও পরাশক্তি" তন্ত্রে এইরূপ থাকা হেতু **রমাননাভং**—'রমা' শ্রীরাধা, যিনি রমণ করেন, রমণ করান, বা 'রমা' গোপী-গণ, [চন্দ্রপক্ষে] 'রমাননাভং চন্দ্রং দৃষ্টবা' রাধাদি গোপীদের আননের মত আভা যার সেই চন্দ্র, সুতরাং সেই চন্দ্র দর্শনে সেই গোপীগণ কৃষ্ণের স্মৃতিপথে উদিত হলেন, এরূপ ভাব। [কৃষ্ণপক্ষে]

৪। নিশম্য গীতং তদনঙ্গবৰ্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥

৪। **অন্বয় ঃ** কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ ব্রজস্ত্রিয়ঃ অনঙ্গবৰ্দ্ধনং তৎ গীতং নিশম্য (শ্রুত্বা) অন্যোন্যং অলক্ষিতোদ্যমাঃ জবলোলকুণ্ডলাঃ (গমন বেগেন চঞ্চলানি কুণ্ডলানি যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) সঃ কান্ত যত্র বর্ততে তত্র আজগ্মুঃ (আগতাঃ)।

৪। [কেবল মধুর রসের পাত্রী ব্রজাঙ্গনাগণই এই বেণুগীত শুনতে পেলেন. অপর কেউ নয়। এই বেণুগীতে তাঁরা আকৃষ্ট হলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই শক্তিবিশেষ প্রকাশ করে বলছেন—]

স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্টচিত্ত ব্রজযুবতীগণ কামবৰ্ধনকারী সেই বেণুধ্বনি শুনে পরস্পর কেউ কাউকেই নিজ গমনোদ্যম প্রকাশ না করেই আগমন করতে লাগলেন সেই পরম সুখময় স্থানে, যেখানে তাঁদের কান্ত বিরাজ করছেন। গমন বেগে তাঁদের কর্ণকুণ্ডল দুলতে লাগল।

'রমাননাভং রূপং দৃষ্ট্বা' সেই রমাদের আননে 'আভা' অন্তঃবিকার-প্রকাশণী সম্যক্ কান্তি যার থেকে প্রকাশ পায় সেই নিজ রূপকে (দেখে)।**নবকুঙ্কুমারুণম্**—[চন্দ্রপক্ষে] উদয়রাগে ছেঁয়ে যাওয়া হেতু নবকুঙ্কুমপিণ্ডবৎ অরুণতাপ্রাপ্ত চন্দ্র দেখে, [কৃষ্ণপক্ষে] নবকুঙ্কুম চর্চায় অরুণ (কৃষ্ণরূপ দেখে)। **বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং**—[চন্দ্রপক্ষে] বনও 'তৎ' সেই চন্দ্রের কোমল 'গোভিঃ' কিরণে 'রঞ্জিতং' লেপিত বা অভিরঞ্জিত। [কৃষ্ণপক্ষে] 'তৎ' কৃষ্ণের সেই প্রসিদ্ধ 'গোভিঃ' নিজ অঙ্গকান্তি দ্বারা বা নিজের পালিত গাভীগণের দ্বারা 'অভিরঞ্জিত' গোচারণ ভূমিময় বন দেখে। এইরূপে উদ্দীপন ও আলম্বন বিভাব দৃষ্ট্বা—দেখে **কলংজগৌ**—মধুর মধুর বেণু বাজাতে লাগলেন।— "এই ত্রিলোকমধ্যে কোন্ রমনী আছে, যে তোমার কলপদামৃত বেণুগানে বিমোহিত হয়ে আর্যচরিত থেকে বিচলিত না হয়।" পরে (১০।২৯।৪০) শ্লোকে এরূপ উক্তি থাকা হেতু— **বামা**—মনোহর-নয়নী যুবতীদের যাতে মন-হারী হয় সেইভাবে বেণু বাজালেন শ্রুতিতে এরূপ থাকা হেতু— "গায়ন্তং স্ত্রীয়ঃ কাময়ন্তে"। —শ্রীকৃষ্ণ রহস্যময় মহামন্মথ মন্ত্র কামবীজ 'ক্লীঁ' গান করলেন। 'কল' পদে 'ক' ল', 'বামদৃক্' পদে 'ঈ' এর যোগে 'ক্লী' হল, অতঃপর 'মনোহরং' পদের 'মন' শব্দের অধিষ্ঠীতা চন্দ্রকে 'হরং' আকর্ষণ পূর্বক সেই চন্দ্র (ঁ) যোগে 'ক্লীঁ' কামবীজ পাওয়া গেল। বি° ৩॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অন্যে তু তদ্গীতং ন শ্রুতবন্তঃ, কিন্তু তেন তা এবাকৃষ্টা ইতি তস্য শক্তিবিশেষং দ্যোতয়ন্নাহ—নিশম্যেতি। তৎপূর্ব্বোক্তবেণুদগতম্, অনঙ্গং শ্রীভগবদ্বিষয়কং কামং প্রাগ্বর্ত্তমানমেবাধুনা বৰ্দ্ধয়তীতি তথা তৎ। যদ্যপি বামদৃশাং মনোহরমিত্যনেনানঙ্গ-বৰ্দ্ধনত্বমায়াতমেব, তথাপীয়মুক্তিস্তদতিশয়-বিবক্ষয়া। অনঙ্গ-শব্দপ্রয়োগশ্চ পূর্ব্বং বীজাঙ্কুররূপেণৈব স্থিতঃ, সম্প্রতি তু পল্লবিত ইত্যর্থঃ বোধয়তি। এতেন তদগানস্যামৃতসেকত্বমপ্যুৎপ্রেক্ষ্যতে, সদ্যস্তথাভাবাৎ। ব্রজস্য স্ত্রিয়স্তদ্বিশেষাঃ প্রকরণবলাৎ, অতএব কৃষ্ণেন পরমাকর্ষকেণ পূর্ব্বমেব গৃহীতমাকৃষ্টং মানসং মনস্তদীয়াশেষং বা যাসাং তাঃ, বিশেষতশ্চেদানীং গীতং শ্রুত্বা আজগ্মুঃ। অন্যোঽন্যালক্ষিতত্বে হেতুস্তৈর্ব্যাখ্যাতঃ।

যদ্বা, স্বস্বযূথে মিথঃ সখ্যবতীনামপি তাসাং তত্র হেতুঃ-কৃষ্ণেতি। তদানীং কৃষ্ণাকৃষ্টচিত্তত্বেন বিচারাপগমাদিতি ভাবঃ। অতএব জবেনেতি আজগ্মুরিতি শ্রীবাদরায়ণেঃ শ্রীকৃষ্ণান্তিকে সদৈব স্বস্থিতি স্ফূর্ত্তেঃ, কিংবা তাসাং তদ্গমনবার্ত্তয়া ভাববিশেষোদয়েন তাসামিব স্বস্যাপি তত্র গমনস্ফূর্ত্ত্যা, সাক্ষাদিব শ্রীকৃষ্ণান্তিকতায়াঃ স্ফুরণাৎ। অগ্রে তু যযুরিতি চলনার্থকমেব। স ইতি, তাদৃশ- তৎস্মরণোৎকণ্ঠাবচনম্। পরমমোহনরূপগুণবেণুভাবৈঃ প্রাচীনৈস্তদানীন্তনৈশ্চ তাসামস্মাকঞ্চ মুহুরত্যর্থমভীপ্সিত ইত্যর্থঃ। কান্তো রমণো যত্রেতি তত্রৈব পরমসুখময়স্থান ইত্যর্থঃ। তস্য বেণুবাদ্যস্য পরমাকর্ষণবিদ্যারূপত্বাদন্যত্র ভ্রমণদিকমপি নাসীদিতি ভাবঃ॥ জী ৪॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ—অন্যে সেই গীত শুনল না, কিন্তু সেই গীতের দ্বারা এই ব্রজগোপীরাই একমাত্র আকৃষ্টা হলেন, এইরূপে কৃষ্ণের শক্তিবিশেষ প্রকাশের জন্য বলা হচ্ছে—নিশম্য ইতি। **তৎগীতং**—'তৎ' পূর্বোক্ত প্রকার, শ্রীকৃষ্ণের বেণু থেকে উদ্গত গীত। **অনঙ্গ বর্দ্ধনং**—'অনঙ্গম্' শ্রীভগবৎবিষয়ক কাম—এই কাম আগে তাঁদের মধ্যে ছিলই, এখন এই বেণুগান উহাকে উচ্ছলিত করে উঠাল। যদিও পূর্বশ্লোকে 'কুটিলনয়নাদের মনোহর' এই বাক্যে এই গানের অনঙ্গ-বর্ধনতা গুণ পাওয়াই গিয়েছে, তথাপি এই শ্লোকে 'অনঙ্গবর্ধন' উক্তি হল, এই বৃদ্ধির আতিশয্য বলবার জন্য, আরও এই 'অনঙ্গ' শব্দ প্রয়োগের বিশেষ কারণ, পূর্বে কাম বীজাঙ্কুর রূপেই ছিল, এখন পল্লবিত হয়ে উঠল, এরূপ অর্থ। এর দ্বারা সেই বেণুগানের অমৃতসেকত্ব উৎপ্রেক্ষাও দেওয়া হল অর্থাৎ বেণুগান যেন গোপীকামের গোড়ায় অমৃতসেক—সদ্য তথা ভাব উদয় হেতুই এই উৎপ্রেক্ষা। **ব্রজস্ত্রিয়ঃ**—ব্রজের স্ত্রীসকল, এদের মধ্যে বিশেষ স্ত্রীসকল অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ, প্রকরণ বলে এরূপ অর্থই আসে। অতএব **কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ**—পরম আকর্ষক কৃষ্ণের দ্বারা পূর্বেই 'গৃহীত' আকৃষ্ট মন বা আমূল গৃহীত মন যাঁদের, সেই ব্রজস্ত্রীগণ অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ। আরও বিশেষ, তদানীং গীত শুনে গমন করতে লাগলেন। **অন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ**—পরস্পরের গমনোদ্যম বিজ্ঞাপিত না করে গমনের হেতু শ্রীধর ব্যাখ্যা করেছেন। অথবা, নিজ নিজ যূথে পরস্পর তাঁদের সখ্যবতীদেরও না জানিয়ে গমন করতে লাগলেন, এখানে হেতু, **কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ**--তদানীং কৃষ্ণগৃহীতমনা হেতু তাঁদের বিচার-শক্তি শূন্য হয়ে পড়া। অতএব **জব**-বেগে **আজগ্মু**—আগমন করতে লাগলেন, কৃষ্ণের নিকট 'গমন করতে লাগলেন' এইরূপ পদ প্রয়োগই তো সমীচীন ছিল, কিন্তু তা না বলে 'আগমন করতে লাগলেন' বলার কারণ--বক্তা শ্রীশুকদেবের স্ফূর্তি, সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আছেন, কিম্বা গোপীদের সেই গমনবার্তা দ্বারা ভাববিশেষ উদয় হেতু তাঁদের মতই নিজেরও কৃষ্ণের নিকটে গমন স্ফূর্তি হওয়ায় তাঁর মনে হল যেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণের নিকটেই আছেন.। এর পরের শ্লোকে কিন্তু আছে 'যযু' —এই পদটি 'চলন' অর্থ মাত্রই প্রকাশক। **স যত্র কান্তো**—যেখানে সেই কান্ত কৃষ্ণ আছেন, **'স'** তাদৃশ কৃষ্ণ-স্মরণ উৎকণ্ঠা বচন—প্রাচীন ও ইদানীন্তন পরমমোহন রূপগুণবেণু ও ভাবের দ্বারা সেই গোপীদের ও আমাদের মোহিত করছেন, ইহাই শ্রীশুকদেবের অভীপ্সিত অর্থ, 'যত্রকান্তঃ' রমণ কৃষ্ণ

৫। দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥

৫। **অন্বয়** ঃ কাশ্চিৎ দুহন্ত্যঃ (গো দোহনং কুর্বত্যঃ) দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ (সত্যঃ) অভিযযুঃ (কৃষ্ণাভিমুখং অগমন্) অপরাঃ পয়ঃ অধিশ্রিত্য (চুল্ল্যামারোপ্য তৎ ক্বাথমপ্রতীক্ষমানাঃ) যযুঃ (গতাঃ) সংযাবং (অপরাশ্চ গাধূম কণান্নং) অনুদ্বাস্য (অনবতার্য গতাঃ)।

৫। [পরম উৎকণ্ঠায় মমতা-অহন্তাস্পদ কর্মের অপেক্ষাশূন্যতা তিনটি শ্লোকে বলতে গিয়ে এখানে কোনও কোনও গোপীর স্বজাতি ধর্ম পরিত্যাগ বলছেন. যথা—]

কোনও কোনও গোপী কাউকে দিয়ে দুধ দোয়ানো কাজ করাচ্ছিলেন. বেণুগীত শোনা মাত্রই উহা পরিত্যাগ করে, কেউ বা চুল্লীতে বসান দুধ না নামিয়েই, আবার কেউবা ভাঙ্গানো গমকণ পাক হয়ে গেলেও না নামিয়েই ধেয়ে চললেন বেণুগীতের অভিমুখে।

যেখানে আছেন, সেই স্থানই পরমসুখময় স্থান, এরূপ অর্থ। সেই কৃষ্ণের বেণুবাদ্য পরম আকর্ষক বিদ্যারূপ হওয়া হেতু অন্যত্র ঘুরে বেড়ানোও এল না তাঁদের, এরূপ ভাব। ॥ জী° ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ কলগীতসূত্রগুম্ফিতাঃ পঞ্চালিকা ইব তাঃ কৃষ্ণান্তিকমায়াতা ইত্যাহ,— তৎ গীত মনোহরমপি মনোজবর্দ্ধনম্। কিঞ্চ, কৃষ্ণো হি বেণুগীতাখ্যং মহাচৌরং ব্রজে প্রেষিতবাংস্তেন চ ব্রজস্ত্রীণাং নিষ্কপাটেন কর্ণদ্বারেণান্তঃকরণকোষাগারং প্রবিশ্য মনসা সহ ধৈর্য্যলজ্জাভয়বিবেকাদীনি মহাধনান্যপহৃত্য ঝটিত্যেবানীয় কৃষ্ণায় দত্তানীত্যাহ,— কৃষ্ণেন গৃহীতানি মানসানি মনাংসি চ মানসানি মনঃসম্বন্ধীনি ধৃতিস্মৃতিবিবেকলজ্জাভীতিমত্যাদীনি যাসাং তাঃ আজগ্মুঃ মহাচৌরচক্রবর্ত্তিনঃ কৃষ্ণাৎ তানি স্বস্বধনানি প্রার্থয়িতুমিবেতি ভাবঃ। তদৈবং মন্যে তংমহাচৌরং টত্তুং ব্যগ্রাণামন্যোন্যং ন লক্ষিত উদ্যমো যাসাং তাঃ, চৌরস্য পশ্চাৎ পশ্চানেবাজগ্মুঃ। ক্ব? সকান্তো যত্র জবেন বেগেন লোলানি কুণ্ডলানি কুণ্ডলোপলক্ষিতানি কঙ্কণকিঙ্কিণ্যাদীন্যপি যাসাং তাস্তেন সহ তাসাং বহিষ্করণগৃহস্থিতানি ধনান্যল্পমূল্যত্ববুদ্ধ্যা চৌরেণ তেন নাপহৃতানীতি ভাবঃ।

৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ মধুরবেণুগান-সূত্রে গাথা পুতুলের মতো সেই গোপীগণ কৃষ্ণের নিকট এলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে,— নিশম্য ইতি। সেই গীত মনোহর হলেও অনঙ্গ—কামবর্ধনকারী। আরও কৃষ্ণ 'বেণুগীত' নামক মহাচোরকে ব্রজে পাঠালেন, সেই চোরও কপাটখোলা কর্ণদ্বারে অন্তঃকরণরূপ কোষাগারে প্রবেশ করে মনের সহিত ধৈর্য-লজ্জা-ভয়-বিবেকাদি মহাধন সমূহ চুরি করে নিয়ে ঝটিতি কৃষ্ণকে দিল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ**— কৃষ্ণের দ্বারা গৃহীত হয়েছে মন ও 'মানসানি' মনসম্বন্ধী ধৃতি-স্মৃতি-বিবেক-লজ্জা-ভীতি-মতি প্রভৃতি যাঁদের সেই গোপীগণ **আজগ্মুঃ**— আগমন করতে লাগলেন, মহাচোর-চক্রবর্তী কৃষ্ণ থেকে সেই নিজ নিজ ধনসমূহ প্রার্থনা করার জন্য, এরূপ ভাব। এইরূপ মনে হচ্ছে যেন তখন সেই মহাচোরকে ধরবার জন্য ব্যগ্র গোপীগণ পরস্পরের গমনোদ্যম লক্ষ্য না করেই চোরের পিছে পিছে ছুটে

চললেন। কোথায় চললেন? চললেন সেই রমণ যেখানে। **জবেন**— গমন বেগে **লোল**— আন্দোলিত **কুণ্ডলাঃ**— কুণ্ডল পদটি উপলক্ষণে বলা হয়েছে, কঙ্কন-কিঙ্কিনী প্রভৃতিও আন্দোলিত হতে লাগল যাঁদের সেই গোপীগণ। এই গোপীদের বহির্গৃহস্থিত কুণ্ডলাদি ধনসমূহ অল্পমূল্য বুদ্ধিতে সেই চোর চুরি করেনি, এরূপ ভাব। ।। বি° ৪ ।।

৫। **শ্রীজীব টীকা** ঃ এবং তৎপ্রাপ্তিমুক্ত্বাপি পরমমোহনতদ্গীতেনাবেগা-ন্নিজদেহদৈহিকাদ্যপেক্ষয়াত্মকর্ম্মলোকধর্ম্মাদিকং পরিত্যজ্য চলিতানাং শ্লোকত্রয্যা বিশেষ প্রতিপত্তয়ে পুনঃ প্রস্থানোদ্যমমেব বর্ণয়ংস্তত্রাদৌ কাসাঞ্চিৎ স্বজাতি-কর্ম্মপরিত্যাগমাহ—দুহন্ত্য ইতি যুগ্মকমিদম্। দুহন্ত্যো গাঃ অন্তর্ভূতণ্যর্থত্বাৎ দোহয়ন্ত্য ইত্যর্থঃ। অভিযযুর্বেণুগীতাভিমুখং যযুঃ। কাশ্চিদিত্যাদিকং বহুষু যূথেষু কাসাঞ্চিৎ একক্রিয়াসংঘটনাৎ। 'বনিতাশতযূথপঃ' (শ্রীভা ১০।২৯।৪৪) ইত্যগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ। দোহং দোহনং দুগ্ধং বা, তথাভিধানে হেতুঃ— সমুৎসুকাঃ কালবিলম্বসহনাদ্যসমর্থাঃ। এষ হেতুরগ্রেঽপি সর্ব্বত্রানুবর্ত্ত্যঃ, অপরা ইত্যস্য পূর্ব্বেণ পরেণাপ্যন্বয়ঃ, এবমগ্রেঽপি, অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, পয়শ্চুল্ল্যামধিশ্রিত্যানুদ্বাস্য পক্কমপি ততোঽনবতার্য্য সংযাবঞ্চাধিশ্রিত্যানুদ্বাস্যেতি ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে গোপীদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির কথা বলা হলেও তৎপর পরমমোহন বেণুগীত শ্রবণে আবেগ বশতঃ নিজ নিজ দেহাদি উপেক্ষা করত ও আপন আপন কর্ম-লোকধর্মাদি পরিত্যাগ করত গমনরত গোপীদের বিশেষত্ব বুঝাবার জন্য পুনরায় তিনটি শ্লোকে তাঁদের কৃষ্ণ-নিকট প্রস্থানোদ্যম বর্ণন করতে গিয়ে প্রথমে কোন কোন গোপীর স্বজাতি-কর্ম পরিত্যাগ বলা হচ্ছে, 'দুহন্ত্যঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে—**দুহন্তঃ**—কোন কোন গোপাঙ্গনা ভ্রাতাদের দ্বারা 'দোহয়ন্তঃ' গো-দোহন করাচ্ছিলেন, এরূপ অর্থ। **অভিযযুঃ**— বেণুগীতের অভিমুখে গমন করলেন। **কাশ্চিৎ**—কোনও কোনও গোপী, এরূপ উক্তির কারণ, শ্রীরাধাদির বহু বহু যূথ অর্থাৎ দল ছিল, তার মধ্যে কোনও কোনও গোপী একই কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। —'শতশত গোপীযূথের অধিপতি কৃষ্ণ' (শ্রীভা° ১০।২৯।৪৪) শ্লোকে এরূপ উক্তি পরে থাকা হেতু, এরূপ অর্থ করা হল। **দোহংহিত্বা**—দোহনকার্য, বা দুগ্ধ ত্যাগ করত। এইরূপ গমনে হেতু **সমুৎসুকাঃ**—কালবিলম্ব সহনে অসমর্থ। এই 'হেতু' ই পরের শ্লোকগুলিতেও সর্বত্র অনুসরণ করে চলবে। **অপরা**—অপর কোন কোন গোপী, এই পদটি পূর্বের ও পরের সহিত অন্বিত হবে। [শ্রীধর—শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞাপক শব্দ শ্রবণে কৃষ্ণপ্রবণচিত্তা গোপীদের সঙ্গে সঙ্গেই ত্রৈবর্গিক কর্মনিবৃত্তি হয়ে গেল—এই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে করতেই যেন অধর্ব সমাপ্ত কাজ ছেড়ে দিয়েও গোপীগণ ধেয়ে চললেন কৃষ্ণের দিকে, সেই কথাটিই বলা হচ্ছে—দুহন্ত্য ইতি। **পয়োঽধিশ্রিত্য**—চুল্লিতে বসান দুধের কোন অপেক্ষা না করেই ধেয়ে চললেন। **সংযাবং**— ভাঙ্গানো গমের অন্ন পাক হয়ে গেলেও তা **অনুদ্বাস্য**—না নামিয়ে।] অথবা, চুলাতে বসানো দুধ জ্বাল হয়ে গেলেও তা না নামিয়ে। ভাঙ্গানো গমকণ পাক হয়ে গেলেও না নামিয়ে। শ্রীজী° ৫ ॥

৬। পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥

৬। **অন্বয় ঃ** কাশ্চিৎ পরিবেশয়ন্ত্যঃ তৎ (পরিবেশন কর্ম) হিত্বা (যযুঃ), (কাশ্চিৎ) শিশূন্ পয়ঃ (গোদুগ্ধং) পায়য়ন্ত্যঃ (তৎ হিত্বা যযুঃ), কাশ্চিৎ পতীন্ শুশ্রূষন্তঃ (তৎ কর্ম হিত্বা যযুঃ) (কাশ্চিৎ) অশ্নন্তঃ (ভুঞ্জানাঃ) ভোজনম্ অপাস্য (ত্যক্তা যযুঃ)।

৬। **মূলানুবাদ ঃ** (লোকধর্ম ত্যাগ বলতে গিয়ে প্রথমেই কোনও কোনও গোপীর সামান্য বন্ধুভৃত্যাদির ত্যাগ বলা হচ্ছে) কেউ কেউ ঘরে অন্নাদি পরিবেশন করতে করতে, কেউ কেউ ভগিনী বা যা'র পুত্রাদিকে গোদুগ্ধ পান করাতে করাতে, কেউ কেউ পতিসেবা করতে করতে, কেউ কেউ খেতে খেতে—তা ত্যাগ করে ধেয়ে চললেন বেণুগান শুনে সেই দিকে।

৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** তাসাং তৎপার্শ্বগমনকালে পরমোৎকণ্ঠয়া বিলম্বস্যাসহত্বাৎ মমতাহন্তাস্পদ-কর্ম্মাপেক্ষাভাবং শ্লোকত্রয্যা বদন্ কাসাঞ্চিৎ স্বজাতিধর্ম্মপরিত্যাগমাহ,— দুহন্তঃ গা দোহয়ন্তং দোহং দোহনকর্ম্ম হিত্বা অভিযযুঃ অভিসস্রুঃ। পয়ো দুগ্ধং পাত্রস্থং চুল্ল্যামধিশ্রিত্য অধ্যারোহ্য এতৎ ক্বাথমপ্রতীক্ষমাণাঃ কাশ্চিৎ সংযাবং গোধূমকণান্নং পক্কমপ্যনুদ্বাস্য অনবতার্য্য।

৫। **শ্রীবিশ্বটীকানুবাদ ঃ** গোপীদের কৃষ্ণপার্শ্বে গমনকালে পরম উৎকণ্ঠায় বিলম্ব না-সহ্য হওয়া হেতু মমতা-অহন্তাস্পদ কর্মের অপেক্ষা শূন্যতা তিনটি শ্লোকে বলতে গিয়ে কোন কোন গোপীর স্বজাতি-ধর্ম পরিত্যাগ বলা হচ্ছে **দুহন্তঃ**—ভ্রাতাদির দ্বারা গাভী-দোহন কার্য করাচ্ছিলেন, সেই **দোহং**—দোহন-কর্ম পরিত্যাগ করে **অভিযযুঃ**— অভিসার করলেন। **পয়ঃ**—পাত্রস্থ দুগ্ধ চুল্লিতে বসিয়ে সেই ক্ষীরের প্রতীক্ষা না করেই কোনও কোনও গোপী চললেন। **সংযাবং**—ভাঙ্গানো গমকণ-অন্ন পাক হয়ে গেলেও না নামিয়েই চললেন। বি° ৫ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো° টীকা ঃ** এবং কাসাঞ্চিৎ সায়ন্তনমুখ্যকর্ম্মত্রয়-পরিত্যাগমুক্ত্বা, তত্রৈব কাসাঞ্চিৎ লোকধর্ম্মত্যাগং পাদত্রয্যা বদন্, তত্রাদৌ কাসাঞ্চিৎ সামান্যবন্ধুভৃত্যাদিপরিত্যাগমাহ—পরীতি পাদেন। পরিবেশয়ন্ত্যো বন্ধুভৃত্যাদিভ্য ইতি শেষঃ। তৎপরিবেশনং হিত্বা যযুরিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। অতিস্নেহাস্পদপরিত্যাগমপি কাসাঞ্চিদাহ—পায়য়ন্ত্য ইতি পাদেন। হিত্বেত্যনুবর্ত্ততে। বক্ষ্যমাণানুসারেণ ভগিনীযাতৃপুত্রাদীন্ হিত্বাঽন্যথা রসাভাসাপত্তেঃ। এবং লোকপরিত্যাগমুক্ত্বা ধর্ম্মপরিত্যাগমাহ—শুশ্রূষন্তঃ শুশ্রূষমাণাঃ স্নানাদ্যর্থোষ্ণোদকার্পণাদিনা সেবমানাঃ। কাসাঞ্চিদ্দেহাপেক্ষা-ত্যাগমাহ—অশ্নন্ত্য ইতি, অশ্নন্ত্যো ভূঞ্জানাঃ। অনেন তৎপ্রেমাবিষ্টেষু দৈহিকশুদ্ধ্যশুদ্ধিবিচারো নাস্তীতি গম্যতে ॥ জী০ ৬॥

৬। **শ্রীজীব বৈ°তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে কোন কোন গোপীর সকাল বেলার মুখ্যকর্ম্মত্রয় গোদোহনাদি পরিত্যাগ বলবার পর কোনও কোনও গোপীর লোকধর্ম্ম-ত্যাগ বলতে গিয়ে তন্মধ্যে প্রথমেই কোনও কোনও গোপীর সামান্য বন্ধু ভৃত্যাদির পরিত্যাগ বলা হচ্ছে 'পরিবেষয়ন্তঃ' পদে— **পরিবেষয়ন্তঃ**— বন্ধু ভৃত্যাদিকে পরিবেশন করতে করতে (তা ত্যাগ করে)। কোনও কোনও

৭। লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥

৭। **অন্বয়** ঃ অন্যাঃ লিম্পন্তঃ (অনুলেপনং কুর্বত্যঃ) প্রমৃজন্তঃ (শরীরোন্মার্জনং কুর্বত্য) কাশ্চ (কাশ্চিৎ) লোচনে অঞ্জন্তঃ (অঞ্জনং কুর্বত্য) কাশ্চিৎ ব্যত্যাস্তবস্ত্রাভরণাঃ (বিপর্যয়ং প্রাপ্তানি বস্ত্রাভরনানি যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।

৭। **মূলানুবাদ** ঃ অন্য কেউ কেউ অঙ্গে চন্দনাদি লাগাতে লাগাতে, আবার অন্য কেউ বা অঙ্গ বা ঘরদোর পরিষ্কার করতে করতে, আবার অন্য কেউ বা নয়নে কাজল লাগাতে লাগাতে, তা ছেড়ে দিয়ে, আবার অন্য কেউ বা বসন-ভূষণ উল্টাপাল্টা করে পড়ে ধেয়ে চললেন ঐ বেণুগানের দিকে।

গোপীর অতি স্নেহাস্পদ জন ত্যাগও বলা হচ্ছে 'পায়য়ন্তঃ' পদে। বক্তব্য অনুসারে এখানে 'শিশূন্' পদে ভগিনী বা যা-র পুত্রাদিকে ত্যাগ করে চললেন (কারণ নিজ 'শিশু' হলে রসাভাস দোষ আসে)। এইরূপে লোক-পরিত্যাগ বলবার পর ধর্ম-পরিত্যাগ বলা হচ্ছে— 'শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্' বাক্যে– পতিকে যখন স্নানের জন্য গরম জল অর্পণ প্রভৃতি সেবাপরায়ণ ছিলেন, সেই সময় তা ত্যাগ করে চললেন। কোনও কোনও গোপীর দেহ-অপেক্ষা ত্যাগ বলা হচ্ছে 'অশ্নন্ত্যঃ' পদে। অশ্নন্ত্যঃ—খেতে খেতে (খাওয়া ত্যাগ করে), এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম-আবিষ্ট গোপীদের মধ্যে দৈহিক শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচার লোপ পেয়েছিল। জী° ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ স্ত্রীমাত্রধর্ম্মত্যাগমাহ, পরিবেষয়ন্ত্যস্তৎপরিবেশণং পতীনুষ্ণোদকপ্রদানাদিনা শুশ্রূষন্ত্যঃ কাসাঞ্চিদাবশ্যকদৈহিকবেশত্যাগমাহ। বি ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বটীকানুবাদ** ঃ স্ত্রীমাত্রেরই যা ধর্ম, তার ত্যাগের কথা বলা হচ্ছে—**পরিবেষয়ন্তঃ** ইতি। পরিবেশন করতে করতে উহা ত্যাগ করেই চললেন। **শুশ্রূষন্তঃ**—পতিকে গরম জল প্রদানাদি দ্বারা সেবা করতে করতে উহা ত্যাগ করেই চললেন। বি° ৬॥

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ কাসাঞ্চিচ্চাহরহস্তৎপ্রত্যাশয়াবিরহেঽপি অঙ্গেম্বাভরণং করোতি স্মেত্যুশ ইতি। গীত-গোবিন্দরীত্যা শ্রীভগবৎ প্রেমবিলসিতস্যাপি নিজাঙ্গবেশস্য পরমোৎকণ্ঠয়া পরিত্যাগমাহ—লিম্পন্ত্য ইত্যাদিনা; লিম্পন্ত্যঃ অঙ্গরাগং কুর্বত্যঃ লেপনাদিকমপ্যপাস্যেতি জ্ঞেয়ম্। অন্যা ইত্যস্য লিম্পন্ত্য ইতি পদদ্বয়েনান্বয়ঃ। তত্রৈব হেতুং দর্শয়ন্ কিং বক্তব্যং দৈহিকদেহাদ্যপেক্ষা পরিত্যক্তেতি, কাসাঞ্চিদ্দেহাবয়ব-বিশেষানুসন্ধানমপি জাতমিতি ব্যনক্তি—ব্যত্যস্তেতি। পূর্বোক্তসর্ব্বত্যাগানুভাবকস্যৌৎসুক্যস্য বিভ্রমাখ্যোঽয়মনুভাবঃ। যথোক্তম্—'বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ। বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ ॥' ইতি। অনেন তদ্বিধানাং প্রেম যথা ভগবতোঽপেক্ষিতং, ন তথা বেশাদি, ইতি গম্যতে, কিন্তু পশ্চাত্তেনৈব পরিহিতস্য স্বয়ং তথাবৎ পরিধাপিতমিতি জ্ঞেয়ম্। এবং দোহনাদী-নামন্যেষামবশ্যাপেক্ষত্বেন যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যম্। তদেবং সর্ব্বা অপি কৃষ্ণস্যান্তিকং প্রতিযযুঃ প্রস্থিতবত্যঃ॥ জী° ৭॥

৮। তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥

৮। **অন্বয় ঃ** গোবিন্দাপহৃতাত্মানো (গোবিন্দেন অপহৃতঃ চিত্তং যাসাং তাঃ) (অতঃ) মোহিতাঃ (হতবিবেকাঃ) তাঃ (ব্রজসুন্দর্য্যঃ) পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ বার্য্যমানাঃ (নিরুদ্ধমানা অপি) ন ন্যবর্ত্তন্ত (ন প্রত্যাবৃত্তাঃ বভূবুঃ)।

৮। এই কুলবধূগণ পতিগণের দ্বারা, কুল-কন্যাগণ পিতা প্রভৃতির দ্বারা নিবারিত হয়েও গমনে বিরত হলেন না, কারন তাঁদের আত্মা পর্যন্ত সবকিছু গোবিন্দের দ্বারা অপহৃত হওয়া হেতু তাঁরা সূত্রচালিত পুতুলের মত চলতে লাগলেন।

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** কোনও কোনও গোপী অহরহ কৃষ্ণ-প্রত্যাশায় বিরহেও অঙ্গে অনুলেপন ও কুণ্ডলাদি বহু আভরণ পরতেন। গীতগোবিন্দ রীতি অনুসারে শ্রীভগৎপ্রেম-বিলসিত এই নিজাঙ্গ-বেশেরও পরম উৎকণ্ঠায় যে পরিত্যাগ, তা বলা হচ্ছে— লিম্পন্ত্য ইত্যাদির দ্বারা। **লিম্পন্ত্যঃ**— অঙ্গরাগ করছিলেন, এই অঙ্গরাগ লেপনাদিও পরিত্যাগ করে চললেন, **অন্যা**— অন্য কোনও কোনও গোপী। **প্রমৃজন্ত্যঃ**— অন্য কেহ কেহ অতি যত্নে গাত্র মার্জন করছিলেন, এই মার্জন ত্যাগ করে চললেন। উৎকণ্ঠাকে ত্যাগের কারণরূপে দেখানোর পর দৈহিক-দেহাদি অপেক্ষা যে পরিত্যাগ হবে. তাতে আর অধিক বলবার কি আছে। এতে কোনও কোনও গোপীর দেহাবয়ব বিশেষের অনুসন্ধানও (অর্থাৎ কোনটি হাত কোনটি পা, এ অনুসন্ধানও) ছিল না, ইহাই প্রকাশ করা হচ্ছে— 'ব্যত্যস্তেতি' পদে। পূর্বে যে সর্ব ত্যাগের অনুভাবক উৎকণ্ঠার কথা বলা হল, তা 'বিভ্রম' নামক অনুভাব। এ বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি—"বল্লভের প্রাপ্তি বেলায় মদনাবেশ-উৎকণ্ঠা বশতঃ হারমাল্য প্রভৃতি অলঙ্করণ স্থানের যে উল্টাপাল্টা, তাকে বিভ্রম বলে।" এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, এই গোপীদের প্রেম যেরূপ কৃষ্ণের অপেক্ষিত, তথা তাঁদের বেশাদি নয়। তা হলেও পরে মিলন-কালে কৃষ্ণ স্বয়ংই যথাযথ ভাবেই তাদের বেশাদি পরিয়ে দিয়েছিলেন. এরূপ বুঝতে হবে। এইরূপ এদের দোহনাদির অবশ্য অপেক্ষা থাকা হেতু পরপর শ্রেষ্ঠত্ব জানতে হবে অর্থাৎ দোহন অপেক্ষা দুগ্ধোদ্বর্তন, দুগ্ধোদ্বর্তন অপেক্ষা রন্ধন এইরূপে স্বামীসেবা পর্যন্ত পরপর শ্রেষ্ঠ। এইরূপে সকলেই কৃষ্ণের নিকট প্রস্থান করলেন। জীব° ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** লিম্পন্তঃ দেহে অনুলেপং চন্দনাদিনা কুর্ব্বত্যঃ প্রমৃজন্ত্যঃ উদ্বর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বত্যঃ। কাসাঞ্চিদাবেগবশাদ্দেহাবয়ববিশেষপরিচয়স্তাপ্যভাবমাহ,—ব্যত্যস্তেতি। বিভ্রমাখ্যোঽনুভাবোঽয়ম্। যদুক্তং,— "বল্লভ-প্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ। বিভ্রমো হারমাল্যাদি-ভূষাস্থানবিপর্য্যয়" ইতি। বি ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** কোনও কোনও গোপীর আবশ্যক দৈহিক-বেশ-ত্যাগ বলা হচ্ছে— **লিম্পন্ত্যঃ**— দেহে চন্দনাদি অনুলেপ লাগাতে লাগাতে, তা ত্যাগ করে চলে গেলেন। **প্রমৃজন্ত্যঃ**— তেল হলুদ বেসন ইত্যাদি গন্ধদ্রব্যাদি লাগাতে লাগাতে তা ছেড়ে দিয়ে চললেন। কোনও কোনও

গোপীর আবেগবশতঃ হাত-পা, কর্ণ-নাসিকা ইত্যাদি দেহাবয়ব বিশেষের পরিচয়ও ভুল হয়ে গেল, তাই বলা হচ্ছে—ব্যত্যস্তইতি অর্থাৎ ভূষণ উল্টাপাল্টা করে ধারণ, ইহা বিভ্রমাখ্য অনুভাব, যা শাস্ত্রে এরূপ বলা আছে, "বল্লভের প্রাপ্তি সময়ে মদনাবেশ সম্ভ্রমবশে হার-মাল্যাদি ভূষণের যে স্থান বিপর্যয় তাকে বলে বিভ্রম।" ॥ বি° ৭ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ. তো° টীকা ঃ** অধুনা স্বীয়ৈর্বলাৎকারিত-বাহ্যানুসন্ধানানামপি তাসাং কুলবধূ-স্বাভাবিকত্বেন পরমদুস্ত্যজস্য লজ্জাদেরপি ত্যাগমাহ—তা ইতি। সর্ব্বা অপি তাঃ পত্যাদিভিঃ 'ক্ব নু রাত্রৌ বহির্গম্যতে' ইত্যাদি-নির্ব্বন্ধেন মুহুর্বার্য্যমাণা অপি ন ন্যবর্ত্তন্ত, কিন্তু যযুরেবেত্যর্থঃ। কুতঃ? মোহিতা হতবিবেকাঃ; তৎ কুতঃ গোবিন্দেনাপহৃত আত্মা চিত্তং যাসাং তাঃ; অয়ং পত্যাদীনামপি শৈথিল্যে হেতুর্জ্ঞেয়ঃ, তদ্ভক্তিমাত্রস্য সর্ব্ববিঘ্নাপ-হারিপ্রভাবত্বাৎ। তত্তদন্তিকবর্ত্তিভিঃ পতিভিঃ কাশ্চিৎ, পিত্রাদিভিশ্চ কাশ্চন; তত্র চ পিত্রাদিভিরবিবাহিতাঃ স্ববাসিন্যশ্চেতি; 'রক্ষেৎ কন্যাং পিতা প্রৌঢ়াং পতিঃ পুত্রস্তু বার্দ্ধকে। অভাবে জ্ঞাতয়স্তেবং ন স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিৎ স্ত্রিয়ঃ ॥' ইতি স্মৃতেঃ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পতি-পিতাদি স্বজনেরা জোর করে ধরে বাহ্যানু-সন্ধান জাগিয়ে তুললেও কুলবধূর পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই যা পরম দুস্ত্যজ্য সেই লজ্জাদিও গোপীগণ ত্যাগ করে চললেন. এই আশয়ে বলা হচ্ছে, তা ইতি। **তা বার্য্যমানাঃ**—গোপীগণ সকলেই পতিপুত্র প্রভৃতির দ্বারা 'এই রাত্রিতে বাইরে কোথায় যাচ্ছ' এইরূপে জেদের সহিত বার-বার নিবারিত হলেও ফিরলেন না, ধেয়েই চললেন, এরূপ অর্থ। কেন? **মোহিতাঃ** হতবিবেক (হওয়া হেতু ধেয়ে চললেন)। এ কি করে হল? **গোবিন্দাপহৃতাত্মানো**—গোবিন্দের দ্বারা অপহৃত-চিত্ত হওয়া হেতু (হতবিবেক)। ইহাই পুনরায় পতি প্রভৃতিরও নিবারণ শৈথিল্যে হেতু জানতে হবে, কারণ কৃষ্ণভক্তি মাত্রেই সর্ববিঘ্নহারি প্রভাব বর্তমান। নিকটবর্তী পতিগণের দ্বারা কেউ কেউ পিতাদির দ্বারা কেউ কেউ নিবারিত হলেন, এর মধ্যে অবিবাহিতা গোপীগণ ও পিত্রালয়ে অবস্থিতা বিবাহিতা গোপীগণ পিতার দ্বারা নিবারিত. 'শৈশবে পিতা, প্রৌঢ় অবস্থায় পতি, আর বার্ধক্যে পুত্র, এদের অভাবে জ্ঞাতিগণ স্ত্রীলোককে রক্ষা করবেন— স্ত্রীদের স্বতন্ত্রতা নেই।" জী. ৮ ।।

৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** নন্থ, তাঃ প্রেমপ্রাবল্যাৎ সর্ব্বাপেক্ষাং তত্যজুরিত্যুচিতমেব তাসামপেক্ষ্যং তৎপত্যাদয়ঃ কথং তত্যজুস্তত্রাহ,—তাঃ কুকবধ্বঃ পতিভিঃ কুলকন্যাশ্চ তাঃ পিত্রাদিভির্বার্য্যমাণা অপি ন ন্যবর্ত্তন্ত। তত্র হেতুর্গো-বিন্দেতি ভলজ্জাদীনাং কা বার্ত্তা তাসামাত্মনামপি গোবিন্দেনাপহৃতত্বাৎ, মোহিতা মূর্চ্ছিতা ইতি সূত্রসঞ্চারিতপঞ্চা-লিকা ইবেত্যর্থঃ। পত্যাদিভির্গতপ্রাণানামপি ভার্য্যাদিদেহানামপ্রতিষ্ঠাভয়াদেব,যত্র সঞ্চারো ন সহত ইতি চেৎ? সত্যং বিপ্রতিপত্তিরিয়ং যোগমায়ৈব সমাহিতা জ্ঞেয়, তচ্চ সমাধানং তয়ৈব কল্পিতানাং তত্তৎক্ষণ এ৷ তাদৃশগোপীনাং স্বস্বভার্য্যাদিকত্বেন প্রত্যায়িতানাং স্ব স্ব গৃহান্ প্রতি পত্যাদিভিঃ পরাবর্ত্তনমেব ॥ বি ৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** আচ্ছা বেশ তো প্রেমপ্রাবল্য হেতু তাঁরা সর্ব-অপেক্ষা ত্যাগ

৯। অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥

৯। **অন্বয় ঃ** অন্তর্গৃহগতাঃ (গৃহমধ্যস্থিতাঃ অতঃ) অলব্ধবিনির্গমা (বহির্গন্তুমসমর্থাঃ) তদ্ভাবনাযুক্তাঃ (প্রাগপি তচ্চিন্তাপরায়নাঃ) কাশ্চিৎ গোপ্যঃ (তদানীং) মীলিতলোচনাঃ (সত্যঃ) কৃষ্ণং দধ্যুঃ (অত্যর্থং চিন্তয়ামাসুঃ)

৯। **মূলানুবাদ ঃ** কোন কোন গোপাঙ্গনা, যাঁরা সে সময় ঘরের মধ্যে ছিলেন, তাঁরা পত্যাদির বাঁধা হেতু বেরিয়ে আসতে না পেরে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। এঁরা সর্বদাই কৃষ্ণ-ভাবনা যুক্ত হলেও এই আপৎকালে অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে পরমানন্দঘন মূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ রূপে চিন্তা করতে লাগলেন।

করেতো করুক, এ উচিতই; কিন্তু এই গোপীদের তাঁদের পতি-পিতা প্রভৃতি কি করে ছেড়ে দিল ? এরই উত্তরে, **তাঃ ইত্যাদি**—কুলবধূগণ পতিগণের দ্বারা, কুলকন্যাগণ পিতা প্রভৃতির দ্বারা নিবারিত হয়েও গমনে বিরত হলেন না। এ বিষয়ে হেতু **গোবিন্দ ইত্যাদি**—ভয়-লজ্জাদির কি কথা তাদের আত্মা পর্যন্ত গোবিন্দের দ্বারা অপহৃত হওয়া হেতু **মোহিতাঃ**—তাঁরা মূর্চ্ছিতা অর্থাৎ সূত্র-সঞ্চালিত পুতুলের মতো চলতে লাগলেন। প্রাণ যাওয়ার অবস্থায় পড়লেও ভার্যাদির দেহের অপ্রতিষ্ঠা ভয় হেতুই অন্যত্র গমন পতিগণ সহ্য করতে পারেন না, এরূপ প্রশ্ন যদি উঠান হয়, তার উত্তরে—সত্যই, তবে এই বিরুদ্ধ ব্যাপার যোগমায়া দ্বারাই সংঘটিত হয়, এর সমাধান এইরূপ, যথা সেই সেইক্ষণেই যোগমায়ার দ্বারাই রচিত নিজ নিজ ভার্যারূপে প্রত্যয়-প্রাপ্ত তাদৃশ গোপীদের পতিগণের সহিত নিজ নিজ গৃহের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন হল। ।। বি০ ৮ ।।

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** যদি চ তাস্তাদৃশবিঘ্নেন বারিতা অভবিষ্যন্, তর্হি সদ্য এব দশমীদশামিব দশামগমিষ্যন্নিতি; তাসাং সর্ব্বাসামেব ভাববিশেষং দৃষ্টান্তেন প্রদর্শয়ন্, তাসাং প্রস্থিতবতীনামেব মধ্যে কাসাঞ্চিদবস্থা-বিশেষমাহ—অন্তরিতি ত্রিভিঃ। অয়মর্থঃ —শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজপ্রেয়স্যস্তাবৎ দ্বিবিধাঃ—নিত্যসিদ্ধাঃ, সাধন-সিদ্ধাশ্চ। তত্রৈকাসাং নিত্যসিদ্ধাত্বমষ্টাদশাক্ষরাদৌ তাভির্বিশিষ্টত্বেনৈব তাদারাধনবিধানাদ্ব্যক্তং। তদ্ শ্রুতীনাং তদারাধনানাং চানাদ্যনন্তভাবিতত্বাৎ, অতো শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—'চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ, লক্ষাবৃতেষু' ইতি, 'আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভিঃ' (৫।৫৩) ইতি, 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ' (৫।৬৭) ইত্যেতা এব তদীয়-লক্ষ্মীত্বেনোক্তাঃ। তত্র চ শ্রীশ্রীরাধিকায়া বৈশিষ্ট্যং বৃহদ্-গৌতমীয়ে—'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ইতি। অতএব ঋক্-পরিশিষ্টে চ পরস্পরমব্যভিচারিত্বং প্রোক্তম্—'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষু' ইতি ; অতো মাৎস্যাদৌ—'রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে বনে' ইতি শক্তিত্বসাধারণ্যেনানানয়োর্গণনেঽপি বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ম্। অথাবরাসাং সাধনসিদ্ধত্বং যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে—'পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥ তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্ত ভবার্ণবাৎ॥' ইতি। গোকুল ইত্যস্য হরিং সংপ্রাপ্যেত্যনেনা-

প্যন্বয়াৎ ; 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' (শ্রীগী ৪।১১) ইতি ন্যায়াচ্চ। মহর্ষয়ঃ পূর্ব্বং তাদৃশভাবেন শ্রীকৃষ্ণোপাসকা ইত্যর্থঃ। অতো রামং দৃষ্ট্বা ইতি সারূপ্যেণ জাতস্বোপাসনা-সংস্কারা হরিং স্বোপাস্যং শ্রীকৃষ্ণমেবোপভোক্তুমৈচ্ছন্, লজ্জয়া তু সাক্ষান্ন বৃতবন্তঃ। ততশ্চ কল্পবৃক্ষস্যেবাবদতোঽপি শ্রীরামস্য প্রসাদাত্তেষামিষ্টসিদ্ধির্জাতা' ইত্যাহ—তে সর্ব্বে ইতি। 'গোকুলে গর্ভতঃ স্ত্রীত্বমাপন্না, গোকুল এব সমুদ্ভূতা, গোকুল এব চ হরিং শ্রীকৃষ্ণং কামেন স্ববাসনানুসারেণ সংপ্রাপ্য তস্মিন্নন্তর্গৃহ এব স্বয়মাবির্ভূতং লব্ধ্বা ততস্তদনন্তরমেব ভবার্ণবাম্মুক্তাঃ' ইতি। ন চ বক্তব্যম্ গোকুলজাতানাং প্রাপঞ্চিকদেহাদিত্বং ন সম্ভবতীত্যবতারলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ। শ্রীদেবকীদেব্যামপি ষড়্গর্ভসংজ্ঞকানাং জন্ম শ্রূয়ত ইতি। কদাচিৎ শ্রুতয়ো গোপ্যো জাতা ইতি বৃহদ্বামনপুরাণ-প্রসিদ্ধিঃ। অতএব যথা ব্যাখ্যাস্যতে—'স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো, বয়মপি তে সমাঃ সম দৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধা' ইতি। গায়ত্রী চ তাসু জাতেতি পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে যথা ব্রহ্মণা গোপকন্যা-রূপায়া গায়ত্র্যা উদ্বাহে গোপেষু শ্রীবিষ্ণুবচনম্—'ময়া জ্ঞাতা ততঃ কন্যা দত্তা চৈষা বিরিঞ্চয়ে। যুষ্মাকঞ্চ কুলে চাহং দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে। অবতারং করিষ্যামি মৎকান্তা তু ভবিষ্যতি॥' ইতি। অতঃ 'তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ' (শ্রীভা ১০।১।২৩) ইত্যত্রাপি তথা ব্যাখ্যাতম্। অতএব তাসাং চতুর্বিধত্বমুক্তং পাদ্মে—'গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ। দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যাঃ কথঞ্চন॥' ইতি। অত্র গোপকন্যকা এব নিত্যাঃ ন মানুষ্যঃ ; কথঞ্চ-নেতি প্রাকৃত-মানুষতা-নিষেধাৎ। আসু চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে নির্দ্দিষ্টানাং 'অন্তর্গৃহগতা' ইত্যুক্তানামপ্যেকত্বমুক্তত্বসাদৃশ্যেন লব্ধানাং লভ্যতে। 'এতা এব শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিৎ' ইতি প্রোক্তা জ্ঞেয়াঃ, আসাং দোহনাদি-পৃথক্-কর্ম্মানুক্তেঃ অন্তর্গৃহগতত্বস্য পতিশুশ্রূষায়ামেব তাৎপর্য্যাচ্চ। এতাসাঞ্চ সাধকত্বং গৃহত্যাগশ্রবণাৎ পাদ্মোত্তরখণ্ডাচ্চ কল্প্যতে। তথা চ সতি যাঃ কাশ্চিদ্গোকুলে সমুদ্ভূতাঃ সাধনবশাৎ সিদ্ধপূর্ণভাবাঃ, ন তু সিদ্ধদেহাঃ। নিতরামন্যা ইব নিত্যসিদ্ধাঃ পতিশুশ্রূষণার্থমন্তর্গৃহগতা গৃহমধ্যস্থিতা এব পত্যাদিভিঃ সাগ্রহদ্বারাদি-নিরোধান্ন লব্ধো বিশেষেণ কেনাপি প্রকারেণ নির্গমো যাভিস্তাঃ। অত্র তাসাং সাক্ষাৎশ্রীগোবিন্দসঙ্গমে তাদৃশদেহ-স্থিতেরেব বিঘ্নত্বাৎ পূর্ব্ববত্তদুক্তেঃ প্রতি শৈথিল্যং-বিধানাদাবপ্রবৃত্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। অলব্ধনির্গমত্বাদেব তদ্ভবনাযুক্তাঃ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে সমুৎকণ্ঠিতচিত্তাঃ সত্য কৃষ্ণং নিজচিত্তা-কর্ষকং তমেব দধ্যুর্ধ্যাতবত্যঃ। তত্রানুভাবমাহ—দুঃখবিশেষেণ ধ্যানাবেশেন চ মুদ্রিতনেত্রাঃ ; যদ্বা, মীলিতমন্তর্হিতং লোচনমন্যাশেষজ্ঞানং যাসাং তাঃ॥ জী° ৯ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ :** যদি কোনও কোনও গোপী পতি-পিতা প্রভৃতির বল-প্রয়োগরূপ বিঘ্নেরদ্বারা ঘরে বদ্ধ হয়ে পরেন, তবে সে অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের দশমী-দশার (মৃত্যুর) মতো দশা উপস্থিত হয়। তাই ব্রজসুন্দরীদের সকলেরই ভাববিশেষ দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখানোর জন্য সেই অভিসারিকাগণের মধ্যে কোনও কোনও গোপীর অবস্থাবিশেষ বলা হচ্ছে—'অন্তর্গৃহগতা' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। এ সম্বন্ধে কিছু বুঝবার বিষয় আছে, তা এইরূপ—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী দুই প্রকার, নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। এরমধ্যে একপ্রকার গোপীদের নিত্যসিদ্ধত্ব অষ্টা-দশাক্ষর মন্ত্রাদিতে প্রকাশিত হয়ে আছে. তাঁদের সহিত একত্র বিশিষ্টভাবে কৃষ্ণ-আরাধনা বিধান থাকা হেতু। সেই শ্রুতিসমূহ এবং সেই আরাধনাসমূহ-যে অনাদি-অনন্ত তার প্রমান ব্রহ্মসংহিতায় থাকা হেতু অতঃপর উহার শ্লোক উদ্ধৃত করা হচ্ছে, যথা—"লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে পরিবেষ্টিত চিন্তামণি-নির্মিত গৃহনিকরে সুরভীপালনকারী ও শতসহস্র লক্ষ্মীদ্বারা সম্ভ্রমের সহিত সেব্যমান আদিপুরুষ

শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" —(ব্র০ স০ ৫।৪০)। আরও "নিখিলজনের আত্মস্বরূপ হয়েও যিনি আনন্দচিন্ময় রসে নব নব রূপে সংস্কৃতা ও নিজরূপতায় কলাস্বরূপা গোপীগণের সহিত গোলোকেই বাস করছেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (ব্র° স০ ৫।৫৩)। আরও, "গোলোকের কান্তা সকল লক্ষ্মীস্বরূপা, কান্ত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ" —(ব্র০ স° ৫।৬৭)। এইরূপে দেখা গেল ব্রহ্মসংহিতায় গোপীগণই কৃষ্ণের লক্ষ্মীরূপে উক্ত। এই গোপীগণের মধ্যেও আবার শ্রীরাধাই সর্বশ্রেষ্ঠরূপে উক্ত হয়েছেন বৃহৎগৌতমিয়ে, যথা-কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা নিখিলদেবীগণের শ্রেষ্ঠা, যে হেতু তিনি সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তিস্বরূপা ও সর্বসম্মোহিনী সুতারাং সর্বশ্রেষ্ঠা।" অতএব ঋক্‌পরিশিষ্টে রাধাকৃষ্ণের পরস্পর ঐকান্তিতা বলা হয়েছে, যথা "শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ও শ্রীমাধবের সহিত শ্রীরাধা ভক্তজনের সম্মুখে বিরাজমান থাকেন।" অতএব মৎস্যাদি পুরাণে বলা হয়েছে—"শ্রীরুক্মিণী দ্বারাবতীতে এবং শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবন নামক বনে বিরাজমান" এইরূপে শক্তিসাধারণ্যে এদের দুজনের একত্র গণনা হলেও জানতে হবে শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য আছে, তিনিই প্রেয়সী প্রধান।

অতঃপর গোপীদের মধ্যে যাঁরা দ্বিতীয় প্রকার সেই সাধনসিদ্ধগণের কথা বলা হয়েছে পদ্মোত্তর খণ্ডে, যথা—"পূর্বে দণ্ডকারণ্যবাসি মহর্ষিগণ তথায় রামকে দর্শন পূর্বক সেই সুন্দরবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করার জন্য ইচ্ছা করেছিলেন।" তাৎপর্যার্থ—শ্রীরামের সৌন্দর্য দর্শনে নিজ উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হওয়ায় তাঁকেই উপভোগ করতে ইচ্ছা করলেন মহর্ষিগণ। অতঃপর তাঁরা সকলে গোকুলে গোপীগর্ভে জন্ম নিলেন। অতঃপর রাসলীলা কালে পতি-আদির হাতে বন্ধন দশার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়ে ভবসাগর পার হয়ে নিজ নিজ বাসনা অনুসারে নিত্যলীলা রাসে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, "হরিকে প্রাপ্ত হয়ে' এই অংশের সহিতও 'গোকুল' এই অংশের অন্বয় করা হেতু এবং যাঁরা যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাঁদিকে সেই ভাবেই ভজনা করে থাকি" এই ন্যায় হেতু—এখানে অর্থ আসছে, মহর্ষিগণ পূর্বে তাদৃশভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। অতঃপর দণ্ডকারণ্যে সমাগত শ্রীরামচন্দ্রের কৃষ্ণ-সাদৃশ্য বশতঃ তাঁকে দেখে নিজ উপাসনা-সংস্কার জেগে উঠায় 'হরিং' নিজ উপাস্য কৃষ্ণকে উপভোগ করতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু লজ্জায় সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রকে বরণ করলেন না। অতঃপর না-বললেও কল্পবৃক্ষের মতো শ্রীরামচন্দ্রের প্রসাদ হেতু এই মহর্ষিগণের ইষ্টসিদ্ধি হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'তাঁরা সকলে স্ত্রীদেহে গোকুলে জন্ম নিলেন' এবং গোকুলেই 'হরিং' শ্রীকৃষ্ণকে 'কামেন' নিজ নিজ বাসনা অনুসারে 'সংপ্রাপ্য' সেই গৃহের ভিতরেই স্বয়ম্ আবির্ভূত কৃষ্ণকে লাভ করে 'ততঃ' অতঃপরই ভবসাগর থেকে মুক্ত হলেন। এরূপও বলতে পারা যাবে না-যে, গোকুলজাত জনদের প্রাপঞ্চিক দেহাদি সম্ভব হয়না, কারণ অবতার লীলাতে প্রাপঞ্চিক মিশ্রন হয়ে থাকে। শ্রীদেবকীদেবীতেই ষড়্‌গর্ভনামক প্রাপঞ্চিক পুত্রদের জন্ম শুনা যায়। কদাচিৎ শ্রুতিগণও গোপীগর্ভে জন্ম নিয়ে থাকেন, ইহা বৃহদ্‌বামনপুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব শ্রীভাগবতের শ্রুতি

অধ্যায়েও ব্যাখ্যা করবেন, যথা—ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের সর্পরাজতুল্য ভুজদণ্ডের প্রতি প্রগাঢ় লালসা বহন করত যেমন কৃষ্ণসঙ্গ-আনন্দ প্রাপ্ত হন, আমরা শ্রুতিগণও সেইরূপ প্রাপ্ত হই গোপী-দেহ প্রাপ্ত হওয়ত তাঁদের সমভাবাপন্ন হয়ে।" গায়ত্রীও গোপীগর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। ইহা পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে উক্ত আছে, যথা ব্রহ্মার সঙ্গে গোপকন্যারূপা গায়ত্রীর বিবাহ-সময়ে গোপেদের প্রতি শ্রীবিষ্ণুর বচন—আমি পূর্বাপর জ্ঞাত হয়ে এই কন্যা ব্রহ্মাকে প্রদান করেছি। আমি যখন দেবগণের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাদের কুলে আবির্ভূত হব, তখন এই কন্যা আমার কান্তা হবে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২২ শ্লোকে বলা হয়েছে—শ্রীভগবানের প্রিয়কার্য সাধন করবার জন্য দেবস্ত্রীসকল জন্মগ্রহণ করুন। অতএব পদ্মপুরাণে গোপীগণের চতুর্বিধত্ব উক্ত হয়েছে, যথা--"হে রাজেন্দ্র! গোপীগণ চারভাগে বিভক্ত, যথা- শ্রুতিচরী, ঋষিচরী, গোপকন্যা ও দেবকন্যা। দেবকন্যাগণ কখনও মনুষ্য নন।" এর মধ্যে গোপকন্যাগণই নিত্য, মনুষ্য নন। এঁদের কেউ মানুষ না হওয়ার কারণ, এদের মধ্যে প্রাকৃত ভাব নেই। পদ্মপুরাণে উক্ত সাধনসিদ্ধ ঋষিচরী গোপীগণের এবং এই শ্লোকে উক্ত বলপ্রয়োগে গৃহ-মধ্যে আবদ্ধ গোপীগণের মধ্যে একত্ব ও শক্তি-সাদৃশ্য রয়েছে। পূর্বে ষষ্ঠ শ্লোকে যাঁদের কথা বলা হয়েছে, "পতি-শুশ্রূষা-কারিণী কোনও কোনও গোপী" তাঁরাই হলেন সাধনসিদ্ধা ঋষিচরী গোপী। এদের সম্বন্ধে দোহনাদি পৃথক কর্ম বলা হয় নি। এঁদের অন্তঃগৃহে থাকার তাৎপর্য পতি-শুশ্রূষাতেই। এঁদের সাধক বলে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে, এঁদের দেহত্যাগ শ্রবণ হেতু ও পদ্মোত্তরখণ্ডে উক্তি হেতু। এরূপ হলে বুঝতে হবে যে গোকুলে জাত কোনও কোনও গোপী পূর্ব সাধনবশে সিদ্ধপূর্ণভাবা হয়েছিলেন, কিন্তু অবশ্যই সিদ্ধদেহা হন নি নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধাদির মতো। এরাই পতি শুশ্রূষার জন্য গৃহাভ্যন্তরে গিয়েছিলেন। তাঁরা গৃহমধ্যে থাকা অবস্থাতেই পতি প্রভৃতি সাগ্রহে দ্বারাদি বন্ধ করে দিলেন। কোনও বিশেষ উপায় এঁরা খুঁজে পেলেন না ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার। এই সব গোপীদের দেহ অসিদ্ধ থাকার দরুণই নিত্যসিদ্ধা গোপীদের ন্যায় সাক্ষাৎ গোবিন্দ সঙ্গমে বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল। নিত্যসিদ্ধা গোপী-দের বেলায় ভক্তিদেবী যেমন পতিদের চিত্তে বাধাদানে শৈথিল্য জন্মিয়েছিলেন, এদের বেলায় তেমন শৈথিল্য জন্মাতে তাঁর অপ্রবৃত্তি হল, এরূপ জানতে হবে। বের হতে পারলেন না বলেই **তদ্ভাবনাযুক্তাঃ**—সেই শ্রীকৃষ্ণে সমুৎকণ্ঠিত চিত্তা হয়ে **কৃষ্ণং** – নিজ চিত্তাকর্ষক কৃষ্ণকেই **দধ্যুঃ**—ধ্যান-করতে লাগলেন। সেই ধ্যান বিষয়ে অনুভাব বলা হচ্ছে—দুঃখবিশেষে এবং ধ্যান-আবেশে **মীলিত-লোচনাঃ**—মুদ্রিত-নেত্রা হয়েছিলেন, অথবা 'মীলিতম্' অন্তর্হিত-নেত্রা অর্থাৎ অশেষ জ্ঞান-শূন্যা হয়ে-ছিলেন ।। জী° ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অত্রোজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তরীত্যা বিবিচ্যতে, গোপ্যস্তাবদ্দ্বিবিধাঃ—নিত্যনসিদ্ধাশ্চ। সাধন-সিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ—যৌথিক্যোঽযৌথিক্যশ্চ। যৌথিক্যশ্চ দ্বিবিধাঃ, শ্রুতিযুথভূতত্বাৎ শ্রুতিচর্য্যঃ ঋষিযুথভূতত্বাদৃষিচর্য্যশ্চ। ততশ্চাসাং চতুর্বিধত্বমুক্তং পাদ্মে। "গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ। দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ

কথঞ্চনে"তি গোপীত্বেনৈব মানুষত্বে লব্ধঽপি ন মানুষ্য ইতি নিষেধস্তাসাং প্রাকৃতমানুষত্বাভাবং জ্ঞাপয়তি। অত্র গোপকন্যকা এব নিত্যসিদ্ধাস্তাসাং সাধনাশ্রবণাৎ। গোপীত্বে সত্যপি কাত্যায়নার্চ্চনস্য তু সাধনত্বং নরলীলত্বমেব জ্ঞাপয়তি। গোপীত্বস্য সিদ্ধত্বাদেবেতি তৎপ্রসঙ্গ এব প্রপঞ্চিতম্। তাসাং নিত্যসিদ্ধত্বন্তু "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি"রিতি ব্রহ্মসংহিতোক্ত্যা, তাসাং হ্লাদিনী-শক্তিত্বপ্রতিপাদনাৎ। "হ্লাদিনী যা মহাশক্তি"রিতি বৃহদ্গৌতমীয়াচ্চ। তাভিঃ সহ কৃষ্ণস্য রমণস্থানাদিত্বাচ্চ, দশাষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্রেষু তাসাং নির্দ্দেশাৎ তন্মন্ত্রোপাসনানাং তদ্বিধায়কশ্রুতীনাঞ্চানাদ্যন্ত-কালভাবিতত্বাচ্চ। "সত্ত্ববন্তমরস্ত্রিয়ঃ" ইতি প্রমাণাবগতানাং দেবকন্যানাং নিত্যসিদ্ধগোপিকাংশভূতত্বং ব্যাখ্যাতমুজ্জ্বল-নীলমণৌ, শ্রুতিচরীণাং সাধনসিদ্ধত্বং "কন্দর্প-কোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্যসং-শয়ঃ॥ যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনিনস্তথে" ত্যাদিবৃহদ্বামনবচনেভ্যোঽবগতং। ঋষিচরীণাঞ্চ "গোপালোপাসকাঃ পূর্ব্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়" ইত্যুজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তানাং তথাভূতত্বং, পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্য বা-সিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥ তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ত-তো মুক্তা ভবার্ণবা"দিতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাৎ। অত্র রামং দৃষ্ট্বা হরিং ভোক্তুমৈচ্ছন্নিতি রামসৌন্দর্য্যদর্শনেন স্বোপাস্যস্য হরের্গোপালস্য স্মরণাত্তমেব ভোক্তুমৈচ্ছন্নিত্যর্থঃ। লজ্জয়া তু সাক্ষাত্তং ন বৃতবন্তঃ ততশ্চ কল্পবৃক্ষস্যেবাবদতোঽপি শ্রীরামস্য প্রসাদাত্তেষামভীষ্ট-সিদ্ধির্জাতেত্যাহ,—তে সর্ব্বে ইতি। হরিং কামেন সম্প্রাপ্যেত্যনুসংহিতং ফলং ততঃ কামাদেব হেতোর্ভবার্ণবাৎ সংসারান্মুক্তা ইত্যননুসংহিতং ফলম্। অত্র "মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা" ইতি "যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ" ইতি "পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃ-বান্ধবান্" ইত্যাদ্যগ্রিমগ্রন্থদৃষ্টেরপত্যবত্যো গোপ্য এবান্তর্গৃহ-নিরুদ্ধা বভূবুরিতি শ্রীকবিকর্ণপূরগোস্বামিকৃতদশমস্কন্ধটীকায়াং দৃষ্টং। অতস্তদনুসারেণ সার্ব্বত্রিকং মূলার্থমব্যাপ্যৈব ব্যাখ্যায়তে,—গোপালোপাসকা ঋষয়স্তে শ্রীরামমূর্ত্তিমাধুরীদর্শনাদ্রাগ-ময়ভক্তের্নিষ্ঠারুচ্যাসক্তিরত্যঙ্কুরভূমিকা আরূঢ়াঃ সম্যগপরিপক্বকষায়া অপি শ্রীযোগমায়য়া দেব্যা গোকুলমানীয় গোপীগর্ভে জনিতাঃ কন্যকা বভূবুঃ। তাসামেব মধ্যে কাশ্চিন্নিত্যসিদ্ধগোপীসঙ্গভূম্না বয়ঃসন্ধিদশামারভ্যৈব লব্ধপূর্ব্বানুরাগাঃ স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাঃ দগ্ধসম্যকষায়াঃ প্রেমস্নেহাদিভূমিকা আরূঢ়াঃ গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি যোগমায়য়ৈব তদঙ্গস্পর্শ দোষাদ্রহিতা-শ্চিন্ময়দেহভূতাঃ কৃষ্ণোপভুক্তাস্তস্যাং রাত্রৌ বেণুবাদনসময়ে পতিভির্বার্য্যমাণা অপি যোগমায়াসাহায্যপ্রসাদান্নিত্যসিদ্ধ-গোপীভিঃ সহিতা এব প্রেষ্ঠমভিসস্রুঃ। কাশ্চিত্তু নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গভাগ্যাভাবাদলব্ধপ্রেমত্বাদদগ্ধকষায়া গোপৈর্ব্যূঢ়া গোপোপভুক্তা অপত্যবত্যো বভূবুঃ। তাঃ খলু তদনন্তরমেব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গভূম্না কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্পৃহোদ্রেকাৎ পূর্ব্ব-রাগবত্যস্তাসাং কৃপাপাত্রীভবন্ত্যোঽপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাযোগ্যদেহত্বেন যোগমায়াসাহায্যাকরণাৎ পতিভির্বারিতাঃ কৃষ্ণমভিসর্ত্তুম-ক্ষমা মহাবিপদ্গ্রস্তাঃ পতিভ্রাতৃ-পিত্রাদীন্ স্বপ্রাণবৈরিত্বেন পশ্যন্ত্যো মরণদশায়ামুপস্থিতায়াং সত্যাং যথান্যা মাত্রাদিস্ববন্ধু-জনং স্মরতি তথৈব স্বপ্রাণৈকবন্ধুং কৃষ্ণং সস্মরুরিত্যাহ,—অন্তরিতি। ন লব্ধো বিনির্গমো যাভিস্তা ইতি পতিভির্বার্য্যৈব সতর্জ্জনং সযষ্টিকমুপবিষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। সদৈব তদ্ভাবনয়া যুক্তা অপি তদানীং দধ্যুঃ। হা হা প্রাণৈকবন্ধো, বৃন্দা-বনকলানিধে; জন্মান্তরেঽপি তৎ প্রেয়সীভূয়াসমস্মিন্নন্তকালে ত্বন্মুখচন্দ্রং চক্ষুষা নাপশ্যং ভবতু মনসাপি পশ্যানীতি প্রত্যেকং স্বগতমনুলপন্ত্যো মুদ্রিতলোচনাঃ সত্যো নিতরাং দধ্যুঃ॥ বি০ ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** : এ বিষয়ে উজ্জ্বলনীলমণি-উক্তরীতিতে বিচার করা হচ্ছে— তাবৎ গোপীগণ দ্বিবিধ—নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। সাধনসিদ্ধাগণ আবার দ্বিবিধ—যৌথিক ও অযৌথিক। পুনরায় যৌথিকগণ দ্বিবিধ। শ্রুতিযূথভূত হওয়া হেতু শ্রুতিচরী এবং ঋষিযূথভূত হওয়া হেতু ঋষিচরী। সুতরাং পদ্মপুরাণে এই গোপীগণ চতুর্বিধরূপেই উক্ত হয়েছেন, যথা—

"গোপীগণ শ্রুতিচরী, ঋষিচরী, গোপকন্যা ও দেবকন্যা। এরা কখনও-ই মানুষ নন।" গোপী-স্বরূপে এঁরা মানুষ হলেও, মানুষ নন। এই নিষেধ তাঁদের প্রাকৃত মানুষ-ভাবের অভাব জ্ঞাপন করছে। এই চতুর্বিধের মধ্যে গোপকন্যাগণই নিত্যসিদ্ধা, তাদের সাধন-অশ্রবণ হেতু। গোপী-হলেও এঁদের যে কাত্যায়নীব্রতরূপ সাধন দেখা যায়, তা তাঁদের নরলীলা ভাবই প্রকাশ করছে, অন্য কিছু নয়, কারণ গোপী হওয়া হেতু তাঁরা নিত্যসিদ্ধাই কোনও সাধনার অপেক্ষা নেই। ইহাই বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। এই গোপীদের নিত্যসিদ্ধত্ব প্রতিপাদিত হচ্ছে,—ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিত" ইত্যাদি বাক্যানুসারে এঁদের হ্লাদিনী শক্তিত্ব প্রতিপাদন হেতু, "হ্লাদিনী যা মহাশক্তি" ইত্যাদি বৃহৎগৌতমীয় তন্ত্রের বচন হেতু, এই গোপীদের সহিত কৃষ্ণের রমণ অনাদি হওয়া হেতু, দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে এই গোপীদের উল্লেখ থাকা হেতু এবং কৃষ্ণমন্ত্র-উপাসনার ও তদ্বিধায়ক শ্রুতিসকলের অনাদি-অনন্ত-কালঘটিত হওয়া হেতু। "সম্ভবন্ত্বমরস্ত্রিয়ঃ" অর্থাৎ দেবকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য ব্রজে জন্মগ্রহণ করুন, শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণ থেকে অবগত দেবকন্যাগণ যে নিত্যসিদ্ধ গোপীকা-অংশভূত, তা উজ্জ্বলনীলমণিতে ব্যাখ্যা হয়েছে। শ্রুতিচরীগণ যে সাধনসিদ্ধ তার প্রমাণ বৃহদ্বামন পুরাণে পাওয়া যায়, যথা—"শ্রুতিগণ বলছেন—কন্দর্পকোটি লাবণ্যময় তুমি আমাদের নয়নগোচর হলে আমাদের মন কামিনীভাব প্রাপ্ত হয়ে কন্দর্পপীড়ায় যে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। যেমন ব্রজবাসিনী গোপীগণ কামতত্ত্বে রমণ মনে করে তোমাকে ভজন করছে, সেইরূপ আমাদের মনও তোমার ভজনে ইচ্ছুক হয়েছে।" ঋষিচরীগণও যে সাধনসিদ্ধ, তা প্রতিপাদিত হয়েছে উজ্জ্বলনীলমণির এই উক্তি অনুসারে, যথা—"গোপাল উপাসক মহর্ষিগণ পূর্বে অভীষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হন নি।" যেহেতু পদ্মোত্তরখণ্ডে উক্ত হয়েছে—"পুরাকালে দণ্ডকারণ্য-বাসী মহর্ষিগণ 'রামংদৃষ্টা ইত্যাদি' মাধুর্যমূর্তি রামের দর্শনে নিজ উপাস্য 'হরেঃ' গোপালের স্মরণ হেতু সেই 'হরিং' গোপালকেই ভোগ করতে ইচ্ছা করলেন।" কিন্তু লজ্জাবশতঃ সাক্ষাৎ তাঁকে বরণ করলেন না। অতঃপর কল্পবৃক্ষ যেমন কিছু না বলেই প্রার্থনা পূরণ করে, সেইরূপ শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের মনোবাঞ্ছা বিষয়ে কোন কথা না বললেও তাঁরই প্রসাদেই মহর্ষিদের অভীষ্টসিদ্ধি হয়েছিল। তাঁরা গোকুলে গোপীগর্ভে স্ত্রীদেহে জন্ম নিয়ে কামে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা তাদের অভীষ্ট ফল। অতঃপর সেই কামহেতুই তাঁদের নির্ধারিত ফল সংসার থেকে মুক্তি লাভ হয়েছিল।

শ্রীকবিকর্ণপুরগোস্বামিকৃত দশমের টীকায় বলা হয়েছে—সন্তানবতী গোপীগণই গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিলেন অভিসার কালে, যা বুঝা যায় পরের এই শ্লোকগুলি থেকে, যথা—"তোমাদিগের মাতা-পিতা-পুত্র-ভ্রাতা-পতিগণ তোমাদিকে অনুসন্ধান করছে ইত্যাদি"—

(শ্রীভা° ১০।২৯।২০), "হে অঙ্গ! তুমি যে বললে স্ত্রীলোকের পতি-পুত্র প্রভৃতির অনুসরণ করে চলাই স্বধর্ম ইত্যাদি" —(শ্রীভা° ১০।২৯।৩২); এবং "হে অচ্যুত, পতি-পুত্র প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করে আমরা তোমার নিকট এসেছি ইত্যাদি" —(শ্রীভা° ১০।৩১।১৬)। অতএব এই অনুসারেই মূলার্থের সার্বত্রিকতা। পূর্বে বিস্তারিতভাবে বলা না হলেও এখানে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে— শ্রীগোপালের পূর্ব উপাসক মহর্ষিগণ শ্রীরামমূর্তিমাধুরী দর্শন হেতু রাগময় ভক্তির নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-রত্যঙ্কুর-ভূমিকা আরূঢ় হলেন। অতঃপর সম্যক্ অপরিপক্ক-কষায় হলেও শ্রীযোগমায়াদেবী তাঁদিকে গোকুলে নিয়ে এসে গোপীগর্ভে জন্ম দিলেন কন্যারূপে। অতঃপর তাঁদের মধ্যে কোনও কোনও কন্যার শ্রীরাধাদি নিত্যসিদ্ধ গোপীসঙ্গ প্রাপ্তি হেতু বয়ঃসন্ধিদশা আরম্ভেই পূর্বানুরাগ প্রাপ্তি হল, স্ফূর্তিতে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ প্রাপ্তি হল, তাঁদের চিত্তকষায় অর্থাৎ চিত্তমালিন্য সম্পূর্ণ দূরিভূত হয়ে গেল, তাঁরা প্রেম-স্নেহাদি ভূমিকা আরূঢ় হলেন, এ অবস্থায় গোপগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধ হলেও যোগমায়ার কৌশলে পতিগণের অঙ্গস্পর্শ দোষ রহিত অবস্থায় থাকলেন—এই চিন্ময়দেহ প্রাপ্ত কৃষ্ণ-উপভুক্তা গোপীগণ সেই রাসরজনীতে বেণুবাদন-সময়ে পতিদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়েও যোগমায়ার সাহায্যরূপ প্রসাদে নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সহিতই প্রেষ্ঠ কৃষ্ণাভিসার করলেন। কোনও কোনও গোপী কিন্তু শ্রীরাধাদি নিত্যসিদ্ধ গোপীসঙ্গে—ভাগ্যের অভাবে প্রেমের অপ্রাপ্তি হেতু অদগ্ধ-কষায় থেকে গেলেন, এ অবস্থায় গোপেদের কর্তৃক বিবাহিতা হয়ে গোপ-উপভুক্তা হয়ে অপত্যবতী হলেন। তাঁরা এরপর নিত্যসিদ্ধাদি গোপীসঙ্গ প্রাপ্তিতে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্পৃহা উদ্রেক হেতু পূর্বারাগবতী হলেন; কিন্তু নিত্যসিদ্ধা গোপীদের কৃপাপাত্রী হয়েও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গের অযোগ্য দেহ নিবন্ধন যোগমায়া সাহায্য না-করা হেতু পতিদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেন অভিসার-কালে। কৃষ্ণাভিসারে অক্ষম হয়ে তাঁরা মহাবিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন, পতি-ভ্রাতৃ-পিত্রাদিকে স্বপ্রাণশত্রু বলে দেখতে লাগলেন। মরণদশা উপস্থিত হলে ইতরজন যেমন মাতা-পিতা প্রভৃতি নিজ বন্ধুজনদের স্মরণ করে, সেইরূপই এঁরা তখন নিজ প্রাণবন্ধু কৃষ্ণকে স্মরণ করতে লাগলেন। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অন্তর্গৃহ ইতি। **অলব্ধবিনির্গমা**—পতিগণ দ্বারদেশে যষ্টিহস্তে বসে তর্জন করতে থাকায় এই গোপীগণ ঘর থেকে বের হয়ে অভিসার করতে পারলেন না। এরা সদাই কৃষ্ণভাবনা যুক্ত হলেও এই আপৎকালে **দধ্যুঃ**—ধ্যান করতে লাগলেন—'হা হা প্রাণৈকবন্ধো, বৃন্দাবনকলানিধে, জন্মান্তরেও যেন তোমার প্রেয়সী হতে পারি। এই মরণকালে তোমার মুখচন্দ্র স্বচক্ষে দেখতে পেলাম না। না পেলাম, এখন মনেই দেখতে থাকি"—সকলেই এইরূপ বিলাপ করতে করতে মুদ্রিত নেত্রা হয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন ॥ বি° ৯ ॥

১০-১১। দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্য প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥

১০-১১। **অন্বয়** ঃ দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহতাপধুতাশুভাঃ (প্রেষ্ঠকৃষ্ণস্য যঃ দুঃসহঃ বিরহঃ তেন যঃ তীব্রঃ তাপঃ তেন 'ধুতানি' ক্ষয়ং গতানি অশুভানি যাসাং তাঃ) ধ্যানপ্রাপ্তাচুতাশ্লেষনির্বৃত্যা (ধ্যানপ্রাপ্তা অচ্যুতস্য আলিঙ্গনেন যা পরমসুখভোগঃ তয়া) ক্ষীণমঙ্গলাঃ (ক্ষীণানি 'মঙ্গলানি' বিষয় সুখানি ব্রহ্মানুভবসুখানি চ যাসাং তাঃ) (অতএব) প্রক্ষীণবন্ধনাঃ (বিনষ্টং বন্ধনং যাসাং তাঃ) জারবুদ্ধ্যা (উপপতিমত্যা) অপি তং পরমাত্মানং (শ্রীকৃষ্ণং) এব সঙ্গতাঃ (প্রাপ্তা সত্যঃ) সদঃ গুণময়ং দেহং জহুঃ (তত্যজুঃ)

১০-১১। মূলানুবাদ ঃ এঁদের দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহের তীব্র তাপের নিকট মহাকালকূটাদিরূপ পরঃসহস্র অশুভসমূহ তুচ্ছ হয়ে গেল এবং স্ফূর্তিতে আগত কৃষ্ণের আলিঙ্গন-পরমানন্দে প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সমস্ত মঙ্গল জীর্ণ হয়ে গেল। এঁরা প্রেমাস্পদ কৃষ্ণকে অতি নিকৃষ্ট জার বুদ্ধিতেই সম্প্রাপ্ত হলেন—দেহের গুণময়তা ত্যাগান্তে, যোগমায়ার আনুকূল্যে সদ্য পত্যাদির নিবারণ থেকে মুক্ত হয়ে।

১০-১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ ততশ্চ সদ্য এব শ্রীকৃষ্ণেন সহ সংযোগং প্রাপ্তা ইত্যাহুঃ—দুঃসহেতি যুগ্মকেন। তত্রোৎকণ্ঠাপরিণামং দুঃসহেত্যর্দ্ধেন, ধ্যানপরিণামং ধ্যানেত্যর্দ্ধেনাহ। উৎকণ্ঠয়া দুঃসহ-প্রেষ্ঠবিরহঃ বিপ্রলম্ভাখ্যো ভাবঃ, তেন তীব্রতাপস্তেন ধৃতাশুভাঃ ধ্যানেন হেতুনা প্রাপ্তা যাচ্যুতস্য নিজভক্তেষু চ্যুতিরহিতত্বেন, প্রসিদ্ধস্যাশ্লেষ-নির্বৃতিস্তয়া ক্ষীণমঙ্গলাঃ, অত দুঃসহ-শব্দেন তীব্র-শব্দেন চ দুঃখস্য পরাকাষ্ঠা দর্শিতা, অচ্যুত-শব্দেন নির্বৃতি-শব্দেন চ সুখস্য চ। অশুভং ভগবন্নিত্য-সংযোগপ্রাপ্তি-প্রাচীনদশায়াং দুঃখজনিকা তদ্বিরহস্ফূর্ত্তিঃ। মঙ্গলঞ্চ তদ্দশায়ামেব সুখজনিকা প্রাপ্তব্য-তৎসংযোগস্ফূর্ত্তিঃ। যাবতীভ্যাং তাভ্যাং বৃত্তিভ্যাম্ এব প্রৌঢ়ভাবঃ সাধকঃ সিধ্যতি তাবত্যোশ্চ তয়োঃ শনৈর্ভোগ্যয়োরপি সম্প্রতি যুগপদেব ভোগো জাত ইতি ধূতত্বং ক্ষীণত্বঞ্চোক্তম্।

অতস্তত্রৈব তং শ্রীকৃষ্ণমেব সঙ্গতা মিলিতাঃ। তথা চ বাসনাভাষ্যধৃতং মার্কণ্ডেয়বচনম্—'তদানীমেব তাঃ প্রাপ্তাঃ শ্রীমন্তং ভক্তবৎসলম্। ধ্যানতঃ পরমানন্দং কৃষ্ণং গোকুলনায়িকাঃ॥' ইতি। তয়োঃ শব্দয়োঃ পাপপুণ্যপর্য্যায়ত্বাভাবাৎ তয়োঃ স্বস্ব-প্রতিনিয়তফলদাতৃত্বাৎ, পাপস্য তু সুতরাং ভগবদ্বিরহময়-প্রেম-স্ফোরকত্বাভাবাৎ; 'ন কর্ম্মবন্ধনংজন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে' ইতি পাদ্মোত্তরকার্ত্তিক মাহাত্ম্যখণ্ডানুসারেণ তাসাং সুতরাং তৎ-প্রারব্ধ-জন্মত্বাভাবাৎ। কিন্তু 'গুরুপুত্রমিহানীতম্) শ্রীভা ১০।৪৫।৪৫) ইত্যাদি-ন্যায়েন প্রারব্ধরক্ষণারক্ষণয়োঃ স্বপ্রেম-বর্দ্ধনবিদগ্ধ-শ্রীভগবদিচ্ছৈক-ময়ত্বাৎ নান্যথা ব্যাখ্যাতম্। ননু কিং জারত্বেন সঙ্গতাঃ? নেত্যাহ —তাদৃশ-রাগৌৎসুক্যেন সোপানীকৃতয়া জারবুদ্ধ্যাপি পরমাত্মানং সর্ব্বাংশি-পরমস্বরূপত্বেন সর্ব্বেষামপি স্বভাবত এব যত্নপত্যাদি-শব্দবৎ পালকত্বেনাপি পতিত্বে সিদ্ধে ভাব-বিশেষধারিণীনাং তাসাং রমণত্বেনাপি পতিরাসাবিতি পতিরূপমেবেত্যর্থঃ। রমণত্বালাভেনৈব জারবুদ্ধ্যাপি তস্মিন্ সঙ্গম্যমানেহপি রমণত্বলিপ্সায়াঃ প্রগলভত্বাৎ জারত্বস্য তস্মিন্ সর্ব্বাংশিন্যসম্ভবাৎ।

'জিঘাংসয়াপি হরয়ে' (শ্রীভা ১০।৬।৩৫) ইত্যাদিবজ্জারবুদ্ধ্যাপীতি হেয়তয়ৈব নির্দ্দেশাৎ প্রাচীনস্য পত্যুর্দ্দেহস্য চ ত্যাগাদিতি ভাবঃ। তথা হি—'পটোলমূলে রমণং স্যাত্তথা রমণঃ প্রিয়' ইতি বিশ্বপ্রকাশকোষাৎ। "ধবঃ প্রিয়ঃ পতির্ভর্ত্তা জারস্তূপপতিঃ সমৌ' ইত্যমরকোষাচ্চ; রমণ পত্যাদি-শব্দবাচ্য-জারাদি-শব্দবাচ্যয়োর্নৈকত্বং মন্তব্য, কিন্তু পূর্ব্বস্য স্বামিত্বাদুত্তরস্য চোপপতিত্বাৎ বিরুদ্ধবস্তুত্বমেব, তত্রাপি সভ্য-শব্দান্তরমপ্রযুজ্য প্রযুক্তস্যাসভ্যস্য জার-শব্দস্য জিঘাংসাশব্দস্যেব নিন্দাতাৎপর্য্যত্বমেব প্রতীয়তে। 'জারঃ পাপপতিঃ' ইতি ত্রিকাণ্ডশেষাদিকোষাল্লোকাচ্চ। কিন্তু যেন রাগেণ তা জারভাময়ং নিন্দ্যং লোকধর্ম্মমর্য্যাদাতিক্রমমপি তাঃ কৃতবতাস্তং সূচয়িত্বা তস্যৈব প্রশস্তত্বং দর্শিতে চেষ্টাবিশেষসাম্যাৎ কামতয়া ব্যপদিষ্টত্বেঽপি প্রিয়ানুকুল্যতাৎপর্য্যত্বেন প্রেমৈকরূপত্বঞ্চ। তথা চ বক্ষ্যতে—'যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহং স্তনেষু' (শ্রীভা ১০।৩১।১৯) ইত্যাদি। অতএবোক্তং তাদৃশৈরপি—'আসামহো চরণরেণু'- (শ্রীভা ১০।৪৭।৬১) ইত্যাদৌ, 'যা দুস্ত্যজং স্বজনম্' ইত্যাদি; 'এতাঃ পরং' (শ্রীভা ১০।৪৭।৫৮) ইত্যাদৌ, 'বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ' (শ্রীভা ১০।৪৭।৫৮) ইতি। এবং হেয়াংশপরিত্যাগপূর্ব্বকমহাপ্রেমরসনীয়-শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ-পরমপুরুষার্থশিরোমণিপ্রাপ্তির্দর্শিতা। তত্রানুষঙ্গিকং ফলমাহ—'গুণময়ঞ্চ দেহং জহুঃ' ইতি, যতঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ, এবং সচ্চিদানন্দ-দেহপ্রাপ্তিরপি সূচিতা। এতদুক্তং ভবতি—অপিরত্র জারবুদ্ধের্হেয়ত্বম্; 'জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্' (শ্রীভা ১০।৬।৩৫) ইত্যত্র জিঘাংসায়া ইব ব্যনক্তি, গর্হবচনেন তত্তচ্ছব্দেনান্বয়াৎ; অত্র হেতুঃ—পরমাত্মানমিতি। ন হি পরমাত্মা তাদৃশ-নিন্দ্যশব্দবাচ্যোঽপি ভবিতুমর্হতি, তত্র চ হেতুঃ—হরয়ে ইতি, হরিশব্দোঽত্র কারুণ্যাদি-মহাগুণৈঃ সর্ব্বমনোহরতাপরঃ ন হ্যেবম্ভূতো জিঘাংস্যো ভবিতুমর্হতি, তত্তদনর্হত্বেঽপি সা সা চ কথঞ্চিজ্জাতা চেত্তর্হি পরমাত্মত্বাদ্ধরিত্বাচ্চ সর্ব্বহিতকারিত্বেনাসৌ পরিত্যাজয়েদেবাযোগ্যাংশং তস্যামিবামুষু, পুনশ্চ, তস্যা ভক্ত্যাভাসবেষং স্তনদানমাত্রত্বেন ভক্তিং মত্বা তদুপলক্ষিতাঃ ধাত্রীগতিং দদৌ এব, অমূষু তু দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহেত্যাদি পদ্যোক্তমহাভক্তিবিশেষণান্তঃসঙ্গমমনুভবংতদুচিতনিজপ্রেয়সীং গতিং কথং ন দদ্যাদিতি? সঙ্গতিশ্চেয়ম্—পূর্ব্বোক্তেগোলোকাখ্যে গোকুলপ্রকাশবিশেষে এব জ্ঞেয়া, অতএবোদ্ধবদ্বারা শ্রীভগবতা সন্দিষ্টম্—'যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ। অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া॥' (শ্রীভা ১০।৪৭।৩৭) ইতি। রাসশ্চায়ং তদ্দিনগত এব জ্ঞেয়ঃ, তস্যৈব বিবক্ষিতত্বাৎ; তস্মিন্নপি প্রকাশে গোপলীলত্বেন দিনান্তরেঽপি তৎসম্ভবাৎ. কিন্তু তত্র 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়' (শ্রীভা ১০।৩৩।৩৭) ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ তৎ-পত্যাদিষু দুঃখাদ্যনুৎপত্তয়ে তন্মায়য়ৈব ত্যক্তানাং দেহনামন্তর্দ্ধাপনং, তৎসদৃশীনামন্যাসাং স্ফোরণঞ্চ গম্যতে, এবং তাবৎকালমেব তদ্রহস্যং লব্ধরাসাঃ শ্রীভগবৎপ্রেয়স্যোঽপি নাজানন্ যাবদুদ্ধবদ্বারা যথার্থানুভাবকপ্রভাবং 'যা ময়া' ইত্যাদি-সন্দেশং নাশৃণ্বন্নিতি চ। অথবা তাসাং মুরলীবাদ্যানুসরণেন তদন্তিক-গতৌ কিমাশ্চর্য্যম্? যতঃ কাশ্চিন্নিরুধ্যমানা অপ্যন্তর্গৃহ এব তং প্রাপ্তা ইত্যাহ—অন্তরিতি। তাদৃশ তীব্রতাপেন ধূতং শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া খণ্ডিতমশুভং বিরহরূপং যাসাং তাঃ, তেন জগতামপি ধূতমশুভং যাভিস্তা ইতি বা, 'মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি' (শ্রীভা ১১।১৪।২৪) ইতিবৎ। তথা তাদৃশনির্বৃত্যাঽক্ষীণং ক্ষীণতাবিরুদ্ধং পুষ্টং মঙ্গলং নিজ-তাদৃশতৎসংযোগরূপং যাসাং তাঃ, তথা পুষ্টং জগতামপি মঙ্গলং যাভ্যস্তা ইতি বা, পূর্ব্ববৎ গুণময়ং বিরহভাবময়ং দেহমাবেশমিত্যর্থঃ। তথা তৃতীয়ে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মণঃ দর্শিতম্। অন্যৎ সমানম্। সঙ্গতিস্তস্মিন্নগৃহে এব তস্য প্রাকট্যাৎ, অন্তর্গৃহগতা ইত্যন্বয়াৎ, অতএব সদ্যঃ প্রক্ষীণং বন্ধনং সর্ব্বতৎসঙ্গবিরোধো যাসাং তাঃ, এবমলব্ধরাসা ইতি তস্যামেব রাত্রী জ্ঞেয়' পূর্ব্বহেতোরেব॥ জী° ১০-১১ ॥

১০-১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর এই গোপীগণ সদ্যই শ্রীকৃষ্ণের সহিত

সংযোগ প্রাপ্ত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দুঃসহ ইতি দুটি শ্লোকে। এ সম্বন্ধে প্রথম অর্ধ শ্লোকে উৎকণ্ঠা-পরিণাম এবং পরের অর্ধ শ্লোকে ধ্যান-পরিণাম বলা হয়েছে। উৎকণ্ঠা হেতু দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহ— বিপ্রলম্ভ নামক ভাব। এই বিরহ হেতু তীব্রতাপ। এই তাপে সমস্ত অশুভ বিদূরিত হল। আর ধ্যান হেতু নিজ ভক্ত প্রতি চ্যুতিরহিত ভাবে করুণা বিতরণে প্রসিদ্ধ অচ্যুতের আশ্লেষ—আলিঙ্গন-পরমানন্দ প্রাপ্তিতে সমস্ত মঙ্গল ক্ষয় হল। এখানে 'দুঃসহ' শব্দে ও 'তীব্র' শব্দে দুঃখের পরাকাষ্ঠা দেখান হল। 'অচ্যুত' শব্দে ও 'নির্বৃতি' শব্দে সুখের পরকাষ্ঠা দেখান হল। 'অশুভ' শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসংযোগ প্রাপ্তির পূর্বাকালীন অবস্থাতে দুঃখ জনক কৃষ্ণ-বিরহ স্ফূর্তি। 'মঙ্গল' সেই দশার মধ্যেই সুখজনক প্রাপ্তব্য-কৃষ্ণসংযোগ স্ফূর্তি। সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় সাধক সুখ-দুঃখ যে পরিমান সঙ্গে নিয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, তা যথাক্রমে অল্পে অল্পে ভোগ্যের হলেও সম্প্রতি যুগপৎই ভোগ হল—তাই 'ধূত' ও 'ক্ষীণ' পদ ব্যবহার হল।

অতঃপর ব্রজে সেই গৃহের মধ্যেই তম্—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হলেন। এই রূপই বাসনাভাষ্যধৃত মার্কেণ্ডেয় বচন আছে, যথা—"সেইক্ষনেই সেই গোকুল নায়িকাগণ ধ্যানযোগে শ্রীমন্ত ভক্তবৎসল পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।" 'অশুভ' ও 'মঙ্গল' শব্দ দুটি পাপ-পুণ্যের অনুরূপ অর্থবাচক শব্দ নয় অর্থাৎ অশুভ বলতে পাপ ও মঙ্গল বলতে পুণ্য অর্থ হবে না। কারণ পাপ-পুণ্য এ-দুই নিরন্তর ফলদান করে চলেছে, সুতরাং এই গোপীদের পাপ থাকলে তাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বিরহময় প্রেমের স্ফূর্তি হতে পারত না। —"বৈষ্ণবগণের কর্মবন্ধনে জন্ম হয় না" এই পাদ্মকার্তিক-মাহাত্ম্য অনুসারে এই গোপীদের প্রারব্ধ কর্মবশতঃ জন্ম সম্ভব নয়। কিন্তু "আমার গুরুপুত্র যদিও প্রারব্ধ ভোগ করছে তবুও তাদের আমার হাতে প্রত্যার্পন কর"—(শ্রীভা° ১০।৪৫।৪৫) ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রারব্ধ-রক্ষণ অরক্ষণ স্বপ্রেমবর্ধনবিদগ্ধ শ্রীভগবানের ইচ্ছাধীন সেইরূপ এই গোপীদের স্থলেও জানতে হবে, কাজেই অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করা যাবে না। পূর্বপক্ষ, গোপীগণ কি জার ভাবে মিলিত হলেন? এরই উত্তরে, না না, শোন বলছি তাদৃশ রাগৌৎসুক্য বশতঃ জার-বুদ্ধিকে সোপান রূপে ব্যবহার করলেও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সর্বাবতারের অংশী পরম-স্বরূপ হওয়া হেতু স্বভাবতঃই পালকরূপেও তিনি পতি, যেমন না-কি 'যদুপতি' শব্দে যদুগণের পালক। এইরূপে কৃষ্ণের পতিত্ব সিদ্ধ হলে কামকেলি-নায়ক ভাবেও তিনি পতিভাববিশেষধারিণী গোপীদের, এরূপ অর্থ, কারণ কৃষ্ণ গোপীদের পতি, এ সিদ্ধান্ত যদি নাও স্বীকার করা যায়,তা হলেও জার-বুদ্ধিতে মিলন সময়ে কামকেলি-লিপ্সার প্রাবল্য হেতু সেই সর্বাংশী কৃষ্ণের প্রতি জারত্ব অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, কাজেই পতিবুদ্ধিই স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, আরও কারণ "বালকৃষ্ণকে হত্যার ইচ্ছায় এলেও পূতনাকে গোলোকে পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণ"—(শ্রীভা° ১০।৬।৩৫)। এখানে হত্যার ইচ্ছায় বাক্যটি যেমন হেয় দৃষ্টিতেই ব্যাবহার

হয়েছে, তেমনই এখানে "জারবুদ্ধি দ্বারাও" বাক্যটি হেয়দৃষ্টিতে ব্যবহার হয়েছে। আরও কারণ এই গোপীদের পূর্বপতি ও পূর্বদেহ ত্যাগ হওয়ায় কৃষ্ণের প্রতি তাদের মনের যে আসক্তি তাকে আর 'জারবুদ্ধি' বলা যার না। —"রমণ শব্দে পটোল ও প্রিয়" —বিশ্বপ্রকাশ। "ধব, প্রিয়, পতি, ভর্তা ইত্যাদি শব্দ একার্থ বাচক, আর জার ও উপপতি একার্থ বাচক" — অমরকোষ। কাজেই রমণ ও পতি প্রভৃতি শব্দের বাচ্য ও জারাদি শব্দের বাচ্য এক বলে মন্তব্য করা ঠিক নয়। কিন্তু রমণ ও পতি প্রভৃতি শব্দে স্বামী ও জার শব্দে উপপতি—স্বামী ও উপপতি বিরুদ্ধ তত্ত্ব বলে প্রতিপাদিত। তত্রাপি রমণ-পতি ইত্যাদি শিষ্ট শব্দ প্রয়োগ না করে অশিষ্ট 'জার' শব্দের প্রয়োগ করায় এখানেও "পূতনা হত্যা করার ইচ্ছায় এসেও" এই বাক্যের ন্যায় নিন্দাতাৎপর্য ভাবই প্রতীয়মান হচ্ছে। ত্রিকাণ্ড শেষাদি অভিধানে এবং লোকসমাজেও 'জার' শব্দের অর্থ 'পাপ-পতি' দেখা যায়, কিন্তু যে রাগে সেই গোপীগণ জার ভাবময় নিন্দ্য কর্ম্ম এমনকি লোকধর্মাদি পর্যন্তও লঙ্ঘন করেছেন, তা প্রকাশ করে সেই অনুরাগেরই প্রশস্ততা দেখালেন। কামময় চেষ্টা ও প্রেমময় চেষ্টা দেখতে একই প্রকার হলেও সেই অনুরাগ সম্বন্ধে কাম শব্দটির আরোপ হলেও প্রিয়ানুকূল্য বিধান ইহার উদ্দেশ্য হওয়া হেতু ইহা প্রেমৈকরূপ।

সেই প্রিয়ানুকূল্য অর্থাৎ গোপীচিত্তের কৃষ্ণৈক সুখতাৎপর্যময়ী সেবার- বাসনারূপ পরমপ্রেম শ্রীভাগবতের বিভিন্ন শ্লোকের দ্বারা দেখান হচ্ছে, যথা—"হে প্রিয়, আমরা তোমার যে সুকুমার শ্রীচরনে ব্যথা লাগবে ভয়ে ধীরে ধীরে আমাদের কর্কশ স্তনে ধারণ করি'। সেই চরনে তুমি এই কঙ্কর বনে ভ্রমণ করছ, এতে আমাদের চিত্তব্যথিত হচ্ছে।" —(শ্রীভা° ১০ ৩১।১৯)। অতএব উদ্ধবের মতো ভক্তশিরোমণি জনেরাও এই গোপীদের বহুমানন করেন, যথা—"যাঁরা পতি-পুত্রাদি ত্যাগ করত শ্রুতি-অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান করছেন আমি (উদ্ধব) সেই ব্রজ-গোপীগণের চরণরেণু সেবিত গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্ম প্রার্থনা করছি।" —(শ্রীভা° ১০।৪৭।৬১)। আরও "নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে এই গোপীগণের অনন্য-গতি পরমপ্রেম উৎপন্ন হওয়ায় তাঁদেরই কেবল জন্ম সার্থকতা লাভ করেছে। মুমুক্ষুমুনিগণ ও মাদৃশ ভক্তজনেরা সর্বদা এতাদৃশ পরমপ্রেম প্রার্থনা করে থাকেন।" —(শ্রীভা° ১০।৪৭।৫৮)। এইরূপে সেই পতি-পুত্রাদির দ্বারা আবদ্ধ গোপীদের হেয়াংশ পরিত্যাগ পূর্বক মহাপ্রেমরসনীয় শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমপুরুষার্থ শিরোমণি প্রাপ্তি দেখান হল এখানে। এ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক ফল এবার দেখান হচ্ছে, যথা—"গুণময় দেহ ত্যাগ হল," যেহেতু পূর্বোক্ত প্রকারে সদ্যই তাঁদের সমুদয় বন্ধন ক্ষয় হল। এবং সচ্চিদানন্দ দেহ-প্রাপ্তিও সূচিত হল। 'জারবুদ্ধ্যাপি' অর্থাৎ জারবুদ্ধি দ্বারাও মিলিত হলেন, এখানে 'অপি' শব্দে জারবুদ্ধির হেয়ত্ব বলা হল—যেমন না-কি "পূতনা হত্যার ইচ্ছায় এসেও হরিকে স্তনদান করে সদগতি লাভ করেছিল।" এই স্থানে

'অপি' শব্দ হত্যার ইচ্ছার হেয়ত্ব প্রকাশ করেছে। এই 'জারবুদ্ধির' হেয়ত্বের হেতু 'পরমাত্মানম্' পদের সহিত এই পদের অন্বয়। পরমাত্মা (কৃষ্ণ) কখনও ই তাদৃশ নিন্দ্য শব্দ বাচ্য হতে পারেন না। তার কারণ 'হরয়ে' পদের প্রয়োগ। এখানে 'হরি' শব্দের অর্থ কারুণ্যাদি মহাগুণের দ্বারা সর্বমনোহর। এরূপ গুণময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কখনও-ই কারুর চিত্তে হনন-ইচ্ছার উদ্ভব হতে পারে না। কৃষ্ণ জাররূপ নিন্দ্য শব্দ বাচ্য হতে না পারলেও, তাঁর প্রতি হননেচ্ছার উদ্ভব না হতে পারলেও, যদি তা তা কথঞ্চিৎ কারুর চিত্তে জাত হয়ও, তা হলে তিনি পরমাত্মা ও হরি হওয়ায় সর্ব-হিতকারিতা গুণে তা পরিত্যাগ করিয়েই থাকেন। যেমন পূতনার অযোগ্য অংশ হননেচ্ছা ত্যাগ করিয়েছিলেন, সেইরূপ গোপীদের অযোগ্য অংশ জারবুদ্ধি ত্যাগ করিয়েছিলেন। পুনরায় পূতনার ভক্তির আভাস দ্বেষকে স্তনদানমাত্র গুণে ভক্তি মনে করে, এর উপলক্ষিত ধাত্রীগতি দিলেন— তা হলে গোপীদের "দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহ তীব্র তাপ ধূতাশুভাঃ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত মহাভক্তি বিশেষ দ্বারা যে অন্তঃসঙ্গম, তা অনুভব করিয়ে তাঁদের প্রতি সেই ভক্তি সমুচিত নিজ প্রেয়সী-গতি কেন-না দান করবেন ? এখানে সঙ্গতি এরূপ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই গোপীদের মিলন ভৌমগোকুলের প্রকাশবিশেষ ঊর্ধ্বের গোলোকেই হয়েছিল, এরূপ জানতে হবে। অতএব শ্রীভগবান্ উদ্ধবের দ্বারা সংবাদ পাঠিয়েছিলেন—"যে সকল কল্যাণী গোপীগণ ব্রজে অবস্থিত ছিলেন, এই বনে আমার সহিত রাসক্রীড়া করতে পারেন নি, তাঁরা মদীয় বীর্য চিন্তা করে আমাকে পেয়েছিলেন"। এই শ্লোকে যে রাসের কথা বলা হল, তা সেই দিনগতই। কারণ উহারই কথা বক্তব্য। যদি বলা যায়, সেই ঊর্ধ্ব প্রকাশেও শ্রীকৃষ্ণ নিত্য গোপলীল হওয়া হেতু অন্যদিনেও সেই রাসক্রীড়া সম্ভব। না, এ কথা বলতে পার না, কারণ উল্লিখিত বাক্যে সেই দিনের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে "শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হয়ে গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনও দোষারোপ করেন নি" এই যা বলা হল সেই অনুসারে সেই ত্যক্তদেহ গোপীদের পতি প্রভৃতির চিত্তে যাতে দুঃখাদি জাত না হয়, তার জন্য কৃষ্ণের মায়াতেই ত্যক্ত দেহগুলি অন্তর্ধাপন ও তৎসদৃশী অন্য দেহের স্ফোরণ হয়েছিল, এরূপ জানতে হবে। এবং তাবৎকালই সেই রহস্য লব্ধরাস শ্রীভগবৎ প্রেয়সীগণও জানতেন না, যাবৎ উদ্ধব দ্বারা "যা ময়া··· অলব্ধরাসা" ইত্যাদি যথার্থ-বোধক প্রভাববিশিষ্ট সংবাদ উদ্ধব মুখে না শুনলেন।

অথবা, সেই পতি আদি কর্তৃক আবদ্ধ গোপীগণ মুরলিবাদ্য অনুসরণ করে কৃষ্ণের নিকট চলে গেলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে আশ্চর্য কি আছে ? যেহেতু তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিরুদ্ধমানা হলেও অন্তর্গৃহেই কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হলেন, তাই বলা হচ্ছে অন্তর্গৃহ ইত্যাদি। তাদৃশ তাপে ধুতঃ—শ্রীকৃষ্ণকৃপায় খণ্ডিত হল অশুভং—বিরহরূপ অশুভ যাঁদের সেই গোপীগণ। বা সুতরাং সমস্ত জগতেরও খণ্ডিত হল অশুভ যাঁদের দ্বারা সেই গোপীগণ—"আমার ভক্তিযুক্ত জন সমস্ত

জগতকে পবিত্র করে থাকে।" —(শ্রীভা° ১১।১৪।২৪), এই মতো। তথা **নির্বৃত্যা**—পরমানন্দে **অক্ষীনং**—পুষ্ট হল **মঙ্গলং**—নিজেদের তাদৃশ কৃষ্ণসংযোগরূপ মঙ্গল যাঁদের সেই গোপীগণ, বা যাঁদের মঙ্গল প্রভাবে জগৎ মঙ্গল-ময় হয়ে উঠল, সেই গোপীগণ। পূর্ব্ববৎ এখানেও 'গুণময়' বিরহ-ভাবময় দেহাবেশ, এরূপ অর্থ। তৃতীয়ে এরূপ দেখান হয়েছিল সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মাকে। আর সব ব্যাখ্যা একই প্রকার। সেই গৃহের মধ্যেই কৃষ্ণের প্রকাশ হওয়া হেতু গৃহের মধ্যে অবস্থিত গোপীদের সহিত মিলন হল। অতএব, সত্ত 'প্রক্ষীনং বন্ধনং' কৃষ্ণসঙ্গ বিরোধি সকল বন্ধন সম্পূর্ণ-রূপে দুরিভূত হয়ে গেল এই গোপীদের। এইরূপে 'অলব্ধরাসাঃ' বলতে কেবল সেই রাত্রিতেই প্রকাশ্যভাবে রাসমণ্ডলে যেতে পারেন নি এই গোপীগণ, এরূপ বুঝতে হবে। জী° ১০-১১ ॥

১০-১১। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অত্র গোপীনাং প্রাপ্যমতিরহস্যং বস্তু বহিরঙ্গলোকেভ্যো গোপয়ংস্তান্ প্রতি বাহ্যমর্থমন্তরঙ্গান্ ভক্তিসিদ্ধান্তবিজ্ঞান্ প্রতি তু স্বাভীপ্সিতমাভ্যন্তরমেবার্থং জ্ঞাপয়ংস্তস্ত্রেণাহ,—দুঃসহেতি। তত্র বহির্মুখান্ প্রতি তাভ্যঃ কৃষ্ণো মোক্ষং দদাবিত্যাহ,—দুঃসহো যঃ প্রেষ্ঠবিরহস্তেন .তীব্র-তাপস্তেন ধূতানি গতানি অশুভানি যাসাং তাঃ। ধ্যানেন প্রাপ্তস্যাচ্যুতস্যাশ্লেষেণ যা নির্বৃতিরানন্দস্তয়া ক্ষীণং মঙ্গলং পুণ্যং যাসাং তাঃ। অতঃ প্রক্ষীণ প্রারব্ধবন্ধনাঃ জারবুদ্ধ্যাপি তমেব পরমাত্মানং প্রাপ্তা দেহং জহুরিতি। অন্তর্মুখান্ প্রতি তু তদানীং স্বপ্রেষ্ঠবিরহ-সংযোগোত্থানি দুঃখসুখান্যপরিমিতানি প্রাপ্য লব্ধমনোরথা এব তাঃ ক্রমেণ বভূবুরিত্যাহ—দুঃসহেন প্রেষ্ঠবিরহেণ যস্তীব্র-তাপস্তেন ধূতানি কম্পিতীকৃতান্যশুভানি যাভিস্তাঃ যাসাং প্রেষ্ঠবিরহতাপস্য তীব্রতাং বীক্ষ্য কোটীব্রহ্মাণ্ডস্থবাড়বানলমহা-কালকূটাদিরূপাণি পরঃসহস্রাণ্যপি অশুভানি স্বতীব্রতাহঙ্কারং পরিত্যজ্য স্বপরাজয়বুদ্ধ্যা চকম্পিরে ইত্যর্থঃ। ধ্যানেন প্রাপ্তঃ স্ফূর্ত্ত্যা আগতো যোঽচ্যুতস্তেন তদৈবাদ্ভূতস্য প্রেমপূর্ণচিন্ময়স্য তাদৃশস্বভাবাভিমানাদিমতো দেহস্য যঃ আশ্লেষ-স্তেনাশ্লেষেণ যা নির্বৃতিস্তয়া ক্ষীণানি কৃশীভূতানি মঙ্গলানি প্রাকৃতাপ্রাকৃতানি যাসাং তাঃ, যাসাং স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তপ্রেষ্ঠা-শ্লেষোত্থসুখং বীক্ষ্য কোটীব্রহ্মাণ্ডগতবিষয়সুখ-নির্ব্বিষয়ব্রহ্মানুভবসুখসহস্রাণি মঙ্গলশব্দবাচ্যানি ক্ষীণানি যদপেক্ষয়া নিকৃষ্টান্যেব বভূবুরিত্যর্থঃ। ভগবদ্বিরহসংযোগোত্থ-দুঃখসুখাভ্যাং প্রারব্ধপাপপুণ্যানি নষ্টানি তেষাং স্বফল-ভোগৈকনাশ্যত্বাদিতি ব্যাখ্যাতু বৈষ্ণবানাং মতে ন যুজ্যতে। ভগবদ্বিরহসংযোগয়োঃ পাপপুণ্যফলত্বাভাবাৎ। তাদৃশানাং প্রারব্ধনাশস্তু ভজনদশায়ামেবা-নর্থনিবৃত্তিভূমিকারূঢ়ানামিত্যাহুঃ। ততশ্চ তমেব পরমাত্মানং পরমপ্রেমাস্পদং জারবুদ্ধ্যা অতিনিকৃষ্টয়াপি সঙ্গতাঃ অত্যুৎ-কৃষ্টপতিবুদ্ধিমতীভ্যো রুক্মিণ্যাদিভ্যঃ সকাশাদপি সম্যক্প্রকারেণ প্রাপ্তাঃ। পতিবুদ্ধেঃ সকাশাদপি জারবুদ্ধৌ "যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বে"—ত্যাদ্যুদ্ধববাক্যনির্দ্ধারিতাৎ নিরঙ্কুশপ্রেমোৎকর্ষাৎ। তথাস্মিন্নবতারে নিকৃষ্টবস্তূন্যপ্যুৎকৃষ্টী কুর্ব্বত্যেব লীলা দৃশ্যতে। যথা মহারাজরাজেশ্বরত্ব লীলাতঃ সকাশাদপি "বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি তৎশ্রিয়েক্ষণীয়ে" ইতি ভীষ্মোক্তেঃ। পার্থশারথিত্বলীলায়া উৎকর্ষঃ। তথা উৎকৃষ্টাৎ শান্তরসাদপি নিকৃষ্টস্য শৃঙ্গাররসস্য তত্রাপি দাম্পত্যভাবাদপি ঔপপত্যভাবস্য, তথা উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কারাদপি নিকৃষ্টস্য গুঞ্জাগৈরিক-শিখিপুচ্ছাদেরুৎকর্ষো দৃষ্ট এবেতি। সঙ্গতাঃ কাশ্চিদযোগ-মায়াকৃতানুকূল্যান্নিরোধমুক্তা' অভিসৃত্য তস্যামেব রাত্রৌ। রাসবিহারিণং তং প্রাপ্তাঃ কাশ্চিদন্য-স্যামপি। ননু, পুরুষান্তরোপভুক্তদেহাভিস্তাভিঃ সহ ভগবদ্বিলাসো ন যুজ্যতে ইতি তত্রাহ,—জহুরিতি। দেহমিতি জাত্যপেক্ষয়া একত্বম্। তস্য দেহস্য 'যোগমায়য়ৈবালক্ষিতমন্তর্দ্ধাপনমিত্যেকে, অন্যেত্বেবমাহুঃ—অত্র হেয়ো দেহো গুণময় এব ভবত্যতো গুণময়মিতি বিশেষণস্যাধিক্যাৎ তাসাং দেহা বেণুবাদনাৎ পূর্ব্বং দ্বিধা-ভূতা গুণময়াশ্চিন্ময়াশ্চাসন্নিতি

Acc-997/8.1.20

বুধ্যতে। তত্র যে গুণময়াঃ স্বপত্যুপভুক্তা দেহাস্তানেব জহুঃ। অয়মত্র বিবেকঃ, গুরূপদিষ্টভক্ত্যারম্ভদশাত এব ভক্তানাং শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণদণ্ডবৎপ্রণতিপরিচর্য্যাদিময্যাং শুদ্ধভক্তৌ শ্রোত্রাদিষু প্রবিষ্টায়াং সত্যাং "নির্গুণো মদপাশ্রয়"ইতি ভগবদুক্তের্ভক্তঃ স্বশ্রোত্রাদিভি-র্ভগবদ্গুণাদিকং বিষয়ীকুর্ব্বন্নির্গুণো ভবতি ব্যবহারিক-শব্দাদিকমপি বিষয়ীকুর্ব্বন্ গুনময়োঽপি ভবতীতি ভক্তদেহস্যাংশেন নির্গুণত্বং গুণময়ত্বঞ্চ স্যাৎ। ভা° ১১।২ ততশ্চ "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি"রিতি। "তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাস"মিতি ন্যায়েন ভক্তিবৃদ্ধিতারতম্যেন নির্গুণদেহাংশাংনামাধিক্যতারতম্যং স্যাৎ, তেন চ গুণময়দেহাংশানাং ক্ষীণত্বতারতম্যং স্যাৎ সম্পূর্ণপ্রেমণ্যুৎপন্নে তু গুণময়দেহাংশেষু নষ্টেষু সম্যক্ নির্গুণ এব দেহঃ স্যাৎ,তদপি স্থূলদেহপাতস্তু বহির্মুখমতোৎখাতা ভাবার্থং ভক্তিযোগস্য রহস্যত্বরক্ষার্থঞ্চ ভগবতৈব মায়য়া প্রদর্শ্যতে যথা মৌষললীলায়াং যাদবানাম। ক্বচিত্তু ভক্তিযোগোৎকর্ষজ্ঞাপনার্থং ন দর্শ্যতে চ যথা ধ্রুবাদীনাম্। অত্র প্রমাণমেকাদশে পঞ্চবিংশতিতমাধ্যায়ে শ্রদ্ধাদয়োনির্গুণা গুণময়াশ্চেতি প্রদর্শয়তা—ভা° ১১।২৫ "যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবয়ে প্রপদ্যত" ইত্যনেন ভক্ত্যেব গুণময়বস্তুনাং নির্জয়ো নাশ এবোক্তো ভগবতা। অতএব ধুতানি বিধুতানি তানি রম্বিতানি অশুভানি গুণময়শরীরাণি যাসাং তা ইতি আশ্লেষ নির্ব্যত্যা অক্ষীণানি বিবর্দ্ধিতানি মঙ্গলানি চিন্ময়শররীরাণি যাসাং তা ইত্যপ্যর্থশ্চিকীর্ষিতো ভবতি। অতঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ অবিদ্যাবন্ধাৎ পত্যাদিবারণাচ্চ যোগমায়ামুকূল্যং প্রাপ্য বিচ্যুতা ইত্যর্থঃ। মরণবশাদ্দেহপাত এব তাসামিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ম্—ভা° ১০।৪৭ "যা ময়া ক্রীড়তা রাত্রাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ। অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যোমাপুর্ম্দ্বীর্য্যচিন্তয়ে"তি ভগবদ্বাক্যে কল্যাণ্য ইতিপদোপাদানাৎ পতিকৃতবারণান্মদ্বিরহসন্তাপাচ্চ স্বদেহাংস্তদা জিহাসুননমপি তাসাং পরমমঙ্গলরাসোৎসবারম্ভে মরণস্যামঙ্গলস্য মদনভিমতত্বাত্তাঃ কল্যাণবত্য এবাভবন্নিতি ভগবদভিপ্রায়াৎ "তথা তা উচুরুদ্ধবং প্রীতা-স্তৎসন্দেশাগতস্মৃতী"রিতি শুকবাক্যাচ্চ তা ঊর্চ্যাঃ পূর্ব্বমলব্ধরাসাঃ অন্তর্গৃহনিরুদ্ধা আসন্নিতি। তেন মরণং বিনৈব তা গুণময়ান্ দেহান্ জহুরিতি। বিরহতীব্রতাপরম্বিতস্তাসাং গুণময়দেহা গুণময়ত্বং পরিত্যজ্য চিন্ময়ত্বং ধ্রুবাদীনামিব প্রাপুরেষ এব দেহত্যাগ ইত্যর্থোঽবগম্যতে। তথা অত্র অলব্ধবিনির্গমা ইতি তত্র ব্রজ আস্থিতা ইতি। তথা অত্র ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষেতি তত্র মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়েতি তুল্যার্থতৈব। কিন্ত্বত্র সঙ্গতা ইতি তত্রালব্ধরাসা ইত্যর্থভেদদর্শনা-দেবান্তর্গৃহনিরুদ্ধগোপীনাং দ্বৈবিধ্যং ব্যাখ্যাতম্। যথা সপ্তাষ্টানাং ফলানাং সমক্ পাকেঽবগতে সত্যাম্রবৃক্ষোঽয়ং পক্কফল ইতি জ্ঞাত্বা সর্ব্বাণ্যেব ফলানি বৃক্ষাদবচিত্য গৃহমানীয়ন্তে আনীয় চ যানি যানি সমুচিতকালেন সৌরকিরণাদিনা চ সৌরূপ্যসোরভ্যসৌরস্যসৌকুমার্য্যবন্তি রাজ্ঞো ভোগার্হাণি রোচকানি জাতানি তানি ফলানি বিচক্ষণপরিজনেন পরিষ্কৃত্য সময়ে রাজ্ঞো ভোগায় পরিকল্প্যন্তে, যানিতু অন্তঃপক্কানি বহিরপক্কানি সৌরূপ্যাদিগুণরহিতত্বাদরসনীয়ানি রাজ্ঞোঽনর্হানি জ্ঞায়ন্তে, তান্যুষ্মবিশেষযোগেন পরিপক্কীকৃত্যৈব দ্বিতীয়তৃতীয়দিনাদিষু রাজ্ঞে সমর্প্যন্তে। তথৈব গোকুলে জনিতানাং মুনিচরীণাং গোপীনাং মধ্যে যাঃ প্রাকৃতগুণময়শরীরতাং পরিত্যজ্য প্রথমমেব শুদ্ধচিন্ময়ীভূতশরীরা অজনিষত তাঃ পুরুষান্তরাস্পৃষ্টাঃ শ্রীযোগমায়য়া নিত্যসিদ্ধাদি-গোপীভিঃ সহৈবাভিসারিতাঃ যাস্তু বহির্গুণময়শরীরবত্যস্তা অপি শ্রীকৃষ্ণবিরহৌষ্ণ্যপ্রাপণয়া গুণময়শরীরভাবত্যাজনয়ৈব বিনষ্টপুরুষান্তরস্পর্শদোষাশ্চিন্ময়ীভূতশরীরাঃ, কাশ্চিত্তস্যাং রাত্রাবেব সর্ব্বাসাং পশ্চাদভিসারিতাঃ, কাশ্চিদীষন্মাত্রস্থিতকষায়াঃ প্রেক্ষ্য বিরহৌষ্ণ্যেনৈব তন্নির্বর্ত্তনার্থং রাত্র্যন্তরেষ্বেবা-ভিসারিতাঃ। ততশ্চ তাঃ প্রাপ্তরাসাদিবিলাসাঃ রাত্র্যন্তে নিত্যসিদ্ধাদিগোপীভিঃ সহ প্রতিগৃহমাগতাস্তদারভ্য পতিসঙ্গতো যোগমায়য়ৈব রক্ষ্যমাণাঃ পত্যপত্যাদিষু মমতাশূন্যাঃ কৃষ্ণপ্রেমাতিভরপরিপ্লুতাঃ শুশ্রুপয়স্তন্য স্বাপত্যান্যপুষ্ণত্যো গ্রহগ্রস্তত্বেনৈব তদ্বন্ধুভিঃ প্রতীয়ন্তে স্মেতি সর্ব্বমনবদ্যম্। অন্যে তু অন্তর্গৃহনিরুদ্ধা অপি নাপত্যবত্যঃ। অগ্রিমগ্রন্থেষু অপত্যাদিশব্দৈঃ সপত্নীপুত্রঃ পোষ্যপুত্রো ভ্রাতৃপুত্রো বা লক্ষণীয় ইত্যাহুঃ ॥ বি ১০-১১ ॥

১০ ১১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ এই শ্লোকে গোপীদের প্রাপ্য অতি রহস্য বস্তু বহিরঙ্গ লোকদের থেকে গোপন করে তাদের প্রতি বাহ্যার্থ, আর অন্তরঙ্গ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিজ্ঞদের প্রতি নিজ অভীপ্সিত অভ্যন্তরীণ অর্থ জানিয়ে দৃঢ় প্রমাণের সহিত বলা হচ্ছে, 'দুঃসহ' ইতি। এখানে বহিরঙ্গ লোকদের প্রতি জানানো হচ্ছে, কৃষ্ণ গোপীদের মোক্ষ দান করেছেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহের তীব্র তাপে তাঁদের অশুভ বিদূরিত হল এবং ধ্যানে প্রাপ্ত অচ্যুতের আলিঙ্গনানন্দে তাঁদের পুণ্যক্ষয় হল। অতএব তাঁদের সর্ব প্রকার প্রারব্ধ বন্ধন ক্ষীণ হওয়ায় জারবুদ্ধি দ্বারাও সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে গুণময় দেহ পরিত্যাগ করলেন। অন্তর্মুখি ভক্তজনের প্রতি জানানো হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানকালে গোপীগণ স্বপ্রেষ্ঠ-বিরহ-সংযোগ থেকে উত্থিত অপরিমিত দুঃখ সুখ প্রাপ্ত হয়ে ক্রমে লব্ধ-মনোরথ হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে-দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহে যে তীব্র তাপ তার দ্বারা **ধুতাশুভাঃ** কম্পিতীকৃত অর্থাৎ দূরীকৃত অন্য অশুভসমূহ যাঁদের দ্বারা সেই (ধুতাশুভা) গোপীগণ অর্থাৎ যাঁদের প্রেষ্ঠবিরহ তাপের তীব্রতা দেখে কোটিব্রহ্মাণ্ডস্থ বাড়বানল (সমুদ্র গর্ভস্থ অগ্নি) থেকে উত্থিত মহাকালকূটাদিরূপ পরঃসহস্র অশুভসমূহ নিজ তীব্র অহঙ্কার পরিত্যাগ করত স্বপরাজয়-বুদ্ধিতে কাঁপতে লাগল। **ধ্যানপ্রাপ্ত**--স্ফূর্তিতে আগত অচ্যুতের দ্বারা সেইক্ষণেই প্রকাশিত প্রেমপূর্ণ-চিন্ময় তাদৃশ স্বভাবোচিত অভিমানবিশিষ্ট দেহের আলিঙ্গন-পরমানন্দে **ক্ষীণমঙ্গলাঃ**-কৃশীভূত হয়েছে প্রাকৃত-অপ্রাকৃত মঙ্গল সকল যাঁদের সেই গোপীগণ অর্থাৎ যাঁদের স্ফূর্তিপ্রাপ্ত প্রেষ্ঠের আলিঙ্গন জনিত সুখ দেখে মঙ্গল শব্দ বাচ্য কোটিব্রহ্মাণ্ডগত বিষয় সুখ ও নির্বিষয় ব্রহ্মানুভব-জাত সুখসহস্র ক্ষীণ হয়ে যায় অর্থাৎ নিকৃষ্ট হয়ে যায়। পাপ-পুণ্য একমাত্র স্বফল-ভোগের দ্বারাই নাশ প্রাপ্ত হওয়া হেতু শ্রীভগবদ্বিরহ-সংযোগোত্থ সুখ-দুঃখের দ্বারা প্রারব্ধ পাপ-পুণ্য সমূহ নষ্ট হয়ে যায়, এরূপ ব্যাখ্যা বৈষ্ণবমতে সঙ্গত হয় না, কারণ পাপের ফলে ভগবদ্বিরহ ও পুণ্যের ফলে ভগবৎ-সংযোগ হয় না। কিন্তু ভজন দশাতেই অনর্থ নিবৃত্তি-ভূমিকা আরূঢ় অবস্থায় বৈষ্ণবগণের প্রারব্ধ নাশ হয়ে যায়, পণ্ডিতগণ এরূপ বলে থাকেন। অতঃপর **তমেব পরমাত্মানং**—সেই পরমপ্রেমাস্পদকে **জারবুদ্ধ্যাপি**—অতি নিকৃষ্ট জারবুদ্ধিতেও **সঙ্গতাঃ**—সম্প্রাপ্ত হলেন অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট পতিবুদ্ধিমতী রুক্মিণী প্রভৃতি থেকেও [সম্-গতাঃ] সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হলেন। কারণ পতিবুদ্ধি অপেক্ষাও জারবুদ্ধিতে নিরঙ্কুশ প্রেমোৎকর্ষ রয়েছে, উদ্ধব-বাক্যে তদ্রূপ নির্ধারিত থাকা হেতু, যথা—"গোপীগণ দুস্ত্যজ আর্যপথ পরিত্যাগ করেও শ্রুতিমৃগ্য কৃষ্ণকে ভজন করেছেন।" বিশেষতঃ এই অবতারে নিকৃষ্ট বস্তুকেও উৎকৃষ্টকারিণী লীলা দেখা যায়, যথা—"সারূপ্য মুক্তিদাতা কৃষ্ণ অর্জুনের রথের রক্ষাকারী-কশাধারী অশ্ববল্গাধারী সারথিরূপে শোভমান।" (শ্রীভ° ১।৯।৩৯)। এই ভীষ্মের উক্তি হেতু বুঝা যায় যেমন মহারাজরাজেশ্বর লীলা থেকেও পার্থসারথিরূপ লীলার উৎকর্ষ, তেমনই উৎকৃষ্ট শান্তরস থেকেও নিকৃষ্ট শৃঙ্গার রসের উৎকর্ষ, আবার শৃঙ্গার রসের মধ্যেও দাম্পত্যভাবের থেকেও ঔপপত্য ভাবের উৎকর্ষ, তেমনই আবার উৎকৃষ্ট রত্ন অলঙ্কার থেকেও নিকৃষ্ট গুঞ্জাগৈরিক শিখিপুচ্ছাদির উৎকর্ষ।

এখানে 'সঙ্গতা' পদে কোনও কোনও গোপী যোগমায়াকৃত আনুকুল্য হেতু স্বামী পিতা প্রভৃতির বন্ধন মুক্ত হয়ে অভিসার করে সেই রাত্রিতেই রাসবিহারী কৃষ্ণের সহিত মিলিত হলেন, কেউ বা অন্য রজনীতে মিলিত হলেন ; পূর্বপক্ষ কেউ কেউ বলেন, পুরুষান্তর কতৃক উপভুক্ত-দেহ তাঁদের সহিত শ্রীভগবদ্বিলাস সমুচিত হয় না, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, জহু ইতি— তাঁরা গুণময় দেহ ত্যাগ করেই মিলিত হয়েছিলেন। এখানে 'দেহং' পদটি জাতি-অপেক্ষায় এক বচন। যোগমায়াদেবীই অলিক্ষিতে সেই দেহ সমূহ অন্তর্ধান করিয়ে দিয়েছিলেন, এরূপ কেউ কেউ বলেন। আবার অন্য কেউ কেউ বলেন, এ সম্বন্ধে বলবার কথা এই যে, হেয় দেহ গুণময়ই হয়ে থাকে ; কাজেই 'গুণময়' বিশেষণটির প্রয়োগ অধিক । এই গোপীদের দেহগুলি বেণুবাদনের পূর্বেই দুই ভাগে ভাগ হয়েছিল এক গুণময় ও অপর চিন্ময়, এরূপ বুঝতে হবে। তার মধ্যে গুণময় স্বপতিভুক্ত যে সব দেহ, তাই ত্যাগ করেছিলেন । এখানে বিবেচ্য, গুরূপদিষ্ট-ভক্তির আরম্ভ দশা থেকেই শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-দণ্ডবৎপ্রণতি পরিচার্যাদিময়ী শুদ্ধভক্তি ভক্তের কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হলে ["নির্গুণো মদপাশ্রয়"] 'আমার শরণাগত ভক্ত নির্গুণ', এই শ্রীভগদ্বাক্যানুসারে ভক্ত শ্রীভগবৎগুণাদিকে নিজ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করত নির্গুণ হয়ে যান। একই কালে ব্যবহারিক শব্দাদিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করে গুণময়ও হন, এইরূপে ভক্তদেহ এক অংশে নির্গুণ ও এক অংশে গুণময় হয়ে থাকে। অতঃপর "ভোজনরত লোকের প্রতি গ্রাসেই যেমন তুষ্টিপুষ্টিক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়ে থাকে, যথা ভোজনরত জনের কিঞ্চিৎমাত্র তুষ্টি হলে কিঞ্চিৎমাত্র পুষ্টি, কিঞ্চিৎমাত্রই ক্ষুধা নিবৃত্তি, সেইরূপই ভজনরত জনের কিঞ্চিৎমাত্র শ্রবণকীর্তনাদি ভজন হলে কিঞ্চিৎমাত্রই পরেশানুভব, কিঞ্চিৎমাত্রই বিরক্তি হয়ে থাকে।" – (শ্রীভা^{0} ১১ ২।৪২)। এই ন্যায়ানুসারে ভক্তিবৃদ্ধি তারতম্যে নির্গুণ দেহাংশের আধিক্য তারতম্য হয়ে থাকে, সুতরাং গুণময় দেহাংশের ক্ষীণত্ব তারতম্যও হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ প্রেম উৎপন্ন হলে গুণময় দেহাংশ নষ্ট হয়ে গেলে দেহ সম্যক্ নির্গুণ হয়ে যায়। তা হলেও স্থূলদেহ-পাতও শ্রীভগবানই মায়া দ্বারা দেখিয়ে থাকেন, বহির্মুখ জনের মত সমূলে উৎপাটনের জন্য ও ভক্তিযোগের রহস্য রক্ষার জন্য, যথা মৌষল লীলাতে যাদবগণের দেহপাত। কখনও কখনও ভক্তিযোগের উৎকর্ষ জানানোর জন্য দেহপাত দেখানও না, যথা ধ্রুবাদির ক্ষেত্রে। এ সম্বন্ধে প্রমাণ —(শ্রীভা^{0} ১১।২৫।৩২) শ্লোকে শ্রদ্ধাদি ভক্তি-অঙ্গের নির্গুণতা ও প্রাকৃত চিত্তের ভাবের গুণময় দেখাতে গিয়ে শ্রীভগবান্ বলেছেন, "যে নেমে নির্জিতা ইত্যাদি" তাৎপর্যার্থ যে জীব ভক্তিযোগের দ্বারা চিত্তজাত গুণসমূহকে জয় করেছেন, তিনি 'মন্নিষ্ঠ' আমার নির্গুণ ভক্ত 'মদ্ভাবায়' মৎসারূপ্য. বা তথা মদ্দাস্য-সখ্যাদি ভাব লাভে সমর্থ হন। কপিল দেবের উক্তিতেও ভক্তিযোগের নির্গুণতা বলা আছে। এখানেও ভক্তিযোগের দ্বারা গুণের পরাজয়, এরূপ উক্তি দ্বারা ভক্তিযোগের নির্গুণত্বই বলা হল, সেই ভক্তিযোগ হল, গন্ধপুষ্পধূপাদি ঘটিত অর্চনাদি, সুতরাং সেই সেই দ্রব্যেরও নির্গুণত্ব শ্রীভগবানের দ্বারা উক্তই হল,

কারণ ঐ সব সগুণ বস্তুও শ্রদ্ধাদি ভক্তি অঙ্গের সংস্পর্শে নির্গুণত্বই লাভ করে। —(শ্রীবিশ্বটীকা ১১।২৫।৩২)। অতএব 'ধুতাশুভাঃ' প্রিয়ের দুঃসহ বিরহের তীব্রতাপে তাঁদিগের গুণময় শরীর 'ধুত' বিধুত অর্থাৎ রঞ্জিত হয়েছিল এবং ধ্যানলব্ধ কৃষ্ণের আলিঙ্গনে তাঁদের চিন্ময় দেহ 'অক্ষীণ' অর্থাৎ বিবর্ধিত হয়েছিল. এরূপ অর্থও অভিপ্রেত। সুতরাং **প্রক্ষীণ-বন্ধনাঃ**—যোগমায়ার আনুকূল্যে অবিদ্যাবন্ধ ও পতিপ্রভৃতির নিবারণ থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। মরণবশে তাঁদের দেহ-পাত হয়েছিল, এরূপ ব্যাখ্যা কিন্তু সমীচীন হয় না। "হে কল্যাণীগণ! যে সকল গোপী নিজ নিজ পতি কর্তৃক গৃহে আবদ্ধ থাকায় শারদীয়া রজনীতে বনবিহাররত আমার সহিত রাসক্রীড়া উপভোগ করতে পারেননি তাঁরা ব্রজে থেকেও মদীয় প্রভাব চিন্তা দ্বারা তখনই আমাকেই পেয়েছেন। [সেই ঘরের ভিতরেই আর্বিভূর্ত হয়ে রমমান আমার সহিত সেই রাত্রিতে ব্রজেই ছিলেন, পরদিন রাত্রে রাসও পেয়েছিলেন।] এই ভগবৎবাক্যে 'কল্যাণ' পদ গৃহীত হওয়া হেতু শ্রীভগবানের অভিপ্রায় এরূপ বুঝা যাচ্ছে, পতিকৃত বারণ ও বিরহ সন্তাপ হেতু সেই গোপীগণ তখন নিজ নিজ দেহ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলেও পরমমঙ্গলময় রাসোৎসবারম্ভে মরণরূপ অমঙ্গল মদীয় (শ্রীভগবানের) অনভিপ্রেত হওয়া হেতু তাঁদের মরণ হয়নি, পরন্তু তাঁরা কল্যাণবতীই হয়েছিলেন। আরও "তা উচুঃ ইত্যাদি" —(শ্রীভা° ১০।৪৭ ৩৮) অর্থাৎ 'শ্রীশুকদেব বললেন, সেই গোপীগণ উদ্ধবের মুখে প্রিয়তমের আদেশ শুনে পূর্বস্মৃতি লাভ করে তাঁকে বলতে লাগলেন।' এই শুকবাক্য থেকে বুঝা যায়, এই 'তা' অর্থাৎ সেই গোপীরাই পূর্বে অন্তঃগৃহে স্বামী প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে রাসলীলায় সেদিন যেতে পারেন নি। কিন্তু জীবিত ছিলেন এবং কৃষ্ণের মথুরা বাসকালে উদ্ধবের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুতরাং মরণ বিনাই তাঁরা গুণময় দেহ পরিত্যাগ করেছিলেন, ইহা স্পষ্ট। বিরহ তীব্রতাপে ফুটানো তাঁদের গুণময় দেহ গুণময়তা পরিত্যাগ করে চিন্ময়তা প্রাপ্ত হয়েছিল, ধ্রুবাদির মতো, ইহাই দেহত্যাগ, এরূপ অর্থ বুঝাতে হবে। এখানকার/৯ শ্লোকের 'অলব্ধ বিনির্গমা' ও (১০।৪৭।৩৮) শ্লোকের 'ব্রজ আস্থিতা' পদের তথা এখানকার ১০ শ্লোকের 'ধ্যান-প্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ' ও (১০ ৪৭।৩৮) শ্লোকের 'মাপুর্মদ্বীর্যচিন্তয়া' পদের একই অর্থ। কিন্তু এখানে 'সঙ্গতাঃ' অর্থাৎ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়ে, আর তথায় 'অলব্ধরাসা' অর্থাৎ রাস অপ্রাপ্ত, এরূপ অর্থভেদ দর্শন হেতু গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ গোপীদের দ্বৈবিধ্য ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যথা—যেমন বাগানের মালী আমগাছের সাতটি আটটি ফল পেকেছে দেখে এই আমগাছটি পক্কফলা হয়েছে এরূপ বুঝতে পেরে সমস্ত ফলই ঝেড়ে গাছ থেকে পেড়ে ঘরে নিয়ে আসে এবং ঘরে আনবার পর রাজার বিচক্ষণ পরিজন যে যে ফল সমুচিত কালে সূর্যকিরণাদি দ্বারা সুন্দরবর্ণ-সুগন্ধ-সুরস-সুকোমল ও রাজার ভোগাযাগ্য রুচিকর হয়েছে, তা পরিষ্কার করত রাজার ভোগের জন্য পরিবেশন করে; কিন্তু যে যে ফল ভিতরে পাকা অথচ বাইরে কাচা ও সুন্দর বর্ণগন্ধাদি রহিত হওয়া হেতু

১২। কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥

১২। **অন্বয়ঃ** হে মুনে! কৃষ্ণং পরং কান্তং বিদুঃ (জানন্তিস্ম), ন তু ব্রহ্মতয়া। গুণধিয়াং (গুণবিষয়ক বুদ্ধীনাং) তাসাং কথং গুণপ্রবাহোপরমঃ (মোক্ষঃজাতঃ)।

১২। **মূলানুবাদঃ** (বহির্ম্মুখ জনদের সন্দেহ নিরসনের জন্যই শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের এই প্রশ্ন)

হে মুনে! এই ব্রজগোপীসকল শ্রীকৃষ্ণকে কেবল মাত্র কান্ত বলেই জানতেন, কিন্তু কৃষ্ণে তাদের ব্রহ্মবুদ্ধি ছিল না। তবে কি করে কৃষ্ণগুণনিষ্ঠ-বুদ্ধি তাঁদের গুণময় দেহের নিবৃত্তি হল? শাস্ত্রে তো দেখা যায় 'ব্রহ্মজ্ঞানেই মোক্ষপ্রাপ্তি'।

রাজভোগের অযোগ্য জানতে পারল সেই সেই ফল কোনরূপ তাপবিশেষ যোগে পাকিয়েই দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে রাজাকে পরিবেশন করে, সেইরূপ গোকুলে জাত মুনিচরী গোপীদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা প্রাকৃত গুণময় শরীর পরিত্যাগ করত প্রথমেই শুদ্ধ চিন্ময়ীভূত শরীরে জন্ম নিয়েছেন, তাঁরা যোগমায়া কর্তৃক অন্য পুরুষের অস্পৃষ্টা হয়ে নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গে অভিসারিতা হয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা বাইরে গুণময় শরীরধারিণী তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপ প্রাপ্তিতে গুণময়-শরীরভাব পরিত্যাগের দ্বারাই বিনষ্ট-পুরুষান্তরস্পর্শদোষ হয়ে চিন্ময়ীভূত শরীর ধারিণী হয়েছিলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ সেই রাত্রিতেই সকলের পিছনে অভিসারিতা হয়েছিলেন, আর কেউ কেউ যাঁদের মধ্যে ঈষৎমাত্র কষায় দেখা যাচ্ছিল, বিরহতাপেই তা দূর করার জন্য অন্য রাত্রিতেই অভিসারিতা হয়েছিলেন যোগমায়া দ্বারা। অতঃপর সেই প্রাপ্তরাসবিলাস-গোপীগণ রাসরজনীর শেষে নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গে পতিগৃহে ফিরে এলেন। সেইদিন থেকে পতিসঙ্গ থেকে যোগমায়া দ্বারা রক্ষমানা, পতি ও পুত্রকন্যায় মমতাশূন্যা, কৃষ্ণপ্রেমের আতিশয্যে পরিপ্লুতা, দুগ্ধশূন্যস্তনী, নিজ নিজ পুত্রকন্যা-পোষনে বিরতা সেই গোপীগণ নিজ নিজ বন্ধুগণ কর্তৃক গ্রহগ্রস্তরূপেই প্রতীয়মান হতে লাগলেন। এইরূপ অর্থই সর্বসামঞ্জস্য পূর্ণ। অন্য কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেন— ঘরের মধ্যে আবদ্ধা গোপীগণও পুত্রকন্যাবতী ছিলেন না। পরের শ্লোকেও অপত্যাদি শব্দে সপত্নীপুত্র পোষ্যপুত্র, ভ্রাতৃপুত্রকে লক্ষ্য করা হয়েছে ॥ বি০ ১০-১১ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ পরি সর্ব্বতোভাবেন ঈক্ষতে সর্ব্বেষাং ভাবং জানাতীতি পরীক্ষিদিতি। অস্যায়ং ভাবঃ—যদ্যপি স্বয়ং তত্তন্মহাত্ম্যং জানাত্যেব, তথাপ্যন্তর্ম্মুখসন্দিহানানাং সন্দেহনিরাসার্থমর্থবিশেষেণ সন্দেহবিশেষঃ প্রপঞ্চিতঃ। বহির্ম্মুখসন্দিহানানাঞ্চ সন্দেহান্তরনিরসনার্থং ব্রহ্মজ্ঞানবাদময় ইব সন্দেহঃ প্রপঞ্চিতঃ। রাজোবাচেতি ক্বচিৎ পাঠঃ অত্রাপি সর্ব্বভাববৈচক্ষণ্য এব রাজশব্দস্য তাৎপর্য্যাৎ তথৈবার্থঃ, শ্রীমুনীন্দ্রেনাপি তথৈব প্রতিবক্ষ্যত ইতি, তত্র

বহির্মুখরীতিকোঽর্থঃ প্রসিদ্ধ এব। অন্তর্মুখরীত্যা তু অয়মর্থঃ—নম্নু গুণময়ং দেহং জহুরিত্যুক্তং, তত্র গুণ-শব্দেন যদি সত্ত্বাদিত্রয়মুচ্যতে, ময়ট্-প্রত্যয়েন বিকারঃ ততশ্চ হেয়স্য দেহস্য স্বতস্তন্ময়ত্বপ্রাপ্তেঃ কিং তন্নির্দ্দেশেন? তস্মাৎ পূর্ব্বেণ মানসসাদ্ গুণ্যপরম্পরা, উত্তরেণ তু প্রাচুর্যং বাচ্যম্। তত্রেদং পৃচ্ছামঃ—কৃষ্ণং বিদুরিতি। যদি চ প্রাপ্তরাসানামন্যাসাং নিষ্ক্রেগুণ্যদেহতাসূচনার্থমাসামেব বা প্রাপ্তব্যদেহস্য তৎসূচনার্থমত্র গুণময়মিতি বিশিষ্যতে, তদপি তাদৃশস্য দেহস্যোপলক্ষণত্বেন মানসগুণপ্রবাহস্যাপি তাদৃশত্বেন লব্ধিঃ স্যাৎ তত্রাপি পৃচ্ছাম ইত্যাহ—কৃষ্ণং বিদুরিতি। অর্থশ্চায়ম্—তম্ কৃষ্ণং পরং কেবলং কান্তং সর্ব্বাশ্চর্য্যগুণমনোহরতয়া পরমপ্রেষ্ঠং বিদুঃ, ন তু ব্রহ্মতয়া নির্গুণতদাবির্ভাববিশেষতয়া তর্হি তাসাং গুণধিয়াং ব্রহ্মনিষ্ঠায়া অপি ত্যাজকতয়া প্রসিদ্ধেষু তদীয়তাদৃশগুণেষু ধীরন্তঃকরণং যাসাং তথাভূতানাং তদেকনিষ্ঠত্বেন তদ্গুণৈকানুবন্ধতৎপ্রেমবর্ত্তিগুণত্বাদপ্রাকৃতগুণানামিত্যর্থঃ। ততো দেহস্য তু তাসামসিদ্ধত্বাত্তবতু নামোপরমঃ, কথমবিচ্ছিন্নুরতাদৃশগুণপরম্পরায়া উপরমঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মোপাসকেম্বিব ন তৎস্বরূপমাত্রাবির্ভাবঃ, কিন্তু গুণৈরপি সহ তদাবির্ভাবঃ; ততো ব্রহ্মোপাসকেষু যে গুণাস্তে প্রাকৃতসত্ত্বময়া এবেতি তেষামেব গুণপ্রবাহোপরমঃ সম্ভবতি, নাবির্ভূতভগবদ্গুণানাং তদ্বিধানামিতি বাক্যার্থঃ। শ্লেষেণ চেদং পৃচ্ছতি—কৃষ্ণং পরং কেবলং কান্ততয়া বিদুঃ ন তু ব্রহ্মতয়া ব্যাপকতয়া, তর্হি 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' (শ্রীগী৪।১১) ইতি ন্যায়েন তাসু ব্যাপকতাগুণস্যাপ্রকাশাদন্তর্গৃহে প্রাকট্যাভাবেন কথং বিরহাভাবময়-গুণপ্রবাহোপরমশ্চ ? গুণধিয়াং সুন্দরোঽয়ং বিদগ্ধোঽয়মিতিমাত্রবুদ্ধীনাম্, মুনে সর্ব্বজ্ঞ ॥ জী০ ১২ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ পরীক্ষিৎ**—'পরি' সর্বতোভাবে 'ঈক্ষতে' সকলের ভাব জানেন, ইহাই এই নামের বুৎপত্তিগত অর্থ। এই নাম এরূপ ভাব প্রকাশ করছে এখানে—যদিও রাজা পরীক্ষিৎ কৃষ্ণের মাহাত্ম্য জানেন অন্তর্মুখ ভক্তজনদের সন্দেহ নিরসনের জন্যই সন্দেহ বিশেষ উঠিয়ে ধরলেন সন্দেহ হল, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণে ধ্যানপরায়ণ গোপীগণের দেহ তো অপ্রাকৃত. এই আপ্রাকৃত দেহের ত্যাগ কি করে হতে পারে? আর বহির্মুখ কর্মী-জ্ঞানীদের সন্দেহ হল, ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও সুদুর্লভ মুক্তি কি করে ব্রহ্মভাবনা বিনা গোপীদের লাভ হতে পারে শুধুমাত্র কান্তভাবনায়? এদের এই সন্দেহ নিরসনের জন্যই যেন ব্রহ্মজ্ঞানবাদময় সন্দেহ উঠিয়ে ধরলেন রাজা পরীক্ষিৎ। কোথাও পাঠ রাজোবাচ আছে। এই পাঠেও সর্বভাববিচক্ষণতাই তাৎপর্য হওয়া হেতু পূর্বের মত একই অর্থ শ্লোকের; মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেবও পরবর্তী শ্লোকে অনুরূপ উত্তর দিলেন। বহির্মুখ জনদের প্রতি যে উত্তর, তা প্রসিদ্ধই আছে। অন্তর্মুখরীতি অনুসারে যা অর্থ তা এখানে ব্যাখ্যাত হচ্ছে—"গুণময় দেহ পরিত্যাগ করলেন" এরূপ ১১শ্লোকে উক্ত হয়েছে, এখানে 'গুণ' শব্দে সত্ত্ব-রজ-তম গুণত্রয় বলা হল ও 'ময়' শব্দে এই গুণত্রয়ের বিকার, সুতরাং গুণবিকার-দেহ ত্যক্ত হল। হেয় দেহ স্বভাবতঃই গুণময় হয়ে থাকে, অতএব 'গুণ' শব্দের অধিক নির্দেশের কি প্রয়োজন? কাজেই এরূপ বলা যাবে না, সুতরাং যদি বলা হয়, 'গুণ' শব্দে দয়াদি মানসিক সদ্গুণের প্রভাব পরম্পরা ও 'ময়' শব্দে প্রাচুর্য, তা হলে জিজ্ঞাসা করছি—কৃষ্ণং বিদুঃ ইত্যাদি অর্থাৎ ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা না করে কান্ত বলে জানতেন, একমাত্র ব্রহ্মভাবনাতেই গুণপ্রবাহের নিবৃত্তি হতে পারে,

কাজেই গুণাসক্ত চিত্তা তাঁদের গুণপ্রবাহের নিবৃত্তি হল কি করে? যদি প্রাপ্তরাস, অন্য গোপীগণের গুণত্রয় রহিত অপ্রাকৃত দেহের কথা জানানোর জন্য, বা অন্তর্গৃহে নিরুদ্ধ গোপীগণের পরে যে অপ্রাকৃত দেহ লাভ হবে, সেই দেহের গুণ জানানোর জন্য এখানে 'গুণময়' শব্দটি বিশেষণ রূপে প্রয়োগ হয়েছে, তাদৃশ আপ্রাকৃত দেহের উপলক্ষণে মানস গুণপ্রবাহেরও অপ্রাকতত্ব প্রাপ্তি হলেও জিজ্ঞাস্য থেকে যায়, তাই জিজ্ঞাসা করছি—কৃষ্ণংবিদুঃ ইত্যাদি। গোপীরা কৃষ্ণকে তো **পরং**—কেবল **কান্তং**—সর্বাশ্চর্যগুণে মনোহর বলে পরমশ্রেষ্ঠ রূপে জানতেন **নতুব্রহ্মতয়া**—কৃষ্ণের নির্গুণ আবির্ভাববিশেষরূপে নয়। **তাসাংগুণধিয়াং**—ব্রহ্মনিষ্ঠারও ত্যাজকরূপে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের তাদৃশ অদ্ভুতগুণে 'ধী' অন্তঃকরণ যাঁদের, তথাভূতা গোপীগণ কৃষ্ণৈক নিষ্ঠ হওয়া হেতু কৃষ্ণগুণৈক সম্বন্ধে তৎপ্রেমবৃত্তি গুণের সহিত তাদাত্ম প্রাপ্ত হওয়া হেতু অপ্রাকৃত গুণ সম্পন্ন। **গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং**—অতঃপর ঐ গোপীদের দেহের অসিদ্ধতা হেতু উপরম হয় তো হোক, কিন্তু ত্যাগের অযোগ্য তাদৃশ অপ্রাকৃত গুণ-পরম্পরার উপরম কি করে সম্ভব? ব্রহ্ম-উপাসকদের মতো গৃহে অবরুদ্ধা গোপীদের নিকট কেবল যে, কৃষ্ণের স্বরূপের অর্থাৎ আনন্দ মাত্রের আবির্ভাব, তাই নয়। কিন্তু গুণের সহিতই কৃষ্ণের আবির্ভাব; সুতারাং এঁদের গুণপ্রবাহের উপরম সম্ভব নয়। যাঁদের মধ্যে শ্রীভগবৎগুণেয় আবির্ভাব হয় না, সেই ব্রহ্ম-উপাসকাদির যে গুণ, তা প্রাকৃত সত্ত্বময়, এঁদেরই গুণপ্রবাহের উপরম সম্ভব। অথবা, প্রশ্নটি এরূপ, কৃষ্ণকে **পরং**—কেবল কান্ত রূপে জানতেন, ব্রহ্মরূপে নয় অর্থাৎ ব্যাপক রূপে নয়; তা হলে 'যে যে-ভাবে আমাতে প্রপন্ন হয়, আমি সেই ভাবে তাঁকে দেখা দেই'—(শ্রীগী ৪।১১) এই ন্যায়নুসারে সেই গোপীদের অন্তরে কৃষ্ণের ব্যাপকতা গুণের অপ্রকাশ হেতু সেই গৃহের মধ্যে প্রকাশ অভাবে কি করে সেই গোপীদের বিরহ-অভাবময় অর্থাৎ মিলন-রস প্রবাহের উপরম সম্ভব? **গুণধিয়াং**—কৃষ্ণগুণে মুগ্ধ চিত্তা গোপীগণের এ সুন্দর, এ বিদগ্ধ, এই মাত্র বুদ্ধিমতী গোপীগণের। **মুনে**—হে সর্বজ্ঞ।। জী০ ১২ ।।

১২। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তত্রত্যানাং বহিরঙ্গাণাং কেষাঞ্চিন্মুখদর্শনেনৈব হৃদয়গতং সন্দেহমালক্ষ্য রাজা স্বয়ং শুকবাক্যস্যাভিপ্রেতমর্থং তৎপ্রসাদাজ্জানন্নপি তেষাং সন্দেহনিবর্ত্তনার্থমেব সন্দিহান ইবাহ—কৃষ্ণমিতি। হে মুনে, সর্ব্বজ্ঞ, কৃষ্ণং পরমাত্মানমপি পরং পরপুরুষং কান্তং স্বরমণং বিদুঃ। ব্রহ্মতয়া তু ন বিদুঃ। অতো গুণধিয়াং কৃষ্ণেন সহ বিহরামেতি গুণবিষয়কবুদ্ধীনাং তাসাং গুণপ্রবাহস্যোপরমঃ কথং "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতী"তি "আত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিবাক্যৈঃ পরমাত্মজ্ঞানস্যৈব মোক্ষপ্রাপকত্বোক্তে॥ বি০ ১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ পরীক্ষিৎ মহারাজের সেই ভাগবত সভাতে উপস্থিত বহিরঙ্গ জনদের মধ্যে কারুর কারুর মুখ দেখেই হৃদয়গত সন্দেহ লক্ষ্য করে, মহারাজ স্বয়ং শুকদেবের বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ তাঁরই প্রসাদে জানলেও, তাঁদের সন্দেহ দূর করবার জন্য সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির মত বললেন—কৃষ্ণম্ ইতি অর্থাৎ গোপীগণ পরমপুরুষ কৃষ্ণকে কান্তরূপে জানতেন, ব্রহ্মরূপে

১৩। উক্তং পুরস্তাদেতৎতে চৈদ্যঃ সিদ্ধং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥

১৩। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ— চৈদ্যঃ (শিশুপালঃ) হৃষীকেশং দ্বিষন্ অপি যথা সিদ্ধিং গতঃ এতৎ (অত্র বক্তব্যমুত্তরং) তে (তুভ্যং) পুরস্তাৎ (সপ্তম স্কন্ধে এব) উক্তং। অধোক্ষজপ্রিয়াঃ কিমুত (সিদ্ধিং গতা ইতি কিমুত বক্তব্যং)।

১৩। মূলানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজা পরীক্ষিৎ, একথা পূর্বেই সপ্তম স্কন্ধে তোমাকে বলেছি, শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করেও সাযুজ্য মুক্তি পেয়েছিল; পরমনীচ জনদের প্রতিই এত কৃপা, আর এঁরা তো শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসার পাত্রী, এঁদের কথা আর বলবার কি আছে?

নয় ইত্যাদি। **হে মুনে**—হে সর্বজ্ঞ, এরূপ ধ্বনি। **কৃষ্ণং**—কৃষ্ণ পরমাত্মা হয়েও **পরং**—পরমপুরুষ। এই কৃষ্ণকে **কান্তং**—স্বরমণ বলে **বিদুঃ**—জানতেন, কিন্তু পরমাত্মা হয়েও যে তিনি পরমপুরুষ তা জানতেন না; অতএব **গুণপ্রিয়াং**—কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার হল, এইরূপে গুণবিষয়ক বুদ্ধি যাঁদের সেই গোপীদের গুণপ্রবাহের উপরম কি করে হয়? কারণ "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, "আত্মানমাত্মাতয়া বিচক্ষতে" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরমাত্ম-জ্ঞানেরই মোক্ষ প্রপ্রাপকত্ব উক্ত হয়েছে। বি০ ১২ ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** শ্রীযুক্তঃ শুক ইতি পরীক্ষিদ্বচনস্য বহির্মুখপ্রতারণবুভুৎসুসন্দেহনিরসনার্থী প্রবৃত্তিমবগত্যাপি তদ্ব্যাজেন বহির্মুখান্ ভর্ৎসয়ন্নিব কিঞ্চিৎ সামর্ষত্বেনাব্যক্তবচনাত্মত্তথৈবাহ—উক্তং পুরস্তাদিতি। সিদ্ধিমভীষ্টাং গতিং পুনঃ পার্ষদতাং, 'বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ॥' ইতি সপ্তমাৎ (১।৪৭)। ততস্তস্য দ্বেষেঽপি জাতে লীনতয়া স্থিতৈরপি পুনঃ স্বগুণৈরেব সহ তৎপ্রাপ্তিরিতি, সুতরামেবাধোক্ষজ-প্রীতিবিষয়াশ্রয়াণাং তাসাং বর্দ্ধিষ্ণুপ্রেমতয়া প্রকটৈস্তৈরেব সহ তৎপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। ময়া তু গুণময়ং দেহমিতি স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপান্তর্বহির্দেহপ্রাপ্ত্যা সমূল প্রকৃতিপ্রাকৃতসদ্গুণৈঃ সৌন্দর্য্যাদিভিঃ সম্বলিতমপীত্যেব বিবক্ষিতং, দেহস্যৈব বিশেষণত্বাদিত্যর্থঃ। প্রশ্নস্য শ্লেষত্বে দ্বিতীয়ার্থে স্বয়মুত্তরস্যার্থঃ। 'যে যথা মাম্' (শ্রীগী ৪।১১) ইত্যত্র তান্ প্রত্যেবান্যান্ গুণান্ ন প্রকাশয়ামি; স্বতস্তু মম সর্ব্বেঽপি সন্ত্যেবেতি বিবক্ষিতম্। অতস্তাদৃশ-ভক্ত্যাবেশাত্তস্যানুসন্ধানাভাবেঽপি তত্তচ্ছক্ত্যা এব স্বাবসরে তান্ প্রকাশয়ন্তি, অন্যথা দূরতো ভজতাং কেবল-তন্মাধুর্য্যনিষ্ঠানাং তদপ্রাপ্তিরেব স্যাৎ। তত্র কৈমুত্যেন দৃষ্টান্তং শৃন্বিত্যাহ—দ্বিষন্নপীতি; অন্যথা তত্রাপ্যন্তে ন মোক্ষাদিদায়কমৈশ্বর্য্যং প্রকাশেতেতি ভাবঃ। তত্তৎপ্রকাশে নামদ্বয়েন হেতুমাহ—হৃষীকেশমিতি, অধোক্ষজেতি চ উভয়নামনিরুক্ত্যা তজ্জ্ঞানানপেক্ষতয়ৈব তেষাং সিদ্ধয়ে তদ্গুণবিশেষঃ প্রকাশিত ইতি দর্শিতম্॥ জী০ ১৩ ॥

১৩। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ পরীক্ষিতের বাক্যের ঝোঁক যে বহির্মুখ প্রতারণার ও জিজ্ঞাসুজনদের সন্দেহ নিরসনের দিকে তা জেনেও শ্রীশুকদেব সেই ছলে যেন বহির্মুখদের ভর্ৎসনা করতে করতে, কিঞ্চিৎ ক্রোধের সহিত অস্পষ্ট ভাবে এইরূপ বললেন, যথা—'উক্তম্ পুরস্তাদ্'

ইতি। **সিদ্ধিংগতঃ**—অভীষ্ট গতি লাভ করলেন পূর্বে শিশুপাল বৈকুণ্ঠের পার্ষদ ছিলেন, পুনরায় সেই পার্ষদত্বই লাভ করলেন —(শ্রীভা০ ৭।১।৪৭) "নারায়ণ পার্ষদ জয়বিজয় শ্রীকৃষ্ণের মৌষল-লীলার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণশরীরেই প্রবেশ করে থাকলেন, কারণ নারায়ণ তখন কৃষ্ণ-শরীরের ভিতরেই ছিলেন। মৌষল লীলান্তে তাঁরা পুনরায় নারায়ণের পার্শ্বেই গেলেন।" —(শ্রীভা০ ৭।১।৪৭)। —অতঃপর দ্বেষজাত হলেও তাদের নিজস্ব অপ্রাকৃত সৎগুণসমূহ লীন ভাবে থাকে। দ্বেষের অপগমে পুনরায় সেই অপ্রাকৃত গুণসমূহের সহিতই শ্রীভগবানের পার্ষদত্ব প্রাপ্তি হল। সুতরাং প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের ও আশ্রয় সেই গোপীদের উচ্ছলিত প্রেমের দ্বারা প্রকাশিত অপ্রাকৃত গুণাবলীর সহিতই শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হল। (শ্রীশুকদেব বলছেন—) আমি যে ১১শ্লোকে 'জহুগুণ-ময়ং দেহং' অর্থাৎ গুণময় দেহ ত্যাগ করলেন, এরূপ বলেছি, সেখানে আমার বক্তব্য হল, গৃহেবদ্ধা গোপীগণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা অন্তর্বহি দেহ প্রাপ্তি হেতু তাঁদের সমূলপ্রকৃতি ও প্রাকৃত সদ্‌গুণ সৌন্দর্যাদি সম্বলিত দেহ ত্যাগ হল— 'গুণময়' শব্দটি দেহের বিশেষণ হওয়া হেতু এরূপ অর্থই সমীচীন। ১২শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রশ্নের যে দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে তার উত্তরে এরূপ বলা হচ্ছে, যথা—'যে ব্যক্তি আমাকে যে ভাবে ভজন করে আমি তাকে সেই ভাবেই ভজন করি।' —শ্রীগী০ ৪।১১। এর থেকে এই আসছে যে তাদের প্রতি আমি অন্য গুণসমূহ প্রকাশ করি না, যদিও স্বতঃই আমাতে সকল গুণই বিরাজমান, ইহাই বক্তব্য। অতএব তাদৃশ ভক্তি আবেশ হেতু শ্রীভগবানের অনুসন্ধান অভাবেও শ্রীভগবৎশক্তিসমূহ নিজ নিজ অবসরে সেই সেই গুণসমূহ প্রকাশ করে থাকেন। অন্যথা দূরদেশ থেকে ভজনকারী কেবল শ্রীভগবৎমাধুর্যনিষ্ঠ শ্রীভগবৎভক্তগণের প্রাপ্তি হত না। এই বিষয়ে কৈমুতিক ন্যায়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, শোন—দ্বিষন্নপি ইতি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ করেও শিশুপাল সিদ্ধি লাভ করল। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপীদের কথা আর বলবার কি আছে? এ যদি না হত অর্থাৎ যে যে ভাবেই ভজন করুক ভগবান যদি নিজ স্বাভাবিক গুণে তাঁদের আত্মপর্যন্ত দান না করতেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষীর প্রতিও মোক্ষাদিদায়ক ঐশ্চর্য প্রকাশ করতেন না এরূপ ভাব। তিনি যে মোক্ষাদিদায়ক ঐশ্চর্য প্রকাশ করেন, সে বিষয়ে হেতু রূপে তার দুটি নামের উল্লেখ করা হল মূল শ্লোকে, যথা 'হৃষিকেশ' ও 'অধোক্ষজ' এই নামদ্বয়ের বুৎপত্তিগত অর্থের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে যে ভগবৎ জ্ঞানের অপেক্ষা বিনাই সাধকের সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীভগবৎগুণবিশেষ প্রকাশিত হয়। জী০ ১৩ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ শ্রীমন্মুনীন্দ্রোঽপিনায়ং বস্তুতো রাজ্ঞঃ প্রশ্ন ইতি মনসা জানন্নেব ত্বমেবং পৃচ্ছন্মেধা-শূন্য এবাসীতি তদ্ব্যাজেনানভিজ্ঞানেব তান্ ভৎ'সয়ন্নাহ,—উক্তমিতি। পুরস্তাৎ সপ্তমস্কন্ধে এব দ্বিষন্নপীতি দ্বেষলক্ষণ-প্রতিকূলভাবেনাপি যদি সাযুজ্যং লভ্যতে তর্হি কামলক্ষণানুকূলভাবস্য কা বার্তা ইতি ভাবঃ। হৃষীকেশমিতি, নিরুপাধি কৃপয়া স্বয়মবতীর্য্য ব্রহ্মাদীনামপি হৃষীকৈরগ্রাহ্যোঽপি মর্ত্যলোকে পরমনীচানামপি হৃষীকেষু দৃষ্টেঃ স্বাচিন্ত্য-শক্ত্যা বিষয়ীভূতো ভবতি তান্নুদ্ধর্ত্তুমিতীদমপ্যেকং তস্য কৃপৈশ্বর্য্যমিতি ভাবঃ। ইমাস্তু অধোক্ষজস্য অতীন্দ্রিয়স্য

১৪। নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥

১৪। **অন্বয়ঃ** হে নৃপ! নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় (মঙ্গলায় এব) অব্যয়স্য (জন্মাদি বিকার রহিতস্য) অপ্রমেয়স্য (অপরিচ্ছন্নস্য) নির্গুণস্য (মায়াগুণাতীতস্য) গুণাত্মনঃ (মায়াগুণানাম্ নিয়ন্তুঃ) ভগবতঃ ব্যক্তিং (আবির্ভাবঃ ভবতি)।

১৪। মূলানুবাদ ঃ হে রাজন্! জগজ্জনের সাধনোচিত ফলদানের জন্যেই অব্যয় অপ্রমেয় নির্গুণ গুণাত্মা শ্রীভগবানের জগতে আবির্ভাব হয়ে থাকে।

তস্য প্রিয়াঃ প্রীতিবিষয়াশ্রয়ভূতা এব। অত্র অঘঃ সিদ্ধিং যথা গত ইতি প্রত্যাসন্নমঘাসুরং হিত্বা বিপ্রকৃষ্টশ্চৈদ্যো যদ্দৃষ্টান্তিতস্তেন রাজানং প্রত্যেতৎ সরহস্যমাহ। চৈদ্যস্যাপি দ্বেষাভিনিবেশোদ্রেকাৎ মুনিশাপনিবন্ধনগুণময়দেহস্যৈবো-পরমঃ। অন্তশ্চিন্ময়পার্ষদেহস্তু তস্যানশ্বরো নিত্যোঽবর্ত্তত এব। যদুক্তং—"বিষ্ণুচক্রহতাংহসৌ" ইতি বিষ্ণুচক্রেণ হতমংহ এব যয়োর্ন তু তাবিতি সিদ্ধিং গতঃ অভীষ্টাং গতিং পার্ষদতাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। যদুক্তং—"বৈরানুবন্ধ-তীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ"ইতি ॥ বি° ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ বস্তুতঃ এ রাজার প্রশ্ন নয়, শ্রীমৎমুনীন্দ্র মনে মনে এরূপ জেনেও, তুমি মেধাশূন্য না-কি, এরূপ প্রশ্ন উঠাচ্ছ-যে, এরূপে তাকে ছল করে অনভিজ্ঞ জনদের ভর্ৎসনা করতে করতে বলছেন—উক্তম্ ইতি। পূর্বে সপ্তমস্কন্ধেই তোমাকে বলা হয়েছে, শিশুপাল হৃষীকেশকে বিদ্বেষ করেও সিদ্ধি পেল—দ্বেষলক্ষণ প্রতিকূল ভাবেও যদি সাযুজ্য মুক্তি পাওয়া যায় তা হলে কামলক্ষণ অনুকূল ভাবের গোপীরা যে কৃষ্ণকে পাবে, তাতে আর বলবার কি আছে? **হৃষীকেশম্ ইতি**—নিরুপাধি কৃপায় নিজে নিজেই অবতীর্ণ হয়ে ব্রহ্মাদিরও ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য হয়েও মর্তলোকে পরমনীচ জনদেরও ইন্দ্রিয়ে দর্শন হেতু নিজ অচিন্ত্য শক্তিতে বিষয়ীভূত হন, তাদিকে উদ্ধার করার জন্য, এও তাঁর কৃপা ঐশ্বর্য, এরূপ ভাব **কিমুত**—পরমনীচ জনদের প্রতিই এত কৃপা, আর এঁরা তো **অধোক্ষজ প্রিয়াঃ**—ইন্দ্রিয়াতীত কৃষ্ণের প্রীতিবিষয়-আশ্রয়ভূতা, এদের কথা আর বলবার কি আছে। এ বিষয়ে অল্পকাল আগের বৃন্দাবনের দৃষ্টান্ত অঘাসুরকে ত্যাগ করে বহুদূরবর্তী মথুরার লীলার শিশুপালের সিদ্ধি-কাহিনী কেন দৃষ্টান্তরূপে স্থাপন করা হল? এ বিষয়ে একটি রহস্য আছে। তারই ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য শ্রীশুকদেব মহারাজের নিকট শিশুপালের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা এরূপ যথা—এই গৃহ-অবরুদ্ধা গোপীদের মতই শিশুপালেরও দ্বিতীয়াভিনিবেশ উদ্রেক বশতঃ মুনিশাপের জন্য প্রাপ্ত গুণময় দেহেরই উপরম, অতএব তার অনশ্বর চিন্ময়পার্ষদ দেহ নিত্যই ছিল, যা বলা হয়েছে—"বিষ্ণুচক্রদ্বারা দন্তবক্র-শিশুপালের পাপই দূরিভূত হয়েছে,' এই বাক্যে বিষ্ণুচক্রেরদ্বারা তাদের পাপই দূরিভূত হয়েছে, তারা হত হয় নি—এইরূপে তারা 'সিদ্ধিংগতঃ' অভীষ্টগতি পার্ষদ পদ প্রাপ্ত হল, এরূপ অর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১।৪৭) শ্লোকে "বিষ্ণুপার্ষদ জয়বিজয় অনেকদিন ধরে শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুভাবে ধ্যান ফলে পুনরায় নারায়ণের পার্শ্বে চলে গেলেন।" বি° ১৩ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তদেবং তদ্ধ্যানপ্রভাব উক্তঃ। তত্র ভগবদ্ব্যক্তিসময়ে তু ভগবৎপার্ষদস্যাগন্তুক-দৈত্যভাবস্য চৈদ্যস্য তথা তাদৃশ-শ্রীভগবৎপ্রেমবতীনাং তাসাং তত্তৎসম্পাদনায় ভগবতঃ সাহায্যমপ্যস্তি। কৈমুত্যেন কারণমিত্যাহ—নৃণামিতি ; নৃণাং জীবমাত্রাণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় সর্ব্বসাধনফলায় তত্তদ্‌যোগ্যতাসম্পৎপূর্ব্বক-স্বলীলানন্দ-প্রাপ্তিরূপায়, তং সাধয়িতুমেবেত্যর্থঃ। ব্যক্তিঃ প্রাকট্যম্। তদর্থাববোধারণার্থমাহ—ভগবত ইতি, অন্যথা ভ্রূ-বিজৃম্ভমাত্রেণ ব্রহ্মাণ্ডকোটিসংহারসমর্থস্য ভূভারহরণমাত্রার্থং ব্যক্তেরনুপপত্তিরিত্যর্থঃ। হে নৃপেতি—যথা নৃণাং ক্ষেমার্থমেব ইতস্ততো ভবাদৃশস্য রাজ্ঞো গমনমিতি ভাবঃ। ভগবত্ত্বমেবাহ—অব্যয়স্যেত্যাদিভিশ্চতুর্ভির্বিশেষণৈঃ। নিত্যং নানাপ্রকাশৈর্নানা-ভক্তেভ্য আত্মদানাদিনাপি ন ব্যেতীত্যব্যয়ঃ। তস্য কুতঃ? অপ্রমেয়স্যাপরিচ্ছিন্নস্য ইত্যর্থঃ; তৎ কুতঃ? নির্গুণস্য মায়াগুণাতীতস্য; তচ্চ কুতঃ? মায়াগুণানামাত্মনঃ প্রবর্ত্তকস্য; যদ্বা, নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় এব ব্যক্তিমাত্রং জন্ম, অন্যথা তু কথঞ্চিন্ন সম্ভবেদিত্যাহ—অব্যয়স্য জন্মাদিবিকাররহিতস্য, কিঞ্চাপ্রমেয়স্য ; তদর্থত্বে হেতুর্গুণাত্মন ইতি নিজকারুণ্যাদ্যশেষগুণানাং সুপ্তানামিব চেতয়িতুঃ প্রকটনপরস্য ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্। শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্ অয়ং ভাব ইত্যাদৌ টীকায়াং বহির্মুখসন্দেহনিরাসার্থস্তেষাময়মভিপ্রায়। ননু ব্রহ্মণি কামাদিকমপি চেদর্থকরং, তর্হি জীবেষ্বপি চিৎসামান্যেনৈক্যাৎ ব্রহ্মত্বমস্তীতি, পত্যাদিষ্বপি তাদৃশং স্যাৎ ; তত্রাহ—জীবেষ্বিতি। আবৃতত্বে হেতুর্বক্ষ্যমাণ-বৈপরীত্যরীত্যা হৃষীকাধীনজ্ঞানত্বমেব জ্ঞেয়ম। তত্র স্বস্মিন্নাবৃতত্বং বহির্বিক্ষেপাৎ পরেষু উপাধিমাত্রগ্রহণাৎ, হৃষীকেশত্বাদিতি পূর্ব্ববন্ন হৃষীকবশস্তহৃদয়ঃ। অতঃ স্বপ্রকাশতাময় এব ততশ্চানাবৃতমেব ব্রহ্মত্বমিতি স্থিতে কামাদিনা কেনাপি তত্র প্রবৃত্তির্ভবতু, বস্তুনুভবস্ত ভবত্যেবেত্যর্থঃ। ননু দেহীতি—পত্যাদিবদ্দেহিত্বেন প্রতীয়মান ইত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তমাহ—ভগবত এবেতি ; তত্তদ্বিশেষেণ বৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থঃ। এবংরূপা অনাবৃত-ব্রহ্মরূপা, ন দেহিসাদৃশ্যং, কুতো দেহিত্বমিতঃর্থঃ। তদ্বিগ্রহস্যৈব স্বরূপশক্তিসিদ্ধ-বৈচিত্রিক-পরমতত্ত্বৈকরূপত্বাৎ, তচ্চ বিদ্বদনুভবসেবিত-তত্তচ্ছাস্ত্র প্রামাণ্যাৎ। যথা চ ব্যাখ্যতম্ 'নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপম্' (শ্রীভা ৩।৯।৩) ইত্যাদিষ্বিতি ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণধ্যান-প্রভাব বলা হল। এ বিষয়ে শ্রীভগবানের প্রকটকালে শ্রীভগবৎপার্ষদ আগন্তুক দৈত্যভাবাপন্ন শিশুপালের, তথা তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবতী সেই গোপীদের সেই সেই ভাব সম্পাদনের জন্য শ্রীভগবানের সাহয্যও আছে। এ বিষয়ে কৈমুতিক ন্যায়ে কারণ দেখান হচ্ছে, নৃণাম্ ইতি। **নৃণাম্**— জীবমাত্রের **নিশ্রেয়সার্থায়**— সর্বসাধনফল দানের জন্য, সেই সেই যোগ্যতা সম্পাদন পূর্বক নিজ লীলানন্দ প্রাপ্তিরূপ ফল দানের জন্য (তবে আর গোপীদের যে দান করবেন, এতে আর বলবার কি আছে)। এই ফল দানের জন্যই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হয় এই পৃথিবীতে ; অন্যথা ভ্রূভঙ্গীমাত্রে ব্রহ্মাণ্ডকোটি সংহার সমর্থ শ্রীকৃষ্ণের ভূভার হরণ মাত্রের জন্য অবীর্তন হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না। **হে নৃপ**— এই সম্বোধনের ধ্বনি হল, যে রূপ না-কি লোকমঙ্গলের জন্য ভবাদৃশ রাজাদের ইতস্তত গমন হয়ে থাকে, এরূপ ভাব। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা বলা হচ্ছে— 'অব্যয়স্য' ইত্যাদি চারটি বিশেষণে। **অব্যয়স্য**— [ন+ব্যয়=হ্রাস রহিত] নানা প্রকাশে নানাভক্তকে আত্মদানাদি করলেও তার কিছু হ্রাস হয় না, তাই তাঁকে বলা হয় 'অব্যয়'। এ কি করে সম্ভব ? এরই উত্তরে,

অপ্রমেয়স্য—শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত, অনন্তের কোন হ্রাসবৃদ্ধি নেই [অনন্ত—ন+অন্ত=অনন্ত]। তা কি করে হতে পারে? **নির্গুণস্য**-তিনি মায়াগুণের অতীত বলেই হতে পারে। তাই বা কি করে হয়? **গুণাত্মনঃ**-তিনি মায়াগুণের প্রবর্ত্তক. তাই হতে পারে। অথবা, লোকের পরম মঙ্গলের জন্যই এই জগতে প্রকট হন কৃষ্ণ, এই প্রকটমাত্রকেই জন্ম বলা হয়। অন্যথা অর্থাৎ লোকমঙ্গলের ব্যাপার না এলে তাঁর প্রকট হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব হত না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **অব্যয়স্য**—কৃষ্ণ জন্মাদিবিকার রহিত। আরও **অপ্রমেয়স্য**—অনন্ত। লোকমঙ্গলের জন্য প্রকট হওয়ার কারণ কি? **গুণাত্মন**—নিজের কারুণ্যাদি অশেষ গুণাবলী যা সুপ্তের মতো রয়েছে, তাদিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য কৃষ্ণ এই জগতে প্রকট হন, এরূপ অর্থ। আর ব্যাখ্যা একইরূপ। ১৩শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেছেন—[জীবেষাবৃতং ব্রহ্মত্বং কৃষ্ণস্য তু অনাবৃতম্ ইত্যাদি] এই শ্লোকে পূর্বোক্ত প্রশ্নের পরিহার করা হয়েছে। 'অয়ংভাব' ভাবটি এরূপ, জীব সকলে যে ব্রহ্মত্ব রয়েছে, তা আবৃত কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 'হৃষীকেশ' সর্বেন্দ্রিয় নিয়ামক হওয়া হেতু কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব অনাবৃত, সুতারাং তাঁর বিষয়ে বুদ্ধির অপেক্ষা নেই। শ্রীধরের এই অভিপ্রার ব্যক্ত হয়েছে বহির্মুখ-সন্দেহ নিরসণের জন্য। এখানে স্বামিপাদের ব্যাখ্যার অর্থ প্রকাশ করা হচ্ছে, যথা—পূর্বপক্ষ, আচ্ছা ব্রহ্মে যদি কামাদি অর্থকর হয় তা হলে জীবেও চিৎসামান্যে ঐক্য বলে ব্রহ্মত্ব স্বীকার করতে হয়, তাই গোপীদের পতি আদিতেও ব্রহ্মত্ব আছে, এরূপ সিদ্ধান্তই দাঁড়াচ্ছে না-কি? এরই উত্তরে, জীবের ব্রহ্মত্বে আবরণের বিচার দেখান হচ্ছে—যেহেতু ইন্দ্রিয়নিয়ামক বলে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব অনাবৃত সেই হেতু ইন্দ্রিয়ের অধীনজ্ঞানযুক্ত বলে জীবের ব্রহ্মত্ব আবৃত, এরূপ বুঝতে হবে। এখানে জীব সম্বন্ধে আবরণ, বহির্বিক্ষেপের হেতু; কৃষ্ণ সম্বন্ধে উপাধিমাত্র-গ্রহণ হেতু ও ইন্দ্রিয়-নিয়ামক হওয়া হেতু পূর্ববৎ তাঁর এই জগতে উদয় ইন্দ্রিয়বশে নয়। অতএব এই উদয় স্বপ্রকাশতাময়। অতঃপর কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব অনাবৃত, এরপ সিদ্ধান্ত স্থির হলে কামক্রোধভয়াদির মধ্যে যে কোনও একটির দ্বারা কৃষ্ণে মনের গতি হউক-না, বস্তু-অনুভব হবেই।

[শ্রীধরস্বামীপাদের ১৪শ্লোকের টীকা—ননু, দেহী কথমনাবৃতঃ স্যাদত্র আহ- নৃণামিতি। গুণাত্মনো গুণনিয়ন্তুঃ ভগবতঃ এবংরূপা অভিব্যক্তিরতো ন দেহিসাদৃশমত্র বক্তুং যুজ্যত ইতি ভাবঃ।]

শ্রীধরের এই টীকার পূর্বপক্ষ. আচ্ছা দেহী কি করে অনাবৃত হয়? অর্থাৎ 'দেহী' শব্দে গোপীদের পতি প্রভৃতি দেহ রূপে প্রতীয়মান। উহা কি করে অনাবৃত হয়? শ্রীধরটীকায় এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বলা হচ্ছে—'ভগবতঃ এবংরূপা ইত্যাদি' অর্থাৎ অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, গুণ-নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের 'এবংরূপা' অনাবৃত ব্রহ্মরূপা আবির্ভাব, দেহীর সদৃশ নয়। সদৃশই যখন নয়, তখন, দেহীস্বরূপ বলে কথাই উঠতে পারে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহই স্বরূপশক্তিসিদ্ধ বিচিত্র পরমতত্ত্বৈকরূপ, ইহাও বিদ্বৎ-অনুভব-সেবিত সেই সেই শাস্ত্রপ্রমানে নির্ধারিত হওয়া হেতু।

১৫। কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

১৫। **অন্বয় ঃ** হরৌ কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহং ঐক্যং (আত্মারামানামিব) সৌহৃদং (ক্রথকৌশিক্যাদীনামিব) এব চ (অপি বা) নিত্যং বিদধতঃ (কুর্ব্বাণাঃ বর্ত্তন্তে) তে হি (নিশ্চিতমেব) তন্ময়তাং যান্তি।

১৫। মূলানুবাদ ঃ কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য, সৌহার্দ প্রভৃতি যে যে ভাবেই শ্রীভগবান্‌কে ভজন করুক না কেন, সে সে ভাবেই তাঁতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

যথা—(শ্রীভা০ ৩।৯।৩) ব্রহ্মার উক্তি 'নাতঃপরং' ইত্যাদি শ্লোকে ব্যাখ্যাত। "হে পরমপুরুষ আপনার যে অনাবৃত প্রকাশ নির্ভেদ আনন্দমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ, তা এই রূপ হতে ভিন্ন দেখছি না, তবে এ অদ্বয় তত্ত্ব আপনারই অসম্যক্ প্রতীতিবিশেষ। সুতরাং হে আত্মন্! উপাস্যের মধ্যে মুখ্য, অদ্বিতীয়, বিশ্বের সৃষ্টিবিধানকারী, সুতরাং বিশ্ব হতে ভিন্ন ও ভূতেন্দ্রিয়গণের কারণ, আপনার এই মূর্তিকেই আমি আশ্রয় করলাম।" জী১৪০।

১৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** যতঃ শ্রেয়ঃসাধনহীনানপি ময়ি যৎকিঞ্চিৎসম্বন্ধমাত্রবতো জনানহমুদ্ধরামীতি মনসি কৃত্বৈব ভগবতাবতীর্ণমিত্যাহ,—নৃণামিতি দ্বাভ্যাম্। নিঃশ্রেয়সং কেষুচিৎ সাযুজ্যং কেষুচিৎ সালোক্যাদিকং কেষুচিৎ প্রেমাচার্থস্তস্মৈ ভ্রূবিজৃম্ভমাত্রেণ ব্রহ্মাণ্ডকোটিসংহারসমর্থস্য ভূভারভূতকংসাদিবধার্থমেব ব্যক্তিরন্যথা নোপপদ্যত ইতি ভাবঃ। অব্যয়স্য প্রতি ভক্তজনং স্বাত্মদানেনাপি ন ব্যতীত্যব্যয়স্তস্য। কেন প্রকারেণেতি চেদত আহ,—অপ্রমেয়স্য প্রমাতুমশক্যস্য কস্তত্র তত্ত্বং জানাতীতি ভাবঃ। যতো নির্গুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য অথ চ গুণাত্মনঃ স্বরূপভূতকল্যাণগুণময়স্য ন হি অপ্রাকৃতচিদানন্দময়গুণসাগরঃ প্রমাতুং শক্যো ভবেদিতি ভাবঃ॥ বি০ ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** যেহেতু শ্রেয়-সাধনহীন, আমাতে যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্র-বিশিষ্ট জনদেরও উদ্ধার করব, এরূপ মনে করেই ভগবান্ অবতীর্ণ হন, তাই বলা হচ্ছে—নৃণাং ইতি। **নিঃশ্রেয়সার্থায়**—কাউকে সাযুজ্য, কাউকে সালোক্যাদি ও কাউকে প্রেমভক্তিরূপ ফল দানের জন্য (অবতীর্ণ হন)। তা যদি না হত, তবে ভ্রূকুটিমাত্রে ব্রহ্মাণ্ডকোটি-সংহার সমর্থ ভগবানের ভূভার-স্বরূপ কংসাদির বধের জন্য অবতীর্ণ হওয়া সমীচীন হতো না, এরূপ ভাব। **অব্যয়স্য**—প্রতি ভক্তজনকে আত্মদানেও ক্ষয় হয় না, তাই ভগবানের বিশেষণ দেওয়া হল 'অব্যয়'। যদি বলা হয় এ কি করে হতে পারে? তারই উত্তরে বলা হচ্ছে, **অপ্রমেয়স্য**—এ প্রমাণের অযোগ্য, শ্রীভগবানের তত্ত্ব কে জানতে সমর্থ হবে? এরূপ ভাব। যে হেতু **নির্গুণস্য**– প্রাকৃত গুণরহিত, অথচ **গুণাত্মনঃ**—স্বরূপভূত কল্যাণগুণময়—অপ্রাকৃত চিদানন্দময় গুণসাগর, কেউ মাপতে সমর্থ হয় না, এরূপ ভাব। বি০১৪॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকা** ঃ অস্তু তাবদ্ভগবদ্ব্যক্তিসময়গতানাং বার্ত্তা, কিন্তু সর্ব্বদাতানানামপীয়ং রীতিরিত্যাহ কামমিতি। অত্র কামং দ্বিবিধম্—শ্রীগোপ্যাদীনামিব প্রেমময়ং, সৈরিন্ধ্র্যাদীনামিব রিরংসাময়ঞ্চ, ক্রোধং দ্বেষং চৈদ্যাদীনামিব, ভয়ং কংসাদীনামিব, স্নেহং বৃষ্ণিপাণ্ডবানামিব, শ্রীমদ্‌ব্রজবাসিনামিব বা, ঐক্যমাত্মারামাণামিব, সৌহৃদং ক্রথকৌশিক্যাদীনামিব, তত্র ভয়দ্বেষৌ তু নানুমতৌ, যঃ খলু কল্যাণগুণমপ্যাত্মানং ভীষণং মন্যতে, গূঢ়ং দ্বিষতোঽপি তস্য ভীতস্য তথা মৎসরাদিনা সাক্ষাদপি দ্বিষতো ধৃষ্টস্য ভদ্রায় কল্পতে, তস্মিন্ কঃ পরমপামরস্তচ্চ তঞ্চ কুর্য্যাৎ, কিন্তু স্নেহং সৌহৃদমেব বা সর্ব্বেঽপি কুর্য্যুরিতি হি তাৎপর্য্যম্। তদিত্থমেবোক্তং শ্রীনারদেন—'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ' (শ্রীভা⁰ ৭।১।৩১) ইতি। কেনাপীতি—তত্র যোগ্যেনেত্যর্থঃ। অতস্তত্রৈব তদুক্তম্—'যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥' (শ্রীভা⁰ ৭।১।২৬) ইতি। তত্র চ শাস্ত্রজ্ঞা গৌরবময়-ভক্তিযোগমতিক্রম্য ভাবমার্গে হেয়স্যাপি তস্য তন্ময়তাকারিত্বায় প্রাবল্যং দৃশ্যত ইতি ব্যজ্য স্নেহসৌহৃদে এবানুমতে, তদিত্থমেবোক্তং দ্বিষন্নপীতি, তদ্বদৈক্যঞ্চ নানুমতং, তত্র তাদৃশ-তদ্‌গুণাস্ফূর্ত্তেরিতি এব-শব্দঃ ঐক্যেকতঃ কৃতার্থীভাবায়। পাঠান্তরে যে বিদধতে হি নিশ্চিতং তন্ময়তাং তত্তদ্ভাবসমুচিতাবির্ভাবং তদেকস্ফূর্ত্তিং, কিন্তু শ্রীভগবান্ খলু 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্' (শ্রীভা⁰ ১১।১৪।২১) ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যাৎ; 'যোগিভির্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে ক্বচিৎ। দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দ্দনঃ॥' ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনাৎ; 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ' ইতি শ্রীগীতাতশ্চ (৭।২৫) যদ্যপি দ্বেষ্ট্ প্রভৃতিভিস্তস্য যাথার্থ্যঃ নানুভূয়তে, স্নিগ্ধৈস্ত্বন্যথৈবেতি, তথাপি তৎপ্রভাবাৎ পরম্পরয়াপ্যুত্তরকালে যাথার্থ্যং স্ফুরতীতি ক্রোধভয়ে অপ্যত্র গণিতে; 'কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ' ইত্যনেন কামস্ত প্রিয়ত্বাতিশয়াদুৎকর্ষিত ইতি বিবেচনীয়ম। চেতি বেতি পাঠঃ সমানার্থঃ॥ জী⁰ ১৫॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকানুবাদ** ঃ তাবৎ ভগবৎপ্রকট-সময়ের কথা দূরে থাকুক, সর্ব সময়ের জন্যও ইহাই রীতি, সেই রীতি কি? তাই বলা হচ্ছে—কামং ইতি। এখানে কাম দ্বিবিধ—(১) গোপীকাদের ন্যায় প্রেমময় এবং কুব্জাদির ন্যায় রমণেচ্ছাময়। ক্রোধ—দ্বেষ, শিশুপালাদির ন্যায়। ভয় কংসাদির ন্যায়। স্নেহ—যাদব ও পাণ্ডবদিগের ন্যায় বা শ্রীমদ্‌ব্রজবাসিগণের ন্যায়। ঐক্যং—নির্বাণ (মোক্ষ), আত্মারামদের মতো, সৌহৃদং—ক্রথ ও কৌশিকাদির ন্যায়। এখানে এই কামাদি ভাবের মধ্যে 'ক্রোধ ও ভয়' অনুমোদিত নয়। যে জন কল্যাণগুণময় হলেও শ্রীভগবান্ কৃষ্ণকে ভীষণ বলে মনে করে- গোপনে গোপনে দ্বেষ করলেও তাঁর ভয়ে ভীত, তথা মৎসরতায় সাক্ষাতেও দ্বেষ করে—এতাদৃশ ধৃষ্টজনেরও মঙ্গল বিধান যিনি করে থাকেন, সেই কৃপাবারিধির প্রতি কোন্ পরমপামর ভয়-দ্বেষ করে? কেউ করে না—কিন্তু সকলেই স্নেহ বা সৌহার্দের ভাবই প্রকাশ করে থাকে, এরূপই তাৎপর্য। সুতরাং এরূপই শ্রীনারদের দ্বারা উক্ত হয়েছে, যথা—"সুতরাং যে কোনও উপায়ে মন কৃষ্ণে নিবেশিত কর।" —(শ্রীভা⁰ ৭।১ ৩২)। 'কেনাপি' অর্থাৎ 'কোনও' পদে স্নেহাদি কোনও যোগ্য উপায়ের কথাই বলা এখানে উদ্দেশ্য। সুতরাং সেখানেই সপ্তম স্কন্ধে উক্ত হল—"মানুষ শত্রুতা করেও শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ তন্ময়তা লাভ করতে পারে সেরূপ পারে না শুদ্ধাভক্তি যোগে"—(শ্রীভা⁰ ৭।১।২৭)। এই কথার ধ্বনি হল—ভাবমার্গে অতিনিন্দনীয়

হলেও শত্রুভাব শীঘ্র ভগবদভিনিবেশের সম্পাদক হিসাবে শুদ্ধাভক্তিযোগ থেকে শ্রেষ্ঠ। কাজেই ভাবমার্গে অতিবন্দনীয় স্নেহ-সৌহার্দ'ই যে যোগ্য উপায় এতে আর বলবার কি আছে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে স্নেহ-সৌহার্দই এখানে অনুমোদিত, তাই এরূপ বলা হয়েছে, দ্বিষন্নপি' অর্থাৎ দ্বেষ করেও, এই 'অপি' পদের ধ্বনিতেই পাওয়া যাচ্ছে যে "দ্বেষ' হেয় ও অননুমোদিত। এর মতোই 'ঐক্য'ও অননুমোদিত, এখানে তাদৃশ কৃষ্ণগুণ স্ফূর্তি না হওয়া হেতু। 'এব' শব্দের ধ্বনি, কামাদি প্রত্যেকে একক কৃতার্থ করে দিতে সমর্থ পাঠান্তরে—'যে বিদধতে'। **হি**—নিশ্চয়ার্থে। **তন্ময়তাং**—সেই সেই কামাদি ভাব সমুচিত 'আবির্ভাব' অর্থাৎ একমাত্র তাঁরই স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু শ্রীভগবানের এরূপ বাক্য থাকা হেতু, যথা—"আমি সাধুগণের প্রিয় ও আত্মা এবং একমাত্র শ্রদ্ধা ভক্তি দ্বারাই গ্রাহ্য হই।" —(শ্রীভা° ১১।১৪।২১)। আরও পাদ্মোত্তরখণ্ডে এরূপ উক্ত থাকা হেতু, যথা—"ভক্তযোগিগণ ভক্তিপ্রভাবে জনার্দনকে দেখে থাকেন। ভক্তিবিনা তাঁকে দেখা যায় না। ক্রোধ-মাৎসর্যে কেউ তাকে দেখতে সমর্থ হয় না।" আরও গীতায় এরূপ থাকা হেতু, যথা—"আমি যোগমায়া সমাবৃত বলে সকলের নিকট প্রকাশ হই না।" এই সব শাস্ত্রবাক্য থাকা হেতু যদিও শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী প্রভৃতি তাঁর যথার্থ অনুভব পায় না, কিন্তু অন্যথা অর্থাৎ বিপরীত রূপেই পায়—তথাপি কৃষ্ণপ্রভাব হেতু পরম্পরা হলেও পরবর্তী কালে যথার্থরূপে স্ফুরিত হন, তাই ক্রোধ ভয় এ দুটিকেও এশ্লোকে ধরা হয়েছে। 'কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ' কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীদের কথা আর বলবার কি আছে, এরূপে কৈমুতিক ন্যায়ে কামক্রোধ ইত্যাদির মধ্যে প্রিয়ত্ব-অতিশয় হেতু 'কাম'কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হল, এরূপ বিবেচনা করতে হবে। 'চ' ইতি 'বা' ইতি পাঠ আছে—অর্থ উভয় ক্ষেত্রেই সমান। জী° ১৫ ॥

১৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তস্মাৎ ত্বয়া সামান্যতস্তাবদেষ সিদ্ধান্তোঽবধার্য্যতামিতাহ—কামং গোপীজনাদয়ঃ, ক্রোধং দ্বেষং চৈদ্যাদয়ঃ, ভয়ং কংসাদয়ঃ, স্নেহং বাৎসল্যং নন্দাদয়ঃ ঐক্যং আত্মারামাঃ সৌহৃদং বৃষ্ণিপাণ্ডবাদয়ঃ নিত্যং বিদধত ইত্যধুনাপি তে তে তং তং ভাবং কুর্ব্বন্তস্তন্ময়তাং যান্তীতি তাসাং তাসাং লীলানাং নিত্যত্বং জ্ঞাপয়তি। তন্ময়তাং গোপ্যাদয়স্তদাসক্ততাং যথা স্ত্রীময়ঃ কামুক ইতি অন্যে সাযুজ্যম্ ॥ বি° ১৫ ॥

১৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ সুতরাং হে পরীক্ষিৎ তুমি সামান্যভাবে এই সিদ্ধান্ত অবধারণ কর, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কামং ইতি। কামে গোপীজনাদি, **ক্রোধে**—অর্থাৎ দ্বেষে শিশুপালাদি, ভয়ে কংসাদি, **স্নেহে**—অর্থাৎ, বাৎসল্যে নন্দাদি, ঐক্যে আত্মারামগণ, সৌহার্দে বৃষ্ণিপাণ্ডবাদি **নিত্যং বিদধতো**—নিত্য সুতরাং অধুনাও কৃষ্ণে কামক্রোধাদি ভাব করতে করতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন—এই রূপে সেই সেই লীলার নিত্যত্ব জানানো হল-'তন্ময়তাং' গোপ্যাদি কৃষ্ণে আসক্ত হয়ে পড়েন, যথা কামুকব্যক্তি স্ত্রীময় হয়ে পড়ে-অন্যে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে। বি° ১৫ ॥

১৬। নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে ।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ।

১৬। **অন্বয় ঃ** ভগবতী অজে যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে এবং বিস্ময় ভবতা ন কার্যঃ, যতঃ (কৃষ্ণাৎ) এতৎ (সর্বানেব জগৎ) বিমুচ্যতে।

১৬। **মূলানুবাদ ঃ** হে রাজন ! যিনি রাখাল স্বরূপেও ভগবান্ 'দেবকীপুত্র স্বরূপেও জন্মরহিত' যাঁর করুণায় সর্বজগৎ গুণবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, সেই যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণে তোমার এরূপ বিস্ময় পোষণ করা উচিত নয়।

১৬। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকা ঃ** ন চেতি। অন্যেন ক্রিয়তাং নাম, ভবতা গর্ভাদারভ্য তন্মহিমাভিজ্ঞেন ন কার্য্য এবেত্যর্থঃ। অতএব ভবতেতি গৌরবেণোক্তং, ন তু ত্বয়েতি বিস্ময়াকরণে হেতুবিশেষঃ। ভগবতি অশেষৈশ্বর্য্যযুক্তে। ননু কথং তর্হি দেবকীগর্ভতো জন্ম? তত্রাহ—অজে, জীববন্ন জায়তে, কিন্তু স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তবাৎসল্যাদিনা স্বয়মাবির্ভবতীত্যর্থঃ। ভগবত্ত্বাদেব যোগেশ্বরেশ্বরে, তত্রাপি কৃষ্ণে সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণাবির্ভাব ইত্যর্থঃ ॥ বি⁰ ১৬ ॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকানুবাদ ঃ ন চ কার্যঃ**— অন্যে আশ্চর্য হয় তো হউক, কিন্তু গর্ভ থেকেই শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা-অভিজ্ঞ আপনার আশ্চর্য হওয়া উচিত হয় না! কৃষ্ণমহিমা-অভিজ্ঞ বলেই এখানে শিষ্য পরীক্ষিতের প্রতি অতিসমাদরে 'ভবতা' (আপনার দ্বারা) পদ ব্যবহার করা হল, সমীচীন পদ 'ত্বয়া' (তোমার দ্বারা) নয়—আশ্চর্য না হওয়ার পক্ষে উপর্যুক্ত বাক্যই হেতু বিশেষ **ভগবতি**—অশেষ ঐশ্বর্যযুক্ত কৃষ্ণে। ভগবানই যদি হন, তবে দেবকীগর্ভে কি করে জন্ম হয়? এরই উত্তরে **অজে**—তিনি জীববৎ জাত হন না. কিন্তু স্বেচ্ছাতেই ভক্তবাৎসল্যাদি গুণে নিজেই আবির্ভূত হন, এরূপ অর্থ। ভগবান্ হওয়া হেতুই যোগেশ্বরেশ্বর। এর মধ্যেও আবার **কৃষ্ণ**—সর্বভাবেই পরিপূর্ণ। জী⁰ ১৬ ।।

১৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** ন চেতি অন্যেন বিস্ময়ঃ ক্রিয়তাং নাম অত্রার্থে ভবতা তু গর্ভাদারভ্য তন্মহিমাভিজ্ঞেন ন কার্য্যঃ। গোচারকত্বেঽপি ভগবতি দেবকীপুত্রত্বেপ্যজে গোপস্ত্রীলাম্পট্যেঽপি যোগেশ্বরাণামপীশ্বরে কৃষ্ণে সর্ব্বাবতারিণি। যৎ এতৎ স্থাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ, যদ্বা, তল্লীলাপরিকরাদ্ভিন্নমপি-জগদধুনাপি তত্তৎকামস্নেহাদিভাবমনুস্মৃত্য বিমুচ্যতে গুণপ্রবাহান্মুক্তং ভবতি ॥ বি⁰ ১৬ ॥

১৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ ন চ ইতি**—এ বিষয়ে অন্যে আশ্চর্য হয় তো হোক, তুমি তো গর্ভ থেকেই কৃষ্ণমহিমা-অভিজ্ঞ তোমার আশ্চর্য হওয়া উচিৎ নয়। **ভগবতি**—রাখাল স্বরূপেও ভগবান্, **অজে**– দেবকীপুত্র স্বরূপেও 'অজ' অর্থাৎ জন্মরহিত, **যোগেশ্বরেশ্বরে**—গোপস্ত্রীলম্পট স্বরূপেও যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর **কৃষ্ণে**—সর্বাবতার-অবতারী কৃষ্ণে আশ্চর্যের কিছু নেই। **যত**—এই কৃষ্ণের মহিমায় **এতৎ**—স্থাবর-জঙ্গমাদিও বিমুক্তি লাভ করে। —শ্রীস্বামিচরণ। অথবা,**এতৎ**—

১৭　তা দৃষ্টান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্॥

১৭। **অন্বয় ঃ** বদতাং শ্রেষ্ঠঃ ভগবান্ তাঃ ব্রজযোষিতঃ অন্তিকং আয়াতাঃ (আগতাঃ) দৃষ্ট্বাঃ বাচঃপেশৈঃ (বিবিধবাগ্ বিলাসৈঃ) বিমোহয়ন্ অবদৎ (উবাচ)।

১৭। মূলানুবাদ ঃ বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজযোষিতদের নিজের নিকটে উপস্থিত দেখে বিবিধ বাগ্ বিলাসের দ্বারা তাঁদিকে বিমুগ্ধ করতে করতে বলতে লাগলেন।

কৃষ্ণলীলা পরিকর থেকে ভিন্ন অন্য জগজ্জীব অধুনাও সেই সেই কামস্নেহাদি ভাব অনুসরণ করত **বিমুচ্যতে**—গুণপ্রবাহ থেকে মুক্ত হয়। বি° ১৬॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অতঃ পরমরসময়-রাসলীলপ্রসঙ্গেঽস্মিন্নন্তরায়ানৌচিত্যেঽপি সর্ব্বেষামেক-চিত্ততাসম্পাদনার্থমেবেদৃশঃ প্রশ্নো ভবতা কৃতঃ। ময়াপি ভবদনুরোধেনৈব সিদ্ধান্তপ্রক্রিয়েয়ং ব্যঞ্জিতেতি ব্যঞ্জয়ন্ পুন-রপ্রার্থিতোঽপি স্বয়মুৎকণ্ঠয়া সহসা প্রস্তুতমেবাহ—তা বেণুগীতাকৃষ্টাঃ পরমবিহ্বলাঃ। তদেব দর্শয়তি—ব্রজস্য যোষিতঃ ব্রজ এব স্থাতুং যোগ্যাঃ, ন হি বহির্নমাগন্তমিত্যর্থঃ। তত্রাপি নিজান্তিকমেবায়াতাঃ প্রাপ্তাঃ, ন তু লজ্জাদিনা দূরতঃ স্থিতা দৃষ্ট্বা অবদৎ। বাচঃপেশৈর্বাগ্বিলাসৈঃ; তে চ দ্বিবিধাঃ—শাব্দিকা আর্থিকাশ্চ। পূর্ব্বে তু সুললিত-বর্ণবিন্যাস-সুগমসুভগসমুচ্চারণস্মিতবলিত-শ্রীমুখলোচনচিল্লীচালনবিশেষাদয়ঃ, উত্তরে রসভাবালঙ্কারবস্তুরূপাঃ; এতেঽপি চতু-র্ব্বিধা—উপেক্ষাভঙ্গিময়াঃ, প্রার্থনাভঙ্গিময়াঃ, তদ্যুগলার্থসন্ধাপনময়াঃ, বাস্তবার্থময়াশ্চ। তথা চ সতি বিমোহয়ন্নিতি হৃতচিত্তা হৃতবিবেকাশ্চ কুর্ব্বন্নিত্যর্থো যথা থমূহঃ। তত্র পূর্ব্বত্বং শাব্দিক প্রার্থনাময়বাস্তবার্থময়েষু, উত্তরোত্তরত্বং চান্যয়োঃ; তত্র চ শাব্দিকাঃ স্বভাবেন বিশেষতস্তু ভাবেন, আর্থিকেষূপেক্ষাময়াঃ, স্বস্মিন্নুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থমেব, ন তূপেক্ষার্থং কৃতাঃ; 'রন্তং মনশ্চক্রে', 'জগৌ কলং বামদৃশাম্' ইত্যুক্তত্বাৎ। অতএবৈতৎ-পক্ষে বাক্‌পেশমাত্রতঃ, ন তু তাৎপর্য্যত ইত্যর্থঃ। এবং 'মনস্ত্বন্যদ্‌বচস্ত্বন্যৎ' ইত্যবহিত্থয়া তাসামুৎকণ্ঠয়া বিষণ্ণতাসম্পাদনং, তেন চ বিবেকহরণমিতি। তত্রাপি প্রার্থনাময়া নিজৌৎসুক্যমাত্রহেতুকাঃ। তদ্যুগলার্থসন্ধাপনন্তু নর্ম্মকৌতুকার্থমিতি, তথা বচনে যোগ্যতাং কৈমুত্যেনাহ—বদতাং শ্রেষ্ঠঃ, নিখিলবাগ্‌বৈদগ্ধীবিদাং বরিষ্ঠঃ, যতো ভগবান্ স্বাভাবিকতাদৃশজ্ঞানাদিভিঃ সর্ব্বাতিশয়ী; যদ্বা, সর্ব্ব-ত্রান্তর্ভূতোঽপি-শব্দো দ্রষ্টব্যঃ। তথাহি—ব্রজযোষিতঃ সহজনিজপ্রেমরপত্বেন প্রসিদ্ধা অপি, তত্রাপি তাস্তাদৃশং প্রেম-বিকারং প্রাপ্তা অপি, তত্রাপি তদানীং নিজান্তিকমায়াতা অপি, সাক্ষাদ্দৃষ্টা অপি, স্বয়ঞ্চ ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞত্বেন তাসাং ভাবাভিজ্ঞোঽপি বাচঃপেশৈঃ কপটবাক্যৈর্বিমোহয়ন্ পরমবৈকল্যং প্রাপয়ন্নবদৎ। কিমর্থম্ ? বদতাং নর্ম্মোক্তিচতুরাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ, নর্ম্মবিশেষার্থমিত্যর্থঃ॥ জী° ১৭॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর পরমরসময় এই রাসলীলা প্রসঙ্গে বিঘ্নসৃষ্টি করা অনুচিত হলেও শ্রোতা সকলের চিত্ত-ভাবের একাকারতা সম্পাদনের জন্যই ঈদৃশ প্রশ্ন আপনি করেছেন, আমিও (শ্রীশুকদেবও) আপনার অনুরোধেই এই সিদ্ধান্ত-প্রকরণ প্রকাশ করলাম। এইরূপ সূচনা করে পুনরায় অপ্রার্থিত হয়েও শ্রীশুকদেব নিজ উৎকণ্ঠায় সহসা প্রাসঙ্গিক

বিষয় বলতে আরম্ভ করলেন, যথা—তা ইতি। **তা**—বেণুগীতে আকৃষ্টা পরমবিহ্বলা গোপীগণকে (নিকটে আগত দেখে)। এরূপে বিহ্বল হয়েই যে এসেছেন, তাই দেখান হচ্ছে, **ব্রজযোষিতঃ**—ব্রজনারী, ব্রজে থাকারই যোগ্য, বাইরে বনে আসার যোগ্য নয়, এরূপ অর্থ। **অন্তিকমায়াতাঃ**—তা হলেও নিজের নিকটে আগত, লজ্জায় দূরে অবস্থিত নয়; **দৃষ্টা অবদৎ**—এরূপ দেখে বলতে লাগলেন, **বাচঃপেশৈঃ**—বাগ্‌বিলাস বিস্তার করত। এই বাগ্‌বিলাস দুই প্রকার—শাব্দিক ও আর্থিক। শাব্দিক—মৃদু হাসিতে উজ্জ্বল শ্রীমুখ ও চোখভুরুর নটনাদি সহযোগে স্পষ্ট উচ্চারিত-সুললিত-সহজবোধ্য-সুখদ বর্ণবিন্যাস। **আর্থিক**—ইহা রস-ভাব-অলঙ্কার বস্তুরূপা। এই আর্থিক বাগ্‌বিলাস চতুর্বিধ—উপেক্ষাভঙ্গিময়, প্রার্থনাভঙ্গিময়, তদ্‌যুগলার্থ সন্ধাপনময় ও বাস্তবার্থময়। [(১) উপেক্ষাভঙ্গিময়—কৃষ্ণবাক্যের যে অর্থে মনে হয়, তিনি যেন কুলধর্ম উপেক্ষা করে পরপুরুষের সহিত নির্জন বনে মিলনকামী গোপীদের ধর্মোপদেশ দিয়ে ঘরে ফেরাবার চেষ্টা করছেন। (২) প্রার্থনাভঙ্গিময়—যে অর্থে মনে হয়, মিলনাকাঙ্খী-গোপীদের নির্জন বনে রাত্রিকালে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে কৃষ্ণ যেন বিহারাদির জন্য প্রার্থনা করছেন। (৩) তদ্‌যুগলার্থময়—যে অর্থে মনে হয়, পরপুরুষের সহিত এই মিলনে কৃষ্ণ কখনও বা গোপীদের ফেরাবার চেষ্টা করছেন, আবার কখনও বা তাদের সহিত মিলনের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন। (৪) বাস্তবার্থময়—যে অর্থে মনে হয়, গোপীদের সহিত মিলন সম্বন্ধে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ উদাসীন, তত্ত্বোপদেশ দিয়ে তাঁদের ঘরে পাঠাতেই উৎসাহী।] এরমধ্যে গোপীদের চিত্ত হরণ হবে, যখন তাঁরা কৃষ্ণের শাব্দিক বাগ্‌বিলাস এবং প্রার্থনাময় ও উপেক্ষাময় আর্থিক বাগ্‌বিলাসের দিকে লক্ষ্য দিবেন; আর বিবেক লুপ্ত হবে, যখন তাঁরা কৃষ্ণের উপেক্ষাভঙ্গিময় ও তদ্‌যুগলার্থসন্ধাপনময়, এই উভয় অর্থের প্রতি লক্ষ্য দিবেন। আরও এ বিষয়ে শাব্দিক বাগ্‌বিলাস স্বভাবে ও ভাবে প্রকাশিত হয় এবং চতুর্বিধ আর্থিক বাগ্‌বিলাসের মধ্যে যা উপেক্ষাভঙ্গিময়, তা কৃষ্ণের নিজের প্রতি গোপীদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করার জন্যই প্রকাশিত হয়, তাঁদের উপেক্ষার জন্য নয়—এরূপ সিদ্ধান্ত করবার কারণ এই ২৯অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে "রন্তুং মনশ্চক্রে" রমণ করতে ইচ্ছা করলেন ও তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে "জগৌ কলং বামদৃশাং" বামনয়নাদের মনোহর অব্যক্ত মধুর গান করলেন। অতএব আর্থিক বাগ্‌বিলাস পক্ষে কেবল বাগ্‌চাতুর্য দেখাবার জন্যই উপেক্ষা-বাক্য বলা হয়েছে, বাস্তবিক পক্ষে নয়। এই প্রকারে 'মনে এক বচনে আর' ব্যবহারে ভাব গোপনের দ্বারা গোপীদের উৎকণ্ঠায় ফেলে বিষণ্ণতা সম্পাদন ও এর দ্বারা বিবেকহরণ। চতুর্বিধ আর্থিকের মধ্যে যে প্রার্থনাময় বাগ্‌বিলাস, তাতে নিজ ঔৎসুক্যমাত্র হেতু। আর 'যুগলার্থসন্ধাপনময়' বাগ্‌বিলাস নর্মকৌতুকার্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই বাগ্‌বিলাসে কৃষ্ণের যে যোগ্যতা আছে, তা কৈমুতিক ন্যায়ে বলা হচ্ছে, **বদতাং শ্রেষ্ঠঃ**—নিখিল বাগ্‌বৈদগ্ধীজ্ঞানিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি **ভগবান্**-

স্বাভাবিক তাদৃশ জ্ঞানাদিতে সর্বাতিশয়ী। অথবা, শ্লোকের প্রতি শব্দের অন্তর্ভূত রূপে 'অপি' অর্থাৎ 'ও' শব্দ আছে, এরূপ দেখতে হবে, যথা—'ব্রজ-যোষিতঃ অপি' অর্থাৎ ব্রজ-সুন্দরীগণ সহজ নিজ প্রেমপররূপে প্রসিদ্ধ হলেও, 'তা অপি' এর মধ্যেও আবার তাঁরা তাদৃশ প্রেমবিকার প্রাপ্ত হলেও এর মধ্যেও আবার 'আয়াতাঃ অপি' তদানীং নিজের নিকটে আগত হলেও, 'দৃষ্ট্বা অপি' সাক্ষাৎ দৃষ্ট হলেও 'ভগবান্ অপি' সর্বজ্ঞ বলে নিজে নিজেই তাঁদের ভাব অভিজ্ঞ হয়েও **বাচঃপেশৈঃ**—কপট বাক্যে **বিমোহয়ন**,—পরম বৈকল্য অবস্থায় এনে বলতে লাগলেন। এরূপ করবার অর্থ? **বদতাং**—নর্মোক্তি চতুরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নর্মবিশেষের জন্যই এরূপ করলেন, এরূপ অর্থ। জী০ ১৭ ॥

১৭। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ প্রাসঙ্গিকং বিরোধং সমাধায় প্রস্তুতমাহ,—তা বেণুনাদাকৃষ্টা বদতাং কালদেশপাত্রৌচিত্যেন বচনচাতুর্য্যবতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ। পেশৈরবয়বৈঃ "পিশ অবয়বে" ঘঞন্তঃ প্রয়োগঃ। বাচোঽবয়বাঃ বাচ্য-লক্ষ্য-ব্যঙ্গ-বোধকা যে রূক্ষাঃ স্নিগ্ধাশ্চ অংশাস্তৈর্বিমোহয়ন্ বেণুনাদেন মোহিতা অপি তা বিশেষেণ মোহয়িতুং অত্র তাঃ প্রতি রূক্ষোক্ত্যৈব ভগবতস্ত্রয়ো মনোরথাঃ সেৎস্যন্তি প্রীতিবিষয়স্য কান্তস্য মমৌদাসীন্যে দৃষ্টেঽপ্যাসাং প্রীতিলেশোঽপি ন হ্রসতীতি প্রীতিঃ শুদ্ধতাং লোকে দর্শয়িষ্যামীতি তথা সম্প্রয়োগে বৈপরীত্যমিবান্ননায়িকাধর্ম্মমবহিত্থময়ং বাম্যমহং গ্রহীষ্যামি নায়ক-ধর্ম্মমৌৎসুক্য প্রকটনময়ং দাক্ষিণ্যমেতা গ্রাহয়িষ্যামীতি মিলনেঽপি বৈপরীত্যং রচয়িষ্যামীতি তথা পরমলজ্জাবতীনাং যুবতীনাং স্বাভাবিক্যা অবহিত্থয়া সঙ্গোপিতান্যপ্যান্তরণানি বচনানি প্রকৃতিবিপর্য্যাসপ্রাপণয়া শ্রোষ্যামীতি যদ্যপি কামিনীনাং কুচাদ্যবয়ববৃন্দং বস্ত্রাবৃতত্বেন গূঢ়মেব চমৎকার-কারকমিব তাসামন্তরীণমৌৎসুক্যমপি বহির্বাম্যেনাবৃতমেব চমৎকারকারকং রসজ্ঞা মন্যন্তে নতুদ্ঘাটিতং তদপি কদাচিৎ কশ্চিন্নায়কঃ সম্ভোগায়া নায়িকায়া অনাবৃতান্যেবাঙ্গানি যথা দিদৃক্ষতে তথৈব বাম্যানাবৃতমান্তরীণমৌৎসুক্যবচনঞ্চ শুশ্রূষতে কিন্তু পুরুষান্তরস্য স্ববয়স্যাদেরপি সন্নিধৌ ন দিদৃক্ষতে নাপি শুশ্রূষতে তথৈব কৃষ্ণোঽদৃষ্টচরানাবৃত গোপীসর্ব্বাঙ্গ সম্প্রতি তাসাং বাম্যানাবৃতমান্তরীণং বচনবৃন্দং শুশ্রূষতে ইত্যত এব প্রিয়নর্ম্মসখমপি স্বসঙ্গিনং তদানীং ন চকারেতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ১৭ ॥

১৭। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ প্রাসঙ্গিক বিরোধ সমাধান করবার পর এখন প্রস্তুত বিষয় বলা হচ্ছে—তা ইতি। **তা**—বেণুনাদে আকৃষ্টা গোপীগণ। **বদতাংশ্রেষ্ঠ**—কালদেশপাত্রোচিত ভাবে বচনচতুরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। **পেশৈঃ**—অবয়বের দ্বারা, বাক্যের অবয়ব—বাচ্য, লক্ষ্য, ব্যঙ্গ বোধক যে সব রুক্ষ-স্নিগ্ধ অংশ, তারা দ্বারা **বিমোহয়ন**, বিশেষরূপে মোহিত করত,—বেণুনাদে মোহিত হলেও গোপীদিকে বিশেষরূপে মোহিত করবার জন্য এখানে তাঁদের প্রতি রূক্ষ-উক্তি প্রয়োগ। এর দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের তিনটি মনোরথ সাধিত হচ্ছে—(১) প্রীতির বিষয় কান্ত আমার ঔদাসিন্য দেখেও এঁদের প্রীতিলেশও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, এটা জগতে দেখাব, (২) তথা সম্প্রয়োগে (স্ত্রী সঙ্গমে) বিপরীত-সদৃশ ভাব প্রকাশ করব—শৃঙ্গাররসের নায়িকা ধর্ম অবহিত্থাময় বাম্য আমি গ্রহণ করব, আর নায়ক ধর্ম ঔৎসুক্য-প্রকটনময় দাক্ষিণ্য এঁদের গ্রহণ করাব। (৩) তথা মিলনেও বৈপরীত্য ঘটাব—পরমলজ্জাবতী যুবতীদের অন্তরের কথা স্বাভাবিক অবহিত্থায় সঙ্গোপিত থাকলেও

শ্রীভগবানুবাচ।

১৮। স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিংকরবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্‌ব্রূতাগমনকারণম্‌।।

১৮। **অন্বয় ঃ** শ্রীভগবান্ উবাচ—(অয়ি) মহাভাগাঃ! বঃ (যুষ্মাকং) স্বাগতম্ বঃ (যুষ্মাকং) কিং প্রিয়ং করবাণি? ব্রজস্য অনাময়ং (কুশলং) কচ্চিৎ (কিম্?) আগমনকারণম্ ব্রূত (কথয়ত)।

১৮। মূলানুবাদ ঃ (স্ত্রী-পুরুষ মিলনে সাধারণ রীতি, পুরুষের রতি-ঔৎসুক্য, আর স্ত্রীলোকের কোপ, এই সাধারণ রীতিতেই কৃষ্ণের উক্তি)। শ্রীভগবান্ বললেন—হে মহাভাগ্যবতী ব্রজরমণীগণ! তোমাদের আগমন সুখে হয়েছে তো? তোমাদের কি প্রিয় আচরণ করতে পারি? ব্রজের কুশল তো? তোমাদের আগমনের কারণ কি, বলতো।

তাঁদের প্রকৃতির উল্টাপাল্টা ভাব ঘটিয়ে তা শুনব। যদিও কামিনীদের কুচাদি অবয়ববৃন্দ বস্ত্রের আবরণে গোপন থাকলেই যেমন চমৎকার-কারক হয়ে থাকে, সেইরূপ এঁদের অন্তরের ঔৎসুক্যও বহির্বাম্যের দ্বারা আবৃত থাকলেই চমৎকার-কারক হয়ে থাকে, রসজ্ঞগণ এরূপ মনে করে থাকেন, উদ্‌ঘাটিত হলে নয়। তা হলেও কদাচিৎ কোনও নায়ক সম্ভোগ্য নায়িকার অনাবৃত অঙ্গ যেরূপ দেখতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপই বাম্যের দ্বারা আবৃত অন্তরের ঔৎসুক্য বাক্যও শুনতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু অন্য পুরুষ, এমন কি নিজ বয়স্যদের সম্মুখে না-দেখতে, না-শুনতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপই কৃষ্ণ অদৃষ্টচর আবৃত-গোপীসর্বাঙ্গ এখন দেখতে এবং বাম্যের দ্বারা আবৃত তাদের অন্তরের কথা শুনতে ইচ্ছা করলেন, তাই প্রিয়নর্ম সখাদেরও সে সময় নিজের সঙ্গী করেন নি, এরূপ বুঝতে হবে। বি০ ১৭ ।।

১৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** প্রথমমবহিত্থয়ৌদাস্যমবলম্বমানঃ সাদরমাহ—স্বাগতমিতি। বো যুষ্মাকং শোভনমাগমনং বৃত্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা, বো যুষ্মাভিঃ সুষ্ঠু আগতং কচ্চিদিতি প্রশ্নঃ, মহান্ ভাগো ভাগ্যং পাতিব্রত্যাদিলক্ষণং যাসাং তাসাং সম্বোধনম্। অতো বো যুষ্মাকং কিং প্রিয়ং করবাণি? অপি তু ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোমীত্যর্থঃ; যদ্বা, কিং করবাণি, তদাজ্ঞাপয়ন্ত ইত্যর্থঃ। মহাভাগানাং প্রিয়াচরণেন মমাপি ধর্ম্মবিশেষো ভাবীতি ভাবঃ। পূর্ব্বং যজ্ঞপত্নীঃ প্রত্যপ্যেবমেবোক্তং, কিন্তু তত্রাস্যতামিতি গৌরবং বিধায় কিং কর্ত্তুং শক্নোমি? অপি তু ন কিমপীতি কেবলমৌদাস্যম্। অত্র তু প্রিয়ং কিমিতি শ্লেষেণ সাকাঙ্‌ক্ষত্বমপীতি বিশেষঃ। বস্তুতস্তু এতাসাং তাদৃশাগমনং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীত্যৈবাহ—স্বাগতমিত্যাদি। মহাভাগা ইতি, সর্ব্বপরিত্যাগেন তদেকাপেক্ষয়া তাসামাগমনাৎ। স্বস্য চ নানাপ্রিয়জনাপেক্ষতয়া তাদৃশত্বাভাবমননেন স্বস্মাদপি প্রেমমহত্ত্ববিবক্ষয়োক্তম্। ভাগোহত্র ভজনমতস্তাসাং প্রেমপরবশঃ সন্নাহ—প্রিয়মিতি। তচ্চ প্রিয়জনবশীকরণচতুরস্য বিদগ্ধশিরোমণেঃ স্বাভাবিকমেবেতি দিক্। তদিত্থমেব পরত্র চ বস্তুত ইত্যাদিকম্, ইতি-শব্দ-পর্য্যন্তো বাস্তবার্থো জ্ঞেয়ঃ। তদনন্তরন্তু নর্ম্মাদিময়ো জ্ঞেয়ঃ। তথাহি স্বাগতমিত্যাদিনা নর্ম্মণা সদাচারমিবাশ্রিত্য সমাগতজনেষু বক্তুং যোগ্যমুক্ত্বা সর্ব্বা এব যুগপৎ সসম্ভ্রমমাগতা বীক্ষ্য স্বয়মপি

কৈতবেন সভয়-সসম্ভ্রমমিব পৃচ্ছতি—ব্রজস্যেতি। অনাময়ং মঙ্গলং কচ্চিৎ? নন্থ চতুরসিংহ! তথা সতি গোপাদ-য়োঽপ্যাগতাঃ স্যুরিতি চেৎ, সত্যং, তর্হি অঙ্গনাবিষয়কঃ কেষামপ্যুপদ্রবো নূনং ভবেদিতি ধূর্ত্ততয়া আশঙ্কেব সাটোপমাহ—ব্রূতেতি। নিজাগমনস্য কারণং হেতুং প্রয়োজনং বা, অথবা তদুক্ত্যভিপ্রায়ানির্দ্ধারণেন লজ্জয়া চানুত্তরাস্তা বীক্ষ্য মন্যে শোকবেগেনামঙ্গলস্যাশ্রাব্যত্বেন বা কিঞ্চিন্ন বদথেতি ব্যঞ্জয়ন কিঞ্চিদন্যদেব চোত্থাপয়ন্ সবৈয়গ্র্যমিব পৃচ্ছতি—ব্রজস্যেতি। এবং সর্ব্বমগ্রেঽপ্যাশঙ্কাদিকং কৈতবেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তথাপ্যবদন্তীঃ প্রসন্নমুখীশ্চালোক্যাশ্বস্ততামভিনয়ন্ সলজ্জমিবাহ—ব্রূতেতি। ভবতু, মদ্দুর্ব্বিতর্ক্যত্বং যূয়মেব স্বয়ং ব্রূতেত্যর্থঃ। অত্রৈকৈকৈব বাক্সমুপেক্ষাময়ী সম্প্রার্থনাময়ী চ ইত্যুক্তম্। তত্র তস্যাঃ সমুপেক্ষাময়ীত্বং প্রপঞ্চিতং, সম্প্রার্থনাময়ীত্বং কথ্যতে—ইদমেব শ্লেষার্থতয়াগ্রেঽপি প্রতিশ্লোকং লেখ্যম্। তথাহি হে মহাভাগাঃ, মহান্ ভাগো ভাগ্যং যাসাম্‌ ঈদৃশী জ্যোৎস্নী, তত্রাপি ঈদৃশং বনং, তত্রাপীদৃশং বো নবযৌবনাদি, তত্রাপীদৃশোঽনুবর্ত্তী জনোঽয়মনুকূল ইতি মহদেব ভাগ্যমিতি। অত্রেষ্টপ্রশ্নরূপং প্রার্থনাসোপানমাহ—কচ্চিৎ বো যুষ্মাকং স্বাগতম্! প্রার্থনামাহ—বো যুষ্মাকং কিং প্রিয়ং করবাণি? অতো যুষ্মবতীনাং হৃদ্গতং কিমপি প্রিয়মস্তি, তদেব মম প্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ। তত্র নিরুত্তরা বীক্ষ্য পুনঃ প্রার্থনার্থং সোপানান্তরমাহ—ব্রজস্যেতি। প্রার্থনামাহ—ব্রূতেতি। মা লজ্জতেতি ভাবঃ ॥ জী০ ১৮ ॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ প্রথমে মনের কথা গোপন পূর্বক ঔদাস্য অবলম্বন করে আদরের সহিত বলতে লাগলেন—**স্বাগতং বো**—তোমরা যে এলে, তা ভালই হল। অথবা, **বো স্বাগতং কচ্চিৎ**—'কচ্চিৎ' প্রশ্নে, কৃষ্ণ প্রশ্ন করছেন, তোমাদের আগমন তো মঙ্গল মত হয়েছে? **মহাভাগাঃ**—হে মহাভাগ্যবতীগণ! এখানে পাতিব্রত্যাদি লক্ষণ মহাভাগ্যবতী গোপীদিকে সম্বোধন করা হল। এখানে কথার ধ্বনি, যেহেতু তোমরা পতিব্রতা রমণী, তাই রাত্রে এই নির্জন বনে তোমাদের আমি কি প্রিয়কার্য করতে পারি, পরন্তু কিছুই পারি না। অথবা, হে মহাভাগ্যবতীগণ, তোমাদের কি প্রিয়কার্য করতে হবে, তা আজ্ঞা কর। মহাভাগ্যবতীদের প্রিয়কার্য করে দিলে আমারও ধর্মবিশেষ লাভ হয়ে যাবে, এরূপ ভাব। পূর্বে যজ্ঞপত্নীদের প্রতিও এই রূপ বলা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে 'আস্যতাম্ ইতি' অর্থাৎ 'আসতে আজ্ঞা হোক', এইরূপে সম্মান দেখিয়ে পরে বললেন, আপনাদের আমি কি করতে পারি? পরন্তু কিছুই করতে পারি না, এইরূপে কেবল উদাসীনতাই দেখান হল। পূর্বে যজ্ঞপত্নীদের বেলায় শুধু বলা হল 'কিং', আর এখানে গোপীদের বেলায় 'প্রিয়ং কিং'। গোপীদের ক্ষেত্রে বিশেষ হল, কৃষ্ণের নিজের আকাঙ্খাও জ্ঞাপন।

বাস্তব অর্থময় বাগ্‌বিলাস ঃ বস্তুতস্তু এই গোপীদের তাদৃশ আগমন দেখে পরমপ্রীতির সহিতই বললেন--স্বাগতম্ ইত্যাদি। **মহাভাগাঃ**--এই গোপীগণ মহাভাগ্যবতী, কারণ একমাত্র কৃষ্ণের অপেক্ষায় সবকিছু ত্যাগ করে তাঁদের আগমন। নিজের তো নানা প্রিয়জন অপেক্ষায় তাদৃশ ভাবের অভাব, ইহা মনে করেই নিজের থেকেও প্রেমমহত্ব প্রকাশের ইচ্ছায় বললেন 'মহাভাগা'। এখানে 'ভাগ' শব্দের অর্থ হল ভজন; সুতরাং তাঁদের ভজনে প্রেমপরবশ হয়ে বললেন— **প্রিয়ম্ ইতি**—তোমাদের

কি প্রিয়কার্য করতে পারি? এবং এরূপ বলা প্রিয়জন-বশীকরণে চতুর বিদগ্ধশিরোমণি কৃষ্ণের পক্ষে স্বাভাবিকই। নর্মাদিময় বাগ্‌বিলাস ঃ ইহা কিরূপ? তাই দেখান হচ্ছে যথা—তোমরা এসেছ, বেশ বেশ ভালই হয়েছে, তোমাদের কি প্রিয়কার্য করতে পারি? এইরূপে রসিকতায় যেন সদাচার আশ্রয় করত সমাগত জনদের প্রতি যা বলার যোগ্য, তা বলবার পর গোপীদের সকলকেই যুগপৎ সসম্ভ্রমে আগত দেখে শ্রীকৃষ্ণ নিজেও যেন কপটতায় সভয়-সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করছেন—'ব্রজস্য'ইতি অর্থাৎ ব্রজের মঙ্গল তো? গোপীদের পূর্বপক্ষ, আচ্ছা হে চতুরসিংহ! ব্রজের কোন অমঙ্গল হলে গোপগণও কি আসতেন না? হে গোপীগণ! এরূপ যদি বল, সত্যই তাই, নারীঘটিত কোনও উপদ্রবই বা উপস্থিত হয়ে থাকবে, ধূর্ততায় এইরূপ আশঙ্কা উঠিয়েই কৃষ্ণ দম্ভভরে বললেন, **ব্রূত ইতি** -তোমাদের আগমনের 'কারণ' হেতু বা প্রয়োজন বল। অথবা, তাঁর উক্তির অভিপ্রায় নিশ্চয় করতে না পারায় ও লজ্জায় নিরুত্তর গোপীদের দেখে কৃষ্ণ মনে করলেন শোকাবেগে বা অমঙ্গল অশ্রাব্য হওয়া হেতু এঁরা কিছুই বলছে না, এরূপ মনোভাব মুখে চোখে প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অন্য কথা উঠাতে গিয়ে ব্যগ্রতার সহিত যেন জিজ্ঞাসা করছেন, **ব্রজস্য ইতি**—ব্রজের মঙ্গল তো? [এরূপ অগ্রেও সবকিছু আশঙ্কাদি কপটতাতেই প্রকাশ করা হয়েছে, এরূপ বুঝতে হবে]। এই প্রশ্নের উত্তরেও গোপীদের চুপ করে প্রসন্নমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ আশ্বস্তের ভাব অভিনয় করে যেন সলজ্জে বললেন—ব্রূত ইতি। বল-না, তোমাদের আগমন-কারণ হউক-না আমার দুর্বিতর্ক, তোমরা নিজেরাই বল-না, এরূপ অর্থ। এখানে এক একটি বাক্যই 'সমুপেক্ষাময়ী ও সম্প্রার্থনাময়ী' এই উভয় রূপে কথিত হয়েছে। তন্মধ্যে বাক্যের উপেক্ষাময়ীত্ব বিস্তারিত ভাবে বলা হল, এবার বাক্যের সম্প্রার্থনাময়ীত্ব বলা হচ্ছে, এই সম্প্রার্থনাময়ীত্বই শ্লেষার্থরূপে [একাধিক অর্থ বাচক একটি পদ একাধিক অর্থে ব্যবহার হলে, তাকে শ্লেষ অলঙ্কার বলে] অগ্রেও এরূপেই প্রতি শ্লোক ব্যাখ্যা করতে হবে।

সম্প্রার্থনাময়ী ব্যাখ্যা ঃ কৃষ্ণের সম্বোধন, **হে মহাভাগাঃ**— হে মহাভাগ্যবতীগণ, একে ঈদৃশী জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, তাতে আবার ঈদৃশ বন, তাতে আবার তোমাদের ঈদৃশ নবযৌবনাদি, তাতে ঈদৃশ এই অনুবর্তী জন তোমাদের অনুকূল, তাই তোমাদের মহাভাগাই বলতে হবে। এখানে অভিলষিত প্রশ্নরূপ প্রার্থনা সোপান বলা হচ্ছে—'ক্কচিৎ বো স্বাগতম্'—তোমাদের আগমন সুখের হয়েছে তো? প্রার্থনা করছেন 'প্রিয়ং ইত্যাদি' তোমাদের কি প্রিয় সাধন করতে পারি? তোমাদের হৃদ্‌গত যে কিছু প্রিয় আছে, তাই আমার প্রার্থনীয়, এরূপ অর্থ। একথায় গোপীদের নিরুত্তর দেখে পুনরায় প্রার্থনার জন্য অন্য সোপান অবলম্বন করলেন, যথা **ব্রজস্য ইতি**—তোমাদের আগমনেই বুঝা যাচ্ছে, ব্রজে কোনই অমঙ্গল হয় নি। প্রার্থনা করছেন— **ব্রূত**—আগমনের কারণ বল—লজ্জা কর না। জী° ১৮ ॥

১৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অথ স্ত্রীপুংসাং রসজ্ঞানাং মিলনে তাবদিয়ং রীতির্যৎ পুমাংসো রতৌৎসুক্যমাবিষ্কুর্ব্বতে স্ত্রিয়স্তু তত্রাসহিষ্ণবঃ কুপ্যন্তীত্যতস্তামেব রসরীতিং প্রথমমাশ্রিতং কৃষ্ণ আহ,—স্বাগতং বো যুষ্মাকং। কচ্চিৎ সুখময়মাগমনং বৃত্তং? ততো যূয়ং মহাভাগাঃ জন্মারভ্য দুঃখস্য মুখং ভবতীভিঃ কদাপি ন দৃষ্টমিতি ভাবঃ। যদ্বা, নায়ং প্রশ্নঃ কিন্তু প্রত্যুক্তিরতো যুষ্মাকং শোভনমাগমনমদ্য বৃত্তম্। যদত্রাগতং তৎসম্যক্ কৃতং যতো মহাভাগা ভাগ্যবতীনাং হি সর্ব্বাঃ ক্রিয়া এব সফলী ভবন্ত্যঃ স্বস্য পরস্য চ সুখদা ভবন্তীতি ভাবঃ। অতো বঃ প্রিয়ং কিং করবাণি? অধুনা রাত্রাবত্র নির্জ্জনে বনে একাকিনা যূনা ময়া যুবতীনাং বো যৎ প্রিয়মাতিথ্যং কর্ত্তুং শক্যং স্যাৎ তদ্ব্রূত। যুষ্মৎ প্রিয়চিকীর্ষৌ ময়ি সারল্যেন স্বপ্রিয়ং কৃপয়া স্পষ্টং বক্তব্যং যথা নিঃসন্দেহং তত্রাহং প্রবর্ত্তেয়েতি ভাবঃ। ততশ্চ ভো মহাসাহসিক, লম্পট, অস্মানপি পতিব্রতাঃ যদেবং বক্তুমুৎসহসে তৎ কিং ধর্ম্মতো রাজতশ্চ ন বিভেষীতি সমুচিতং প্রত্যুত্তরমপ্রাপ্তবতা প্রিয়ং কিং করবাণীত্যস্য ব্যঞ্জিতেঽঙ্গসঙ্গরূপেঽর্থে সম্মতিলক্ষণং লজ্জাহেতুকং মৌনমেব দৃষ্টবতা ভগবতা বিচারিতং যদ্যেতাভিঃ স্ব-সমুচিতং বাম্যমদ্য নাঙ্গীক্রিয়তে তর্হি ময়াপি স্ব-সমুচিতমৌৎসুক্যং ন বহিষ্করণীয়ং, কিন্তু বাম্যমিশ্রমেব। ততশ্চ সম্ভোগভেদে সম্প্রয়োগে যথা বৈপরীত্যমপি চারু ভবতি তথৈব সম্ভোগভেদে সম্মিলনেঽপি বৈপরীত্যং চারু ভবতু। কিন্ত্বাসাং মহামোহনবেণুনাদমাধ্বীকপানোত্থাতিবৈবশ্যাদেব প্রকৃতিবিপর্য্যয়স্ততএব দাক্ষিণ্যং মম তু বৈবশ্যাভাবাত্তদনুরোধাদেব কৃত্রিমং বাম্যং বহিরেব কার্য্যমন্তস্তু স্বাভাবিকমৌৎসুক্যমস্ত্বেবেত্যাদিকং বিচার্য্য চ বাম্যপদবীমারোঢ়ুং সভয়সম্ভ্রমং পৃচ্ছতি ব্রজস্যেতি। কচ্চিদ্ব্রজস্যানাময়ং মঙ্গলং ন জানে সাম্প্রতং ব্রজে কশ্চিদিন্দ্রাদিকৃত উপদ্রবো বর্ত্ততে যতঃ সর্ব্বা এব ভবত্যো ভীতাঃ পলায্য স্বত্রাণার্থং মদন্তিকামায়াতা ইতি ভাবঃ। ততশ্চ কেয়মদ্যতন্যঽস্য ধূর্ত্ততা লহরীতি মিথঃসস্মিতসবিস্ময়াবলোকং বিতর্কয়ন্তীষু তাস্বহো যুষ্মাকং মৌনেনৈবাবগম্যতে নোপদ্রবস্তর্হি ব্রূত কিমর্থমায়াতা অহন্তু নাভ্যূহিতুং সমর্থ ইতি ভাবঃ॥ বি০ ১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ রসজ্ঞ স্ত্রীপুরুষের মিলনে ইহাই তাবৎ রসরীতি—পুরুষ রতি-ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, আর স্ত্রী অসহিষ্ণু হয়ে কুপিত হয়. অতএব কৃষ্ণ প্রথমে এই সাধারণ রসরীতি আশ্রয় করেই বললেন স্বাগতং ইতি। **স্বাগতং বো**—তোমাদের এ আগমন সুখের হয়েছে তো? যেহেতু তোমরা **মহাভাগাঃ**—জন্মাবধি তোমরা কখনও দুঃখের মুখও দেখ নি, এরূপ ভাব। অথবা, এই প্রশ্ন প্রীতিমাখা উক্তি নয়. কাজেই অর্থান্তর করা হচ্ছে, যথা—তোমাদের আজ শোভন আগমন হয়েছে, যেহেতু তোমাদের এই যে এখানে আগমন, তা সুসমাধাই হায়ছে, কারণ তোমরা **মহাভাগাঃ**—মহাভাগ্যবতী। ভাগ্যবতীদের সকল কাজই সফল হয়ে থাকে, নিজের ও পরের সুখদ হয়ে থাকে, এরূপ ভাব। অতএব বল তোমাদের কি প্রিয় সাধন করতে পারি? অধুনা রাত্রিতে এই নির্জন বনে একাকী যুবক আমি যুবতী তোমাদের যে প্রিয় আতিথ্য দেখাতে পারি, তা এবং তোমাদের প্রিয় কিছু করার ইচ্ছা থাকলে, তা-ও সরল ভাবে নিজ প্রিয়ের নিকট স্পষ্ট করে বলা উচিত, যাতে নিঃসন্দেহ হয়ে আমি তা আরম্ভ করতে পারি, এরূপ ভাব। এরূপ কথার উত্তরে 'ওহে মহাসাহসিক! লম্পট! পতিব্রতা আমাদের প্রতি যদি এরূপ বলতে উৎসাহিত হচ্ছ, তাতে মনে হচ্ছে, তুমি কি ধর্ম ও রাজা থেকে ভয় কর না', এইরূপে সমুচিত প্রত্যুত্তর যদি কৃষ্ণ না পেলেন ; উপরন্তু 'কি প্রিয় করতে পারি' এই

১৯। রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ।।

১৯। **অন্বয়ঃ** হে সুমধ্যমাঃ! এষা রজনী ঘোররূপা (ভয়ঙ্করী) ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা (ভয়ঙ্করৈঃ সিংহাদি প্রাণিভিঃ নিতারাং ব্যাপ্তা, অতঃ) ব্রজং প্রতিযাত, ইহ বনে স্ত্রীভিঃ ন স্থেয়ং।

১৯। মূলানুবাদঃ গোপীগণ যেন পুষ্পচয়নে বনে এসেছেন, এরূপ অনুমান থেকে কৃষ্ণ এ বিষয়ে এই রজনী ও বনের অনুপযুক্ততা দেখাচ্ছেন) — হে **সুমধ্যমাগণ!** এই বনে ব্যাঘ্রাদি জন্তু চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, **সময়টা** রাত্রি হওয়াতে বৃন্দাবন হলেও এ **স্থানটিতে** তোমদের থ.কা অনুচিত। ব্রজে ফিরে যাও। স্ত্রীদের তো এখানে কিছুতেই থাকা উচিত নয়।

কথায় ব্যঞ্জিত অঙ্গসঙ্গরূপ অর্থ গ্রহণে লজ্জা হেতু গোপীদের যদি সম্মতি-লক্ষণ মৌনধরা অবস্থায় দেখলেন, তখন কৃষ্ণ বিচার করলেন—যদি এঁরা স্ব-সমুচিত বাম্য আজ অঙ্গীকার না করল, তা হলে আমার দ্বারাও নিজ সমুচিত ঔৎসুক্য বাইরে প্রকাশ করা উচিত হবে না, বাম্য আশ্রয় করাই ঠিক হবে। অতঃপর বলবার কথা, সম্ভোগভেদ সম্প্রয়োগে যেমন বৈপরীত্যও রমণীয় হয়ে থাকে, সেইরূপ সম্মিলনেও বৈপরীত্য রমণীয় হউক-না, কিন্তু এই গোপীদের মহামোহন বেণুনাদ-মাধ্বিক-পানোত্থ অতি বৈবশ্য থেকেই প্রকৃতি বিপর্যয় ঘটেছে, তার থেকেই দাক্ষিণ্য (দক্ষিণ নায়িকা ভাব); আমার তো বৈবশ্য-অভাব হেতু লীলাসৌষ্ঠবের অনুরোধেই কৃত্রিম বাম্য বাইরে প্রকাশ করা উচিত। শেষে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য প্রকাশিত হোক— ইত্যাদি কথা বিচার করত কৃষ্ণ বাম্যপদবীতে আরূঢ় হয়ে সভয়সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলেন--ব্রজস্য ইতি। **ব্রজস্য অনাময়ং কচ্চিৎ**— বর্তমানে ব্রজে ইন্দ্রাদিকৃত কোনও উপদ্রব উপস্থিত হয়েছে না-কি— যেহেতু তোমরা সকলে ভয়ে পালিয়ে নিজ উদ্ধারের জন্য আমার নিকট এলে, এরূপ ভাব। এই কথা শুনে গোপীগণ পরস্পর হাসি হাসি মুখে বিস্ময় মাখান চাওয়া-চাওয়ি করতে করতে মনে মনে বিতর্ক করতে লাগলেন, অহো আজ আবার এ-কি ধূর্ততা-লহরী। তাঁদের এই অবস্থায় দেখে কৃষ্ণ---অহো তোমাদের মৌনতা থেকেই বুঝে নিলাম কোনও উপদ্রব নেই, তাই **ব্রূত**—বল কি জন্য এসেছ, আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না, এরূপ ভাব। বি° ১৮ ।।

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** এষা প্রত্যক্ষেতি, তাসাং তর্কবাগ্মিতামাশঙ্ক্য দ্রঢ়য়তি, ততঃ কুলবধূনাং বহির্বনাদাবাগমনং নোচিতমিতি ভাবঃ। নন্বু সমুদিত্য বহ্বীনামাগমনং ন দোষভাক্, যদি চ দোষভাক্, তর্হি ব্রজেঽপি কিমেষা রজনী নাস্তি? তত্রাহ —ঘোরেতি। ইহ বন ঘোরং রূপং তামস-স্বভাবাভিব্যক্তির্যস্যাঃ ন তু ব্রজে, ইহাসহায়ত্বাৎ, তত্র সসহায়ত্বাদিতি ভাবঃ। তথা ইহ ঘোরৈঃ প্রাণিভির্নিতরাং সেবিতা ব্যাপ্তা, চাতো ব্রজং প্রতিযাত, নিবৃত্য গচ্ছত, নাত্র বিলম্বো যুক্ত ইত্যাশয়েনাহ—নেতি। নন্বু তর্হি কথমত্র ভবতা স্থীয়তে?

তত্রাহ—স্ত্রীভিরিতি। ন তু স্ত্রিয় ইব পুরুষা অল্পসত্ত্বা ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, হে সুমধ্যমা ইতি 'যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি' ইতি ন্যায়েন সুন্দরীণাং গুণবতীনাঞ্চ ভবতীনামত্রাবস্থানং ন যুক্তমিতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, নন্ন রসিকশেখর! ভবানিব বয়মপ্যত্র বিহর্ত্তুং পুষ্পাণ্যাহর্ত্তুং বা সমাগতাঃ স্ম ইতি ছদ্মনা তাসামবস্থিতিমাশঙ্ক্যাহ—রজনীতি; এষা রজন্যেব, ন তু দিনম্। নন্ন রাত্রিবিলাসিনস্ততঃ কো নাম দোষঃ? তত্রাহ—ঘোরেতি। হে কমললোচন, জ্যোৎস্নীয়ং রাত্রিস্তত্রাহ—ঘোরসত্ত্বেতি। শ্লেষেণ যূয়ং যূথশো বহ্ব্যো ব্রজং তত্র স্থিতান্ স্বপতীন্ প্রতিযাত ভজত, একাকিনা ময়া বহ্বীনাং প্রিয়াচরণস্যাশক্যত্বাৎ, অতোহত্র ন স্থেয়মিতি নর্ম্মবিশেষঃ। নন্ন ভীরু-প্রবর! ঘোরসত্ত্বেভ্যোহস্মাকং ন ভয়ং, তত্রাহ—সুমধ্যমাঃ হে কৃশমধ্যাঃ, তনুমধ্যত্বাৎ কৃশাঙ্গীনামবলানাং বলিষ্ঠেভ্যো ভয়ং স্যাদেবেতি ভাবঃ। বস্তুতশ্চৈতত্তাসাং স্ববিষয়কভাবস্য ব্যঞ্জনার্থং নর্ম্মণোৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থঞ্চ। শ্লেষার্থশ্চায়ম্—ভয়-সম্ভাবনয়া চ নিজাভীষ্টং মা নিবর্ত্তয়তেত্যাহ—প্রথমার্দ্ধেন। এষা উদিতপূর্ণচন্দ্রা জনান্ রঞ্জয়তীতি রজনী; ঘোর-রূপেত্যাদিকয়োস্তস্মাদত্র ন কোহপ্যায়াস্যতীতি ভাবঃ। তস্মাদিহ মম বীরস্যৈব সন্নিধৌ স্থেয়ম্; যদ্বা, অঘোররূপা তমোহপগমাৎ, অঘোরৈর্বৃন্দাবনস্বভাবেন মিথো মিত্রত্বপ্রাপ্ত্যা ভয়াজনকৈরেব সত্ত্বৈঃ সর্ব্বপ্রাণিভির্দিবসপ্রায়ত্বাৎ তস্যা জ্যোৎস্না অঘোরৈঃ সত্ত্বৈর্ভ্রমরকোকিলাদিভিরেব বা নিষেবিতা; যদ্বা, ঘোরং দুষ্টানাং ভয়জনকম্, অকারবিশ্লেষেণ অঘোরং, কেষাঞ্চিদপি ভয়াজনকং বা সত্ত্বং বলং যস্য মম, তেন নিষেবিতেতি বালাশ্বাসনার্থং তচ্ছ্রুত্বা পৃষ্ঠবর্ত্তিনীঃ সখীঃ সস্মিতং পরাবৃত্য পশ্যন্তীঃ প্রত্যাহ—উত্তরার্দ্ধেন। অতঃ সর্ব্বথা ব্রজং প্রতিযাত, ন ইহৈব স্থেয়ং যুষ্মাভিঃ। কুতঃ? স্ত্রীভিঃ স্ত্রী-জাতীনামীদৃশস্থান এব স্থাতুং যোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। তত্রাপি চ হে সুমধ্যমাঃ পরমসুন্দরীত্বান্মদন্তিক এবাত্র স্থাতুং যুজ্যত এবেত্যর্থ ইতি॥ জী০ ১৯॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ রজন্যেষা**—এই রাত্রি। এই যে সম্মুখে সাক্ষাৎ চোখে দেখা যাচ্ছে—এই রাত্রি, **ঘোররূপাঃ**—গোপীদের তর্কবাগ্মিতার ভয়ে 'প্রত্যক্ষ' প্রমাণকে আশ্রয় করে এই রজনী যে 'ঘোররূপা', তা দৃঢ় করলেন, অতএব কুলবধূদের বাইরের এই ঘোর বনাদিতে আগমন উচিত নয়, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, গোপীগণ যেন বলছেন দল বেঁধে অনেকের আগমন দোষের হয় না। যদি ধরাই যায় দোষের, তবে উত্তরে ইহাই বলা যায় ব্রজেও কি এই রাত্রি ঘোররূপা নয়? এর উত্তরে বলা হচ্ছে—ঘোররূপা ইতি। **ঘোররূপা**—এই বনেই এই রাত্রি ঘোররূপা অর্থাৎ তামসিক ভাবের অভিব্যক্তিতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে, ব্রজে নয়। —কারণ এখানে তোমরা সহায়হীনা, আর ব্রজে সহায়-পরিবেষ্টিতা, এরূপ ভাব। তথা **ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা**—এই রজনী 'ঘোরৈঃ' ব্যাঘ্রাদি প্রাণিদের দ্বারা 'নি' নিরন্তর 'সেবিতা' ব্যাপ্তা; অতএব ব্রজে **প্রতিযাত**—ফিরে যাও—এখানে বিলম্ব করা ঠিক নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে নেতি। গোপীগণ যেন বলছেন, তাই যদি হয়, তবে তুমি কি করে এখানে আছ? এরই উত্তরে **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রীদেরই থাকা উচিত নয়, পুরুষরা স্ত্রীলোকের ন্যায় অল্পবীর্য নয়, তাদের কোন ভয়ের সম্ভবনা নেই। আরও **সুমধ্যমা**—'রূপ যথায় বাসা বেঁধেছে, গুণও তথায় আছেই'—এই ন্যায় অনুসারে সুন্দরী ও গুণবতী তোমাদের এখানে থাকা উচিত নয়, এরূপ ভাব। [শ্রীধর—গোপীদের লজ্জায় মন্দ মন্দ হাসতে দেখে

কৃষ্ণ বললেন রজন্যেষা ইত্যাদি।] অথবা, ওহে ওহে রসিকশেখর, তোমার মতই আমরাও এখানে বিহারের জন্য বা পুষ্পাদি আহরণের জন্য সমাগত হয়েছি,— এরূপ কথার ছল করে গোপীদের অবস্থিতি আশঙ্কা করে কৃষ্ণ বলছেন— রজনী ইতি। দেখছ-না এ রাত্রিকাল, দিনমান নয়। গোপীগণ যেন বলছেন—হে রাত্রি-বিলাসী কৃষ্ণ! রাত্রি দোষটা করল কি? এরই উত্তরে কৃষ্ণ, এ রাত্রি যে ঘোররূপা—এ-ই তো দোষ। গোপীগণ—হে কমললোচন! এ রাত্রি তো জ্যোৎস্নাময়ী এরই উত্তরে কৃষ্ণ--তা হলে কি হবে ঘোরসত্ত্ব ইতি—ভয়ঙ্কর পশুগণ চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে-যে। অর্থান্তরে, তোমরা শত শত যূথে বহু গোপী, তোমরা ব্রজে ফিরে যাও, সেখানে অবস্থিত নিজ নিজ পতিদের সেবা কর। কারণ একাকী আমি বহুজনের প্রিয় আচরণ করতে পারব না, কাজেই এখানে থাকা উচিত হবে না—এ নর্ম বাক্য বিশেষ। গোপীগণ ওহে ভীরুরাজ, ব্যাঘ্রাদি থেকে আমাদের ভয় নেই। এর উত্তরে কৃষ্ণ. সুমধ্যমাঃ—হে ক্ষীণকটিদেশা! সুন্দরী বলে কৃশাঙ্গী অবলাগণের বলিষ্ঠদের থেকে ভয় আছেই, এরূপ ভাব। বস্তুতঃ কৃষ্ণ এসব যে বললেন, তা স্ববিষয়ে গোপীদের যে ভাব আছে, তার প্রকাশের জন্য ও রসিকতায় তাঁদের উৎকণ্ঠা বর্ধনের জন্য।

অর্থান্তরে প্রার্থনাময় ব্যাখ্যা, যথা—ভয়ের সম্ভাবনা থাকলেও নিজ অভীষ্ট বিষয়ে বিরত হয়ো না। **রজন্যেষা**—পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে এই রাত্রিটি 'রজনী' অথাৎ লোক-রঞ্জনকারী হয়েছে বটে, কিন্তু ঘোররূপা ও ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা হওয়াতে এ বনে কেউ আসে না, এরূপ ভাব। তাই বলছি এখানে বীর আমার নিকটে থাক। অথবা, **এষাঘোররূপা**—[এষা+অঘোররূপা] অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র উদয়ে অন্ধকার চলে গেলে এই রাত্রি হয়ে উঠেছে জ্যোৎস্না ঝলমল। **রূপাঘোরসত্ত্ব**—[রূপা+অঘোরসত্ত্ব] বৃন্দাবন স্বভাবে এখানকার প্রাণিগণ 'অঘোরা' অর্থাৎ পরস্পর বন্ধু ভাবাপন্ন। এরা ভয় জন্মায় না, এই সব প্রাণিদ্বারাই নিষেবিতা এই রজনী। বা পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে এই রজনী দিবস-প্রায় হয়েছে, সুতরাং এর জ্যোৎস্না 'অঘোরৈঃ সত্ত্বৈঃ' ভ্রমর কোকিলাদির দ্বারা নিষেবিতা। অথবা, 'ঘোর' দুষ্টদের ভয়জনক, বা যে কেউই হোক সকলেরই 'অঘোর' অভয়দাতা 'সত্ত্বং' বলশালী আমার দ্বারা নিষেবিত এই বন। বালাদের আশ্বাসনার্থ উক্ত একথা শুনে যাঁরা পিছনের সখীদের প্রতি সহাস্য মুখে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে থাকলেন, সেই গোপীদের প্রতি বললেন—তোমরা ব্রজে ফিরে যেও না, এই স্থানে থাক। 'স্ত্রীভিঃ' স্ত্রীজাতীর ঈদৃশ স্থানই থাকবার পক্ষে যোগ্য হওয়া হেতু। এর মধ্যেও আবার হে **সুমধ্যমাঃ**—পরমসুন্দরী হওয়া হেতু আমার নিকটেই থাকাই সমীচীন। জী০ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ হন্ত হন্ত কুলধর্ম্মধৈর্য্যলজ্জাদিকং ধ্বংসয়িত্বা প্রতিদিনমস্মানুপভুঞ্জানোঽয়মদ্য বেণুনাদে-নাকৃষ্যানীয় কারণং পৃচ্ছতীত্যপাঙ্গচালনৈরেব পরস্পরমাচক্ষাণাসু তাসু সত্যং দেবপূজোপযোগিরজনীবিকাশিপুষ্পাহরণার্থ-

মাগচ্ছাম ইতি কিং লতাস্বপাঙ্গনিক্ষেপেণ ব্রূধ্বে অযুক্তমিদং কালদেশপাত্রানৌচিত্যাহ,—রজনীতি। এষা চন্দ্রিকা বহুলাপি ঘোররূপা রাত্রিত্বাদেবেতি বল্লিমূলপল্লবাদিষু সূক্ষ্মসর্পবৃশ্চিকাদে দুর্ল্লক্ষ্যত্বাৎ পুষ্পাহরণস্য কালোঽয়মনুচিতা ইতি ভাবঃ। ঘোরসত্ত্বা ব্যাঘ্রাদরস্তৈর্নিষেবিতেতি কালসম্বন্ধেন বৃন্দাবনদেশোপ্যয়মনুচিত ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ ব্রজং প্রতিযাত। নন্থ, ক্ষণং বিশ্রম্য যাস্যামস্তত্রাহ,—নেহ স্ত্রীভিঃ স্থেয়মিতি। কালদেশ সম্বন্ধেন যুষ্মল্লক্ষণানি পাত্রাণ্যপ্যনুচিতানীতি ভাবঃ। তত্রাপি হে সুমধ্যমা, ইতি যূয়ং সুন্দর্য্যো যুবতয়ঃ স্থঃ, অহঞ্চ সুন্দরো যুবৈবাত্রাস্মি, যদ্যপি যূয়ং পরম-সাধ্ব্য এব অহঞ্চ "কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী"তি গোপালতাপনশ্রুতিপ্রামাণ্যেন ব্রহ্মচার্য্যেবেতি সহাবস্থানেঽপি ন কশ্চিদ্দোষ-স্তদপি মনঃ খল্ববিশ্বাস্যং যুষ্মাকং মম চেতি ভাবঃ। এবং ব্যঞ্জিতমন্তরৌৎসুক্যং শ্লিষ্টার্থেনাপি স্পষ্টী ভবতি তদ্যথা—আগমনকারণং লজ্জয়া ন ব্রূধ্বে চেন্মাব্রূত তদহং জানাম্যেব তস্মাত্তত্ত্বং শৃণুতেত্যাহ,—রঞ্জয়তীতি। রজন্যেষা চন্দ্রিকা-ময়ত্বাদঘোররূপা তস্মাদেবাঘোরসত্ত্বৈর্মৃগাদিভিরেব বৃন্দাবনস্বভাবেনাহিংস্রত্বাদ্ব্যাঘ্রাদিভিরপি বা নিষেবিতেতি তেনাত্র ন ভেতব্যমিতি ভাবঃ। যদ্বা,—নাত্র শ্বশ্রপত্যাদিভ্যো ভেতব্যং যতো ঘোরসত্ত্ব নিষেবিতেতি তেঽত্র নাগমিষ্যন্তীতি ভাবঃ। অতো ব্রজং প্রতি ন যাত ইহ মদন্তিকে স্থেয়ম্। কুতঃ, স্ত্রীভিঃ? কিং স্ত্রীমাত্র, মব স্বান্তিকে স্থাপয়সীত্যত আহ,—হে সুমধ্যমা, ইতি। সৌন্দার্য্য তারুণ্যে চ সতি যাঃ স্ত্রিয়ঃ শোভনমধ্যদেশা ভবন্তি তাভির্ভবতীভিরেব নান্যাভিঃ স্থেয়মিতি ভাবঃ। এবং উপেক্ষময়া অপেক্ষাময়াশ্চার্থাঃ কৃষ্ণোক্তীনা জ্ঞেয়াঃ। বি০ ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ হায় হায় কুল-ধর্ম-ধৈর্য-লজ্জাদি ধ্বংস করে প্রতিদিন আমাদিকে যে উপভোগ করে সেই কৃষ্ণ আজ বেণুনাদে অকর্ষণ করে এনে অহো আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করছে, এইরূপে গোপীগণ অপাঙ্গ চালনে পরস্পর তাকা-তাকি পরায়ণা হলে তাঁদের প্রতি কৃষ্ণ বলছেন, লতার দিকে অপাঙ্গ নিক্ষেপ করে তোমরা কি বলছ, 'সত্যই দেব-পূজার উপযোগি রজনীবিকাসি পুষ্প আহরণের জন্য এসেছি'—তবে শোন এ অযুক্ত, কাল-দেশ-পাত্র হিসাবে অনুচিত হওয়া হেতু। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—রজনী ইতি। জ্যোৎস্না-ঝলমল হলেও এই সময়টি রাত্রি বলেই ঘোররূপা—লতামূলপল্লবাদিতে সূক্ষ্ম সর্পবৃশ্চিকাদি দুর্লক্ষ্য হওয়া হেতু—এ পুষ্প-আহরণের অনুচিত কাল, এরূপ ভাব। সুতরাং ব্রজে ফিরে যাও। **ঘোরসত্ত্ব নিষেবিতা**—ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সময়টা রাত্রি হওয়ার দরুণ বৃন্দাবন হলেও দেশ হিসাবে এ অনুচিত স্থান, এরূপ ভাব। সুতরাং ব্রজে ফিরে যাও। আচ্ছা ক্ষণকাল তো বিশ্রাম করে যাই, এর উত্তরে **নেহ স্ত্রিভিঃ স্থেয়ম্**—এখানে স্ত্রীদের থাকা সর্বথা অনুচিত—কালদেশ প্রতি-কূল। এই প্রতিকূলতার পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের মতো পাত্রও অনুচিত, এরূপ ভাব। এর মধ্যেও আবার তোমরা **সুমধ্যমা**—সুন্দরী যুবতী, আর আমি সুন্দর যুবা এখানে বিরাজমান। যদিও তোমরা পরমসাধ্বী, আর আমিও "কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী" গোপালতাপনীর এই প্রমাণে ব্রহ্ম-চারীই বটে, তাই সহ-অবস্থানে কোন দোষ নেই—তা হলেও মনের কোন বিশ্বাস নেই, তোমাদের ও আমারও, এরূপ ভাব। এই শ্লোকবাক্যে ব্যঞ্জিত অন্তরের ঔৎসুক্য অর্থান্তরের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা এই রূপ—আগমন কারণ যদি লজ্জায় বলতে না চাও, না বললে, আমি

২০। মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ়ং বন্ধুসাধ্বসম্ ।।

২০। **অন্বয়** ঃ বঃ (যুষ্মাকং) মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ পতয়ঃ চ অপশ্যন্তঃ (যুষ্মান্ অদৃষ্টবন্তঃ) বিচিন্বন্তি হি (অন্বিষ্যন্তি) বন্ধু সাধ্বসং মাকৃঢ়ং (ন উৎপাদয়ত)।

২০। মূলানুবাদ ঃ তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিগণ তোমাদের ঘরে না দেখে খোঁজা-খোঁজি করছে। তাঁদের চিত্তে অনিষ্টাশঙ্কা জন্মিয়ো না।

তা জানি, এই বলছি, সেই তত্ত্ব শোন,—**রজনী ইত্যাদি**—'রজনী' পদের বুৎপত্তিগত অর্থ-রঞ্জিতকারী—এই অর্থ ধরলে এই রাত্রিটি জ্যোৎস্নাময়ী সুতরাং 'এষাঘোররূপা' পদের সন্ধি-বিচ্ছেদ হবে, এষা+অঘোররূপা—শান্ত সুন্দর মৃগগণের দ্বারা, বা বৃন্দাবন-স্বভাবে অহিংস ব্যাঘ্র-গণের দ্বারা নিষেবিত এই রজনী, এদের সম্বন্ধে ভয় করবার কিছু নেই এই বনে। অথবা নিজ নিজ পতি প্রভৃতির থেকে ভয়ের কিছু নেই এই বনে, যে হেতু এই বনে ব্যাঘ্রাদি ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজেই এখানে তারা কেউ আসবে না, এরূপ ভাব। অতএব ব্রজে ফিরে যেও না, আমার কাছে থাক। কেন? **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রীদের এখানে থাকাই ঠিক—স্ত্রীমাত্রকেই কি নিজের নিকট রাখ? এরই উত্তরে **হে সুমধ্যমাঃ**—সৌন্দর্যে ও তারুণ্যে দীপ্ত হয়ে উঠলে যে সকল স্ত্রী শোভনমধ্যদেশা হয়, সেই তোমাদেরই এখানে থাকা সমীচীন, এরূপ ভাব। কৃষ্ণোক্তির এরূপ উপেক্ষাময় ও অপেক্ষাময় অর্থ, এরূপ বুঝতে হবে ।। বি০ ১৯ ।।

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ নমু পুরুষসিংহ! পরমবলীয়সস্তবান্তিকে স্থিতানাং নঃ কুতো ভয়-মিত্যাশঙ্ক্য সশঙ্কমাহ—মাতর ইতি। অত্র মাতরঃ পিতরো ভ্রাতর ইতি কুমারিকা দৃষ্ট্বা ভণিতং, বৃঢ়তয়া প্রতীতা 'দৃষ্ট্বা তু পতয়ঃ পুত্রাঃ' ইতি যদুক্তং, তৎ খলু পরিহাসার্থং কল্পনামাত্রমিতি স্থাপয়িষ্যতে। চ-শব্দঃ উক্ত-সমুচ্চয়ে, হি নিশ্চয়ে, অতো যদি কদাচিত্তেষ্বেকোঽপ্যত্রাগতো মৎপার্শ্বে যুষ্মান্ পশ্যেৎ, তদোভয়েষামপি লজ্জাভয়ে স্যাতামিতি ভাবঃ। অতোঽত্রাবস্থিত্যা নিজবন্ধুভ্যো মমাত্মনশ্চ সাধ্বসং ভয়ং মা কৃঢ্বং নোৎপাদয়। যদ্বা, মহামন্ত্রাভিজ্ঞ! তে সুদুর্গমবনমধ্যে নাগমিষ্যন্তি, আগতা অপি ন দ্রক্ষ্যন্ত্যেব, তত্রাহ—যুষ্মাকমপ্রাপ্ত্যা বন্ধুনামনিষ্টাশঙ্কাতো ভয়ং নোৎপাদয়ত, 'সাধবো বন্ধুবৎসলাঃ' (শ্রীভা০ ১১।২।৬) ইতি ন্যায়াৎ, অতস্তেষু স্নেহেন চ নিবর্ত্তধ্বমিতি ভাবঃ। অথবা শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্ প্রত্যাবৃত্ত্যেদং ব্যাখ্যেয়ম্—হে সুব্রত, ত্বৎপার্শ্বস্থিতা ন কুতশ্চিদপি বিভীমঃ, ইত্যাশঙ্ক্য চক্ষুর্মুদ্রণপূর্ব্বকং সাভিনয়মাহ—নেহেতি, মৎপার্শ্বে স্ত্রীভির্ন স্থেয়ম্। আবালব্রহ্মচারিত্বেন মম স্ত্রীসঙ্গপরিহারাদিত্যর্থঃ। অহো বত বালিকানাং বৃদ্ধানাং বা কদাচিৎ সহবাসে দোষোঽপি ন কিল ঘটেত, যূয়ন্তু নবযৌবনারূঢ়া ইত্যাহ—হে সুমধ্যমা ইতি। নমু মহাকপটপটো ব্রজেঽস্মাভিঃ সঙ্গো ভবতো বহুধা ভবত্যেব, তত্রাহ—ইহেতি' ইহ নির্জ্জনবনে সময়ে চ প্রদোষ ইতি দোষবিশেষং শ্রীমুখভঙ্গীবিশেষেণ সূচয়তি, অত ইহ ইদানীং যুষ্মৎসঙ্গান্মম দুষ্কীর্ত্তিরেব বাঢ়ং স্যাৎ, ইতি সর্ব্বথা প্রযাতৈবেতি। নমু সুপ্রতিষ্ঠ, ন কোঽপি জ্ঞাস্যতি, দুষ্কীর্ত্তের্মা ভৈষীঃ,

তত্রাহ—মাতর ইতি। অতো নূনমত্রাগতা দ্রক্ষ্যন্ত্যেবেতি ভাবঃ। অতো মদ্বন্ধূনাং মদ্দুষ্কীর্ত্তের্ভয়ং মা সম্পাদয়ত। অন্যৎ সমানম্, বস্তুতস্তু তেভ্যো ভয়োৎপাদনেন বংশীবাদনশ্চায়ম্—ন চাত্র স্বস্ববন্ধুজনাগমনমাশঙ্ক্যং, যতঃ মাতর ইত্যাদি। এবার্থে হি-শব্দঃ; গহনবনেঽস্মিন্নন্ধা ইবাপশ্যন্ত এব বিচিন্বন্তি, অতো বহুমার্গণেনাপি ন দ্রক্ষ্যন্তীত্যর্থঃ; অতশ্চ বন্ধুভ্যো ভয়ং মা কুরুত ইতি ॥ জী০ ২০ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ ওহে পুরুষসিংহ! পরম বলবান তোমার নিকট স্থিত আমাদের ভয়ের কি থাকতে পারে? এরূপ কথার আশঙ্কা করে কৃষ্ণ ভয়ে ভয়ে বলছেন—মাতর ইতি। এখানে 'মাতা, পিতা, ভাই' এরূপ যা বললেন, তা কুমারীদের দিকে লক্ষ্য করে, আর বিবাহিতা বলে যাঁদের মনে হল, তাঁদের দিকে লক্ষ্য করে, 'পতি, পুত্র' এরূপ বললেন। এই যা কিছু এখানে বলা হল, তা কিন্তু পরিহাসের জন্য কল্পনামাত্র, ইহা পরে স্থাপন করা হবে। 'চ' শব্দে উক্ত সমুচ্চয়ে। 'হি' শব্দ নিশ্চয়ে। অতএব যদি পিতা-মাতাদির মধ্যে কেউ কদাচিৎ এখানে এসে আমার পার্শ্বে তোমাদের দেখে, তবে তোমাদের ও আমার উভয়েরই লজ্জা-ভয়ে পড়তে হবে। অতএব এখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিজ বন্ধুদের নিকট থেকে আমার ও নিজেদের ভয় **মা কৃঢ়ৎবং**—জন্মিও না। অথবা, গোপীরা যেন থাকার অনুকূলে বলছেন—হে মহামন্ত্র-অভিজ্ঞ! এই সুদুর্গম বনমধ্যে তাঁরা আসবেন না, এলেও দেখতে পাবেন না আমাদের। এরই উত্তরে কৃষ্ণ—তোমাদের খুঁজে না পেয়ে তোমাদের বন্ধুরা অনিষ্ট আশঙ্কায় ভীত হবে—এদের এই ভয়ে ফেলা উচিত হবে না, 'সাধুরা বন্ধুবৎসল হয়ে থাকে' (ভূভা০ ১১।২।৬) এরূপ ন্যায় বাক্য থাকা হেতু। অতএব তাঁদের প্রতি স্নেহবশতঃ ঘরে ফিরে যাও। অথবা ১৯ ও ২০ এই শ্লোকদ্বয়ে পুনরায় ফিরে এসে এরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যথা—গোপীদের পূর্বপক্ষ, হে সুব্রত! তোমার পাশে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ আমরা কাউকেই ভয় করি না, এরূপ কথার আশঙ্কা করে কৃষ্ণ চক্ষু বুজে নিয়ে অভিলাষের সহিত বললেন—ন ইহস্থেয়ং—আমার পাশে স্ত্রীদের থাকা ঠিক হবে না, বালক কাল থেকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করায় স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগাদি হেতু। গোপীগণের পূর্বপক্ষ—অহো কি বলছ? বালিকা বা বৃদ্ধাদের সহিত কদাচিৎ একত্র বাসে দোষ হয় না। এর উত্তরে কৃষ্ণ—তোমরা তো নবযৌবন প্রাপ্ত্যা, এ আশয়ে বলা হচ্ছে—হে সুমধ্যমা! গোপীদের পূর্বপক্ষ, হে মহাকপটপটো! ব্রজে আমাদের সহিত তোমার সঙ্গ বহু বহু হয়েছে। এরই উত্তরে কৃষ্ণ—**ইহ ইতি** একতো এই নির্জন বনে, তাতে আবার এই রাত্রিতে—শ্রীমুখভঙ্গীবিশেষে দোষবিশেষের ইঙ্গিত করলেন, অতএব 'ইহ' এখানে ইদানীং তোমাদের সঙ্গ হেতু আমার দুষ্কীর্তি বেড়েই উঠবে, তাই বলছি, একেবারেই প্রস্থান কর। গোপীগণ যেন বলছেন—হে সুপ্রতিষ্ঠ! (ভাল লোক বলে তোমার বহু প্রতিষ্ঠা আছে, জানি)—এ সঙ্গের কথা কেউ জানবে না, কাজেই দুষ্কীর্তি বলে ভয় কর না। এরই উত্তরে কৃষ্ণ—**মাতয়ইতি** মাতা-পিতাদি তোমাদের খুঁজতে বের হবে—

২১। দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
যমুনানিল-লীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্॥

২১। **অন্বয়** ঃ যমুনানিল-লীলৈজত্তপল্লবশোভিতং (যমুনাস্পর্শিনঃ অনিলস্যবায়োঃ 'লীলা' মন্দগতিঃ তয়া 'এজন্তঃ' কম্পমানাঃ তরূণাং পল্লবাঃ তৈঃ শোভিতম্) রাকেশকররঞ্জিতং (পূর্ণ চন্দ্রসা কিরণৈঃ রঞ্জিতং) কুসুমিতং (ইদং) বনং দৃষ্টং।

২১। **মূলানুবাদ** ঃ (লজ্জায় চতুর্দিকে তাকাতে থাকলে কৃষ্ণ বললেন—) হে ব্রজরমনীগণ! পূর্ণচন্দ্রের কিরণমালায় সুরঞ্জিত, যমুনা ছোঁয়া সুশীতল মৃদুমন্দ বায়ুতে বিকম্পিত তরুপল্লবে সুশোভিত, কুসুমিত বন দেখেছ তো?

কাজেই নিশ্চয়ই এখানে এসে সব দেখে ফেলবে, এরূপ ভাব। অতএব 'বন্ধুসাধ্বসম্ মা কৃঢ়্ব' আমার বন্ধুদের মনে আমার দুষ্কৃতি হেতু ভয় জন্মিও না। আর সব ব্যাখ্যা পূর্বের মতই। বাস্তবার্থ—আসলে গোপীদের মনে ভয় জন্মিয়ে বেণুবাদন স্থান থেকে অতি গোপনীয় স্থানে নেওয়ার জন্য এরূপ উক্তি। প্রার্থনাময় অর্থ ঃ তোমরা নিজ নিজ বন্ধুগণের আগমণ-আশঙ্কা কর না। কারণ তোমাদের মাতা পিতাদি এই গহনবনে অন্ধের মত কিছু দেখতে না পেয়ে হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, কাজেই বহু খোঁজখুঁজিতেও তোমাদের দেখতে পাবে না; অতএব বন্ধুদের সম্বন্ধে ভয় কর না। জী০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ নমু, রাত্রাবপি বনেহপি যুবতীনামপি সঙ্ঘশোগমনে দোষো ন জনৈরুদ্‌ঘুষ্যতে। সত্যং, তদপি বন্ধবো ভবতীরনিষ্টাশঙ্কয়া সাম্প্রতমবশ্যমন্বিষ্যন্ত্যতস্তান্ মা ব্যাকুলয়তেত্যাহ—মাতর ইতি। বো যুষ্মান্ বিচিন্বন্তি মৃগয়ন্তে অত্র পুত্রাঃ দ্বিত্রমাস্যা এব নান্বেষণ চতুরাঃ "পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়" ইতি "ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ" ইতি পূর্ব্বাপরোক্তেস্তদপি ভগবতা স্বস্মিংস্তত্ত্বদ্বিশেষ জ্ঞানাভাবমভিনীতবতৈবোক্তমিত্যদোষঃ, অতো বন্ধূনাং সাধ্বসং যুষ্মদ্দর্শনোত্থং ভয়ং মাকুঢবং নোৎপাদয়ত। পক্ষেহপ্যন্তো বিচিন্বন্ত্যেব নত্বতিদূরে নিবিড়ে বনেহস্মিন্ বো ন দ্রক্ষ্যন্ত্যতো বন্ধুভ্যঃ সকাশাদ্ভয়ং মাকুঢবং স্বচ্ছন্দেন ময়া সহ রাত্রাবত্র বিলসতেতি ভাবঃ॥ বি০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ গোপীগণ পূর্বপক্ষ করছেন— রাত্রিতে হলেও, বনে হলেও, যুবতীদের পক্ষেও দোষের হয় না অনেকে দলবদ্ধ হয়ে গেলে, আর লোকেও কানাঘুষা করে না; এর উত্তরে কৃষ্ণ –সত্যই। তা হলেও বন্ধুগণ তোমাদের অনিষ্ট আশঙ্কায় সম্প্রতি অবশ্য তোমাদের খোঁজাখুঁজি করতে থাকবে, সুতরাং তাঁদিকে ব্যাকুল কর না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—মাতর ইতি। মা-বাপ-পুত্র-ভাই-স্বামী এরা সব বঃ–তোমাদিকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকবে। এর মধ্যে পুত্র-সকল যাঁরা দু-তিন মাসের, তারা অন্বেষণপর হবে না—"শিশুদের গো-দুগ্ধপান করানো ছেড়ে দিয়ে", "ঘরে ফিরে যাও, ক্রন্দনপর গোবৎস ও বালকদের" —এইরূপ পূর্বে ৬ ও পরে ২২শ্লোকে থাকা হেতু ২/৩ মাসের বলেই সিদ্ধান্ত করা হল—এই যে মূলে ভগবান্ 'পুত্র' পদটি ব্যবহার করলেন, তা

নিজেতে এদের বয়সাদি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানাভাব অভিনয় করেই, অতএব টীকায় আন্দাজে ২/৩ মাস বলায় দোষ হয় নি। অতএব বন্ধুদের **সাধ্বসং**—তোমাদের অদর্শন থেকে ভয় **মা কৃঢ়বং**—জন্মিও না। প্রার্থনাপক্ষে ব্যাখ্যা—না দেখে খোঁজাখুঁজি করতে থাকলেও অতিদূরে এই নিবিড় বনে তোমাদিকে দেখতে পাবে না, অনএব সেই বন্ধুদের থেকে ভয় করো না—আমার সহিত স্বচ্ছন্দে রাত্রে এখানে বিহার কর, এরূপ ভার। বি০ ২০ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ ততস্তাসাং প্রণয়কোপেন যদন্যতো দর্শনং, তদন্যথোৎপ্রেক্ষ্যতে—দৃষ্টমিতি। তদযাতেতি পরেণান্বয়ঃ। কুসুমিতমিত্যাদি-বিশেষণৈর্দৃশ্যতোক্তা তত্র চ ঈষৎপ্রণয়কোপতো বনাবলোকনে দৃষ্টং বনমিত্যুক্তম্। তত উর্দ্ধালোকনে চ রাকেশকর-রঞ্জিতমিতি ততঃ কালিন্দীতীরাবলোকনে তু যমুনেতি বিবেচনীয়ম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, নন্থ মহামোহনবাক্যাত্যতিক্রমেণ তেঽস্মাভিরুপেক্ষিতা এবেতি কুতো ভয়মিতি চেৎ, তর্হি তাদৃশ-প্রযত্নেন রাত্রাবত্রাগমনস্য কিং নাম প্রয়োজনমিতি সকৈতবং ক্ষণং ধ্যাত্বা, আং জ্ঞাতং দিষ্ট্যা পূর্ণচন্দ্রায়াং রাত্রৌ মদীয়-শ্রীবৃন্দাবনশোভানিরীক্ষণার্থমাগতমিতি, ভবতু, তচ্চ সম্পন্নমেবেত্যঙ্গুল্যাদিনা দর্শয়ন্ সলীলমাহ—দৃষ্টমিতি। অর্থঃ স এব। বস্তুতস্তু সাক্ষাত্তথা তাদৃশবনাদি-প্রদর্শনেন ভাবমেব বিবর্দ্ধয়তি, ইতি শ্লেষার্থশ্চায়ং ন কেবল তদ্ভয়াভাব এবাত্রাপি তু পরমসুখনিধানত্বমপীতি ভবোদ্দীপনায় স্বয়ং দর্শয়তি—দৃষ্টমিতীদৃশং সর্বগুণযুক্তং বনং দৃষ্টমেব, তত্তস্মাদেষাং মা যতেত্যন্বয় ইতি ॥ বি০ ২১ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ অনন্তর গোপীগণ প্রণয়কোপ বশতঃ কৃষ্ণ থেকে নয়ন ফিরিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই দৃষ্টিপাতকে ভিন্ন প্রকারে অনুমান করে বলছেন—দৃষ্টং বনং ইতি। **দৃষ্টং বনং**—বন তো দেখলে এবার **তদ্ যাত**—ঘরে ফিরে যাও। **কুসুমিতং**—অহো কুসুমিত ইত্যাদি বিশেষনে বন যে চেয়ে দেখবার মত রমণীয়, তা বলতে বলতেই গোপীদের ঈষৎ প্রণয়কোপ বশতঃ বনের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে কৃষ্ণ বললেন—'বনং দৃষ্টং' বন দেখা হল তো অতঃপর তাঁদের উপরের দিকে তাকাতে দেখে বললেন **রাকেশকর-রঞ্জিতম্**—পূর্ণচন্দ্রের কিরণজালে রঞ্জিত বনও দেখা হল—অতঃপর গোপীরা যমুনা তটের দিকে নয়ন ফেরালে বললেন—যমুনাজল-ছোঁয়া বাতাসের মন্দমন্দ প্রবাহে দোদুল্যমান তরু-পল্লবে সুশোভিত বনও দেখা হল, এবার ঘরে ফিরে যাও।

অথবা, গোপীগণ যেন থাকার পক্ষে বলছেন—হে মহামোহন! আমরা বাপ-মা প্রভৃতির বাক্যাদি লঙ্ঘনে তাঁদের উপেক্ষাই করেছি, সুতরাং আমাদের আর ভয় কি? এ-কথার উত্তরে কৃষ্ণ—বেশ তাই যদি হয়, তবে রাত্রিতে এখানে আসবার কি প্রয়োজন, দিনেই তো আসতে পারতে, এরূপ ছল বাক্য প্রয়োগ করবার পর ক্ষণকাল চিন্তা করে 'অহো বুঝতে পারলাম ভাগ্যক্রমে পূর্ণচন্দ্রে উদ্ভাসিত রাত্রি বেলায় মদীয় শ্রীবৃন্দাবন শোভা নিরক্ষণের জন্য এসেছ। বেশ তো ঐ দেখ-না সেই বনশোভা উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে—এই রূপে অঙ্গুলি নির্দেশে বন দেখিয়ে লীলা সহকারে বললেন—দৃষ্টম্ ইতি অর্থাৎ দেখাতো হয়ে গেল, এবার ঘরে যাও। বাস্তব অর্থ ঃ বস্তুতঃ সক্ষাৎ সেই রূপে

**২২। তদ্ যাত মাচিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥**

২২। **অন্বয়** ঃ (হে) সতীঃ তৎ (তস্মাৎ) মা চিরং (সত্বরং) ঘোষং (ব্রজং) যাত পতীন্ শুশ্রূষধ্বং বৎসাঃ বালাঃ চ ক্রন্দন্তি তান্ পায়য়ত (বৎসান্ পায়য়ত) দুহ্যত (বালার্থং দুগ্ধং দোহয়ত।)

২২। **মূলানুবাদ** ঃ হে সতীগণ! তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হয়েছে তো, অতএব এবার ঘরে ফিরে যাও। পতীদের সেবায় রত হও। তোমাদের পালনীয় গোবৎস ও শিশুগণ কাঁদছে, গাভী দুইয়ে গোবৎসদের শান্ত কর, আর শিশুদের গোদুগ্ধ পান করাও।

তাদৃশ বনাদি দেখিয়ে তাঁদের ভাব বর্ধন করা হল। প্রার্থনাময় অর্থ ঃ এখানে যে কেবল ভয়-অভাব, তাই নয়, পরন্তু এই বন পরম সুখের আগারস্বরূপও। গোপীদের ভাব উদ্দীপিত করে উঠানোর জন্য নিজে অঙ্গুলি নির্দেশে বনের রমণীয় দৃশ্য দেখিয়ে বললেন **দৃষ্টম ইতি**—যমুনার জলকণাবাহী মৃদুমন্দ বায়ুর স্পর্শে আন্দোলিত তরুপল্লবে সুশোভিত রমণীয় বন দেখা তো হলই—এবার ব্রজে ফিরে যেও না, কুঞ্জে চল। জী° ২১॥

২১। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ততশ্চ তা লজ্জয়া পরিতো বিলোকয়ন্তীরাহ,—দৃষ্টমিতি। আং জ্ঞাতং বনদর্শনার্থমাগতা ইতি ততশ্চ তাসামূর্দ্ধাবলোকনে সত্যাহ,—রাকেশেতি। যমুনাদিবলোকনে সত্যাহ যমুনাস্পর্শিনোঽনিলস্য লীলা মন্দগতিস্তয়া এজন্তঃ কম্পমানাস্তরূণাং পল্লবাঃ পুষ্পিতাস্তৈঃ শোভিতমিত্যভীপ্সিতং বনাদিদর্শনমপি নির্বৃত্তমতো। মাবিলম্বধ্বমিতি ভাবঃ। পক্ষে,—বৃন্দাবনমিদং সর্বোৎকৃষ্টং তত্রাপি পূর্ণচন্দ্রা রজনী, তত্রাপি চতুর্দিক্ষু যমুনা। তত্রাপি শৈত্য-মান্দ্য-সৌগন্ধবন্তোঽনিলা ইত্যুদ্দীপনবিভবা এতে আলম্বনবিভাবশ্চাহং বর্ত্তে এবেত্যদ্য যুষ্মৎকং রসিকতা পরীক্ষিতা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ॥ বি° ২১॥

২১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর গোপীগণ লজ্জায় চতুর্দিকে তাকাতে থাকলে কৃষ্ণ বললেন—**দৃষ্টম্ ইতি** - কুসুমিত বনের দিকে, চেয়ে আছ যে, অহো বুঝলাম তোমরা বন দেখতে এসেছ। অতঃপর তাঁরা উপরের দিকে তাকালে বললেন—**রাকেশ ইতি**—পূর্ণচন্দ্রের কিরণমালায় সুরঞ্জিত এই বন দেখছ বুঝি। যমুনার দিকে তাকালে বললেন, যমুনাস্পর্শী বায়ুর **লীলৈজৎ**—মন্দগতি দ্বারা 'এজৎ' কাঁপছে তরুর পুষ্পিত পল্লব—এর দ্বারা বনের সৌন্দর্য উচ্ছলিত হয়ে উঠছে—তোমাদের অভীপ্সিত বনদর্শন পরিপূর্ণ রূপে হল, কাজেই ঘরে ফিরতে আর বিলম্ব কর না, এরূপ ভাব। এই বৃন্দাবন সর্বোৎকৃষ্ট, তার মধ্যেও আবার এই রজনী পূর্ণচন্দ্রে ঝলমল, তার মধ্যেও আবার চতুর্দিকে যমুনা। এর মধ্যেও আবার শীতল সুরভিত বায়ু মন্দমন্দ প্রাবহমানা—এই সব উদ্দীপন বিভাব, এবং আলম্বন বিভাব আমি বিরাজমানই আছি—আজ তোমাদের রসিকতার পরীক্ষা হবে, এরূপ ভাব। বি° ২১॥

২২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** তত্তস্মাদ্বনশোভাদর্শনেন নিজমনোরথপূরণাৎ, সদোচ্চৈর্গীতদধিমন্থন-গবাদিশব্দৈর্ঘোষয়তি শব্দায়ত ইতি ঘোষঃ। শ্লেষেণ তু—সর্ব্বেষাং সর্ব্ববৃত্তং ঘোষয়তীতি তং গোপাবাসং যাত। গোষ্ঠমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তত্রৈব ভবতীনাং সর্ব্বা সামগ্রীতি, তদেব গন্তুং যুজ্যত ইতি ভাবঃ। মাচিরমচিরা-দেবেত্যর্থঃ; যদ্বা, তত্র বিলম্বং মা কুরুতেত্যর্থঃ। কিমর্থম্? পতিং শুশ্রূষধ্বং সেবধ্বম্। কুতঃ? সতীঃ হে সত্যঃ, অন্যথা সাধ্বীত্বভঙ্গঃ স্যাৎ; অতঃ পরপুরুষস্য মম পার্শ্বে যুষ্মাকমবস্থানমযুক্তমিতি ভাবঃ। নন্থ পরমসেব্য-ত্বৎসেবামসহমানাঃ সদাসূয়াবন্তো দুষ্টতরাস্তেঽস্মাভিঃ পরিত্যক্তা এব, পতিব্রতাত্বমপি ত্বৎপাদাব্জং নির্ম্মঞ্ছনীকৃত্য দূরতঃ ক্ষিপ্তমিত্যাশঙ্ক্য সকরুণমিব পক্ষান্তরমাশ্রয়ন্ বৎসাদিষু স্নেহং জনয়তি—ক্রন্দন্তীতি। অতস্তান্ বৎসান্ পায়য়ত, বালার্থঞ্চ দুহ্যত দুগ্ধং দোহয়তেত্যর্থঃ। এতচ্চ তত্তৎসন্নিধানমাত্রবিস্রম্ভি-তত্তৎপ্রিয়গবাদ্যপেক্ষয়া। অত্রেদং তত্ত্বম্—তাঃ খলূদ্দিশ্য 'স বো হি স্বামী ভবতি' ইতি গোপালতাপন্যাম্, শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৬৭) দশাক্ষরাদিমন্ত্রাশ্চ তথা শ্রুত্যাগমাদৌ; 'কৃষ্ণবধ্বঃ' ইতি চাত্রৈব। তদেবং শ্রীকৃষ্ণৈককান্তানাং পরমলক্ষ্মীণাং তাসামন্যত্র বিবাহো ন সম্ভবতি, তৎপ্রতীতিশ্চ তাসামুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থং 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' (শ্রীভা০ ১০।২৯।১) ইত্যাদৌ তদর্থং নির্দ্দিষ্টয়া যোগমায়য়ৈবেতি গম্যতে। যৈব খলু তৎপ্রতিরূপকল্পনয়া তৎপতিম্মন্যাংস্তান্ বঞ্চয়তি, বক্ষ্যতে হি 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়' (শ্রীভা০ ১০।৩৩।৩৭) ইত্যাদি। ততস্তৈঃ সহাঙ্গসঙ্গাভাবেনাজাতাপত্যা এব কেবলং স্নেহবিশেষেণ ভ্রাতৃ-প্রভৃতিপুত্রান্ যান্ পালয়ন্তি, ত এব পুত্রা ইত্যুচ্যতে, তেষামপি লোকে পুত্রতয়া ব্যবহারাদ্বিশেষতস্তথা পাল্য-মানত্বাৎ। শ্রীবলদেব-সাম্বাবপ্যুদ্দিশ্য 'সস্তুতঃ সম্মুখঃ প্রায়াৎ সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ' (শ্রীভা০ ১৯।৬৮।৫২) ইতি শ্রীশুক-বাক্যেঽপি প্রযুক্তত্বাৎ। অতঃ স্তন্যাভাবেন গোদুগ্ধমেব তান্ পায়য়ন্তীতি তান্ পায়য়ত দুহ্যত ইত্যুচ্যতে। অতএব মুনিনাপ্যুক্তম্ 'পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ' (শ্রীভা০ ১০।২৯।৬) ইত্যত্র শিশূনিত্যেব, পয় ইত্যেব চ, ন তু সুতান্ স্তনমিতি। যদি চ তাসামুদরজা এব তে স্যুস্তদা রাসনৃত্যনায়িকানামাদিরসনায়িকানাঞ্চ তাসাং বৈরূপ্যেণ তস্য রাসনৃত্যস্য রসস্য চ বৈরূপ্যং স্যাৎ। 'মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ' ইত্যত্র শ্রীভগবদ্বাক্যে কেষাঞ্চিদ্রাত্রাবপি বনেঽপি মাত্রাদিবিচেতৃত্বেন কাসাঞ্চিদর্দ্ধজরতীত্বমপ্যায়াতি, তত্র পুনরতীব তৎ স্যাৎ, তত্তু শ্রীবৈশম্পায়নস্যাসম্মতম্। 'যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ' ইত্যনেন, তথা তদিদং তাসামালম্বনরূপাণামুদ্দীপনসৌষ্ঠবমপি বর্ণয়তা শ্রীমন্মুনীন্দ্রেণ ন মতম্। 'ভগবানপি তা রাত্রীঃ ইত্যাদাবুদ্দীপনসৌষ্ঠবেনালম্বনরূপাণাং তাসাং সৌষ্ঠবমনুস্মৃত্য রন্তুং মনশ্চক্র ইতি চ গমিতম্। বক্ষ্যতে চ তাসাং সৌষ্ঠবং শ্রীভগবন্তমপেক্ষ্যাপ্রৌঢ়ত্বঞ্চ। 'মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা' (শ্রীভা০ ১০।৩৩।৬) ইত্যনেন 'ব্যরোচতৈনাঙ্ক ইবোডুভির্বৃতঃ' (শ্রীভা০ ১০।২৯।৪৩) ইত্যনেন, 'তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ' (শ্রীভা০ ১০।৩৩।৭) ইত্যনেন চ। তস্মাৎ শ্রীভগবতা তাসাং সপুত্রতয়া নির্দ্দেশস্তু পরিহাসপর এব ন, তু দোষো-দ্গারপরঃ। 'বাচঃপেশৈর্বিমোহয়ন্' ইত্যত্র, 'প্রহস্য সদয়ং গোপীঃ' ইত্যত্র পরিহাসস্য স্ফুটতরত্বং দৃশ্যতে, অতএব 'মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ' ইত্যাদিকঞ্চ কল্পনাময়মেব জল্পিতং পরিহাসং বিনা তু দোষোদ্গারে 'নিন্দামি চ পিবামি চ' ইতি ন্যায়েন তাসাং স্বীকারে পরমবৈরস্যমেব চ স্যাৎ। আস্তাং তাবত্তাসাং স্বয়ং দোষোদ্গারঃ, তাদৃশস্যালম্বনদোষ-স্যাস্তিত্বমাত্রেঽপি পরমরসব্যাঘাতঃ স্যাৎ। তচ্চান্যত্রাপি সন্নায়কে কবিভির্বর্ণনীয়ত্বেন স্বীকৃতেন সম্ভবতি, কিমুত পরমপুরুষোত্তমে মহাকবিবর্গবর্ণনীয়ে লীলারসবিশেষবর্ষণার্থমবতীর্ণে তস্মিন্। বক্ষ্যতে—'ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ' ইতি (শ্রীভ০ ১০।৩৩।৩৬), 'সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ, সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ (শ্রীভা০ ১০।৩৩।২৫) ইতি চ। তস্মাৎ পতয়োঽপ্যাসাং মায়ামাত্রপ্রতীতাঃ পুত্রাশ্চ গৌণার্থা ইতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্—তত্তস্মাদ্-বন্ধুভ্যঃ সাধ্বসাভাবাদুপবনশোভারতিসামগ্রীসদ্ভাবাচ্চ। অচিরং শীঘ্রং মা যাত, যদি যাস্যথ, তদা বিলম্বেন রাত্র্যন্ত এব

মাস্তথেত্যর্থঃ। চকারান্মাশব্দস্যাগ্রেহপি সর্বত্র সম্বন্ধঃ। পতীন্ মা শুশ্রূষধ্বং, সতীশ্চ সাধ্বীর্মা শুশ্রূষধ্বং ন সেবধ্বং, তৎপদবীমপি ন যাতেত্যর্থঃ। স্বাতন্ত্র্যাদি-সুখভঙ্গাদিতি নর্মৈব। বৎসা বালাশ্চ মা ক্রন্দন্তি, তস্মাত্তান্ মা পায়য়ত, মা দুহত, ইতি চ স্বাতন্ত্র্যং সূচিতমিতি॥ জী০ ২২ ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ তদ্—সেই হেতু অর্থাৎ বনশোভা দর্শনে মনোরথ-পূরণ হেতু ব্রজে ফিরে যাও। **ঘোষং**—সর্বদা উচ্চস্বরে গান-দধিমন্থন-গবাদির শব্দে ঘোষবান্ অর্থাৎ উচ্চ শব্দায়মান্ যে স্থান তাকে বলে গোপাবাস বা ব্রজ; অর্থান্তরে সকলের সকল আচরণ ঘোষনা করে বলে এর নাম গোপাবাস বা ব্রজ। কোথাও গোষ্ঠপাঠও আছে। সেখানেই তোমাদের সকল সামগ্রী পড়ে রয়েছে, কাজেই সেখানে চলে যাওয়াই সমীচীন, এরূপ ভাব। **মাচীরং**—অচিরাৎই, এরূপ অর্থ।

অথবা, এ বিষয়ে বিলম্ব করা ঠিক হবে না। কেন? **পতীন্ শুশ্রূষধ্বং**—তথায় গিয়ে পতীদের সেবা কর। কেন? **সতীঃ**—হে সতীগণ, অন্যথা সাধ্বীত্ব ভঙ্গ হবে; অতএব পরপুরুষ আমার পার্শ্বে তোমাদের অবস্থান যুক্তিযুক্ত নয়, এরূপ ভাব। পরমেসব্য তোমার সেবা যাদের অসহ্য সেই সদা অসূয়াবান্ অতি দুষ্ট স্বামিগণকে আমরা একেবারে পরিত্যাগ করেছি। তোমার পাদপদ্ম নীরাজন করে পতিব্রতা ধর্ম দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি—গোপীগণের এরূপ কথার আশঙ্কা করে শ্রীকৃষ্ণ যেন সকরুণ ভাবে পক্ষান্তর আশ্রয় করে গোবৎসাদির প্রতি গোপীদের মনে স্নেহ জন্মাচ্ছেন—ক্রন্দন্তি ইতি অর্থাৎ বৎস ও বালকগণ কাঁদছে, অতএব বৎসদের দুগ্ধপান ও বালকদের জন্য দুগ্ধ-দোহন করাও গিয়ে। এই যা বললেন, তাও সেই সেই গোবৎসদের কাছে আগমন মাত্রেই স্নেহে আকুল তাঁর প্রিয় সেই সেই গবাদির অপেক্ষাতেই। এ বিষয়ে তত্ত্ব এইরূপ—[তত্ত্বতঃ কৃষ্ণই গোপীদের স্বামী] গোপালতাপনীতে গোপীগণের প্রতি ব্রহ্মার বাক্যই প্রমাণ, যথা-"সেই গোবিন্দ তোমাদের স্বামী।" ব্রহ্মসংহিতা বাক্য—"নিত্যধাম গোলোকে যে কান্তাগণ আছেন, তাঁরা সকলেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দই তাঁদের স্বামী।" দশাক্ষর মন্ত্র ও শ্রুতি-আগমাদিতে এইরূপ সিদ্ধান্তই দেখা যায়। —(শ্রীভা০ ৩৩।৯) শ্লোকে "গোপীগণ কৃষ্ণের বধূ"। অতএব শ্রীকৃষ্ণেরই একান্ত কান্তা পরম লক্ষ্মীগণের অন্যত্র বিবাহ সম্ভবপর হতে পারে না। গোপীদের যে বিবাহ-প্রতীতি তাও তাঁদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্যই। রাসের প্রথম শ্লোকে "যোগমায়ামুপাশ্রিত" বাক্যে যোগমায়াকেই লীলা-সম্পাদন কার্যে নিযুক্ত করা হয়েছে, যিনি গোপীদের প্রতিমূর্তি রচনা দ্বারা তাঁদের পতিম্মন্য গোপসকলকে বঞ্চনা করেন। —(শ্রীভা০ ৩৩।৭) শ্লোকে উক্তও আছে—"গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ-মায়ায় মোহিত হয়ে নিজ নিজ পত্নীকে নিজ নিজ পাশে আছে মনে করে অসূয়া করেন নি।" সিদ্ধান্ত এরূপ দাঁড়ালে বুঝাই যাচ্ছে—এই পতিম্মন্য গোপেদের সহিত গোপীদের অঙ্গসঙ্গ অভাবে তাদের পুত্রকন্যা হয় নি, কাজেই তাঁরা কেবল স্নেহবিশেষে ভাই প্রভৃতির যে সব পুত্র কন্যাদির

পালন করতেন তাদেরকেই এখানে পুত্রকন্যা বলা হয়েছে, এই সংসারেও তাদের সম্বন্ধে পুত্রকন্যা-ভাবের ব্যবহার থাকা হেতু, বিশেষতঃ তথা লালন-পালন হওয়া হেতু এবং (শ্রীভা০ ১০।৬৮।৫২) শ্রীশুকদেব বাক্যেও এরূপ প্রয়োগ থাকা হেতু, যথা—"শ্রীবলরাম হস্তিনাস্থ সুহৃদ্‌গণ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়ে পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত দ্বারকায় গমন করলেন।" এখানে লক্ষণা-হরণ ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্বই শ্রীবলরামের 'পুত্র' রূপে অভিহিত হল।" অতএব গোপীগণের স্তনদুগ্ধের অভাব বশতঃ তাঁরা পুত্রদিকে গোদুগ্ধই পান করাতেন, তাই এই শ্লোকে কৃষ্ণ বললেন—"গোবৎসদের দুগ্ধ পান করাও বালকদিকের জন্য দুগ্ধ দোহন করাও।" অতএব (শ্রীভা০ ১০।২৯ ৬) শ্লোকে শ্রীশুকদেবও বললেন—"শিশুদের দুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন।" এখানে 'পুত্র কন্যা' না বলে, বললেন 'শিশু' এবং স্তন না-বলে, বললেন দুগ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীভা০ ১০।২৯।২০) শ্লোকে বলেছেন " তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র প্রভৃতি তোমাদের অন্বেষণ করছে।" এখানে স্পষ্ট ভাবে 'পুত্র' শব্দের উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় রাত্রি কালেও বনেও খোঁজাখুঁজি করার উপযুক্ত বয়স্ক পুত্রদের কথাই এখানে বলা হয়েছে, কাজেই এদের মাতারা তো অর্ধ্বজরতীই হবে। এ সিদ্ধান্তে বৈশম্পায়ন মুনির সম্মতি নেই। এ তার উক্তি থেকেই বুঝা যায়, যথা—"কালবিৎ কৃষ্ণ কৈশোর বয়স অঙ্গীকার করত যুবতী গোপকন্যাদের বনে জড় করে তাঁদের সঙ্গে বিহার করেছিলেন।" আলম্বনরূপা এই গোপীদের উদ্দীপন সৌষ্ঠব বর্ণনকারী শ্রীমন্ শুকদেবেরও সম্মতি নেই উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তে। তিনি রাসের প্রথম শ্লোকের "শ্রীকৃষ্ণও উৎফুল্ল-মল্লিকা শোভিত রাত্রি দেখে বিহার করতে ইচ্ছা করলেন" ইত্যাদি কথায় জানানো হল, প্রকৃতির উদ্দীপন সৌষ্ঠবের দ্বারা আলম্বনরূপা গোপীদের সৌষ্ঠবের প্রতি স্মৃতি চালন করে বিহার করতে ইচ্ছা করলেন। শ্রীশুকদেবও (শ্রীভা০ ৩১।৬,৭) শ্লোকে গোপীগণের সৌষ্ঠব এবং কৃষ্ণ থেকে গোপীগণের যে অল্প বয়স, তা বলেছেন, যথা—"স্বর্ণময় মণিচয়ের মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি যেমন শোভা পায়, সেই রূপ স্বর্ণবর্ণ গোপীমণ্ডলীর মধ্যে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ শোভা পেতে লাগলেন " আর (শ্রীভা০ ১০। ২৯।৪৩) শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলেছেন 'তারকামণ্ডলী পরিবৃত চন্দ্র যেমন শোভা পায়, সেইরূপ গোপীমণ্ডলী মধ্যে কৃষ্ণ শোভা পেতে লাগলেন।" আরও (১০।২৯।৪৩) শ্লোকে বলেছেন—"মেঘমণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যুৎ-এর মতো শোভা পেতে লাগলেন গোপীগণ।" সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদের পুত্রবতী বলে চিহ্নিত করলেন, তা পরিহাসপর, দোষোদ্গার নয়—ইহা যে পরিহাস তা পূর্বের ১৭শ্লোক থেকেই বুঝা যায়, যথা "বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিকটে উপস্থিত দেখে তাদিকে বাগ্‌বিলাসে মোহিত করত বলতে লাগলেন।" ইহা যে পরিহাস তা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে পরবর্তী ৪২শ্লোকে যথা—"শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বিক্লবিত বাক্য শুনে ব্যঙ্গোক্তি পূর্বক রমণে প্রবৃত্ত হলেন।" অতএব বুঝা যাচ্ছে "মাতা-পিতা-পুত্র প্রভৃতি তোমাদিকে অন্বেষণ করছে" ইত্যাদি কথা কল্পনাময় পরিহাস উক্তি। পরিহাসচ্ছলে না হয়ে যদি নিছক দোষোদ্গারে হয়,

তবে 'নিন্দাও করবো, আবার পানও করবো' এই ন্যায়ে গোপীদিকে স্বীকারে পরম বিরসতাই হয়। নায়ক শিরোমণি কৃষ্ণ নিজেই যে গোপীদের দোষোদ্গার করবেন, এরূপ কথা দূরে থাকুক তাদৃশ নায়কের পক্ষে আলম্বন দোষের অস্তিত্ব মাত্রও পরম রসবিঘাতক হয়ে থাকে। কবিগণ কর্তৃক বর্ণন হেতু উত্তম বলে স্বীকৃত অন্যান্য সংনায়কেও যখন তাদৃশ আলম্বন-দোষ সম্ভবপর হয় না, তখন মহাকবিগণের দ্বারা বর্ণনীয়, লীলারসবিশেষ বর্ষণার্থে অবতীর্ণ এই পরম-পুরুষোত্তম কৃষ্ণে যে আলম্বন দোষ সম্ভবপর নয়, সে আর বলবার কি আছে? লীলারস বর্ষণ সম্বন্ধে (১০।৩৩।৩৬) শ্লোকে বলাও হয়েছে—"ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য দেহ ধারণ করে এমন সব লীলা করেন যার শ্রবণে তন্নিষ্ঠতা লাভ হয়।" আরও (শ্রীভা° ১০।৩৩।২৫) শ্লোকে "আত্মাতে সৌরত অবরুদ্ধ করত শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শরৎকাব্য-কথার সাশ্রয়া জ্যোৎস্নময়ী রজনী সেবা করতে লাগলেন।" সুতরাং এই গোপীগণের পতিসকল মায়ামাত্র প্রতীত এবং পুত্রসকল আরোপিত অর্থাৎ বাস্তবিক পুত্র নহে।

প্রার্থনাময় ব্যাখ্যা ঃ বন্ধুগণ থেকে কোনও ভয়ের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, আর উপবনশোভা-রূপ রতি-সামগ্রী উছ্‌লিয়ে পড়ছে, কাজেই শীঘ্র ঘরে ফিরে যেও না; যেতেই যদি হয়, বিলম্বে রাত্রি শেষেই যেও, এরূপ অর্থ। পতীগণকে সেবা করো না, সাধ্বীগণের সেবা কর না, অর্থাৎ তাদের পথেও পা বাড়িও না। কারণ এতে স্বাতন্ত্র্যাদি সুখ চলে যাবে, এ নর্ম বাক্য। গোবৎস ও গোপশিশু কাঁদছে না, কাজেই বৎসদের দুধ পান করানো বা শিশুদের দোয়ানো দুধ পান করানোর প্রয়োজন নেই—এখানে স্বাতন্ত্র্য সূচিত হল। জী° ২২ ॥

২২। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তত্তস্মান্না চিরং যাত অপি তু শীঘ্রমেব যাতেত্যর্থঃ। সতীঃ পতিব্রতা অপি শুশ্রূষধ্বং তদ্ধর্ম্মগ্রহণার্থং তা অপি ভজনীয়া এবেতি ভাবঃ। ইতি পরোঢ়া উক্তা কুমারীঃ প্রাহঃ—বৎসা গবাং ক্রন্দন্তি, তান্ দুহত দোহয়ত। মুনিচরীঃ প্রাহ—বালাঃ ক্রন্দন্তি, তান্ পায়য়ত। পক্ষে তত্তস্মাচ্চিরং সমস্তামপি রাত্রিং ব্যাপ্য মা যাত ময়া সহ রমধ্বমিতি ভাবঃ। পতীন্ সাধ্বীশ্চ মা শুশ্রূষধ্বং, বিধাত্রা দত্তস্যৈতাদৃশসৌন্দর্য্যস্য যৌবনস্য চ বৈয়র্থ্যপ্রাপণানৌচিত্যাদিতি ভাবঃ। এবং মা দোহয়ত মা পায়য়ত মদনুরাগিণীনাং ভবতীনাং কিং তৈরিতি ভাবঃ॥ বি° ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ তৎ—বনশোভা দেখে মনোরথ পূর্ণ হয়েছে তো, সুতরাং ব্রজে ফিরে যেতে দেরী কর না, পরন্তু শীঘ্রই চলে যাও, এরূপ অর্থ। **পতীন্ সতী**—হে সতীগণ! পতীদের শুশ্রূষধ্বং সেবা কর। বিবাহিতাদের প্রতি এরূপ বলবার পর কুমারীদের বললেন, গোবৎস সকল ব্যা-ব্যা শব্দে কাঁদছে গাভীদের দুইয়ে এদের শান্ত কর। মুনিচরী গোপীদের প্রতি বলছেন, **বালাঃ ক্রন্দন্তি**—শিশুগণ কাঁদছে, তাঁদের গোদুগ্ধ পান করাও। প্রার্থনা পক্ষে ঃ বনের রমণীয়তা দেখলে, সুতরাং **মাচিরং**—সমস্ত রাত্রিই গমন থেকে বিরত থাক, আমার সহিত বিহার কর, এরূপ ভাব। পতী ও পতীব্রতাদের সেবা কর না, কারণ বিধাতার দেওয়া তাদৃশ সৌন্দর্য-

২৩। অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥

২৩। **অন্বয়** ঃ অথবা মদভিস্নেহাৎ যন্ত্রিতাশয়াঃ (বশীকৃতচিত্তাঃ) ভবত্যঃ আগতাঃ ন হি উপপন্নং (তৎ সিদ্ধং) জন্তবঃ (সর্বে প্রাণিনঃ) মম (মত্তঃ) প্রীয়ন্তে (প্রীতাঃ ভবন্তি)।

২৩। মূলানুবাদ ঃ উচ্ছলিত স্নেহে তোমরা আমাতে বশীকৃত চিত্তা, তাই এখানে এসেছ, আমার দর্শন লাভে উহা সিদ্ধ হয়েছে। প্রাণী মাত্রেই আমাতে প্রীতি পোষণ করে থাকে, এই সাধারণ প্রীতির টানেই তোমরা এসেছ, নয় কি?

মাধুর্যের বিফলতা পাওয়ানো সমুচিত নয়, এরূপ ভাব। গাভীদের ও শিশুদের দুগ্ধ পান করানোর দরকার নেই। আমাতে অনুরাগিণী তোমাদের এ সবে কি প্রয়োজন। বি° ২২॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অথ সংরম্ভক্ষুভিতদৃষ্টীস্তা নিবর্ত্তয়িতুমিব জন্তুমাত্রসাধারণতা-নির্দ্দেশে-নাতিক্ষোভয়ন্নাহ—অথবেতি। পক্ষান্তরমিদম্—দৃষ্টং বনমিত্যাদি। নিরসনাপেক্ষয়া ময়ি যোঽভিস্নেহঃ প্রীতিসামান্যাতিশয়ঃ; তস্মাদিতি রত্যাখ্যঃ পুংস্ত্রীভাববিশেষো ন গৃহীতঃ, বিশেষণাভাবাৎ। অতএব মহৌদাস্যমাহ—হি যতঃ সর্ব্বেঽপি প্রাণিনো ময়ি প্রীতিং কুর্ব্বন্তীতি। মদভিস্নেহাদিতি, সাক্ষাদুক্ত্যা তমপি শিথিলয়তি। অতএব গৌরবেণ ভবত্য ইতি। অন্যৈস্তৈঃ। যদ্বা, অহো বত পরিত্যক্তা এব তে সর্ব্বে, তৎ কিং পুনস্তন্নামগ্রহণেনেত্যাশঙ্ক্য সশ্লাঘং পক্ষান্তরমাহ—অথবেত্যর্থস্তথৈব বস্তুতস্ত্বেবমৌদাসীন্যং চাতুর্য্যভঙ্গ্যাভাববিবর্দ্ধনার্থমেবেতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্—এবং যদ্যপ্যন্য-প্রয়োজনায়াগতাস্তথাপি মৎপ্রার্থনয়া কিয়ন্তং ক্ষণমত্র বিশ্রাম্যতেত্যেবমুক্ত্বা পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। অভি-শব্দেন স্নেহস্য সম্যক্তোক্ত্যা রত্যাখ্যভাব এব সূচ্যতে, ততশ্চ যদি বা মদভিস্নেহাদাগতাস্তর্হি তদেতৎ উপপন্নং যুক্তবেবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—জন্তবঃ প্রাণিমাত্রাণ্যপি মম মৎসম্বন্ধে প্রীয়ন্তে, ময়ি প্রীতা ভবন্তীত্যর্থঃ। ততস্তাদৃশভাববতীনাং বা ভবতীনাং কা বার্ত্তেতি ভাবঃ। অতএব প্রেমাদরেণ, ভবত্য ইতি, অতোঽধুনা ময়া সহ স্বচ্ছন্দং রমধ্বমিতি ভাবঃ॥ জী° ২৩॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ উপেক্ষাময় ব্যাখ্যা—অতঃপর ক্রোধবশতঃ ক্ষুভিত দৃষ্টি গোপীদিকে যেন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই প্রাণিমাত্রের সহিত সাধারণভাবে নির্দেশ করত আরও অধিক ক্ষুভিত করে বলতে লাগলেন—অথবা ইতি। **অথবা**—এখানে এই শব্দের অর্থ পক্ষান্তরে বনে আসার কারণ রূপে ২১শ্লোকে যে বলা হয়েছে 'দৃষ্টং বনং' ইত্যাদি, তা নিরসন করত অন্য কারণ বলতে গিয়ে 'অথবা' শব্দের প্রয়োগ। অন্য কারণটি হল **মদভিস্নেহাৎ**—আমার অনুরাগ-বশীভূত হওয়া হেতু। এই 'অভিস্নেহ' পদের কোনও বিশেষণ না থাকায় এর অর্থ প্রীতি সামান্য অতিশয়; 'রতি' নামক পুংস্ত্রী ভাববিশেষ গৃহীত নয়। অতএব মহা উদাসের ভাবই প্রকাশ পেয়েছে এই পদে, **হি**—এই প্রীতির কারণ দেখান হচ্ছে, প্রাণীজগতের সকলেই আমাকে প্রীতি করে থাকে (তোমরাও করছ,

এতে আর বেশী কি ?) এই সাক্ষাৎ উক্তি দ্বারা ঐ প্রীতি-সামান্যের আতিশয্যকেও শিথিল করে দেওয়া হয়েছে ; অতএব **ভবত্যঃ**—'আপনারা' এইরূপ গৌরব সূচক পদ ব্যাবহার করা হয়েছে, নায়িকা সম্বন্ধে যে সাধারণ রীতি, সেই 'তোমরা' পদ ব্যাবহার না করে। [শ্রীধর—ক্রোধ-ক্ষুভিত দৃষ্টিযুক্ত গোপীদের প্রতি বলা হচ্ছে, অথবা ইতি। **যন্ত্রিতাশয়াঃ**—বশীকৃত চিত্তা। **উপপন্নং**—যুক্তিযুক্তই হয়েছে। **প্রীয়ন্তে**—প্রীতি যুক্ত হয়]।

অর্থান্তর ঃ অহো কি দুঃখের কথা, মাতা-পিতা প্রভৃতি আমাদের দ্বারা একান্ত ভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে, পুনরায় তাঁদের নাম করার কি প্রয়োজন,—গোপীদের এরূপ কথার আশঙ্কা করে কৃষ্ণ শ্লাঘার সহিত পক্ষান্তর উঠিয়ে বলছেন, **অথবা** উপরের ব্যাখ্যার সহিত একই অর্থ হবে। বস্তুতঃ চাতুর্য-ভঙ্গী দ্বারা ভাব বিশেষরূপে উচ্ছলিত করে উঠানোর জন্যই এরূপ ঔদাসীন্য।

প্রার্থনাময় পক্ষে ব্যাখ্যা ঃ এইরূপে যদিও অন্য প্রয়োজনে এসেছ, তথাপি আমার প্রার্থনায় কিছু-ক্ষণ এখানে বিশ্রাম করে যাও, এইরূপ বলে পক্ষান্তর তুলে বলছেন-অথবা ইতি। **অভিস্নেহাৎ**-'অভি' শব্দে স্নেহের সম্যক্ অর্থাৎ উন্নত অবস্থা বলা হেতু রত্যাখ্য ভাবই সূচিত হল। অতঃপর যদি-বা আমার প্রতি রত্যাখ্য ভাবে বশীকৃত-চিত্তা হয়ে এসেছ, তা হলে এ **উপপন্নং**—যুক্তিযুক্তই হয়েছে। এ বিষয়ে হেতু— **জন্তরঃ**—প্রাণীমাত্রই **মম**—আমার সম্বন্ধে প্রীতি করে থাকে অর্থাৎ আমাতে প্রীতিপরায়ণ হয়ে থাকে। কাজেই আপনাদের মত ভাববতীদের কথা আর কি বলব, এরূপ ভাব। এখানে প্রেমাদরে **ভবত্যঃ**—'আপনারা' এরূপ সম্মান সূচক পদ ব্যাবহার করা হল। অতএব অধুনা আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বিহার করুন ॥ জী০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অথবেতি। হন্ত ময়া বৃথৈবৈতান্যগমনকারণানি কল্পিতান্যধুনৈব কারণমবগতমিত্যাহ, —ময়ি। যোঽভি সর্ব্বতোভাবেন স্নেহস্তস্মাৎ যন্ত্রিতাশয়াঃ বশীকৃতচিত্তাঃ অতএবাগতাস্তদুপপন্নং মদ্দর্শনলাভাৎ সিদ্ধং যতো ময়ি জন্তবঃ প্রাণিমাত্রাণি প্রীয়ন্তে ইত্যোৎপত্তিকং মে সৌভাগ্যং নত্বৌপাধিকমিতি ভাবঃ। তেন ভবত্যো ময়ি প্রীতিসামান্যবত্য এব নতু কামোপাধিক প্রীতিবিশেষবত্য ইতি ধ্বনিতম্। পক্ষে—মদভিস্নেহঃ কান্তভাবময়ঃ প্রেমা তস্মাদ্ধেতোর্যন্ত্রীকৃত আশয়ো যাভিস্তাঃ ভবতীনাং মনসা যন্ত্রেণৈবাহমাকৃষ্টো বর্ত্তে ইত্যর্থঃ। তৎ আগমনং উপপন্নং উচিতমেব। নতুপপত্তিরহিতমিত্যর্থঃ। ময়ি জন্তবোঽপি প্রীয়ন্তে কিমুত ভাববত্যো ভবত্য ইতি ভাবঃ॥ বি০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ **অথবা ইতি**—হায় হায় আমি বৃথাই এত সব আগমন কারণ কল্পনা করছি। এই তো এখনই কারণ বুঝে ফেললাম, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**মদভিস্নেহাৎ ইতি** - যেহেতু তোমাদের স্নেহ উচ্ছলিত হয়ে উঠছে, তাই এর দ্বারা **যন্ত্রিতাশয়াঃ**—বশীকৃতচিত্তা, সুতরাং এখানে এসেছ। **তৎউপপন্ন**—আমার দর্শন লাভে উহা সিদ্ধ হয়েছে। যেহেতু আমার প্রতি **জন্তবঃ** প্রাণীমাত্রই প্রীতি পোষণ করে থাকে, এ আমার স্বাভাবিক সৌভাগ্য, সাধন দ্বারা প্রাপ্ত নয়, এরূপ ভাব। সুতরাং আমার প্রতি তোমাদের যে প্রীতি, তা প্রীতি সামান্যই, পরন্তু কান্তভাবের প্রীতিবিশেষ নয়, এরূপ ধ্বনি। **প্রার্থনাময় ব্যাখ্যা** ঃ আমার প্রতি 'অভিস্নেহ'

২৪। ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥

২৪। **অন্বয়** ঃ হে কল্যাণ্যঃ অমায়য়া ভর্ত্তুঃ (স্বমিনঃ) শুশ্রূষণং তদ্ বন্ধুনাং চ (ভর্ত্তৃবান্ধবানাঞ্চ শুশ্রূষণং) প্রজানাং (পুত্র ভৃত্যাদীনাং) অনুপোষণং (লালন পালনাদিকং চ স্ত্রীণাং পরঃ ধর্ম হি)।

২৪। **মূলানুবাদ** ঃ হে কল্যাণীগণ! অকপটে পতি সেবা, দেবর শ্বশুরাদির যথাযোগ্য পরিচর্যাদি এবং পুত্রভৃত্যাদির পালনই স্ত্রীগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

কান্ত-ভাবময় প্রেমা তোমাদের, সেই হেতু যন্ত্রিতাশয়াঃ—তোমাদের দ্বারা আমার মনের প্রবৃত্তি যন্ত্রীকৃত হয়েছে, অর্থাৎ আমি তোমাদের মনো যন্ত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে রয়েছি। সুতরাং তোমাদের আগমন 'উপপন্নম্' সমুচিতই হয়েছে, কোন প্রকার অসংলগ্ন হয় নি। প্রাণীমাত্রই যখন আমার প্রতি প্রীতি সম্পন্ন, তখন ভাববতী তোমাদের কথা আর বলবার কি আছে, এরূপ ভাব। বি° ২৩ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ নন্থ যত্যস্মাকং ভবদভিস্নেহো নিশ্চিতস্তদা ভবচ্ছুশ্রূষাপি যুক্তেত্যাশঙ্ক্য ধর্ম্মশাস্ত্রেণ ভাঁয়য়তি ভর্ত্তুরিতি ত্রিভিঃ। ভর্ত্রাদীনামেব শুশ্রূষণাদিকং ধর্ম্ম, ন তু তদিতরেষামস্মাকং স চান্যধর্ম্মাপেক্ষয়া পরঃ। নন্থ তদপ্যস্মাভির্যথাযুক্তং ক্রিয়ত এব, তত্রাহ—অমায়য়েতি। পরপুরুষস্য মম ভজনে তত্তু সকপটমেব স্যাৎ, ততঃ সোঽপি দুষ্যেদিতি ভাবঃ। কল্যাণ্যো হে সধ্ব্যস্তদেব যুষ্মাকমুচিতমিতি ভাবঃ। এতচ্চ কৈতবেন প্রোৎসাহনং, বস্তুতস্তু উপহাস এব, তস্য পরমধর্ম্মত্বাভাবাৎ। 'এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥' (শ্রীভা° ৬।৩।২২) ইতি শ্রীধর্ম্মরাজবাক্যাদিতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্—ন কেবলং মদভিস্নেহ-হেতোরেবোপপন্নম্, অপি তু ধর্ম্মহেতোরপীত্যাহ—ভর্ত্তুরিতি। অমায়য়া কল্যাণীভির্নিজসদ্ভাববৃতত্বেনৈব, ন তু বলা-দাপাদিতত্বেন ; যো ভর্ত্তা তস্যৈব শুশ্রূষণং পরো ধর্ম্মঃ, তথা তদ্বন্ধূনাঞ্চেত্যাদি, অন্যত্র পরমধর্ম্মবিদা শ্রীভীষ্মেণাম্বায়াঃ পরিত্যাগাদ্ধর্ম্মতো ভর্ত্তৃত্বাসিদ্ধেঃ। তদেবং সদ্ভাবাবৃতত্বেন তে মায়য়া কপটেনৈব ভর্ত্তারঃ, সদ্ভাববৃতত্বেন ত্বহমেব সত্য-ভর্ত্তা ভবতীভিঃ শুশ্রূষণীয় ইত্যর্থঃ। অত্র তু বাল্যমারভ্য ভবতীনাং হৃদয়মেব মম সাক্ষীতি ভাবঃ। বস্তুতশ্চ স এব এবার্থঃ স্থাপয়িষ্যতে ॥ জী° ৪২ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ উপেক্ষাময় পক্ষে ব্যাখ্যা— 'আপনার প্রতি আমাদের রতি আছে, এ যদি নিশ্চিত হল তবে তো আপনার সেবাও আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত' গোপীদের এরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কা করে ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন তুলে তাদের ভয় দেখান হচ্ছে— ভর্ত্তুঃ ইতি তিনটি শ্লোকে। পতি প্রভৃতির সেবাই স্ত্রীদের ধর্ম, এর থেকে ভিন্ন এই অন্য পুরুষ আমাদের সেবা নয়, পত্যাদির সেবা অন্য ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ। এর উত্তরে গোপীগণ, এও তো আমরা যথোচিত করে থাকি। এর উত্তরে কৃষ্ণ, **অমায়য়া ইতি**—অকপটে পতি আদির সেবাই ধর্ম। পরপুরুষ আমার সেবায় তা-তো সপকট হয়ে যাচ্ছে. সুতরাং সেই ধর্মও দূষিত হচ্ছে, এরূপ ভাব। **কল্যাণ্যঃ** - হে সাধ্বীগণ! এই সম্বোধনের ধ্বনি, ঐ পতি প্রভৃতির সেবাই তোমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত, এরূপ

ভাব। এ-ও ছলপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ঐ ধর্মের দিকে গোপীদের প্রবর্তিত করণ, বস্তুতঃ পক্ষে এ উপহাসই, কারণ ঐ পতি সেবাদির মধ্যে পরম ধর্মত্বের অভাব—প্রমাণ, "শ্রীভগবানের নামগ্রহণাদি রূপ ভক্তি-যোগই এই জগতে জীবমাত্রেরই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, এর অধিক আর কিছু নেই।" —(শ্রীভা° ৬।৩।২২) ধর্মরাজ বাক্য।

প্রার্থনাময় পক্ষে ব্যাখ্যা ঃ আমার প্রতি প্রবল স্নেহই যে তোমাদের এখানে আসার একমাত্র যুক্তিযুক্ত কারণ, তাই নয়; পরন্তু ধর্মরূপ কারণটাও যুক্তিযুক্ত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ভর্তুঃ ইতি। আমায়য়া—কল্যাণীগণ নিজ সাধু-ভাবাবেগে যাকে বরণ করে থাকেন তিনিই আসল স্বামী, তার সেবাই স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আর পিতা-মাতা যার হাতে বলপূর্বক সমর্পণ করেন, তিনি স্বামী পদবাচ্য নন। তার সেবা পরমধর্ম নয়। এই স্বামীর বন্ধু অর্থাৎ শ্বশুর-শ্বাশুরী ইত্যাদি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। মহাভারতেও এর প্রমাণ রয়েছে—ধর্মবেত্তা শ্রীভীষ্মদেব অম্বাকে পরিত্যাগ করেছিলেন, কারণ অম্বা পূর্বেই মনে মনে জয়দ্রথকে পতিত্বে বরণ করেছিল, জয়দ্রথই তার আসল পতি, অতঃপর অন্য কেহ ধর্মতঃ তার স্বামী হতে পারে না। অতএব ঘরে তোমাদের যে স্বামীরা রয়েছে, তারা সাধুভাবে বৃত না হওয়া হেতু কপট স্বামী, সাধুভাবে বৃত হওয়া আমিই তোমাদের আসল স্বামী, সুতরাং সেবনীয়, এরূপ অর্থ। এখানে কিন্তু বাল্যাবধি তোমাদের হৃদয়ই আমার সাক্ষী, এরূপ ভাব। বস্তুত পক্ষে কৃষ্ণ এরূপ অর্থই স্থাপন করবেন। জী° ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ নন্থ, ভবদভিস্নেহবত্যো বয়ং ভবাম ইতি চেজ্জানাসি তর্হি "তদ্যাত গোষ্ঠ" মিতি মুহুঃ কিং ব্রবীষি? ন হি স্নেহাশ্রয়ো জনঃ স্নেহবিষয়ং জনং ত্যক্তুং শক্নুয়াৎ সত্যং যেন ধর্ম্মঃ সিধ্যেৎ তদেব স্নেহবতাপি ব্রজজনেন কর্ত্তব্যমিতি শাস্ত্রমত এতদ্ব্রবীমিইত্যাহ,—ভর্ত্তুরিতি। পরঃ উৎকৃষ্টঃ। অমায়য়েতি নতু পুংশ্চলীত্বে সতীত্যর্থঃ। তদ্বন্ধূনাং শ্বশ্রবাদীনাং পক্ষেস্ত্রীণাং প্রস্তুতত্বাৎ স্ত্রীবিশেষাণাং ব্রজসুন্দরীণাং ভবতীনামিত্যর্থঃ। ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং পরো ধর্ম্মঃ নত্বাত্মীয়ঃ। অতঃ স নানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ। যদুক্তং "বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাসউপমা ছলঃ। অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ" ইতি মম বিষ্ণুত্বাদ্ভবতীনাঞ্চ বৈষ্ণবীত্বান্মদ্ভজনমেব ভবতীনাং স্বধর্ম্মোঽন্যস্তু পরধর্ম্ম এব। "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য বঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সচ সত্তম" ইতি ধর্ম্মান্তরত্যাগপূর্ব্বকস্য মদ্ভজনস্য বিধিরিতি ভাবঃ॥ বি০ ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ আমরা তোমার প্রতি কান্তভাবের প্রীতিময়ী, গোপীদের এরূপ কথার আশঙ্কা করে কৃষ্ণ বলছেন, এরূপও যদি বল, তা হলেও ব্রজে ফিরে যাও। এর উত্তরে গোপী—বার বার যে বড় একই কথা বলে যাচ্ছ, স্নেহাশ্রয় জন কখনও-ই স্নেহবিষয় জনকে ত্যাগ করতে পারে না। এর উত্তরে কৃষ্ণ—সত্যই, তবে স্নেহশীল হলেও যাতে ধর্মরক্ষা হয় সেইরূপ বাক্যই বলা উচিত; সুতরাং শাস্ত্রমত যা উচিত তাই বলছি শোন—ভর্তু ইতি—পতিসেবা পরঃ ধর্মঃ—উৎকৃষ্ট ধর্ম, অমায়য়া—শঠতা রহিত ভাবে, পরন্তু ব্যাভিচারিণী রূপে নয়। আরও স্বামীর পিতা-মাতা প্রভৃতিকেও সেবা কর গিয়ে। প্রার্থনাপক্ষে ঃ 'স্ত্রীণাং' স্ত্রী বলতে এখানে

২৫। দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥

২৫। **অন্বয়** ঃ দুঃশীলঃ, দুর্ভগঃ বৃদ্ধঃ জড়ঃ রোগী অধনঃ অপাতকী পতিঃ লোপ্সেুভিঃ স্ত্রীভিঃ ন হাতব্যঃ।

২৫। **মূলানুবাদ** ঃ স্বামী স্বভাব-দুষ্ট, ভাগ্যহীন, বৃদ্ধ, কর্মশক্তিহীন, রোগী কিম্বা ধনহীন যাই হোন-না কেন, পতিত না-হলে ইহ-পরলোকাঙ্খিণী নারীর তাকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

প্রসঙ্গ অনুসারে স্ত্রীবিশেষ-ব্রজসুন্দরী। তোমাদের পতিসেবা পরমধর্ম, আত্মীয় সেবা নয়, অতএব তা অনুষ্ঠান যোগ্য নয়, এরূপ ভাব। —শাস্ত্রোক্তি "বিধর্ম পরধর্ম ইত্যাদি পাচটি অধর্মশাখা ধর্মজ্ঞ ত্যাগ করে থাকে অধর্মবং।" আমি বিষ্ণু আর তোমরা বৈষ্ণবী বলে আমার সেবাই তোমাদের স্বধর্ম, কিন্তু অন্যসব পরধর্মই। "বর্ণাশ্রমাদি সকল ধর্ম ত্যাগ করত যে আমাকে সেবা করে সেই সত্তম।" এই গীতা বাক্য অনুসারে অন্য সকল ধর্ম ত্যাগ করে আমার সেবা করাই বিধি, এরূপ ভাব। বি^{0} ২৪ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ^{0} তো^{0} টীকা** ঃ নন্বু পরোপদেশপণ্ডিত! সর্ব্বথা পতয়ঃ পরিত্যক্তা এবাধুনা কিং তদীয়-শুশ্রূষাদ্যুপদেশেন? অত্রাহ—দুঃশীল ইতি, চৌর্য্যাদিরতঃ। দুর্ভগঃ ভাগ্যাদিহীনঃ নিষ্ফলোদ্যম ইত্যর্থঃ, বৃদ্ধো জরাভিভূতঃ, জড় কর্ম্মাদিষু সামর্থ্যহীনঃ, রোগী মহারোগগ্রস্তঃ, অধনোঽতিদরিদ্রঃ নিজোদরভরণেঽপ্যসমর্থ ইত্যর্থঃ। অপি-শব্দস্য প্রত্যেকমন্বয়ঃ। দৌঃশীল্যাদিযুক্তোঽপি ন হেয়ঃ। ব্রজবাসী তু সর্ব্বসদ্গুণযুক্ত এবেতি কথং ত্যজ্যঃ স্যাদিত্যপি শব্দার্থঃ। লোকেপ্সুভির্লোকদ্বয়াপেক্ষাবতীভিঃ, অন্যথা ইহলোকে পরত্র চ দুঃখমেবেত্যর্থঃ। তত্র চ পাতক্যেব পরিত্যাজ্য ইত্যাহ—অপাতকীতি। পাতকং পতনহেতুপাপবিশেষঃ। তথা চ স্মৃতিঃ—'পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ'ইতি অতোঽত্রত্যানাং সর্ব্বেষামপি পাপমাত্রাভাবান্ন হাতুং যোগ্যা এবেতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু, তাসাং নিশ্চিতেঽপি দৃঢ়ভাবে উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থমেব তথোক্তমিতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্—তস্মাৎদ্বস্তুতোঽহমেব পতিরিতি স্থিতে দুঃশীলেত্যাদিবচনানুসারেণ অত্তদ্দোষযুক্তোঽপি পতি র্ন হাতব্য ইতি সিদ্ধে নিখিলকল্যাণগুণযুক্তঃ পতিরহং কথং হাতব্যস্তে পুনস্তদ্দোষযুক্তা, ন চ পতয় ইতি কথং ন হাতব্যাঃ? ইত্যাহ—দুঃশীল ইতি ॥ জী^{0} ২৫ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ^{0} তো^{0} টীকানুবাদ** ঃ ওহে পরোপদেশে পণ্ডিত! আমরা তো সর্বতো ভাবেই পতিদের ত্যাগ করেছি, তবে আর তাঁদের সেবাদির কথা উঠাবার কি প্রয়োজন, গোপীদের এরূপ কথার আশঙ্কা করে কৃষ্ণ বলছেন—**দুঃশীলো ইতি**—চৌর্যাদিরত। **দুর্ভগঃ**—ভাগ্যাদিহীন অর্থাৎ নিষ্ফল উদ্যম। **বৃদ্ধঃ**—জড়ায় অভিভূত। **জড়**—কর্মাদিতে সামর্থ্যহীন। **রোগী**—মহারোগগ্রস্ত। **অধনঃ**—অতিদরিদ্রঃ অর্থাৎ নিজ উদর ভরণেও অসমর্থ। **'দুশীলঃ'** প্রভৃতি দোষযুক্ত হলেও পতি ত্যজ্য হয় না, আর তোমাদের পতিগণ ব্রজবাসী বলে তো সর্বসদ্গুণযুক্তই, কাজেই ত্যাগের কথাই উঠে না। **লোকেপ্সুভিঃ**—ইহলোক ও পরলোক অভিলাষিণী স্ত্রীগণ পতিত্যাগ

২৬। অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥

২৬। **অন্বয়** ঃ কুলস্ত্রিয়াঃ ঔপপত্য (জারসৌখ্যং) হি অস্বর্গ (স্বর্গবিরোধি) অযশস্যং (যশোনাশনং) চ ফল্গু (তুচ্ছ) কৃচ্ছ্রং (দুঃখ-দায়কং) ভয়াবহং সর্ব্বত্র জুগুপ্সিতং (নিন্দিতং)।

২৬। **মূলানুবাদ** ঃ কুলস্ত্রীগণের পক্ষে উপপতির সেবাসুখ স্বর্গবিরোধী, যশ-নাশক, তুচ্ছ, দুঃখদায়ী, ভয়জনক এবং সর্বত্র নিন্দিত।

করবে না, অন্যথায় ইহকালে-পরকালে দুঃখই হবে, এরূপ অর্থ। আরও এবিষয়ে পাতকীই একমাত্র পরিত্যজ্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, অপাতকি ইতি—'পাতকং' পতনকারক পাপবিশেষ—এ বিষয়ে স্মৃতি, "অপতিত পতিকে সেবা করবে।" অতএব এই ব্রজের সকলেরই পাপমাত্র অভাব হেতু এই ব্রজবাসী পতিগণ ত্যাগযোগ্য নয়, এরূপ ভাব। বস্তুতঃপক্ষে প্রতি গোপীদের দৃঢ়ভাব সম্বন্ধে কৃষ্ণ নিঃসন্দেহ থাকলেও তাঁদের উৎকণ্ঠা বর্ধনার্থেই এরূপ কথা বললেন।

প্রার্থনাময় পক্ষে ব্যাখ্যা ঃ সুতরাং বস্তুতঃ পক্ষে 'আমিই পতি' এরূপ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় হলে এবং 'দুঃশীলো' ইত্যাদি বাক্য অনুসারে সেই সেই দোষযুক্ত হলেও পতি অত্যজ্য, এরূপ সিদ্ধান্ত দাঁড়ালে নিখিল গুণযুক্ত পতি আমি কি করে ত্যজ্য হব? আর গোপগণ একে দোষ যুক্ত, তাতে পতিও নয়, অতএব তাঁরা কেন-না ত্যক্ত হবে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দুঃশীল ইতি। জী° ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ নন্থ, ভবদভিস্নেহবতীনামস্মাকমননুরূপাঃ প্রতিকূলশীলা অরোচকাস্তে পতয়ঃ কথং সেব্যা ভবন্তিত্যত আহ,—দুঃশীল ইতি। অপাতকীতি "পতিস্ত্বপতিতং ভজেৎ" ইতি স্মৃতেঃ। পতনহেতুপাতকবানেব পতিস্ত্যজ্য ইত্যর্থঃ। লোপ্সুভিঃ পতিলোকসুখবাঞ্ছাবতীভিঃ। পক্ষে, লোকেপ্সুভিঃ ইহলোক পরলোকে চাতিক্ষুদ্রকীর্ত্তিসুখাদ্যপেক্ষাবতীভিরেব ন হাতব্যঃ যুষ্মাভিস্তু লোকদ্বয়ায় জলাঞ্জলীর্দত্ত্বা মন্মাধুর্য্যসুখবারিধৌ খেলন্তীভিঃ প্রথমত এব পতিস্ত্যক্ত এব॥ বি° ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ তোমার স্নেহধন্যা আমাদের অনুপযুক্ত, প্রতিকূল স্বভাব বিশিষ্ট অরোচক পতিগণ কি করে আমাদের সেব্য হতে পারে? এরই উত্তরে দুঃশীলোইতি—পতি যদি অপাতকী হয়, তবে দুঃশীল হলেও, তাকে সেবা করবে—"অপতিত পতিকেই সেবা করবে।" এরূপ স্মৃতিতে থাকা হেতু। পদস্খলন হেতু পতিতেরা পাপ করতেই থাকে, তাই পরিত্যজ্য, এরূপ অর্থ। লোকেপ্সুভিঃ—পতিলোকে সুখ-বাঞ্ছাভিলাষিণীগণ।

প্রার্থনা পক্ষে ঃ পতিলোকে সুখ-বাঞ্ছাভিলাষিণীগণ ইহলোকে ও পরলোকে অতিক্ষুদ্রকীর্তি সুখাদি-অপেক্ষা করে থাকে—এদের দ্বারাই পতি 'ন হাতব্য' ত্যাগযোগ্য নয়, আর তোমরা তো লোকদ্বয় জলাঞ্জলী দিয়ে আমার মাধুর্য-সুখসাগরে খেলা করে বেড়াচ্ছ, তোমাদের দ্বারা তো পতি প্রথম থেকেই পরিত্যক্ত হয়ে আছে। বি° ২৫॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকা** ঃ ননু শ্রীব্রজযুবরাজ! ভবদাজ্ঞয়া নৈব পতয়স্ত্যাজ্যাঃ, কিন্তু সদা নাম্নৈব তেষাং পতিত্বং, পতিত্বব্যবহারস্তু ত্বয়া সহৈবাস্তামিত্যাশঙ্ক্য তাসাং দীর্ঘাভীষ্টনিন্দনেন পরমাপ্রিয়মবহিত্থিয়া সাভ্যসূয়মিবাহ—অস্বর্গ্যমিতি, স্বর্গপ্রাপ্তৌ প্রতি-কূলম্; অয়ি কামিন্যো! দৃষ্টত্বাভাবান্মাস্তু স্বর্গাপেক্ষা, ইহ লোকে যশোহপেক্ষাস্ত্যেব, তদ্বাধকঞ্চেত্যাহ—অযশস্যমিতি, পূর্ব্বসঞ্চিতযশসোহপি লোপকম্। ননু সুগুপ্তমেবৈতৎ কো নাম জানাতুঃ? তত্রাহ—তথাপি ফল্গু তুচ্ছমস্থিরত্বাৎ। ননু ভো অচ্যুত! ত্বয়া সহাস্মাকং তৎ সুস্থিরমেব, তত্রাহ—তথাপি কৃচ্ছ্রং দুঃখসাধ্যম্। ননু স্বৈরসিংহ! ব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে চ স্বচ্ছন্দবিহরণাৎ সুখসাধ্যমেব, তত্রাহ—তথাপি ভয়ং পরলোকাৎ কদাচিৎ স্বাম্যাদিভ্যশ্চ তৎ আ সম্যক্ বহতি প্রাপয়তীতি তৎ। ননু অমৃতনির্ম্মঞ্জনীয়মধুরাধর! ত্বদপেক্ষয়াহস্মাভিঃ সর্ব্বমুপেক্ষিতমিতি কুতোহপি ন ভয়ং, তত্রাহ—তথাপি সর্ব্বত্র স্বদেশপরদেশয়োর্ব্যবহারপরমার্থয়োশ্চ জুগুপ্সিতং নিন্দিতম্; হি নিশ্চিতম্। ননু তত্ত্বজ্ঞেন্দ্র! নিজাভীষ্টসিদ্ধ্যা জুগুপ্সাপি সুসহৈব, তত্রাহ—কুলস্ত্রিয়া ইতি; জাতাবেকত্বং, কুলকলঙ্কতোহপি কুলস্ত্রীণাং পরমানুচিতমিতি সর্ব্বথা পরিহার্য্যমেবেতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু পূর্ব্ববদুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থমেবেতি। শ্লেষার্থশ্চায়ং পূর্ব্ববদেব। ধর্ম্মোপাত্তঃ পতিস্তদ্বিপরীতস্তুপপতিরিতি, অথচ লোকেহপ্যন্যথাপ্রসিদ্ধিমালক্ষ্য স্মৃতিবাক্যমিদং ছলার্থতয়া সনর্ম্ম ব্যঞ্জয়তি। উপ সমীপে পতির্যস্যাঃ সা উপপতিস্তস্যা ভাব ঔপপত্যং পত্যুঃ সামীপ্যমিত্যর্থঃ। তৎ সর্ব্বথা অস্বর্গ্যাদি দোষযুক্তমিতি, এবং ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণমিত্যত্র পরঃ সর্ব্বাধিক এবাধর্ম্ম ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ জী⁰ ২৬ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকানুবাদ** ঃ ওহে শ্রীব্রজযুবরাজ! তোমার আজ্ঞা মাত্রেই পতি ত্যাজ্য হয়ে যায় না। কিন্তু তাদের পতিত্ব নাম মাত্রেই, পতিত্ব ব্যবহার তোমার সঙ্গেই হউক-না? —এরূপ কথার আশঙ্কা করে কৃষ্ণ গোপীদের দীর্ঘ অভীষ্টের নিন্দনের দ্বারা যেন অন্তরের ভাব গোপন করে অসূয়া সহকারে পরম অপ্রিয় কথা বলতে লাগলেন, **অস্বর্গ্যম্, ইতি** স্বর্গ প্রাপ্তির পক্ষে প্রতিকূল। অয়ি কামিনীগণ! স্বর্গ দেখতে পাওয়া যায় না বলে তার অপেক্ষা না-থাকুক, কিন্তু ইহলোকে যশের অপেক্ষা তো অবশ্য আছে, উহা এরও বাধক. এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**অযশস্যম্**—উপপতি ভাবে মিলন বর্তমান-ভাবি যশের বিলোপক-তো হয়ই, এমন কি পূর্বসঞ্চিত যশেরও বিলোপক হয়ে থাকে। গোপী এ-তো সুগুপ্ত, কে-ই বা জানতে পারবে? এরই উত্তরে কৃষ্ণ তথাপি অস্থির হওয়া হেতু তুচ্ছ। ওহে অচ্যুত! আপনি চ্যুতিরহিত, তাই আপনার সঙ্গে আমাদের এ ভাব সুস্থিরই হবে। এরই উত্তরে; তথাপি **কৃচ্ছ্রং**—দুঃখসাধ্য। ওহে স্বৈরসিংহ! তুমি তো ব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার করে বেড়াও, কাজেই তোমার সঙ্গে মিলন সুখসাধ্যই হবে। এরই উত্তরে, তথাপি **ভয়াবহম্**—উপপতি ভাব ভয়াবহ, ইহা পরলোকের ভয়, কদাচিৎ স্বামীদের থেকেও ভয়, 'আবহ' পরিপূর্ণ রূপে পাইয়ে থাকে। ওহে অমৃতনির্ম্মঞ্জনীয় মধুরাধর! (অর্থাৎ তোমার অধরমধু অমৃতকেও তুচ্ছাতিতুচ্ছ করে দেয়), তোমার অপেক্ষায় আমরা সব কিছু উপেক্ষা করে এসেছি, আমাদের কোথা থেকেও ভয় নেই। এরই উত্তরে, **জুগুপ্সিতম্**—তথাপি সর্বত্র স্বদেশে-পরদেশে এবং ব্যবহার-পরমার্থে নিন্দিত। **হি—নিশ্চয়ে**। পূর্বপক্ষ, হে তত্ত্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ!

নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি হেতু নিন্দাও সুসহই। এরই উত্তরে, কুলস্ত্রীয়া ইতি (এরা সবাই জাতিতে এক, তাই 'কুলস্ত্রীয়াঃ' এক বচন প্রয়োগ) কুলের কলঙ্ক হয় বলে কুলস্ত্রীগণের পক্ষে উপপতি সঙ্গ অত্যন্ত অনুচিত, তাই সর্বথা ইহা পরিহার করা উচিত, এরূপ ভাব। বস্তুতঃ পক্ষে পূর্বের মতো উৎকণ্ঠা বর্ধনার্থেই এই সব কথা বলা হল।

প্রার্থনাময় ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে ২৪শ্লোকে শুধু ভাবের দ্বারা বৃত পুরুষকেই পতি বলা হয়েছে, আর তৎবিপরীতকে উপপতি বলা হয়েছে ; অথচ সমাজে বিপরীত প্রথা লক্ষ্য করে স্মৃতিবাক্যের অন্য অর্থ প্রকাশ করছেন চাতুরীপূবক— স্ত্রীর 'উপ' নিকটে যে পতি বর্তমান, সে উপপতি, আর তার যে ভাব, তাকে বলে ঔপপত্য অর্থাৎ পতির সামিপ্য ; এই ঔপপত্যই সর্বথা অস্বর্গম্-অযশস্যম্ ইত্যাদি দোষযুক্ত এবং এইরূপ পতির সেবা করা সর্বাধিক অধম'। কাজেই আমার নিকট এখানে থাক। জী° ২৬।

২৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ময়ি স্নেহসামান্যবত্যো ভবত্যঃ স্বভাবাদ্ভবন্ত্যেব, কিন্তু ধর্ম্মপ্রতিকূলস্নেহবিশেষস্তু সর্ব্বথৈব ত্যাজ্য ইত্যাহ,—অস্বর্গ্যমিতি। মাস্তু স্বর্গ ইতি চেদযশস্যং যশোহপি মাস্ত্বিতি চেৎ ফল্গু মিথ্যৈব ব্রূষে, নেদং ফল্গু সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বেনানুভূতত্বাদিনি চেৎ কৃচ্ছ্রং পত্যাদিবারণকষ্টময়ং ননু "বামতা দুর্ল্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধ'মিতি "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে" ইতি রসশাস্ত্রোক্তেঃ প্রত্যুত তৎ কৃচ্ছ্রং রাগবতীনামস্মাকং সুখাতিশয়হেতুরেবেতি চেৎ ভয়াবহং লোকশাস্ত্রনিষিদ্ধত্বাদ্দৈহিকপারত্রিকভয়প্রদম্। ননু "যত্র নিষেধবিশেষঃ সুদুর্ল্লভত্বঞ্চ যন্মৃগাক্ষীণাং তত্রৈব নাগরীণাং নির্ভরমাসজ্যতে হৃদয়"মিতি রসশাস্ত্রোক্তেঃ। প্রত্যুত রসাধায়কমেবৈতদিতি তত্রাহ,—জুগুপ্সিতমিতি। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ঔপপত্যং উপপতিকর্ত্তৃকং কর্ম্ম কুলস্ত্রিয়াঃ জুগুপ্সিতমিতি সর্ব্বত্র তদ্বতী কুলস্ত্রী নিন্দ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র যদ্যপি যুষ্মাভিঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যা স্বনিন্দাপি সুসহৈব তথাপি মৎপ্রণয়াস্পদানাং যুষ্মাকং নিন্দা ময়া কথমুৎপাদনীয়েতি অতো গোষ্ঠমেব যাতেতি ভাবঃ। পক্ষে,—সর্বত্রেতি জুগুপ্সিতমিদং সার্ব্বত্রিকমেব প্রস্তুতে তু মম নারায়ণসমত্বং গর্গমুখপরম্পরয়া যুষ্মাভিঃ শ্রুতমেবেত্যতো মমৌপপত্যেহপি নৈব নিন্দা পরমেশ্বরত্বেন শুভাশুভকর্ম্মাতীতত্বাদিতি ভাবঃ বি° ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ তোমরা স্বভাবতঃই আমাতে স্নেহ-সামান্যবতী তো আছই, কিন্তু ধর্মপ্রতিকূল কামময় স্নেহবিশেষ সর্বথাই পরিত্যাগ করা উচিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অস্বর্গ্যম্ ইতি অর্থাৎ উপপতি-সেবা স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিকূল। স্বর্গ নাই বা হল, এরূপ যদি বল—তবে শোন ইহা **অযশস্যম্**—পূর্বসঞ্চিত যশোনাশক। যশোও নাই-বা হল, এরূপ যদি বল, তবে শোন ইহা **ফল্গু**—তুচ্ছ। মিথ্যা বলছ, ইহা তুচ্ছ নয়, সর্বোৎকৃষ্ট বলে অনুভূত হওয়া হেতু—এরূপ যদি বল তবে শোন, ইহা **কৃচ্ছ্রং** – পত্যাদি বারণ-কষ্টময়,—না-না, তা কি করে হবে —'বাম্যতা ও দুর্লভতা স্ত্রীদের যা কিছু বাধা, তাই পঞ্চবাণের পরমায়ুধ'—'দুঃখ অধিক হলেও চিত্তে তা সুখ রূপেই শোভা পায়।' এইরূপ রসশাস্ত্রের উক্তি হেতু। প্রত্যুত সেই দুঃখও রাগবতী আমাদের

২৭। শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥

২৭। **অন্বয়** ঃ শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ অনুকীর্ত্তনাৎ (অনুক্ষণং মন্নামাদিগানাচ্চ) ময়ি (যথা) ভাবঃ (প্রেম ভবতি) সন্নিকর্ষেণ (মৎসান্নিধ্যেন) তথা ন (ভবতি) ততঃ গৃহান্ প্রতিযাত॥

২৭। **মূলানুবাদ** ঃ (এই প্রকারে বহু প্রত্যাখ্যানেও শ্রীব্রজগোপীগণ নিবৃত্তা হবেন না, এরূপ আশঙ্কায় ভাবের অপলাপ করেও উদাসীন-ভাব ধারণ করছেন)।

আমার নামাদির শ্রবণ, আমার শ্রীমূর্তি প্রভৃতির দর্শন এবং আমার ধ্যান ও নিরন্তর আমার নামপ্রধান কীর্তন দ্বারা আমাতে যেরূপ ভাবোদয় হয়, সেরূপ হয় না অঙ্গসঙ্গ দ্বারা। (যেহেতু বিরহে প্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় ভাব বৃদ্ধি আর মিলনে উৎকণ্ঠার শৈথিল্যে ভাবের হ্রাস), সুতরাং স্বগৃহে ফিরে যাও।

সুখাতিশয়ের হেতুই হয়ে থাকে। এরূপ যদি বল, তবে শোন **ভয়াবহং**—ইহা দৈহিক-পারত্রিক ভয়প্রদ, লোকশাস্ত্র-নিষিদ্ধ হওয়া হেতু। না-না, তা কি করে হবে—"যেখানে মৃগাক্ষীগণের নিষেধ-বিশেষ ও সুদুর্লভতা যা কিছু, সেখানেই নাগরীদের হৃদয় অতিশয়রূপে আসক্ত হয়ে থাকে।"—এইরূপ রসশাস্ত্রের উক্তি থাকা হেতু প্রত্যুত ইহা রস সম্পাদকই ; এরই উত্তরে, সর্বদেশে সর্বকালে, **ঔপপত্যম্**—উপপতি কর্তৃক কৃতকর্ম কুলস্ত্রীদের পক্ষে **জুগুপ্সিতম্**—নিন্দিত —অর্থাৎ এরূপ কুলস্ত্রীদের সকলেই নিন্দা করে থাকে। এ বিষয়ে যদিও স্বাভীষ্ট সিদ্ধি হেতু তোমরা স্বনিন্দাও সুখেই সহ্য করে থাক, তথাপি আমার প্রণয়াস্পদ তোমাদের নিন্দার জনয়িতা আমি কি করে হতে পারি? তাই বলছি ব্রজে ফিরে যাও, এরূপ ভাব।

প্রার্থনাময় ব্যাখ্যা ঃ ঔপপত্যের নিন্দা এই জগতে সর্বত্রই। কিন্তু এক্ষেত্রে তোমরা তো গর্গমুখ-পরম্পরায় আমার নারায়ণ-সমতা শুনেছই, অতএব উপপতি হলেও আমার সহিত সহবাসে নিন্দা হবে না, কারণ আমি পরমেশ্বর স্বরূপে শুভাশুভ কর্মের অতীত, এরূপ ভাব। বি° ২৬॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ এবং বহুধা প্রত্যাখ্যানেঽপ্যনিবৃত্তিমাশঙ্ক্য ভাবাপলাপেনাপ্যৌদাস্যং বিধত্তে—শ্রবণাদিতি, শ্রবণাদিনা যথা ভাবো ভবতি, তথা সন্নিকর্ষেণাঙ্গসঙ্গেন ন স্যাৎ ; বিরহে সমুৎকণ্ঠয়া ঝটিতি তদ্বৃদ্ধিঃ, সংযোগে তূৎকণ্ঠাশৈথিল্যাদিতি ভাবঃ। এবং পরাং কাষ্ঠামাপন্নোঽপি তাসাং ভাবোঽসিদ্ধতানির্দ্দেশ-ভঙ্গ্যাপলপিত এব। তত্র পূর্ব্বরাগে প্রায়ঃ পূর্ব্বং শ্রবণং, ততো দর্শনং, ততঃ সংযোগাপ্রাপ্ত্যা নিরন্তরা তৎস্ফূর্ত্তিঃ ততশ্চ তৎকথৈবেতি ক্রমেণৈব নির্দ্দিষ্টম্। বস্তুতস্তু পরমকৌতুকিত্বান্নিরন্তরপ্রেমভরসুকোমলিতদক্ষিণস্বভাবানাং তাসাং প্রেমবৈয়গ্র্যদর্শনার্থমেবেতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্—ননু যেন সম্ভাবেন স্বস্য ভর্ত্তৃত্বং, তদ্বৈপরীত্যেন তেষামভর্ত্তৃত্বং স্থাপিতং, স এব ন সম্ভবতি, তব বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ, তেষান্তু সন্নিকৃষ্টত্বাদিত্যত্রাহ—শ্রবণাদিতি। যথা যেন রসবিশেষপ্রকারেণ

ময়ি শ্রবণাদিতোঽপি ভাবো ভবতি, তথা সন্নিকর্ষেণাপি ন ; যেহন্যে সন্নিকৃষ্টাঃ, পতিম্মন্যাঃ, তেষ্বপি ন স্যাদিত্যর্থঃ। মিথঃ প্রেমযোগ্যয়োর্যথা সন্নিকর্ষেণ প্রণয়বন্ধো ভবতি, তথা ন শ্রবণাদিনেতি লোকপ্রসিদ্ধত্বাদন্যপদমর্থায়ত্তং, প্রথমত এব তথোপক্রান্তত্বাৎ প্রকরণপ্রাপ্তঞ্চ ; তস্মাৎ গৃহান্ প্রতি ন যাতেত্যুভয়ত্রাপি নঞোঽন্বয়ঃ। যদ্বা, ততো গৃহানিতি সন্ধৌ অকারপ্রশ্লেষঃ কার্য্যঃ। তস্য চ 'অভাবেন হ্যনোনাপি' ইতি নঞ্-পর্য্যায়স্য অযাতেত্যন্বয়ঃ, ন যাতেত্যর্থঃ। যদ্বা, প্রতিষেধপ্রত্যাখ্যান-প্রতিপক্ষাদিষু প্রকৃত্যর্থবিরোধেঽপি প্রতি-শব্দো দৃষ্টঃ, ততশ্চ প্রতিযাত গমনবিরোধবিষয়ান্ কুরুতেত্যর্থঃ। এবং তাসাং পূর্ব্ববৎ সংলাপো দ্বিধা—কাস্থচিদ্যথার্থমেব কাস্থচিচ্চানুরাগবিবর্ত্তেন নবনবীভাবাদিতি জ্ঞেয়ম্। জী° ২৭ ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ উপেক্ষাময় ব্যাখ্যা ঃ এই প্রকারে বহুবার প্রত্যাখ্যান করলেও গোপীগণ নিবৃত্ত হওয়ার নয়, এরূপ আশঙ্কা করে ভাবের অপলাপ করেও উদাসীন ভাব ধারণ করে বললেন—শ্রবণাৎ ইতি। শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা যেরূপ ভাব হয়, সন্নিকর্ষেণ—অঙ্গসঙ্গে সেরূপ হয় না ; — বিরহ-সমুৎকণ্ঠায় ঝটিতি ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, মিলনে উৎকণ্ঠার শৈথিল্যে তা হয় না, এরূপ ভাব। এই গোপীদের ভাব চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হলেও তাকে ভঙ্গীক্রমে অসিদ্ধরূপে নির্দেশ করে অস্বীকার করলেন। এ বিষয়ে পূর্বরাগে প্রথমে প্রায়শঃ শ্রবণ, অতঃপর দর্শন, অতঃপর মিলন না হওয়া হেতু কৃষ্ণস্ফূর্তি এবং অতঃপর কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কীর্তন, এই ক্রমেই ভাবের উদয় হয়, ইহাই এখানে উপদিষ্ট হল। বস্তুতঃপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পরমকৌতুকী হওয়া হেতু নিরন্তর প্রেমভর-সুকোমলিত দক্ষিণস্বভাবা সেই গোপীদের প্রেমবৈয়গ্র্য দর্শনের জন্যই এরূপ কথা বললেন।

প্রার্থনাময় ব্যাখ্যা ঃ হে গোপীগণ তোমরা যদি বল, 'যে সাধুভাবের আকর্ষণে তোমার নিজের পতিত্ব, আর তার বিপরীত শুধুমাত্র বিবাহবন্ধনে গোপেদের পতিত্বের অভাব পূর্বে স্থাপন করলে, সেই সাধু ভাবই সম্ভব হচ্ছে না,—তোমার দূরত্ব এবং গোপেদের সান্নিধ্য হেতু', এরই উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন—শ্রবণাৎ ইতি। 'যথা' যে রসবিশেষ-প্রকারে আমাতে শ্রবণাদি থেকেও ভাব হয় 'তথা' সেরূপ পতিম্মন্যদের সহিত মিলনেও হয় না। প্রেমযোগ্য নায়ক-নায়িকার পরস্পরের মিলনে যেরূপ প্রণয় দৃঢ় হয়ে উঠে, শ্রবণাদিতে সেরূপ হয় না, লোকপ্রসিদ্ধি এরূপ থাকা হেতু 'ন' পদটি 'প্রতিযাত' পদের সহিত অন্বয় করে প্রকরণ অনুসারে অর্থ এরূপ আসছে,—আমাকে ছেড়ে ঘরে ফিরে যেও না। অথবা, 'প্রতিযাত ততো গৃহান্'— ততোগৃহান্ = ততো অগৃহান্, এরূপে 'অ'কার পৃথক্ করে নিয়ে তার সঙ্গে 'যাত' পদের 'অ'কার অন্বয় করে 'অযাত' হয়—এইরূপে অর্থ করলে সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ আসে, ঘরে ফিরে যেও না।

অথবা, প্রতিষেধ-প্রত্যাখ্যান-প্রতিপক্ষাদিতে স্বাভাবিক অর্থ ছেড়ে দিয়ে বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করতে দেখা যায়, সুতরাং 'প্রতিযাত' পদে 'ফিরে যেও না' এরূপ অর্থ করা যায়।

শ্রীশুক উবাচ

২৮। ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।
বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্॥

২৮। **অন্বয় ঃ** ইতি পূর্বোক্তং বিপ্রিয়ং (উপেক্ষাময়ত্বেন অবগমাৎ পরমনিষ্ঠং) গোবিন্দভাষিতং (গোবিন্দস্য বচনং) আর্কণ্য (শ্রুত্বা) বিষণ্ণাঃ ভগ্নসঙ্কল্পাঃ গোপ্যঃ দুরত্যয়াঃ চিন্তাং আপুঃ (প্রাপুঃ)।

২৮। মূলানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—শ্রীব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার অপ্রিয় কথা শুনে বিষাদগ্রস্ত ও ভগ্ন-মনোরথ হয়ে অপার চিন্তায় মগ্ন হলেন।

এইরূপে গোপীদের সংলাপের পূর্ববৎ দু-প্রকার অর্থ, প্রার্থনা ও উপেক্ষাময়—কোনও কোনও গোপীর নিকট যথার্থ অর্থই প্রকাশ পেল, কোনও কোনও গোপীর চিত্তে অনুরাগের উচ্চাটনে (ঘূর্ণনে) নবনবায়মান ভাবের উদয় হল, এরূপ অর্থ। জী০ ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** নন্থ, কথমন্যথা সম্ভাবয়সি? ন বয়ং ত্বদঙ্গসঙ্গার্থমাগতাঃ কিন্তু গর্গোক্তিপ্রামাণ্যান্নারায়ণস্য সমো নান্য ইত্যতস্ত্বামেব নারায়ণং জ্ঞাত্বা ত্বদ্ভক্তিকামা বরমাগতাস্তদদ্যতনীং রাত্রিং স্বসমীপ এবাস্মান্ স্থাপয়িত্বা কৃপয়া স্বচরণসরোজং পরিচারয়েতি চেত্তত্রাহ,—শ্রবণাদিতি। শুদ্ধভক্তাঃ খলু সামীপ্যসালোক্যাদিকমপি ন কাময়ন্তে যথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিকমিতি প্রসিদ্ধির্ভবতীভির্বৈষ্ণবীভিঃ শ্রুতৈবেতি ভাবঃ। পক্ষে,-শ্রবণাদিভ্যো ভাবঃ কন্দর্পস্তথা ন ভবতি যথা সন্নিকর্ষেণেত্যতো গৃহান্ প্রতি ন যাতেতি নঞ্ আবৃত্ত্যান্বয়ঃ। যদ্বা, নঞ্ পর্য্যায়স্যাকারস্য প্রশ্লেষেণ অগৃহান্ ন গৃহান্ প্রতিযাতেত্যর্থঃ। বি০ ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ গোপীগণ পূর্বপক্ষ করছেন—হে কৃষ্ণ তুমি অন্যপ্রকার ভাবনা কেন মনে আনছ, আমরা তো তোমার অঙ্গসঙ্গের জন্য আসি নি; কিন্তু গর্গোক্তি-প্রমাণে তুমি নারায়ণের সম, অন্য কিছু নও, অতএব তোমাকে নারায়ণ জেনেই তোমার ভক্তিকামা হয়ে আমরা এসেছি, সুতরাং এই আজকের রাত্রি নিজের কাছেই আমাদের রেখে কৃপা করে স্বচরণ-কমল পরিচর্যা করিয়ে নেও। এরূপ কথার আশঙ্কা করে কৃষ্ণ বলছেন—শ্রবণাৎ ইতি। শুদ্ধভক্ত কখনও-ই সামীপ্য-সালোক্যাদিও কামনা করে না, যেরূপ কামনা করে শ্রবণ কীর্তণাদি, ইহা তো প্রসিদ্ধই আছে। বৈষ্ণবী তোমরা তো নিশ্চয়ই শুনেছ, এরূপ ভাব। প্রার্থনাময় ব্যাখ্যা ঃ শ্রবণাদির দ্বারা ভাবঃ—কামভাব, সেরূপ জাত হয় না, যেরূপ অঙ্গসঙ্গের দ্বারা হয়, অতএব গৃহান্ প্রতি ন যাত' গৃহে ফিরে যেও না। অর্থান্তরে 'অগৃহান্ প্রতিযাত' অর্থাৎ কুঞ্জে প্রবেশ কর। বি০ ২৭॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ইতি এতদগোবিন্দস্য গোকুলেন্দ্রত্বেন গোকুলমাত্রহিতস্যাপি, কিমুত স্বেষু; ভাষিতং স্ফুটমেব বচনং, বিপ্রিয়মিতি অর্থদ্বয়স্য স্পর্শিত্বেনানিশ্চিতাশয়ত্বাৎ, উৎকণ্ঠাস্বভাবেন তাসামুপেক্ষৈব স্ফুরিতেতি। বিষণ্ণা অন্তস্তপ্তাঃ সত্য, যতো ভগ্নঃ সঙ্কল্পস্তদঙ্গসঙ্গবিষয়শ্চিরন্তনমনোরথো যাসাং তাঃ, অতো দুরত্য-

য়ামনতিক্রম্যাং চিন্তামনিষ্টাপ্তীষ্টানবাপ্তিজন্যং ধ্যানমাপুঃ। অয়ং প্রেমার্দ্রকোমলস্বাভাবোঽপি পরমকাঠিন্যমস্মদ্দৌর্ভাগ্যেন গতঃ, তদধুনা কিং সপাদগ্রহণকাকুভিরমুমনুনয়েম, উত প্রতিবচনেন বা, প্রত্যুতঃ ক্ষণং ধৈর্য্যাবলম্বনেন বা, শাঠ্যতো ব্রজং প্রতিনিবৃত্ত্যা বা, দুরবাহগাম্ভীর্য্যস্যাস্যাশয়ং নির্দ্ধারয়েম? কিংবা সদ্য এব প্রাণাংস্ত্যজেম, অত্র চাস্য সাক্ষাদেব পরোক্ষং বা, যমুনাপ্রবেশাদিনেত্যাদি চিন্তয়ামাসুরিত্যর্থঃ॥ জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** 'ইতি বিপ্রিয়' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশুকদেব বললেন—**গোবিন্দ**—এই পদের **ধ্বনি, শ্রীকৃষ্ণ** গোকুলের ইন্দ্র হওয়া হেতু গোকুল বাসিমাত্রেরই হিত সাধন **করে থাকেন,** তার নিজজনের কথা আর বলবার কি আছে? **ভাষিতম্—**স্পষ্ট করেই যা বললেন, সেই বাক্য **বিপ্রিয়মিতি—**অপ্রিয়, কৃষ্ণের বাক্য দুইটি অর্থের ইঙ্গিতবহ, তাই অনিশ্চিত আশয় হওয়া হেতু উৎকণ্ঠা-স্বভাবে গোপীদের নিকট উপেক্ষাময় অর্থই স্ফুরিত হল, তাই অপ্রিয়। **বিষণ্ণা**—অন্তরে সন্তাপ প্রাপ্তা। **ভগ্নসঙ্কল্পাঃ** 'সঙ্কল্প' কৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ বিষয়ে চিরন্তন মনোরথ যাঁদের ভঙ্গ হয়ে গেল সেই গোপীগণ, অতএব **দুরত্যয়াম্,** অনতিক্রমণীয় **চিন্তামাপুঃ**—ধ্যান মগ্ন হলেন ইষ্টের, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি বিষয়ে—এই কৃষ্ণ প্রেমার্দ্র-কোমল স্বভাব হলেও আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ পরম কাঠিন্য ধারণ করেছে; তা হলে কি পায় ধরে কাকুতি-মিনতি করব; অথবা প্রত্যুত্তর করে, বা চেষ্টা করে ক্ষণকাল ধৈর্য অবলম্বন করে, বা শঠতা অবলম্বন করে ব্রজে ফিরে গিয়ে দুরবগাহ গাম্ভীর্যশালী শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাব নির্ধারণ করব? কিম্বা সদ্যই প্রাণ ত্যাগ **করব—**এ সম্বন্ধেও এর সাক্ষাতেই, কি চক্ষুর আড়ালে যমুনা প্রবেশাদি দ্বারা, এইরূপ চিন্তা করতে লাগলেন। জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** গাঃ নানাবিধান্ বাগ্বিলাসান্ প্রযোক্তুং বিন্দতে লভত ইতি গোবিন্দস্তস্য ভাষিতং "ভাষ ব্যক্তায়াং বাচী"ত্যতো ব্যক্তবাক্যং বিপ্রিয়মাকর্ণ্য তদেব ধ্বনিশ্লেষযুক্তং অব্যক্তবাক্যং তস্য প্রিয়ত্বে বুদ্ধ্যা সম্যগবগতেঽপীত্যর্থঃ। ব্যক্তবাক্যস্য বিপ্রিয়ত্বে কারণমদৃষ্ট্বা অব্যক্তবাক্যস্যাপি প্রিয়ত্বে সন্দিহানাস্তা অনুরাগ-স্থায়িভাবোত্থদৈন্যোদয়াৎ সত্যমযোগ্যা অস্মানয়মুপেক্ষতেঽস্মেবেতি নিশ্চিত্য বিষণ্ণা যদর্থমহোপতিকুল-পিতৃকুল-ধর্ম্ম-ধৈর্য্য-ভয়-লজ্জাদিকমুপেক্ষ্যায়াতাঃ স খল্বস্মানুপেক্ষত ইতি ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুঃ কিং সকাকু পাদগ্রহণমিমমনুনয়েম, কিম্বা প্রযত্নতো ধৈর্য্যমবলম্ব্য কৃত্রিমশাঠ্যেন ব্রজং প্রতি নিবৃত্ত্যা দুরবগাহগাম্ভীর্য্যস্যাস্যাশয়ং নির্দ্ধারয়েম, কিম্বা প্রাণান্ পরিত্য-জেম। তত্র চাস্য সাক্ষাদেব পরোক্ষং বা যমুনা প্রবেশাদিনা বা। হন্ত প্রাণাংস্ত্যক্ত্বাস্য শ্রীমুখং কথং পশ্যেম। অত্যক্তা বা কথমত্র স্থাতং প্রাপ্স্যাম এতদাদিষ্টং পত্যাদিভজনরূপং বান্তভক্ষণং কর্ত্তুং বা কাং প্রভবামঃ যাম কিং করবামেত্যাদীতিকর্ত্তব্যমূঢ়া বভূবুরিত্যর্থঃ। আহ্য় গোপীততিচাতকাবলীঃ স্ববেণুনাদেন ববর্ষ যদ্বিষম্। কৃষ্ণস্তদেবাশু পপুঃ সুবিস্মিতাঃ বিশ্বস্য তাঃ কা জহতি ক্রতং নিজম্" ॥ বি০ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ গোবিন্দ-ভাষিতম্**—'গোবিন্দ' [গাঃ+বিন্দতে] —'গা' নানাবিধ বাগবিলাস যিনি 'বিন্দতে' লাভ করেন প্রয়োগের জন্য। এই গোবিন্দের ভাষিত অর্থাৎ ব্যক্ত বাক্য [ভাষ ব্যক্তায়াংবাচি], **বিপ্রিয়মাকর্ণ্য—**অপ্রিয়রূপে শুনে—(এখানে কথার ধ্বনিতে

২৯। কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্ বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্॥

২৯। **অন্বয়** ঃ উরুদুঃখভরাঃ (গোপ্যঃ) শুচঃ (শোকাৎউদ্ভূতেন) শ্বসনেন (উষ্ণদীর্ঘশ্বাস বায়ুনা) শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি (শুষ্যন্তঃ বিম্বতুল্যাঃ অধরাঃ যাসু তানি) মুখানি অব (অধঃ কৃত্বা) চরণেন ভুবং লিখন্ত উপাত্তমসিভিঃ (গৃহীত কজ্জলানি যৈঃ তাদৃশৈঃ) অস্রৈঃ (অশ্রুজলপ্রবাহৈঃ) কুচকুঙ্কুমানি মৃজন্তঃ (ক্ষালয়ন্ত্যঃ সত্যঃ) তুষ্ণীং তস্থুঃ স্ম।

২৯। **মূলানুবাদ** ঃ মহাদুঃখে আক্রান্ত চিত্তা গোপীসকলের বিম্বাধর শুকিয়ে গেল শোক-জনিত সুদীর্ঘ উষ্ণশ্বাসে তাঁরা বামপদাঙ্গুষ্ঠে ভূমি খুঁড়তে লাগলেন, কজ্জলাক্ত নেত্রজলধারায় স্তন-কুঙ্কুম তাঁদের ধুয়ে যেতে লাগল, তাঁরা মূর্চ্ছাগত অবস্থায় বাক্‌রহিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অর্থান্তর), কথার যেটুকু অব্যক্ত থেকে গেল, তা প্রিয়রূপে সম্যক্ অবগত হলেও বিষণ্ণ হলেন। ব্যক্ত বাক্যের অপ্রিয়ত্বে কারণ না দেখে অব্যক্ত বাক্যেরও প্রিয়ত্বে সন্দিহান তাঁরা অনুরাগ স্থায়িভাবোত্থ দৈন্য উদয় হেতু 'সত্যই আমরা অযোগ্য, তাই কৃষ্ণ আমাদের উপেক্ষা করছেন' এরূপ নিশ্চয় করে বিষণ্ণ হলেন। 'যাঁর জন্য আমরা পতিকুল-পিতৃকুল-ধর্ম-ধৈর্য-ভয়-লজ্জাদি উপেক্ষা করে এখানে এলাম, সেই আমাদের উপেক্ষা করছেন', এইরূপে ভগ্নসঙ্কল্পা হয়ে দুর্বার চিন্তায় মগ্ন হলেন—সকাকু পায়ে ধরে কি একে অনুনয় বিনয় করব, কিম্বা প্রযত্নসহকারে ধৈর্য অবলম্বন করে কৃত্রিম শাঠ্যে ব্রজে ফিরে গিয়ে এই দুরবগাহ গাম্ভীর্যশালী শ্রীকৃষ্ণের মনোগত অভিপ্রায় বুঝে নিব, কিম্বা প্রাণ পরিত্যাগ করব? তা-ও এর সাক্ষাতেই করব, কি অসাক্ষাতে করব? যমুনায় প্রবেশাদি করেই কি প্রাণ ত্যাগ করব? হায় হায় প্রাণত্যাগ করলে এঁর শ্রীমুখ দর্শনই বা কি করে হবে? এর মুখের এরূপ কথা শুনবার পর এখানে থাকবই বা কি করে, আবার এঁর আদেশ মত পত্যাদির সেবারূপ বমন ভোজনই বা করি কি করে? কোথা যাই, কি করি—এইরূপে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন তাঁরা, এরূপ অর্থ। — গোপীচাতকীদের বেণুনাদে ডেকে এনে কৃষ্ণ যে বিষবর্ষণ করলেন, তা গোপীগণ শীঘ্রই পান করে নিলেন তাঁরা অতিশয় বিস্ময়ে ভাবলেন—অহো কৃষ্ণ কি নিজ নাগরসুলভ নিয়ম ত্যাগ করলেন? বি⁰ ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকা** ঃ অতএব তূষ্ণীং তস্থুঃ, ক্ষণং পরমচিন্তাবেশেন বাগিন্দ্রিয়বৃত্ত্যস্ফূর্ত্তেঃ। শুচ ইত্যনেন, শুষ্যদিত্যনেন চ শ্বাসস্য দীর্ঘতোষ্ণতা চ ধ্বনিতা। শতৃ-প্রয়োগেণ তু শোষাবিচ্ছেদঃ। বিম্বেত্যরুণতা কোমলতা চ, অতোঽধরাণামতিশোষো ম্লানতা চ সূচিতৈব; চরণেন বামপাদাঙ্গুষ্ঠেন ভূলিখনং চিন্তানুভাবঃ; হে ভূমে বিদীর্ণা ভব, প্রবিশামো বয়মিত্যস্য ভাবঃ। এবমূর্দ্ধাবস্থিতিরেব গম্যতে। উপাত্তমসিভিরিতি—কুচকুঙ্কুমানি মৃজন্ত্য ইতি চাস্রাণাং ধারা সূচ্যতে; তস্যা অপি বাহুল্যবিবক্ষয়া বহুত্বম্। অত্র সর্ব্বত্র হেতুঃ—উরুদুঃখস্য বিষাদস্য ভরো ভারো যাসু তাঃ। অনেনানুক্তমন্যদপি সন্তাপকম্পাদিকং গৃহ্যতে, তেন বৈবর্ণ্যস্ত-

স্তাদয়োঽপি জাতা ইত্যর্থঃ। স্মেতি প্রসিদ্ধৌ, নর্ম্মোক্ত্যাপি তাসাং তাদৃশশোকে ত্বসম্ভাবনা ন কার্য্যা ইতি ভাবঃ; যদ্বা বিস্ময়ে—তয়াপি তাদৃশদুঃখমভূদহো প্রেমমহিমেতি। এতে চ চিন্তানুভাবা ন তাসাং বক্ষ্যমাণনিষেধরূপ-প্রতিবচনার্থবিশেষভঞ্জকাঃ, কামিকৃতপ্রার্থনায়াং কুলবতীনাং তৎসম্ভবাৎ, তাসাং রসাবিরোধিভাবোদয়-স্বভাবাচ্চ॥ জী০ ॥ ২৯

২৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** অতএব **তূষ্ণীম্ তস্থু**—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, পরমচিন্তা আবেশে ক্ষণকাল বাগিন্দ্রিয়বৃত্তির স্ফূর্তি না হওয়া হেতু। 'শুচঃ' এবং 'শুষ্যৎ' এই দুটি পদের ধ্বনি হল, শ্বাসের দীর্ঘতা ও উষ্ণতা—'শুষ্যৎ' পদে শতৃপ্রয়োগে এই উষ্ণতার নৈরন্তর্য ধ্বনিত হচ্ছে। **বিম্বাধরাণি**—'বিম্ব' পদে অধরের অরুণতা ও কোমলতা ধ্বনিত, কাজেই অধরের অতি শুষ্কতা ও ম্লানতা সূচিত হল। এর চিহ্ন, **চরণেন**—বা-পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে মাটিতে লিখন, চিন্তার অনুভাব—হে ধরণী বিদীর্ণ হও, আমরা তোমাতে প্রবেশ করব, এরূপ ভাব। এতে বুঝা যাচ্ছে, তখন তাঁরা মাটির উপরে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন। **'উপাত্তমসিভিঃ' ইত্যাদি**—কাজল ধোঁয়া অশ্রুতে বক্ষের কুঙ্কুম ধুয়ে যাচ্ছে। এই কথায় 'অশ্রুর ধারা' সূচিত হচ্ছে। এই ধারারও বাহুল্য বক্তব্য হওয়ায় বহুবচনের প্রয়োগ 'অস্রৈঃ' এরূপ। উপর্যুক্ত অবস্থার কারণ হল, **উরুদুখঃভরাঃ**—অতিশয় দুঃখভার। এর দ্বারা অনুক্ত অন্য সন্তাপ-অবসাদ প্রভৃতিও গৃহীত হয়েছে, যাতে বৈবর্ণ্য স্তম্ভাদি জাত হল, এরূপ অর্থ। **স্ম**—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। নর্মোক্তিতেও তাঁদের তাদৃশ শোক হওয়া বিষয়ে অসম্ভাবনা-বুদ্ধি করা উচিত নয়, এরূপ ভাব। অথবা, 'স্ম' বিস্ময়ে, এই সামান্য প্রেম উক্তিতেই তাদৃশ দুঃখ হল, অহো প্রেমমহিমা। পরবর্তী ৩১ শ্লোকাদিতে গোপীদের প্রত্যুত্তরে যে উপেক্ষাময় অর্থবিশেষ প্রকাশিত, তার ভঞ্জক হয় না, তাঁদের এই চিন্তারূপ অনুভাব—কারণ কামিজনকৃত প্রার্থনায় কুলবতীগণের চিন্তানুভাব সম্ভব এবং তাঁদের রস-অবিরোধি ভাবোদয় স্বভাবতঃই হয়ে থাকে। জী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** চিন্তায়া অনুভাবানাহ,—কৃত্বেতি। মুখানি অব অধঃ কৃত্বেতি লজ্জা ধ্বনিতা। প্রেম্নোঽনুরোধাদস্মাকং স্বাভাবিকলজ্জাত্যাগ এব সম্প্রতি লজ্জাং প্রাপ, যতঃ কুলবতীনাং পুঞ্জীভূতলজ্জানামপ্যস্মাকং লজ্জাত্যাগঃ খলু প্রেমহেতুক এব। সচ প্রেমরসবিদাং মতে সঙ্গীত এব নতু বিগীতঃ। প্রেম্নস্তু লক্ষণমেতদেব যৎ স্ববিষয়ং পরমেশ্বরমপ্যতিশয়েন বশীকরোতি তৎ প্রেমেতি। ততশ্চ যত্ত্বস্মাকং প্রেমবিষয়োঽয়ং কৃষ্ণো ন বশোঽভূত্তদাস্মাকং প্রেমৈব নাস্তীত্যবগতং লজ্জাত্যাগোঽয়ং কিং হেতুকোঽভূদিত্যনুতাপো লজ্জাচিন্তা চ তত্রানুতাপং বিবৃন্বন্ মুখানি বিশিনষ্টি। মুখানি কীদৃশানি? শুচঃ শোকাদুদ্ভূতেন শ্বসনেনোষ্ণশ্বাসেন শুষ্যন্তো বিম্বাধরা যেষু তানি, সূর্য্যাতপেন পক্কবিম্বফলানাং শোষে সতি স্থৌল্যস্যাপগমঃ স্পষ্টমলিনত্বঞ্চ যথা ভবেত্তথা অধরাণামপ্যভূদিতি ভাবঃ। লজ্জাচিন্তা বিবৃণোতি,—চরণেন বামপদাঙ্গুষ্ঠেন ভুবং লিখন্ত্য ইতি। হে ধরিত্রী, বিদীর্ণা ভব ত্বয়ি বয়ং প্রবিশাম ইতি ভাবঃ। শোকসন্তাপৌ বিবৃণোতি,—উপাত্তমসিভিঃ কজ্জলাক্তৈরস্রৈঃ কুচয়োঃ কুঙ্কুমানি মৃজন্ত্যঃ তেন বিচ্ছেদবর্দ্ধকেন মহানুতাপক্রকচেন দ্বিধা বিদারয়িতুং শ্যামসূত্ররেখে দত্তে ইতি সম্ভাবনা ধ্বনিতা। অস্রৈরিতি বহুবচনেন মৃজন্ত্য ইতি বর্ত্তমানকালেন চাস্রাণাং প্রবাহবতী ধারা সূচিতা। তাবদ্ভিরপ্যস্রৈরন্তরীয়বস্ত্রাণ্যপ্যার্দ্রয়ন্তি ইত্যনুক্ত্যা

৩০। প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণম্ কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎসংরম্ভগদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ॥

৩০। **অন্বয়** ঃ অনুরক্তাঃ তদর্থবিনিবর্ত্তিত সর্বকামাঃ কিঞ্চিৎ সংরম্ভ গদ্গদঃ-গিরঃ (গোপ্যঃ) রুদিতোপহতে (রোদনেন অন্ধীভূতে) নেত্রে বিমৃজ্য (নয়নে মার্জনেন অশ্রূণি অপসার্য্যঃ) প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরং ইব (অপ্রিয়বৎ) প্রতিভাষমানং (কঠোরবাক্যানি বদন্তং) কৃষ্ণং অব্রুবত (উচুঃ)।

৩০। **মূলানুবাদ** ঃ (অরণ্যে রোদন ছেড়ে ঘরে ফিরে যাও. কৃষ্ণের এরূপ কথায় মূর্চ্ছা ভঙ্গে—) অতঃপর কৃষ্ণে আসক্তচিত্তা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য সর্ববিধ কামনা থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্তা রমণীগণ রোদনে অন্ধীভূত নয়নদ্বয় মার্জন পূর্বক ঈষৎ কোপের আবেশে গদ্গদ কণ্ঠে প্রিয়তম হয়েও অপ্রিয়ের ন্যায় প্রত্যাখ্যানকারী শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগলেন।

এবং সম্ভাব্যতে। নয়নোত্থযমুনাদ্বয়হৃদয়োত্থসন্তাপানলয়োর্নির্ব্বাপণশোষণকাময়োর্বিবাদে ন কস্যাপি জয়ঃ পরাজয়ো বা দৃষ্ট ইতি। উরুদুঃখস্য ভরো ভারো যাসাং তাঃ। তুষ্ণীমিতি ভারাসহিষ্ণুতয়েব চেতনায়া অপগমাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ তস্থুরিতি তাসাং গতচেতনানাং পাঞ্চালিকানামিবোর্দ্ধবাবস্থিতিরবগম্যাত॥ বি০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ চিন্তার অনুভাব সমূহ বলা হচ্ছে—কৃত্বা ইতি। **মুখান্যব**—[মুখানি+অব] মুখ 'অব' নীচু করে, এখানে লজ্জা ধ্বনিত হচ্ছে। প্রেমের অনুরোধেই আমাদের স্বাভাবিক লজ্জা ত্যাগই সম্প্রতি লজ্জা প্রাপ্ত হয়েছে. কারণ পুঞ্জীভূত লজ্জাশীলা কুলবতী আমাদের লজ্জা ত্যাগ প্রেম হেতুই হয়,—এই প্রেম রসবিদ্দের মতে প্রশংসনীয়ই, নিন্দিত নয়। প্রেমের লক্ষণ—'যা স্ববিষয় পরমেশ্বরকেও বশীভূত করে থাকে তাই প্রেম'। তা হলে যদি আমাদের প্রেমবিষয় এই কৃষ্ণ বশীভূত না হলেন, তা হলে বুঝা যাচ্ছে আমাদের প্রেমই নেই; তবে আমাদের লজ্জা ত্যাগ কিসের কারণে হল,—এইরূপে অনুতাপ-লজ্জা-চিন্তা। এখানে অনুতাপের লক্ষণ বিবৃত করতে গিয়ে মুখকে বিশেষিত করা হচ্ছে। কিদৃশ মুখ? **শুচঃ**—শোক থেকে উদ্ভূত **শ্বসনেন**—উষ্ণ শ্বাসের দ্বারা **শুষ্যদ্-বিম্বাধরাণি**—শুকিয়ে যাওয়া বিম্বাধর বিশিষ্ট মুখ। সূর্যতাপে পাকা বিম্বফল শুকিয়ে গেলে স্থূলতার বিনাশ ও স্পষ্ট মলিনতা প্রাপ্তি হলে যেরূপ হয়, সেইরূপ নীচের ঠোঁটের অবস্থা হল, এরূপ ভাব। লজ্জা-চিন্তা বিবৃত করা হচ্ছে **চরণেন**—বা পায়ের অঙ্গুলির দ্বারা মাটি খুঁড়তে লাগলেন, ভাবখানা—হে ধরিত্রী! দ্বিধা হও আমরা তোমাতে প্রবেশ করব। শোক ও সন্তাপ বিবৃত করা হচ্ছে—**অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ**—কজ্জলাক্ত অশ্রুধারায় কুচকুঙ্কুম মুছে দিতে দিতে—যেন বিরহবর্ধক মহানুতাপ করাতের দ্বারা দুভাগে চেরার জন্য কালসূতায় রেখ দেওয়া হচ্ছে, এরূপ ধ্বনি। 'অস্রৈঃ' এই বহুবচনে ও 'মৃজন্ত্য' এই বর্তমান প্রয়োগে অশ্রুর প্রবাহবতী ধারা সূচিত হল। অশ্রুর তাবৎ ধারা প্রবাহেও যে উত্তরীয় বস্ত্র ভিজে যাওয়ার কথা

বলা হল না, তাতে এখনও এরূপ সংশয়ই রয়ে গিয়েছে—নয়নোত্থ যমুনাদ্বয়ের ও হৃদয়োত্থ সন্তাপ অনলের নির্বাপন-শোষণ-ইচ্ছারূপ বিবাদে কার বা জয় পরাজয় দেখা যায় ? **উরুদুঃখভরাঃ**--উরু দুঃখের ভারে গোপীগণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন দুঃখ ভার সইতে না পারার জন্য চেতনার অপগম হেতু। অতঃপর 'তস্থু ইতি' অচেতন তাঁদের যেন পুতুলের মতো শূন্যে অবস্থিতি হল, বুঝতে হবে। বি° ২৯ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ প্রেষ্ঠঃ প্রিয়তমমপি প্রিয়েতরমিব প্রিয়মাত্রাদিতরমিব প্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তম্। নন্বু তর্হি তস্মান্মনঃ কথং ন ন্যবর্ত্তয়ন্ ? তত্রাহ—তদর্থং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তয়ে বিশেষেণ নিবর্ত্তিতাঃ পুনর্যথা সম্বন্ধগন্ধোঽপি তেষাং ন স্যাত্তথা নিরস্তাস্তদ্ব্যতিরিক্তা অশেষাভিলাষা যাভিস্তাঃ। অতস্তন্নিবর্ত্তয়িতুং নাশক্নুবন্নিতি ভাবঃ। কুতঃ ? কৃষ্ণং পরমানন্দঘনতয়া সর্ব্বচিত্তাকর্ষকতয়া চ তন্নাম্না প্রসিদ্ধং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনম্। নন্বু উরুদুঃখাক্রান্তাঃ কথং বক্তুমপি শক্তাঃ ? তত্রাহ—সংরম্ভেতি। অমর্ষেণ বিষাদকার্য্যেণৈব বিষাদাবরণাদিতি ভাবঃ। তত্র নেত্রমার্জ্জনং ভাবদ্বয়সন্ধিজং, তচ্চ প্রণয়কোপস্বভাবতঃ। কিঞ্চিচ্ছ্রীমুখাবলোকনপূর্ব্বকবচনার্থমিতি পরমার্ত্ত্যা লজ্জাশৈথিল্যমপি গম্যতে, কিঞ্চিদিতি বিষাদাংশস্যান্তর্ভূতত্বাৎ। তদ্দ্বয়কার্য্যং গদ্গদত্বম্, অনুরক্তা ইতি বিষণ্ণতাদৌ সর্ব্বত্রৈব হেতুঃ ॥ জী° ৩০ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ প্রেষ্ঠং**—প্রিয়তম হলেও **প্রিয়েতরমিব**—প্রিয়মাত্র থেকেও নিকৃষ্টজনের মতো প্রত্যাখ্যান করতে থাকলে। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তা হলে তাঁর থেকে মন ফিরিয়ে আনলে না কেন ? এরই উত্তরে, **তদর্থম্—**কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য **বিনিবর্তিত সর্বকামাঃ**—আর যাতে বিষয়ের সম্বন্ধ লেশমাত্রও না হতে পারে সেই ভাবে কৃষ্ণছাড়া অন্য অশেষ অভিলাষ ত্যাগ করছেন তাঁরা, তাই মনকে আর কৃষ্ণ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না, কৃষ্ণ পরমানন্দঘন ও সর্বচিত্ত আকর্ষক হওয়া হেতু। 'কৃষ্ণ' নামের মধ্যেই এই গুণ অন্তর্নিহিত আছে, যথা—কৃষি = সত্ত্বাবাচক 'ণ' = পরমানন্দ বাচক, আরও কর্ষতি = আকর্ষতি— এই কৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে বলতে লাগলেন। আচ্ছা মহাদুঃখাক্রান্তা তাঁরা কি করে বলতে সমর্থ হলেন ; এরই উত্তরে, কিঞ্চিৎ কোপাবেশে গদ্‌গদ বাক্যে বললেন—বিষাদের কার্য ক্রোধই বিষাদের আবরণ হয়ে থাকে, এরূপ ভাব। এখানে নেত্র মার্জন কার্যটি কোপ ও বিষাদ ভাবদ্বয়ের সন্ধি-জাত। এই নেত্র মার্জনও করলেন প্রণয়কোপ স্বভাব থেকে, শ্রীমুখ কিঞ্চিৎ অবলোকন পূর্বক কথা বলার জন্য। এতে পরম আর্তিতে লজ্জা শৈথিল্যও বুঝা যাচ্ছে। গোপীদের তৎকালীন ভাবের মধ্যে বিষাদ অংশ অন্তর্ভূত রূপে থাকা হেতু 'কিঞ্চিৎ' শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে। কোপ-বিষাদ এই ভাবদ্বয়ের কার্য হল বাক্যের গদ্‌গদতা। **অনুরক্তাঃ**—বিষণ্ণতা প্রভৃতিতে সর্বত্রই হেতু হল তাঁরা কৃষ্ণে অনুরক্তা। জী° ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ততশ্চ কিমরণ্যরোদনং কুরুধ্বে, প্রসন্নমুখ্যঃ সত্য স্বস্বগৃহং কিং তূর্ণং ন গচ্ছতে-ত্যুচ্চৈরুচ্চরিতেন ভগবদ্বাক্যেন কর্ণাধ্বনান্তঃপ্রবিষ্টবতা মূর্চ্ছাতস্তাঃ প্রবোধিতাঃ কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়ামাসুরিত্যাহ,—প্রেষ্ঠং পূর্ব্বং বহুশঃ কৃতাঙ্গসঙ্গত্বাৎ প্রিয়তমং অথচ কারণং বিনৈব প্রিয়েতরমিব প্রতিকূলং স্বস্বপতিং ভজধ্বমিত্যতিকঠোরং ভাষমাণম্। এতচ্চ নৈব সম্ভবেৎ যতস্তদর্থং বিশেষেণ পুনর্যথা সম্বন্ধগন্ধোঽপি তেষাং ন স্যাত্তথা নিবর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে

৩১। মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্ দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥

৩১। **অন্বয়** ঃ (হে) বিভো, ভবান্ এবং নৃশংসং গদিতুং (বক্তুং) মা অর্হতি সর্ববিষয়ান্ সন্ত্যজ্য তব পাদমূলং ভক্তা (সেবিতুকামাঃ) অস্মান্ মা ত্যজ। আদিপুরুষ দেবঃ (শ্রীনারায়ণঃ) মুমুক্ষূন্ যথা ভজতে (তথা ত্বমপি অস্মান্) ভজস্ব।

৩১। **মূলানুবাদ** ঃ ধর্ম উপদেশ দিচ্ছ, অথচ নিজে পাপের দিকে পা বাড়াচ্ছ, এ অনুচিত—এই আশয়ে গোপীগণ বলছেন—) হে প্রাণনাথ! তোমার পক্ষে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা উচিত হল না, কেন-না আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করত তোমার পাদমূলে শরণ নিয়েছি। হে বিষমাত্রবর্ষুক জলধর! আমাদিকে ত্যাগ কর না। শ্রীনারায়ণ যেরূপ মুমুক্ষুদিগকে ত্যাগ না করে তাঁদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকেন, সেইরূপ তুমিও আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

কামা যাভিস্তাঃ। অত্রান্যশব্দস্যাপ্রয়োগাৎ সর্বশব্দপ্রয়োগাচ্চ ভগবৎসুখার্থকঃ কামঃ কামশব্দেন নোচ্যতে ইতি শ্রীশুকাভিপ্রায়ঃ। রুদিতেনোপহতে অন্ধীভূতে নেত্রে বিমৃজ্যেতি অয়মন্তকালোঽস্মাকমাগতস্তৎ সকৃদপ্যেতস্য মুখকমলং দৃষ্ট্বা ম্রিয়ামহে ইত্যাকাঙ্ক্ষয়েতি ভাবঃ। হন্ত হন্ত প্রেয়সাপি ভূত্বা বিনৈবাপরাধং কথমেতাবান্ প্রাণান্তো দণ্ডঃ ক্রিয়তে ইতি সংরম্ভস্তথা বয়মেতদনুরূপগুণাদ্যভাবাদঙ্গসঙ্গাযোগ্যা এব ভবামঃ অতস্ত্যজ্যামহে ইতি মননাৎ সংরম্ভাভাবশ্চেত্যতঃ কিঞ্চিৎ সংরম্ভেণ গদ্গদা গিরো যাসাং তাঃ। নন্থ, উভয়থাপি প্রেমশূন্যাস্তস্মান্নিবৃত্তিরেবোচিতেত্যত আহ,—অনুরক্তা ইতি। অনুরাগান্ধা হি বিচারং ন সহন্ত ইতি ভাবঃ॥ বি০ ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর কৃষ্ণ যেন বলছেন, ওহে গোপীগণ! অরণ্যে রোদন করছ কেন? প্রসন্নমুখী হয়ে নিজ নিজ ঘরে কেন-না ফিরে যাচ্ছ, এইরূপে চিৎকার করে বলা কৃষ্ণবাক্য কর্ণপথে অন্তরে প্রবেশ করলে গোপীগণ মূর্চ্ছা থেকে জাগরিত হয়ে কিঞ্চিৎ নিবেদন করতে আরম্ভ করলেন কৃষ্ণের কাছে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—প্রেষ্ঠং ইতি। **প্রেষ্ঠং**—পূর্বে বহুবহুবার অঙ্গসঙ্গ করা হেতু প্রিয়তম (বলে অনুভূত) অথচ কারণ বিনাই **প্রিয়েতরম্**, **ইব**—[প্রিয়+ইতরম্] প্রতিকূল নিজ নিজ পতিকে সেবা কর, এরূপ অতি কঠোরের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ সম্ভব হয় না, কারণ তাঁরই জন্য **বিনিবর্তিত-সর্বকামাঃ**— 'বি' বিশেষভাবে অর্থাৎ যাতে পুনরায় সম্বন্ধ গন্ধও আর না হয়, সেইভাবে নিবর্তিত হয়েছে সর্বাভিলাষ এই গোপীগণের। 'অন্যকাম' শব্দ প্রয়োগ না করে 'সর্বকাম' শব্দ প্রয়োগে বুঝা যাচ্ছে ভগবৎসুখার্থক যে 'কাম' তাকে 'কাম' শব্দের মধ্যে ধরা হয় নি এখানে—ইহাই শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায়। **রুদিতোপহতে নেত্রে**—কাঁদতে কাঁদতে অন্ধীভূত নেত্র বিমৃজ্য—মুছতে মুছতে, আমাদের মৃত্যুকাল এসে গিয়েছে, কাজেই মরবার আগে একবারও এর মুখকমল দেখে মরব, এইরূপ আকাঙ্খা করে চক্ষু মার্জন, এইরূপ

ভাব। হায় হায় প্রাণপ্রিয় হয়েও বিনা অপরাধে কি করে এরূপ প্রাণান্ত দণ্ড করল ? তাই **সংরম্ভ**—ঈষৎ কুপিত হলেন, আমরা এঁর অনুরূপ রূপগুণাদি অভাব হেতু অঙ্গসঙ্গের অযোগ্যই, অতএব তাঁর দ্বারা আমরা ত্যক্ত হলাম, এরূপ মনন হেতু কোপের অভাবও হল, সুতরাং কিঞ্চিৎ কোপে তাঁদের কথা গদগদ হল। পূর্বপক্ষ, উভয় প্রকারেই প্রেমশূন্য হওয়া হেতু সেই কৃষ্ণ থেকে মন ফিরিয়ে আনাই তো উচিত, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, **অনুরক্তা**—অনুরাগে অন্ধজন কোনও বিচার মানে না। বি° ৩০ ॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ শ্রীগোপ্য উচুরিতি। তত্রৈবং বিবেচনীয়ম্—যদ্যপি সমানভাবাপন্নত্বেন যুগপৎ-সমানবচনস্ফূর্ত্তিরপি সম্ভবতি, তথাপ্যেকদোক্তৌ অতিকোলাহলতয়া নাতিরসাধায়কত্বাৎ, কাসাঞ্চিন্মুখ্যানামেব বচনং জ্ঞেয়ম্। তচ্চ যুগপদ্বা তত্তন্মহাবাক্যোপসংহারে 'তন্নঃ প্রসীদ বরদ' (শ্রীভা ১০।২৯।৩৩) ইতি, 'সিঞ্চাঙ্গ' (শ্রীভা ১০।২৯।৩৫) ইতি, তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনা-' (শ্রীভা ১০।২৯।৩৮) ইতি, 'তন্নো নিধেহি' (শ্রীভা ১০।২৯।৪১) ইতি স্বস্ববিবক্ষিতবচনচতুষ্টয়ান্তং ক্রমশো বা পূর্ব্বপূর্ব্বাসাং বাক্যস্থাপনপূর্ব্বকমেবোপন্যস্তমস্তি, চতুষ্টয়ত্বঞ্চ যূথশো দিক্‌চতুষ্টয়স্থিতত্বাত্তাসাম্ তথাপি সর্ব্বাসাং তৎসম্মুখত্বঞ্চ—'কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ' (শ্রীভা ১০।১৩।৮) ইতিবৎ। 'যাসামেব প্রসাদেন যাসাং শ্রীনাগরেশ্বরে। জল্পতত্ত্বং জ্ঞায়তে তা বন্দে শ্রীনাগরেশ্বরীঃ ॥' শ্রীগোপীগণপ্রাণবল্লভায় ভগবতে নমঃ। অথ পত্যাদিপরিত্যাগেন ত্বদ্ভজনেঽস্মাকমধর্ম্মো ধর্ম্মো বেতি পশ্চাদ্বিচারয়িষ্যতে। অহো তবৈব তাবদস্মৎপরিত্যাগে ধর্ম্মদোষো দুষ্পরিহর ইত্যাহুঃ—মৈবমিতি ; মেতি নিষেধস্যাদৌ প্রয়োগঃ পরমার্ত্তিবৈয়গ্র্যেণ। এবমীদৃশং কথঞ্চিদেতদ্বচনসদৃশমপি, কিমু বক্তব্যম্ এতদিত্যর্থঃ। কুতঃ ? নৃশংসং বজ্রসারবৎ কাঠিন্যেন হৃদয়বিদারকমিত্যর্থঃ। যদ্বা, সাক্ষান্মারকম্ ; 'নৃশংসো ঘাতুকঃ ক্রূরঃ' ইত্যমরঃ ; গদিতুং ব্যক্তং বক্তুং, কিংবা গদিতুমপি ; কিমুত ব্যবহর্ত্তুমর্হতি। তত্র চ ভবান্ প্রেমার্দ্রস্বভাবতয়া প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। তত্রাপি বিভো হে অস্মৎপ্রাণনাথ, অতোঽস্মান্ প্রতি নার্হত্যেবেতি ভাবঃ। অত্র সংরম্ভ-গদ্‌গদ ইত্যুক্তত্বাৎ সর্ব্বত্র-শব্দেন স্বরেণ বা দৈন্যাদাবপি প্রণয়কোপো ব্যঞ্জনীয়ঃ। এবং 'স্বাগতং বো মহাভাগাঃ (শ্রীভা ১০।২৯।১৮) ইত্যাদিকং ভবতা সাদরং সন্যায়ং মৃদূক্তমপি নিবর্ত্তনার্থমেবেতি রসবিঘাতকত্বাদর্থতো বিপরীতমেবেতি ভাবঃ। অনেন স্বাগতমিত্যাদ্যপাদস্যোত্তরমূহ্যম্। নন্থ ভোঃ প্রিয়বাদিন্যস্তর্হি কিং কর্ত্তুমর্হামি? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—অস্মান্ ভজস্ব, মনোরথপূরণেন অনুবর্ত্তস্ব ; কুতঃ ? তব পাদয়োর্মূলং তলং, ভক্তা ইতি দৈন্যোক্তিঃ। অজ্ঞাদিরূপকানুক্তিনৃশংসতোক্ত্যা কাঠিন্যাদ্যভিপ্রায়েণ অনেন প্রিয়ং কিমিতি পদস্যোত্তরম্। নন্থ শ্রীগোপগৃহিণ্যঃ সত্যমেব ভজামি, কিন্তু ভবৎপত্যাদিহিতাচরণরূপমেব যুক্তং, ন ত্বীদৃশমিতি তত্রাহুঃ—সংত্যজ্যেতি। সর্ব্বান্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ার্থান পত্যাদিরূপান্ সম্যক্ অপুনরঙ্গীকারদার্ঢ্যেন ত্যক্ত্বা তেষাং তদ্ভজনপ্রাতিকূল্যাৎ, অনেন 'ব্রজস্যানাময়ম্' (শ্রীভা ১০।২৯।১৮) ইত্যাদিকস্য দুহ্যতেত্যন্তস্য সর্ব্বস্যাপ্যুত্তরং তেষাং সর্ব্বেষামপি বিষয়ান্তঃপাতাৎ, তত্ত্যাগেন দেহেঽপি গলিতপ্রেমত্বাৎ। তৎপ্রেম বিনা 'রজন্যেষা' ইত্যাদি বাক্যস্যাপ্যনুপাদেয়ত্বাৎ ব্যতিরেকেণাহুঃ—হে দুরবগ্রহ দুরাগ্রহ ! অস্মান্ অনন্যগতীর্মা ত্যজেত্যর্থঃ, অন্যথৈব দোষঃ স্যাদিতি ভাবঃ। কথমিত্যাশঙ্ক্য ধর্ম্মাধর্ম্মাতীতস্য ঈশ্বরস্যাপি তত্তদ্ধর্ম্মপালনাবশ্যকতাদর্শনাদিত্যাহুঃ—দেব ইতি। তত্রাপি মুমুক্ষূনপি, কিমুত তদেকেপ্সূন্। কিংবা অমুমুক্ষূন্ মোক্ষমপ্যনিচ্ছুন্ ভক্ত্যেকনিষ্ঠানিত্যর্থঃ। যদ্বা, মুমুক্ষূন্ তস্মাদন্যৎ সর্ব্বং ত্যক্তুমিচ্ছুন্। যথাসৌ ভজনমাত্রাপেক্ষয়া সর্ব্বানেব ভজতে স্বীকরোতি, তথা ত্বমস্মান্ ভজস্বেতি। ভজত ইতি দ্বিতীয়ান্তঃ ক্বচিৎ পাঠঃ। তত্র মুমুক্ষূনিতি বিশেষণং সাধনসাধ্যয়োর্দ্বয়োরপ্যবস্থয়োস্তেষামাত্মসাৎকরণাৎ সকামান্ ব্যাবর্ত্তয়তি, যথা

তান্ ভজতে ন ত্যজতীত্যর্থবশাদ্ভজস্বেত্যস্য বিভক্তিং বিপরিণময্য ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনত্বেনৈব কৃষ্ণে লব্ধনিষ্ঠানামপি 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ' (শ্রীভা ৫।১৮।১২) ইত্যুক্তত্বাৎ। 'হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥' ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রোক্তানুসারাচ্চানাদৃতমপি সর্ব্বং জ্ঞানাদিকং, তাঃ পরিচরতি, তস্মাৎ কেবলপ্রেমময়েঽপি বচসি পারমৈশ্বর্য্যজ্ঞানময়োঽপ্যয়মর্থস্তাসামেব মহিমসূচনার্থং জ্ঞানাদিশক্তিপ্রেরিততয়া ভক্তবিশেষাণাং চমৎকারায় স্ফুরতি; অথবা দৈন্যেন মহিমস্ফূর্ত্তেরীশ্বরত্বং সম্ভাব্যেদৃশং বচনম্। তথাহি বিভো হে বহিরন্তর্ব্যাপক! ইতি ভবানস্মাকং সর্ব্বং ভাবং জানাত্যেব, অতস্তব পাদমূলং ভক্তা আশ্রিতা অস্মান্ ভজস্ব, অন্যথা 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (শ্রীগী ৪।১১) ইত্যাদিবচনানাং বৈয়র্থ্যাপত্তিঃ। নন্বু তত্ত্বজ্ঞপূজ্যপাদাঃ কথং বিষয়সুখমিচ্ছথ? তত্রাহুঃ—সংত্যজ্যেতি। অতো বয়ং পরমার্থসুখমেবেচ্ছাম ইতি ভাবঃ॥ ত্বয়া সহ ক্রীড়াবিশেষস্য তস্য প্রেমপরিপাকবিলাসরূপত্বেনাশেষপুরুষার্থসার-সর্ব্বস্বাত্মকত্বাৎ ইতি 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' ইত্যেতন্নিজবচনস্য সত্যতাপেক্ষয়া ত্বমপ্যস্মদ্বদন্যাশেষত্যাগেনাস্মান্ ভোক্তুমর্হসীতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। যে দুরবগ্রহ স্বচ্ছন্দ, অস্মান্ প্রপন্না মা ত্যজ পরমেশ্বরস্বাত্বামধর্ম্মো ন স্পৃশত্যেবে, সত্যসংকল্পত্বশ্রুতিবিরোধাৎ, প্রতিজ্ঞাহানিস্তু পরমানুচিতৈবেতি ভাবঃ। সর্ব্বান্ বিষয়ান্ সাম্রাজ্যপ্রভৃতিবৈকুণ্ঠাবধি-পদানি সংত্যজ্যাপি তে ত্বাং অমুমুক্ষূন্ মোক্তুমনিচ্ছূন্ অশক্নুবতো জনানন্যানপি ভজ স্বীকুরু, দ্বিতীয়ায়াং ষষ্ঠী। তে তুভ্যং ত্বাং প্রাপ্তুং মুমুক্ষূনিতি চতুর্থী বা। যতো দেবো জগৎপূজ্যস্ত্বং, অন্যথা দেবত্বাসিদ্ধিঃ; তথাপি যথা যথাবৎ সম্পূর্ণতয়া আদিপুরুষো ভগবানিতি। অত্র চাভিরপি যজ্ঞপত্ন্যুক্ত্যাদ্য-পদ্যানুবাদানুবাদ আর্ত্তিসাম্যাংশেন জ্ঞেয়ঃ। আর্ত্তাবপি স্বভাবেন বৈদগ্ধ্যাবলিতাত্মনাম্। প্রার্থনে গোপরামাণাং নিষেধার্থোঽপি বীক্ষ্যতে॥' তথা হি এবমীদৃশং কিঞ্চিৎ প্রিয়ং করবাণি, ময়া সহ কিঞ্চিদ্রমেতেত্যাদিকং নৃশংসং বক্তুং নার্হতি। তত্র হেতুঃ—সন্ত্যজ্যেতি; যাঃ সর্ব্ববিষয়ান্ সন্ত্যজ্য তব পাদমূলং ভক্তাস্তা এব দুরবগ্রহং স্বচ্ছন্দং বথা ভবতি তথা ভজস্ব, অস্মান্ আ সর্ব্বাংশেনৈব ত্যজ, প্রভবোভক্তজনানেব ভজন্তে, ন ত্বভক্তানিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহুঃ—দেব ইতি; অস্মিন্নর্থে—বস্তুতস্তু সর্ব্বমেতন্নর্ম্মৈবেতি ভাব এব ব্যঞ্জিত ইতি॥ জী ৩১॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** শ্রীগোপীগণ বলতে লাগলেন— এখানে এরূপ বিবেচনীয় যদিও সমভাবাপন্ন হওয়া হেতু গোপীদের যুগপৎ একইরূপ বচন স্ফূর্তিও সম্ভব; তথাপি সবাই মিলে যুগপৎ বললে অতিকোলাহল হওয়া হেতু অতিরসপ্রদ হয় না, তাই বুঝতে হবে কোনও কোনও যুথেশ্বরীই বলতে লাগলেন। চার দলে বিভক্ত সেই যুথেশ্বরীগণ চতুর্দিক থেকে যুগপৎই বললেন, বা সেই সেই মহাবাক্যের উপসংহারে প্রযুক্ত "তন্নপ্রসীদ" —(শ্রীভা° ২৯।৩৩), "সিঞ্চাঙ্গ" —(শ্রীভা° ১০।২৯।৩৫), "তন্ন প্রসীদ" --(শ্রীভা° ১০।২৯।৩৮), "তন্নোনিধেহি" —(শ্রীভা° ১০।২৯।৪১)— যূথেশ্বরীদের নিজ নিজ বলার ইচ্ছাভূত এই বচন চতুষ্টয়ের শেষ অংশ পূর্ব পূর্ব যুথেশ্বরীদের বাক্যস্থাপন পূর্বক ক্রমশঃই বললেন। গোপীগণ চার দলে বিভক্ত হয়ে কৃষ্ণের চতুর্দিকে দাঁড়িয়েছিলেন বলে বাক্যও চারটি – তথাপি সকলেই কৃষ্ণের সম্মুখেই ছিলেন—যেমন না কি বনভোজন লীলায় কৃষ্ণের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট সকল রাখাল বালকদের মুখই কৃষ্ণের দিকে ছিল। —(শ্রীভা° ১০।১৩।৮)। শ্রীনাগরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নাগরেশ্বরী ব্রজদেবীগণের উক্তি যাঁদের কৃপায় বোঝা যায়, সেই নাগরেশ্বরী ব্রজদেবীগণকে বন্দনা করছি। শ্রীগোপীগণের প্রাণবল্লভ ভগবান্‌কে প্রণাম করছি।

অতঃপর প্রস্তুত বিষয় আরম্ভ করা যাচ্ছে— ওহে চতুরশিরোমণি ! শোন, পতি প্রভৃতি ত্যাগ করলে আমাদের ধর্ম হবে কি অধর্ম হবে, তা পরে বিচার করা যাবে। এখন এ-তো বুঝে দেখ, আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করলে অহো তোমার ধর্মদোষ যা হবে, তা পরিহার করা অসাধ্য হয়ে পড়বে তোমার। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **মৈবম্মিতি**—পরমার্তি ব্যগ্রতায় নিষেধার্থে এই 'মা' পদের প্রয়োগ, 'এবম্' এরূপ ব্যক্য প্রয়োগ তো দূরে থাকুক তোমার উক্ত এই কথার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য হয়, সেরূপ কথা বলাও সঙ্গত নয়। যদি বল কেন ? কারণ এ-কথা নৃশংস-বজ্রসারের মতো কঠিন হওয়া হেতু হৃদয়বিদারক, বা সাক্ষাৎমারক । —[নৃশংস ঘাতুক ক্রূর - অমর]। **মৈবং গদিতুং অর্হতি**—এরূপ কথা প্রকাশ করে বলা সঙ্গত হয় না, বা এরূপ কথা বলাও যায় না, এতাদৃশ বাক্যানুরূপ ব্যবহার তো দূরের কথা। এর মধ্যে আবার তুমি প্রেমার্ত স্বভাব হওয়া হেতু প্রসিদ্ধ হয়েছ, এরূপ অর্থ। এর মধ্যেও আবার তুমি **হে বিভো**—আমাদের প্রাণনাথ, কাজেই আমাদের প্রতি এরূপ কথা বলা আরও উচিত নয়, এরূপ ধ্বনি। পূর্ব শ্লোকে 'প্রণয় কোপে গদ্গদ' এরূপ বাক্য থাকা হেতু সর্বত্র, এমন কি দৈন্যাদিতেও শব্দে ও স্বরে প্রণয়-কোপ ব্যঞ্জিত হয়েছে। এইরূপে "স্বাগতং বো মহাভাগা" অর্থাৎ 'হে মহাভাগ্যবতীগণ ! তোমাদের সুখে আগমন হয়েছে তো' ইত্যাদি কথা তুমি সাদরে সযুক্তি বললেও, তা আমাদিকে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই বলেছ ; সুতরাং এ রসবিঘাতক হওয়ার দরুণ বিপরীত অর্থ, অর্থাৎ ঘরে ফিরে যেও না, এরূপ অর্থই সূচনা করছে, এরূপ ভাব। হে কৃষ্ণ ! যদি বল, হে প্রিয়বাদিনীগণ ! তা হলে তোমাদের জন্য কি করতে পারি ? এরই উত্তরে আমরা বলছি শোন, **অস্মান্ ভজস্ব**—আমাদের মনোরথ পূরণ করে সেবা কর। কেন ? **তবপাদমূলম্ ভক্তা**—কারণ আমরা তোমার শ্রীচরণতলের সেবিকা, এ দৈন্যোক্তি। এখানে 'পদকমল' না বলে শুধু 'পদ' শব্দ ব্যবহারে বুঝা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের নৃশংস বাক্য শুনে গোপীদের বোধ হল, তাদের ভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণের 'পদ' যেন কোমলতা ত্যাগ করত কাঠিন্য ধারণ করেছে। এসব বাক্যে 'প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ' ইত্যাদি কৃষ্ণোক্তির উত্তর দেওয়া হল। কৃষ্ণ যেন বলছেন, ওহে শ্রীগোপীগৃহিণীগণ, সত্যই তোমাদের সেবা করব, কিন্তু তোমাদের পতি প্রভৃতির উপকার সাধন অনুরূপে, যা যুক্তিসঙ্গত হবে, তোমাদের মনোরথ অনুরূপে নয়। এরই উত্তরে গোপীগণ বলছেন, **সন্ত্যজ্য ইতি**—'সর্ববিষয়' পত্যাদিরূপ ইন্দ্রিয়-বিষয় সকল (সম্+ত্যজ্য) পুনরায় অঙ্গীকার না-করারূপ দৃঢ়তায় ত্যাগ করে এসেছি, তাঁদের কৃষ্ণভজন-প্রতিকূলতা থাকা হেতু। এই কথায় 'ব্রজস্যানাময়ম্,' (শ্রীভা° ১০।২৯।১৮) অর্থাৎ ব্রজের কুশলতো ইত্যাদি শ্লোকের এবং ২২ শ্লোকের শেষের 'তুহ্যত ইতি' সব কিছুর উত্তর হয়ে গেল, কারণ ১৮-২২ শ্লোকের অন্তর্গত সমস্ত বাক্যই বিষয়ের অন্তর্ভূত, সেই সেই বিষয় ত্যাগে গোপীদের নিজ নিজ দেহের প্রতিও মমতা থাকে না, এই মমতাবিনা 'রজন্যেষা ঘোররূপা' ইত্যাদি বাক্যে যে ভয় দেখান হয়েছে, সেই ভয়ও থাকে না। ব্যতিরেকে বলা হচ্ছে, হে **দুরবগ্রহ**—হে বিষমাত্রবর্ষুক মেঘ ! অনন্য গতি আমাদিকে ত্যাগ

Acc No 1419
Coll No 294.5926 101h MS(0)
Date
B. G. M.

করো না। অন্যথায় তোমার দোষস্পর্শ হবে, এরূপ ভাব। কি করে? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় 'ধর্ম-অধর্মের' অতীত ঈশ্বরেরও সেই সেই ধর্মপালন-আবশ্যকতা দেখা যায়, তাই এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **দেব ইতি**—এখানে আদিপুরুষ যেমন মুমুক্ষুগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন, সেইরূপ একমাত্র আপনাকেই যাঁরা পেতে ইচ্ছা করেন সেই তাঁদের প্রতি-যে অনুগ্রহ করবেন তাতে আর বলবার কি আছে? কিম্বা সেইরূপ 'অমুমুক্ষূন্' মোক্ষেও অনিচ্ছু অর্থাৎ ভক্তৈকনিষ্ঠগণের প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন তাতে আর বলবার কি আছে? অথবা, **মুমুক্ষূন্**—কৃষ্ণ ছাড়া অন্য সবকিছু ত্যাগ করতে ইচ্ছুকদের প্রতি। যেরূপ না-কি আদিদেব নারায়ণ ভজনমাত্র-অপেক্ষায় সকলকেই 'ভজতে' স্বীকার করেন, সেইরূপ তুমি আমাদিকে স্বীকার কর। পাঠ 'ভজস্ব' স্থানে কোথাও 'ভজত' এরূপ দ্বিতীয়ান্ত পাঠও আছে। এরূপ পাঠে 'মুমুক্ষূন্' শব্দটিকে এই ভজতে শব্দের বিশেষণ করে অর্থ এরূপ আসবে, মুক্তীচ্ছু ভক্তদের সাধ্য-সাধন দু-অবস্থাতেই আত্মসাৎ করেন। এ কারণে সকাম ভক্তগণ বাদ চলে গেল। যথা মুক্তীচ্ছুদের আদিদেব স্বীকার করেন, ত্যাগ করেন না, তথা আমাদিকে তুমি ত্যাগ করো না। এই অর্থবশে বিভক্তির পরিবর্তন করে ব্যাখ্যা করণীয়।

এখানে শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনরূপ কৃষ্ণে লব্ধ-নিষ্ঠ গোপীদের কাছে সর্বজ্ঞান অনাদৃত হলেও এই জ্ঞান-সকল তাঁদের সেবা করে থাকে, এ সম্বন্ধে প্রমান ব্যক্য—"যাঁর ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি থাকে, তাঁর মধ্যে সকল গুণের সহিত দেবতাগণ এসে বাস করে থাকেন।" —(শ্রীভা০ ৫।২৮।১২), আরও "ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতি অদ্ভুত ভোগ সমূহ দাসীর ন্যায় হরিভক্তি মহাদেবীর অনুসরণ করে থাকে।" —শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র। সুতরাং গোপীদের কেবল প্রেমময় বাক্যের মধ্যেও পরমৈশ্বর্য-জ্ঞানময় অর্থ গোপীদেরই মহিমা প্রকাশের জন্য জ্ঞানাদিশক্তি দ্বারা প্রেরিত হয় ও ভক্তবিশেষের চমৎকারের জন্য স্ফুরিত হয়।

অথবা, দৈন্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা স্ফূর্তি হওয়ায় ঈশ্বরত্ব সম্ভাবনা করেই গোপীগণ ঐশ্বর্য-জ্ঞাপক উক্তি করেছেন। তথা হি **বিভো**—হে বহিরন্তর্ব্যাপক! তুমি আমাদের সকল ভাব জানই, অতএব তোমার পাদমূল **ভক্তা**—আশ্রিতা আমাদের স্বীকার কর। অন্যথা 'আমাকে-যে যে-ভাবে ভজন করে আমি তাকে সেই ভাবেই ভজন করি।' — গীতা। তোমার ইত্যাদি কথার ব্যর্থতা এসে পড়ে। পূর্বপক্ষ হে তত্ত্বজ্ঞ পুজ্যপাদ গোপীগণ! বিষয় সুখ ইচ্ছা করছ কেন? এরই উত্তরে **সংত্যজ্য**—না-না তা করব কেন, আমরা তো সকল বিষয় ত্যাগ করত পরমার্থ সুখই ইচ্ছা করছি, এরূপ ভাব। তোমার সহিত যে ক্রীড়া বিশেষ, তা প্রেমপরিপাকের বিলাস-রূপ বলে অশেষ পুরুষার্থসার-সর্বসম্পত্তিস্বরূপ। 'যে আমাকে যে ভাবে ভজন করে' ইত্যাদি নিজ কথার সত্যতার অপেক্ষায় তুমিও আমাদের মতো অন্য অশেষ কার্য ত্যাগ করে আমাদের ভোগ কর, ইহাই সমীচীন, এরূপই গূঢ় অভিপ্রায়। **হে দুরবগ্রহ**—হে স্বচ্ছন্দ বিহারি! প্রপন্ন আমাদের ত্যাগ কর না, পরমেশ্বর হওয়া হেতু তোমাকে অধর্ম স্পর্শ করবে না ঠিকই, তবে

তুমি-যে সত্যসঙ্কল্প, ভক্তের সঙ্কল্প পূরণ করাই তোমার প্রতিজ্ঞা। নিজ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা পরম অনুচিত হবে, এরূপ ভাব। সর্ববিষয়ান্—সকল বিষয় সাম্রাজ্য প্রভৃতি, এমনকি বৈকুণ্ঠাবধি পদ সর্বতো ভাবে ত্যাগ করেও যাঁরা 'তে' তোমাকে 'অমুমুক্ষূন্' ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ, তাদের তুমি ভজ—স্বীকার কর। বিষয় সর্বতো ভাবে ত্যাগ করেও তোমাকে পাওয়ার জন্য 'মুমুক্ষ্' ইচ্ছুক অন্যান্যদেরও ভজন কর, যেহেতু দেবঃ—তুমি জগৎপূজ্য, অন্যথা দেবত্বই সিদ্ধ হয় না! তথাপি যথা—'যথাবৎ' সম্পূর্ণরূপে আদিপুরুষ—ভগবান্ অর্থাৎ তুমি স্বয়ং ভগবান্, তাই 'মৈবং বিভো ইত্যাদি' অর্থাৎ 'এরূপ নৃশংস বাক্য বলা তোমার পক্ষে উচিত হয় না' এই ৩১ শ্লোকের প্রথম চরণের উক্তি সদৃশ উক্তি পূর্বে যজ্ঞপত্নীরাও করেছিলেন, তবে দুয়ের মিল আর্তিসাম্যেই, সর্বাংশে নয় এরূপ বুঝতে হবে।

বৈদগ্ধীলোল-আত্মা গোপীগণের আর্তিতেও যে প্রার্থনা, তাতেও স্বভাববশে উপেক্ষাময় অর্থও দেখা যায়। তথা হি এবম্—কিঞ্চিৎ প্রিয় সাধন কর, 'আমার সঙ্গে একটু কথা বল—ইত্যাদি নৃশংস বাক্য বলা তোমার পক্ষে উচিত হয় না। এর হেতু যাঁরা সকল বিষয় পরিত্যাগ করে তোমার পদমূল আশ্রয় করেছে তাদিকে 'দুরবগ্রহ' স্বচ্ছন্দে সেবা কর।

'অস্মান্' আমাদিকে 'আ+ত্যজ' সর্বাংশেই ত্যাগ কর। প্রভুরা ভক্তগণকেই স্বীকার করে, অভক্তগণকে নয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত— দেব ইতি। 'যদ্বা' দিয়ে শেষে ঐশ্বর্যপর যে অর্থ করা হল, সেখানে গোপীগণের যে ঐশ্বর্যপর উক্তি তা বস্তুতঃ পক্ষে কৌতুক পর বলেই জানতে হবে। জী০ ৩১॥

৩১। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অস্মান্ ধর্ম্মমুপদিশংস্ত্বথচ স্বয়ং পাপরাশিং চিকীর্ষসীত্যনুচিতমিত্যাহুঃ,—মৈবমিতি। নৃশংসং ঘাতুকং সাক্ষান্মারকং যথা স্যাত্তথা গদিতুং ভবান্ প্রতিপুরুষং ধার্ম্মিকত্বখ্যাতিমতো নন্দস্য পুত্রঃ সন্নার্হতি অন্যস্ত প্রতিপুরুষং মানুষমারণবৃত্তিকো বরমর্হতু নামেতি ভাবঃ। "নৃশংসো ঘাতুকঃ ক্রূর" ইত্যমরঃ। ত্বয়া কোটিসংখ্যা অপ্যস্মান্ প্রতি বাক্শরাস্তথা একদৈব নিক্ষিপ্তা দ্রুতাধুনৈব শরীরাণি পরিত্যজ্য যমপুরং সর্ব্বা এব বয়ং যামো নতু ত্বদুপদিষ্টং গোষ্ঠপুরং। ত্বন্তু শতকোটিস্ত্রীবধপাতকানি গৃহীত্বা স্বয়মেব গোষ্ঠং যাহি, স্ত্রীবধাম্নো স্তেজিষ্ঠবক্ষসি তর্হি সর্ব্ববিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তব পাদমূলং ভক্তাঃ সেবিতবতীরস্মান্ ভজস্ব। অত্রান্যবিষয়ানিত্যনুক্ত্বা সর্ব্ববিষয়ানিত্যুক্ত্যা ভগবদঙ্গসঙ্গো হি বিষয়ো ন ভবতীতি ধ্বনিতম্। নন্বু, ভোঃ কাবিন্যঃ, কিং স্বস্বপতিভ্যো ভবতীনাং কামো নোপশাম্যতি যতস্তান পরিত্যজ্য মামেব ভজধ্বে তত্রাহুঃ,—হে দুরবগ্রহ, "অবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবন্ধ" ইতি পাণিনিস্মরণাৎ দুষ্টো দোষযুক্তোঽবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবন্ধোঽনাবৃষ্টির্যস্যেত্যত্রান্যপদার্থস্য মেঘস্যৈবোপযুক্তত্বাৎ, দুঃশব্দপ্রয়োগাচ্চ, হে বিষমাত্রবর্ষুক, মেঘেত্যর্থঃ। তেন চাতকীনামস্মাকং দূরস্থোঽপি ত্বমেব কৃষ্ণমেঘো বন্ধুস্ত্বং দৈবদোষাদস্য বিষং বর্ষসি অবগ্রহবত্ত্বাৎ সলিলং ন চেদ্বর্ষসি তর্হি মা বর্ষ তদ্বৃষ্টং বিষমেব পীত্বা বরং ম্রিয়ামহে নতু নিকটস্থানাং হ্রদাদীনামপি জলং পিবামেত্যস্মাকং স্বভাবং জানীহীতি ভাবঃ। অতোঽস্মান্মা ত্যজ যত্ত্বাত্মনঃ কৃতজ্ঞত্বং দধাসীতি ভাবঃ। নন্বু, চ সত্যং চাতক্যো মেঘমপেক্ষান্তাং নাম মেঘস্ত চাতকীর্নাপেক্ষতে চাতক্যো ম্রিয়ন্তাং জীবন্তু বা মেঘস্য ন কোঽপি হানিরিতি চেৎ সত্যং ন ত্বং জড়াত্মকো মেঘ এব কিন্তু বিদগ্ধচূড়ামণির্নারায়ণসমো নারায়ণবদেব বর্ত্তস্বেত্যাহ,—দেব ইতি।

মুমুক্ষূন্ তদুপাসনার্থং সর্ব্ববিষয়াংস্ত্যক্তুমিচ্ছুনপি তদভীষ্টোপপাদনয়া ভক্তবশ্যত্বাৎ ভজতে। অস্মাংস্তু ত্বদর্থং সংত্যক্ত-সর্ব্ববিষয়শ্রেণীকা অপি ত্বং কথং ন ভজসীত্যর্থঃ ॥ বি০ ৩১ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ আমাদিকে ধর্ম উপদেশ দিচ্ছ, অথচ নিজ পাপরাশি করতে ইচ্ছা করছ, ইহা অনুচিত, এই আশয়ে গোপীগণ বলছেন—মৈবং ইতি। **নৃশংসং**—নিষ্টুর, সাক্ষাৎ মারক যেরূপ হয় ঠিক সেইরূপ নিষ্ঠুর **গদিতুং**—বাক্য বলার পক্ষে **ভবান্**—এদেশের অধিপতি ধার্মিক বলে খ্যাতিমান নন্দের পুত্র হয়ার যোগ্য নও তুমি। অন্যদেশাধি-পতি মানুষ-ঘাতক-বৃত্তিধারী বরং হওয়ার যোগ্য হলেও হতে পার, এরূপ ভাব। —[নৃশংসঃ ঘাতুকঃ ক্রূরঃ—ইত্যমর]। আমরা কোটিসংখ্যা হলেও তুমি আমাদের প্রতি একই সঙ্গে এমন ভাবে বাক্শর নিক্ষেপ করেছ, যাতে এখনই শরীর ত্যাগ করে আমরা সকলেই যমপুরে চলে যাব, তোমার উপদিষ্ট গোষ্ঠপুরে নয়। তুমি শতকোটি স্ত্রীবধের পাপরাশি গ্রহণ করে নিজেই ব্রজে যাও। স্ত্রীবধের পাপ যদি নিতে না চাও, তবে সর্ববিষয় ত্যাগ করে যায়া তোমার পাদমূল ভক্তির সহিত সেবা করতে এসেছে, তাদের ভজনা কর। এখানে 'অন্যবিষয়' না বলে 'সর্ববিষয়' যে বলা হল, এতে ধ্বনিত হচ্ছে, ভগবদঙ্গসঙ্গকে বিষয়ের মধ্যে ধরা যায় না। — ওহে কামিনীগণ! নিজ নিজ পতিগণের দ্বারা কি তোমাদের কাম উপশম হয় না? যেহেতু তাদের পরিত্যাগ করে আমাকেই ভজবে বলে এসেছ এরই উত্তরে হে **দুরবগ্রহ**—(সাধারণ অর্থ) যাকে দূরীকৃত করা দুঃসাধ্য—(বিশেষ অর্থ) [দুঃ+অবগ্রহ] দুষ্ট অবগ্রহ অর্থাৎ বৃষ্টিপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ অনাবৃষ্টি যার—["অবগ্রহো—বর্ষপ্রতিবন্ধ পাণিনী] এখানে অন্য পদার্থ মেঘেরই উপযুক্ততা থাকা হেতু ও 'দুঃ' শব্দ প্রয়োগ হেতু অর্থ দাঁড়াল, হে বিষমাত্রবর্ষুক মেঘ! দুরস্থ হলেও তাদৃশ চাতকী আমাদের তুমিই কৃষ্ণমেঘ-বন্ধু—তুমি দৈবদোষে আজ বিষ বর্ষণ করছ। অবগ্রহস্বরূপ হওয়া হেতু কৃপাজল যদি বর্ষণ না করতে পার, না করলে—তোমার বর্ষিত বিষই পান করত আমরা মরে যাব, কিন্তু নিকটস্থ হ্রদাদির জল পান করব না, এরূপ আমাদের মনোভাব জানবে, এরূপ ভাব। অতএব আমাদের ত্যাগ কর না—যদি নিজের কৃতজ্ঞতা ধর্ম রাখতে চাও, এরূপ ভাব। কৃষ্ণ যদি এরূপ কথা উঠায়—হে গোপীগণ, চাতকী মেঘের অপেক্ষা করে এ তোমরা ঠিকই বলেছ কিন্তু তাতে কি হয়েছে, মেঘ তো চাতকীর অপেক্ষা করে না। চাতকী মরুক কি বাচুক, মেঘের কোনও ক্ষতি নেই। এরই উত্তরে গোপীগণ—সত্যই বলেছ, তবে তুমি তো জড় মেঘ নও, কিন্তু বিদগ্ধ-চূড়ামণি নারায়ণ সম, কাজেই নারায়ণের মতই ব্যাবহার কর, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **দেব ইতি**—যেরূপ আদিপুরুষ মুমুক্ষুদের ত্যাগ না করে তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন, সেইরূপ তুমি কর। **মুমুক্ষূন্**—উপাসনার জন্য সর্ববিষয় ত্যাগে ইচ্ছুককেও শ্রীনারায়ণ অভীষ্ট মুক্তি সম্পাদনের দ্বারা ভজেন ভক্তবশ্যতাগুণে। আর আমরা তো সর্ববিষয় সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করেই তোমার পদতলে এসেও তুমি আমাদের কেন-না ভজন করছ, এরূপ অর্থ। বি০ ৩১।

৩২। যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥

৩২। **অন্বয় ঃ** অঙ্গ (হে প্রভো) পতি-অপত্য-সুহৃদাং অনুবৃত্তি (পরিচরণাদিকম্) স্ত্রীণাং **স্বধর্মঃ** ইতি যৎ ধর্মবিদা ত্বয়া উক্তং, এবং (ঈদৃশ শুশ্রূষণ প্রকারেণ) এতৎ (উপদেশ বাক্যং) উপদেশপদে (উপদেশনাং পাত্রে) ঈষে ত্বয়ি অস্তু। ভবান্ খলু তনুভৃতাং (প্রাণিমাত্রাণাং) প্রেষ্ঠঃ বন্ধুঃ আত্মা কিল (ভবতি)।

৩২। **মূলানুবাদ ঃ** (অতঃপর কোন প্রখরা তাঁর কথাতেই তাঁকে পরাজিত করতে ইচ্ছা করে বললেন —) পতি আদির সেবা করাই স্ত্রীদের স্বধর্ম, হে কৃষ্ণ! ধর্মবেত্তা তুমি এই যা উপদেশ বাক্য বললে, তা উপদেশাস্পদ ঈশ্বর তোমাতেই থাকুক-না। তুমি প্রাণীমাত্রেরই প্রেষ্ঠ ও বন্ধু বলে পরমাত্মা, সুতরাং সর্বকার্যে প্রেরক। যেহেতু প্রেরকরূপে সব দোষ তোমাতেই বর্তাচ্ছে, তাই এই উপদেশ তোমারই প্রয়োজন।

৩২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ননু উক্তো ভর্তুঃ শুশ্রূষণমিত্যাদিনা স্বধর্মঃ কথমতিক্রম্যত ইতি তস্য কর্ম্মমীমাংসামতমাশঙ্ক্য তদুপমর্দ্দিব্রহ্মমীমাংসামতমালম্ব্য প্রতিভাবনেন তস্মিন্নাত্মত্বমারোপয়ন্ত্যস্তন্মত দূষণেন নাস্মাকম-ধর্ম্ম ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—যৎ পতীতি। ধর্ম্মবিদেতি,—সোপহাসমেব সর্ব্বশাস্ত্রোপদেশানাং পদে 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ', 'তত্তু সমন্বয়াৎ' (শ্রীব্র সূ ১।১।৩-৪) ইতি ন্যায়েন তত্তাৎপর্য্যবিষয়ে তত এবেশে ত্বয্যেকস্মিন্নেব এবং শুশ্রূষণপ্রকারেণ এতদুপদেশবাক্যমস্তু। ননু তৎপদত্বমেব ময়ি কথম্? তত্র সচ্ছলমাহুঃ—কিল বিতর্কে, ভবানাত্মা পরমাত্মা, কথং তাদৃশত্বমপি? তত্রাহুঃ—তনুভৃতাং সর্ব্বেষামেব প্রেষ্ঠঃ, নিরুপাধিপ্রেমাস্পদত্বং হ্যাত্মত্বং, তত্তস্মাদাত্মা, তত্রাপি সর্ব্বেষাং প্রেষ্ঠত্বাৎ পরমাত্মেতি, তথা বন্ধুঃ সর্ব্বেষাং নিরুপাধিহিতকারী পরমাত্মা চ, সর্ব্বাবভাসকত্বেন তাদৃশঃ, ততশ্চ ভবানেব স, ইতি অনেনেশত্বমপি সিদ্ধম্। তস্মাত্ত্বমেব শুশ্রূষণীয় ইতি ভাবঃ। অথবা ননু সদাচারবর্গপূজ্যা যুষ্মাভিস্ত্যজ্যন্তাং নাম বিষয়াঃ, স্বধর্ম্মস্তবশ্যমপেক্ষ্যস্তত্র সাসূয়মাহুঃ—যৎপতীতি। এবমুপদেশকর্ত্তরি ত্বয্যেবৈতদুপদেশাস্পদত্বমস্তু, ত্বমেব তদ্-যোগ্যো ভবসীত্যর্থঃ। ননু কথমেতত্তত্রাহুঃ—প্রেষ্ঠ ইত্যাদি। তনুভৃতাং প্রাণিমাত্রাণাং প্রেষ্ঠশ্চিত্তাকর্ষকো বন্ধুঃ সর্ব্বা-ভিলষিতকারী, অতএবাত্মা, স এব হৃদয়াধিষ্ঠাতা তৎপ্রেরয়িতা বা তস্মাদস্মাকং বা কো দোষঃ? কিন্তু ভবত এবেতি প্রত্যুত ভবানেব তাদৃশদোষপরিত্যাজনায়োপদেশ্য ইত্যর্থঃ। অথ পূর্ব্ববদৈশ্বর্য্যপক্ষোঽপি যুজ্যতে, স চ তৈর্ব্যাখ্যাত এব, তত্র বিবর্ত্তবাদমবলম্ব্যার্থদ্বয়মবিশেষেণাত্মাভ্যুপগমাৎ, তথাপ্যত্র ভোক্তৃত্বমীশিতৃত্বমেব জ্ঞেয়ং, রাজনির্দ্দেশভোক্তৃত্ববৎ, অন্যথা জীবত্বাপাতে বিবক্ষিতত্বাসিদ্ধেঃ। সামান্যতো নির্দ্দেশস্তু জীবস্য দৃষ্টান্তত্বাপেক্ষয়া, তস্য সর্ব্বস্বরূপত্ব-স্থাপনাপেক্ষয়া চ। দ্বিতীয়ে ন ত্বিত্যাদিকং কাকুগম্যং, তথা পর এবোপদেষ্টা ভবতি, ন হ্যাত্মন আত্মৈবেত্যনুপদেষ্টৃত্বং, ততশ্চা-স্মাকমুপদেষ্টৃত্বাভাবে সাক্ষাৎ কৃতাত্মত্বে চ ন পতিশুশ্রূষণাদি-বিধিগোচরমিতি ভাবঃ। শ্রীবৈষ্ণবমতেনান্যদর্থদ্বয়ম্। অথবা যদুক্তমিতি—তত্র প্রথমার্থে স্বামিনি আশ্রয়ত্বেন বৃত ইত্যর্থঃ 'দেবর্ষি-ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাম্' (শ্রীভা ১১।৫।৪১) ইত্যাদেঃ। তদেবং তদুপাসনমহিমদ্বারা ধর্ম্মং প্রত্যাখ্যায় বস্তুবিচারদ্বারাপি প্রত্যাখ্যায়তে। যদ্বেতি অধিষ্ঠানত্বং, তত্তৎ-স্ফূর্ত্ত্যাশ্রয়ত্বং, 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' (শ্রীকঠ ২।২।১৫, শ্রীমু ২।২।১০, শ্রীশ্বে ৬।১৪) ইতি শ্রুতেঃ। অত্রৈ-শ্বর্য্যার্থেযু কিলেতি নিশ্চিতম্। উপদেশ-পদে ইতি শাস্ত্রগুরূপদেশ্য-চরণারবিন্দ ইত্যর্থঃ, ইত্যপি ব্যাকুর্ব্বন্তি। অত্র নর্ম্মেদং তত্ত্বয্যেবাস্তু, ত্বমেব মোহিনীরূপেণাজিতবৎ স্ত্রী ভূত্বা পত্যাদিসেবাধর্ম্মমাচরেত্যর্থঃ। কুতঃ? উপদেশপদে

গুরাবিত্যর্থঃ, অন্যথা গুর্বনমুষ্ঠিতে কর্ম্মণি শিষ্যাণামপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। তত্র চ ত্বমেব সমর্থ ইত্যাহুঃ—ঈশে সর্ব্বকলাসমর্থে, ন তু কৃত্রিমস্ত্রীত্বে ন কোঽপি ত্বয়ি প্রীতিং কুর্য্যাদিতি মন্তব্যম্! স্বভাবত এব তব সর্ব্বপ্রেষ্ঠত্বাদিত্যাহুঃ—প্রেষ্ঠ ইতি। বন্ধুরাত্মা মনোহরস্বভাবঃ। নিষেধার্থশ্চায়ম্—অঙ্গ হে কৃষ্ণ পত্যাদীনামনুবৃত্তিঃ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্মঃ সুষ্ঠু অধর্ম্ম, ইতি যদ্ধর্ম্মবিদাপি ত্বয়োক্তম্, অন্যাদৃশযোজনয়া চ্ছলেন প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ। অমায়য়া যো ভর্ত্তা ইত্যাদ্যভিপ্রায়াৎ। এবমেতৎ ঈশ এব সত্যুপদেষ্টরি সর্ব্বং বক্তুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ সমর্থ ইত্যর্থঃ। তস্মিংস্ত্বয্যেবাস্তু, তেন ত্বমেবোপদেশ্যো ভব ইত্যর্থঃ। কথম্? তত্রাহুঃ—তনুভৃতাং শ্রীবৃন্দাবনাদিস্থিত-চতুর্ব্বিধপ্রাণিনামপি প্রেষ্ঠঃ প্রেমবিষয়ো বন্ধুঃ প্রেমকর্ত্তা, অতএবাত্মা; 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্' (শ্রীভা ৯।৪।৬৮) ইতিবৎ পরস্পরহৃদয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্যদি ত্বমেব তেষ্বনন্তেষু বিরক্তঃ স্যাত্তদা বয়মপি স্বেষু স্বল্পপ্রমাণেষু যথাস্থিতযোজনয়া ধর্ম্মপ্রাপ্তেষু চ স্যামেত্যর্থঃ। তত্র চাস্মাস্বেব তাবদ্বিরক্তো ভবেতি নর্ম্ম-তাৎপর্য্যম্। যদ্বা, যথা তথা বা যোজনা ভবতু, 'ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণম্' ইত্যাদিনা যৎপত্যাদীনামনুবৃত্তিঃ স্ত্রীণাং স্বীয়ো ধর্ম্ম ইত্যুক্তম্, এতদুপদেশকর্ত্তরি ত্বয়ীশে এবমস্তু, অনুজ্ঞায়াং লোট্, ভবিতুং যোগ্যমিত্যর্থঃ। যতঃ প্রেষ্ঠ ইত্যাদি ভর্ত্তুর্বিচারস্বস্মাভিরেব জ্ঞায়ত ইতি ভাব ইতি॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ কৃষ্ণ যেন প্রশ্ন উঠাচ্ছেন, 'পতি প্রভৃতির সেবা স্ত্রীদের পরমধর্ম' পূর্বে এরূপ তো আমার দ্বারা বলাই হয়েছে, তবে আমার সেই বাক্য কি করে লঙ্ঘন করবে? কৃষ্ণের এরূপ কর্মমিমাংসা মত আশঙ্কা করে গোপীগণ ব্রহ্মমিমাংসা আশ্রয় করত প্রতিভাবলে কৃষ্ণেতে আত্মত্ব আরোপ করত তাঁর মত দূষণের দ্বারা প্রতিপাদন করছেন, 'তাদের অধর্ম হবে না'— এই আশয়ে বলা হচ্ছে— যৎপত্যাদি ইতি। **ধর্মবিদ্**—এই পদে কৃষ্ণের প্রতি উপহাস ধ্বনিত হচ্ছে। —গোপীরা বলছেন পতি-সেবাদিরূপ উপদেশ বাক্য 'উপদেশ-পদ' তোমাতেই থাকুক। 'উপদেশ-পদ' শব্দের এখানে অর্থ হল, সর্বশাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য বিষয় ব্রহ্ম— এ বিষয়ে প্রমাণ "ব্রহ্ম শাস্ত্রের উৎপত্তি কারণ", "ব্রহ্ম নিখিল শাস্ত্র-প্রমাণের তাৎপর্য" —(শ্রীব্রহ্মসূত্র ১।১।৩-৪)। **উপদেশ পদে ত্বয়ীশে ইতি**—সুতরাং একমাত্র উপদেশাস্পদ ঈশ্বর তোমাতেই থাকুক, **এবং**—এইরূপে অর্থাৎ পতিসেবারূপে এই উপদেশ বাক্য থাকুক। কৃষ্ণ যেন বলছেন, আচ্ছা শাস্ত্র-উপদেশের তাৎপর্য বিষয় আমি কি করে হতে পারি? এর উত্তরে গোপীগণ ছলনা সহকারে বলতে লাগলেন— **কিল**—বিচারে, **ভবান্ আত্মা**—তুমি 'আত্মা' অর্থাৎ পরমাত্মা। কি করে পরমাত্মা হলাম? এরই উত্তরে, **তনুভৃতাং**—প্রণীমাত্রের সকলেরই **প্রেষ্ঠঃ**—যা নিরুপাধি প্রেমের আস্পদ, তাই আত্মা, সুতরাং তুমি আত্মা। এর মধ্যেও আবার সকলের প্রেষ্ঠ হওয়া হেতু তুমি পরমাত্মা। তথা **বন্ধু**—সকলের নিরুপাধি হিতকারী। পরমাত্মা ও সবকিছুর প্রকাশক হওয়া হেতু তাদৃশ, অতএব তুমিই সেই পরমাত্মা— এর দ্বারা তোমার ঈশতাও সিদ্ধ হল। অতএব তুমিই সেবনীয়, এরূপ ভাব।

অথবা, পূর্বপক্ষ, কৃষ্ণ যেন বলছেন, হে সদাচারবর্গপূজ্যা! তোমরা বিষয় ত্যাগ করতে চাও

তো কর, কিন্তু স্বধর্মের অপেক্ষা তো অবশ্য উচিত, এরই উত্তরে অসূয়ার সহিত গোপীগণ বললেন— যৎপতি ইতি। এইরূপ উপদেশ-কর্তা তোমাতেই উপদেশাস্পদত্ব থাকুক, তুমিই তার যোগ্য, এরূপ অর্থ। পূর্বপক্ষ, এ কি করে হতে পারে? এরই উত্তরে, প্রেষ্ঠ ইত্যাদি—তুমিই 'তনুভৃতাং' প্রাণীমাত্রের 'প্রেষ্ঠ' চিত্তাকর্ষক 'বন্ধু' সর্বাভিলাষ পূরণকারী, অতএব 'আত্মা', এই আত্মাই হৃদয়-অধিষ্ঠাতা, বা হৃদয়ের প্রেরয়িতা ; কাজেই আমাদের কি দোষ? কিন্তু দোষ তোমারই, প্রত্যুত তাদৃশ দোষ পরিত্যাগ করাবার জন্য তোমাকেই উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অতঃপর এখানে ঐশ্বর্য পক্ষেও অর্থ সঙ্গতি হয়। ইহা শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন— কিন্তু সেখানে বিবর্তবাদ অবলম্বন করে প্রথমে অভ্যুগম ন্যায়ে কেবল 'আত্মা' স্বীকৃত হয়েছে। বিশেষ ভাবে বলা হয় নি, ইহা জীবাত্মা কি পরমাত্মা। তথাপি প্রজার দেশভোগ দ্বারাই যেমন রাজার ভোক্তৃত্ব-নির্দেশ স্বীকৃত সেইরূপ এখানে জীবাত্মার ভোগের দ্বারাই আত্মার ভোক্তৃত্ব, বস্তুতঃ ভোগ নেই, ইনি ঈশ্বর। অন্যথা 'আত্মা' পদে 'জীব' অর্থ করলে বক্তব্য বিষয় সিদ্ধ হয় না। তবে সাধারণ ভাবে নির্দেশ, জীবের দৃষ্টান্তত্ব, আর কৃষ্ণের সর্বস্বরূপত্ব স্থাপন অপেক্ষায়।

স্বামিপাদের টীকায় 'অথবা' দিয়ে যে অর্থ আছে, যথা— 'নতু ত্বং ধর্মোপদেষ্টা কিন্তু ভবানাত্মেতি' অর্থাৎ 'তুমি তো ধর্মোপদেশক নও বা তোমার নিকট আমরা ধর্মশাস্ত্র জিজ্ঞাসা করতে আসি নি। কিন্তু তুমি 'আত্মা', এই যে কথা, ইহা মিনতি সূচক, এরূপ বুঝতে হবে। তথা এই আত্মা তুমি ভিন্ন অপর কেউ-ই আমাদের উপদেষ্টা হতে পারে, আত্মা কখনও-ই উপদেষ্টা হতে পারে না। আত্মার উপদেষ্টা আত্মা নিজেই হতে পারে না, কাজেই আমাদের কেউ উপদেষ্টা না থাকায় ও আত্মা তোমাকে আমরা সাক্ষাৎকার করায় পতি শুশ্রূষণাদি আমাদের পক্ষে বিধিসম্মত নয়, এরূপ ভাব।

শ্রীবৈষ্ণবমতের উপর প্রতিষ্ঠিত অন্য অর্থদ্বয় ঃ তার মধ্যে প্রথম অর্থ— [শ্রীস্বামিপাদ বলেছেন— 'যত্নুক্তং এতদ্ উপদেশ পদে ···ত্বয়ি তু ঈশে— স্বামিনি সত্যেবং ? কাক্বা নৈবম্ ইত্যর্থ।' অর্থাৎ যারা তোমাকে স্বামী বলে বরণ করেছে, তাদের প্রতিও কি এতাদৃশ উপদেশ? 'না কখনও নহে'।] 'স্বামী বলে বরণ করেছে' বাক্যের অর্থ এখানে 'আশ্রয় রূপে বরণ করেছে'। যিনি শ্রীভগবানকে আশ্রয় রূপে বরণ করেন তার ধর্মের কোন অপেক্ষা থাকে না— ইহা (শ্রীভা ১১।৫।৪১) শ্লোকে বলা হয়েছে, যথা—"যিনি কৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করেন, তিনি দেবতা, ঋষি, আত্মীয়স্বজন বা পিতৃগণের কিঙ্কর বা কাহারও নিকট ঋণী নন।" এইরূপে কৃষ্ণোপাসনা মহিমা দ্বারা ধর্ম প্রত্যাখ্যান করবার পর এখন বস্তু-বিচার দ্বারাও ধর্ম প্রত্যাখান করা হচ্ছে, যথা— [স্বামিপাদ 'যদ্বা' দিয়ে অর্থ করলেন— তোমার উপদেশ, পতি প্রভৃতির পদে অর্থাৎ অধিষ্ঠানে থাকুক, এই অধিষ্ঠান ঈশ্বর তুমি।] এখানে এই ব্যাখ্যায় 'অধিষ্ঠান' শব্দের অর্থ করা হল, সেই সেই

পতি-পুত্রাদি-স্ফূর্তির আশ্রয় ঈশ্বর, কারণ শ্রুতিতে উক্ত আছে— "যাঁর প্রকাশের দ্বারা নিখিল বিশ্ব প্রকাশিত হচ্ছে।" এখানে ঐশ্বর্যপর অর্থে— 'কিল' পদের অর্থ নিশ্চয়। উপদেশ **পদে**—শাস্ত্র-গুরুর দ্বারা উপদেশ যোগ্য চরণারবিন্দে—শ্রীভগবৎচরণারবিন্দই তাঁরা উপদেশ করে থাকেন, কারণ— পতি প্রভৃতির মধ্যেও পরমাত্মা রূপে শ্রীভগবানই থাকেন— কাজেই তাদের দেহেও শ্রীভগবানই সেব্যরূপে উপদেশ্য— (ঘটের পূজা কেউ করে না, ঘটে অধিষ্ঠিত দেবতারই পূজা করে) এখানে শ্রীভগবৎচরণারবিন্দ ব্যতীত বর্ণাশ্রম ধর্ম পতিসেবাদি নিবারিত হয়েছে।

এখানে গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি পরিহাস— **অস্ত্বেবতেমদুপদেশপদে**—তোমার এই পতিসেবাদি করার উপদেশ তোমাতেই থাকুক। শোনা যায়, তুমি না-কি মোহিনীরূপে অজিতের ন্যায় স্ত্রী হয়ে পতি প্রভৃতির সেবাধর্ম আচরণ করেছ— কারণ তুমি উপদেশ-পদ অর্থাৎ গুরু, অন্যথা গুরু নিজ আচরণ দ্বারা কোন কর্ম না শেখালে তাতে শিষ্যের প্রবৃতি হয় না। এ-বিষয়ে তুমি সমর্থও বটে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **ঈষে— সর্বকলা সমর্থ**—কৃত্রিম স্ত্রীরূপ তোমাতে কেউ প্রীতি করবে না, এরূপ মন্তব্য করাও ঠিক হবে না— স্বভাবতঃই তোমার সর্বপ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি গুণ আছে এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **প্রেষ্ঠ—** নিরুপাধি প্রেমাস্পদত্ব **বন্ধুরাত্মা—** মনোহর স্বভাব।

উপেক্ষাময় অর্থ ঃ হে কৃষ্ণ! পত্যাদির সেবা করা স্ত্রীদের **স্বধর্ম—** [সু+অধর্ম] সুষ্ঠু অধর্ম, এই যে ধর্মবিদ্ হয়েও তোমার দ্বারা উক্ত হল অর্থাৎ অন্যাদৃশ যোজনাদ্বারা ছলে প্রতিপাদিত হল— 'অকপটে যে পতি' সেই শ্রীকৃষ্ণকেই সেবা করা উচিত, এই অভিপ্রায়েই এখানে এরূপ বল হল। এই যে কথা তোমার দ্বারা বলা হল, তা উপদেষ্টা তুমি 'ঈষ' সর্বসমর্থ হওয়া হেতু বলতে ও অনুরূপ ব্যবহার করতে সমর্থ। এই উপদেশ তোমাতেই থাকুক অর্থাৎ এই উপদেশের পাত্র তুমিই হও। কেন? এরই উত্তরে **তনুভৃতাং**— শ্রীবৃন্দাবনস্থিত চতুর্বিধ প্রাণীরও **প্রেষ্ঠ—** প্রেম বিষয় **বন্ধু—** প্রেম কর্তা, অতএব আত্মা তুমিই। "সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়" —(শ্রীভা ৪।৬৮) এই কথা মত পরস্পর হৃদয়-আশ্রয়। সুতরাং যদি তুমিই সেই অনন্ত বৃন্দাবনবাসীর প্রতি বিরক্ত হও, তা হলে আমরাও অতি অল্প সংখ্যক সেই পতি প্রভৃতি বৃন্দাবনবাসীর প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ব তোমার মনোধর্ম প্রাপ্তিতে। এখন তো এই বনে তুমি আমাদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে বিরক্ত হও, এই কথার তাৎপর্য রসিকতা।

অথবা, যেমন তেমন করেই শব্দ যোজনা হোক অর্থ এরূপ হবে, যথা— হে কৃষ্ণ! সুহৃদ্গণের সেবা করা স্ত্রীদের স্বধর্ম, ধর্মবিৎ তুমি এ-ই যে বললে ইহা উপদেশ কর্তা তোমাতেই থাকুক, যেহেতু তুমি প্রাণীগণের প্রিয়, বন্ধু, আত্মা। 'ভতু' বিচার তো আমরাই জানি, এরূপ ভাব। জী° ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অথ কাশ্চিৎ প্রখরাস্তদ্বচনেনৈব তং পরাজেতুকামা আহুঃ,—যদিতি। পত্যাদীনাং

অনুবৃত্তিঃ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি যত্ত্বয়োক্তং এতদেবমস্তুঅনেন প্রকারেণ ভবতু। নাত্র বিবদামহে এতদেবাস্মাভিঃ প্রতিক্ষণং ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ। নন্বু, কেন প্রকারেণ? তত্রাহুঃ—উপদেশস্য পদে আস্পদে ধর্ম্মোপদেশকর্ত্তরি ত্বয়ি অনুবর্ত্তিতে সত্যেব পত্যাদীনামনুবৃত্তি রুচিতেত্যর্থঃ। প্রথমং ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্যঃ উপসেব্যতে, পশ্চাত্তদুপদিষ্ট আচরণীয়ো ধর্ম্ম ইতি ন্যায়াৎ। আচার্য্যানুবৃত্ত্যৈব নিষ্কপটয়া ধর্ম্মঃ সিধ্যেদিতি চ শাস্ত্রং তত্রাপি ঈশে পরমেশ্বরে যত্যাচার্য্য এব পরমেশ্বরঃ স্যাত্তর্হি কিমুতেতি। কিঞ্চ, ঈশ্বরত্বাদেব তনুভৃতাং ত্বমাত্মা আত্মত্বাদেব প্রেষ্ঠঃ প্রেষ্ঠত্বাদেব বন্ধুরিতি। অয়মর্থঃ,—পত্যাদীনাং পরমাত্মসহিতানামেবানুবৃত্তিঃ শাস্ত্রোক্তা। আত্মরাহিত্যে তু সতি সদ্য এব গৃহান্নিঃসারিতানাং তেষাং নদ্যাদেস্তটে মুখানি দহন্তে ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রম্। অতো মূর্ত্তস্যাত্মনস্তবৈবানুবৃত্ত্যা পত্যাদ্যনুবৃত্তি সিদ্ধিঃ কিমন্যৈস্তৎ প্রতিকূলত্বাদেব নিরাত্মকৈর্দগ্ধমুখৈঃ পত্যাদিভিরিতি। নন্বু, পূর্ণপ্রেম্ন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাবরকত্বাদাসাঞ্চ সম্পূর্ণপ্রেমবত্ত্বাৎ কথমেতাদৃশমৈশ্বর্য্যজ্ঞানং সম্ভবেৎ? উচ্যতে, নারদপঞ্চরাত্রাদ্যুক্তলক্ষণো ভক্তিরসামৃতাদিষু ব্যাখ্যাতঃ প্রেমাহ্যনিশনৈসর্গিকৌৎসুক্যাতিশৈত্যবান্ বিরহসংযোগরসানুভাবকোঽপি। "ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুল্যমপী"তি রসামৃতোক্তের্ব্রহ্মানন্দানুভব পরঃ পরার্দ্ধাধিকোঽপি বিরহে তীব্রাংশুকোটেরপ্যধিকং সন্তাপয়ন্নৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বানেব ভগবতো গুণান্ প্রদ্যোতয়ত্যেব নতু কাংশ্চিদাবৃণোতি, বিরহস্য সূর্য্যতুল্যত্বেন সর্ব্বপ্রদ্যোতকত্বাৎ, সংযোগে তু সুধাংশুকোটেরপ্যধিকমাহ্লাদয়ন্মাধুর্য্যময়ানেব ভগবতো গুণান্ প্রদ্যোতয়তি। সংযোগস্য সুধাংশুতুল্যত্বেন সুধয়া মাদনাদেরৈশ্বর্য্যাবরণাৎ। যত্র সংযোগেপ্যৈশ্বর্য্যং প্রদ্যোততে তত্র প্রেম্ণ এবাপূর্ণত্বমবগন্তব্যং, অত্র ত্বাসাং ভাবিবিরহভাবনাবতীনাং বিরহ এব ইয়ং মাহাত্ম্যস্ফূর্ত্তিরপি প্রেমকৃতৈব। প্রেমা হ্রসদপি মাহাত্ম্যং স্ফোরয়তি। কিমুত সৎ; অতস্তদতিশয়স্তু তদতিশয়মেব। যথাদিভরতচরিতে—"কিম্বা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যা, যদিয়মবনিরিত্যাদী"তি শ্রীজীবগোস্বামিচরণাঃ ॥ বি০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর কোনও প্রখরা তাঁর বচনেই তাঁকে পরাজিত করতে ইচ্ছা করে বললেন— যদিতি। 'পতি আদির সেবা করাই স্ত্রীদের স্বধর্ম', এই যা তুমি বললে **এতদেবমস্তু**— তাই হোক-না, এ বিষয়ে বিবাদ কিছু নেই, এতো আমরা সব সময়ই করে যাচ্ছি, এরূপ ভাব। কৃষ্ণ যেন প্রশ্ন তুলছেন— কি প্রকারে? এরই উত্তরে গোপীগণ— **উপদেশ পদে**— উপদেশের পাত্র ধর্মোপদেশ কর্তা তোমাতে 'অনুবর্তিত' সেবা নিয়োজিত হতে থাকলেই পতি আদির সেবা হয়ে থাকে। ইহাই যুক্তিসিদ্ধ— 'প্রথমে ধর্মোপদেষ্টা আচার্যকে সেবা কর. তৎপর উপদিষ্ট আচরণীয় ধর্ম' এই ন্যায় অনুসারে, এবং শাস্ত্র বলে, নিষ্কপট ভাবে আচার্য-সেবা দ্বারাই ধর্ম সিদ্ধ হয়। এর মধ্যেও **ঈশে**— পরমেশ্বরে, যদি সেই আচার্যই পরমেশ্বর হয়, তবে-যে হবে এতে আর বলবার কি আছে। আরও, পরমেশ্বর হওয়া হেতুই **তনুভৃতাং**— দেহধারিদের তুমি আত্মা হওয়া হেতুই প্রেষ্ঠ, প্রেষ্ঠ হওয়া হেতুই বন্ধু। এর অর্থ ঃ শাস্ত্রের উক্তি হল. যে পত্যাদির মধ্যে পরমাত্মা বিদ্যমান তাদেরই সেবা করবে। পরমাত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাদিকে ঘর থেকে বের করে এনে নদী প্রভৃতির তটে মুখাগ্নি করতে হয়। -- ইহাই ধর্ম শাস্ত্র। অতএব মূর্ত পরমাত্মা তোমার সেবাদ্বারা পতি প্রভৃতির সেবা সিদ্ধি হয়। তোমার প্রতিকূলতা হেতু পরমাত্মা রহিত দগ্ধমুখ অন্য পতি প্রভৃতির সেবায় কি প্রয়োজন? পূর্বপক্ষ, আচ্ছা পূর্ণপ্রেমের ঐশ্বর্যজ্ঞান-আবরক

৩৩। কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্‌ নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্‌।
তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥

৩৩। **অন্বয় ঃ** (হে) আত্মন্‌? কুশলা হি স্বে (আত্মরূপে) নিত্যপ্রিয়ে ত্বয়ি রতিং কুর্বন্তি, আর্তিদৈঃ পতিসুতাদিভিঃ কিং (হে) অরবিন্দনেত্র, (হে) বরদ, (হে) ঈশ্বর! তৎ (তস্মাৎ) নঃ (অস্মাকং) ত্বয়ি চিরাৎ ধৃতাং আশাং মাস্ম ছিন্দ্যাঃ।

৩৩। **মূলানুবাদ ঃ** (পূর্ব শ্লোকের সিদ্ধান্তই সদাচারের দ্বারা দৃঢ় করা হচ্ছে—) চতুর লোকদের তুমিই মমতাস্পদ, তুমিই অহন্তাস্পদ; তাদের স্বাভাবিক প্রীতি তোমাতেই নিত্য ধৃত হয়ে আছে। দুঃখদ পতি সুতাদিতে কি প্রয়োজন? সুতরাং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, প্রাণে বাঁচতে দেও। হে বরদেশ্বর! হে অরবিন্দলোচন! বাল্যাবধিই তোমার রোপিত আশালতা হৃদয়ে ধারণ করে আছি, আজ সেই ফলবতী লতা ছেদন করো না।

ধর্ম থাকা হেতু কি করে সম্পূর্ণ প্রেমবতী এঁদেরও এতাদৃশ ঐশ্বর্যজ্ঞান সম্ভব হল? এর উত্তরে বলা হচ্ছে,— নারদপঞ্চরাত্রাদিতে উক্ত প্রেমের লক্ষণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে এরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে, যথা— 'বিরহ ও মিলন রস হেতু প্রেমা সতত নৈসর্গিক ঔষ্ণ্য ও শৈত্যবান্‌।' এই প্রেমের অনুভাব (কার্য)— পরমানন্দ সাগরের উত্তাল তরঙ্গ প্রভাবে প্রেমিক দেহে অদ্ভুত অশ্রুকম্পপুলকাদি বিকার। —"কোটিকোটি গুনীকৃত ব্রহ্মানন্দও এই ভক্তিসুখসাগরের পরমাণু তুল্যও নয়।" — ভক্তিরসামৃত। বিরহে ব্রহ্মানন্দ-অনুভবে বাধা পড়লে সন্তাপের যে পরিমাণ তীব্রতা হয়, তার কোটিকোটি গুণ থেকে অধিক তীব্র সন্তাপ অনুভব হয় প্রেমিকজনের— এই সন্তাপ-তেজে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য-মাধুর্য সম্বন্ধী সকল গুণই বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়, কিছুই অপ্রকাশিত থাকে না— বিরহ সূর্যতুল্য হওয়ায় এর সর্বপ্রকাশতা গুণ থাকা হেতু। সংযোগ কোটিকোটি চন্দ্র থেকেও অধিক আনন্দ জন্মিয়ে কেবল শ্রীভগবানের মাধুর্যময় গুণই প্রকাশ করে থাকে, — সংযোগ সুধাতুল্য হওয়ায় সুধার মত্ততায় ঐশ্বর্য আচ্ছন্ন থাকা হেতু। যেখানে সংযোগেও ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়, সেখানে প্রেমের অপূর্ণতা আছে বুঝতে হবে। এখানে এই ভাবিবিরহবতী গোপীদের বিরহে এই ঐশ্বর্য অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞানের স্ফূর্তিও প্রেমকৃতই। যেখানে মাহাত্ম্য নেই সেখানেও প্রেমা মাহাত্ম্যের স্ফূর্তি করায়— যেখানে আছে সেখানে যে করাবে, তাতে আর বলবার কি আছে? বি০ ৩২ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** এবং শাস্ত্রবলেন পত্যাদৌ শুশ্রূষণং প্রত্যাখ্যায় সদাচারবলেনাপি প্রত্যাচক্ষাণা 'মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ' (শ্রীভা ১০।২৯।২০) ইত্যাদিনা প্রপঞ্চিতং তৎস্নেহনিগড়ং বিশেষতঃ পরিহরন্তি—কুর্বন্তি হীত্যর্দ্ধেন; হি প্রসিদ্ধৌ। কুশলাঃ 'য এতস্মিন্মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ' (শ্রীভা ১০।২৬।২১)

ইতি শ্রীগর্গ বাক্যানুসারেণ সারাসারবিবেকচতুরাস্ত্বয়ি নিত্যপ্রিয়ে স্বাভাবিকপ্রেমাস্পদরূপে রতিং প্রীতিং কুর্ব্বন্তীতি তস্ত স্বস্মিন্ পরস্মিংশ্চ সুখময়স্ফুরণভিপ্রেতম্। পত্যাদীনাং তদ্বৈপরীত্যমাহুঃ—স্বে আত্মীয়ে, আত্মন্ আত্মনি চ, আর্ত্তিদৈঃ দুঃখপ্রদৈঃ। তাদৃশভগবদ্বিমুখতাপাদকাত্মন্নিবারণ-তাৎপর্য্যাৎ, অতস্তৈঃ পত্যাদিভিরস্মাকং কিং প্রয়োজনম্? স্ব ইতি সর্ব্বনামত্বেঽপি পূর্ব্বাদিত্বেন স্মাৎ স্মিনোর্বিকল্পাৎ। তদেবং প্রথমদিক্‌স্থিতা 'ভক্তা' ভজস্ব, ইত্যুপক্রমানুরূপং বিবক্ষিত-মুপসংহরন্তি, তত্তস্মান্নোঽস্মাকং সম্বন্ধেঽস্মান্ প্রতীত্যর্থঃ। প্রসাদস্যৈবাবশ্যকার্য্যতাভিপ্রায়েণ ব্যতিরেকমুখেনাভিব্যঞ্জয়ন্তি—মাস্মেতি। চিরাৎ আ বোধোদয়াৎ ধৃতাং নৈশ্চল্যেন কৃতামিতি পতিভিঃ সহ তৎসম্বন্ধো নিরস্তঃ। মা ছিন্দ্যাঃ, কিন্তু সফলয়েত্যর্থঃ; অন্যথা তচ্ছেদেন তদেকালম্বনজীবানামস্মাকং সদ্যো জীবনচ্ছেদঃ স্যাদিতি ভাবঃ। আশামেব বিশেষেণ ব্যঞ্জয়ন্তি—হে বরদ, কুমারীষু 'সঙ্কল্পো বিদিতঃ' (শ্রীভা ১০।২২।২৫) ইত্যাদিনা দত্তবরবিশেষ! হে ঈশ্বর! অন্যেষামপি দুর্ঘটং মন-আদিঘটনাবিশেষসমর্থেতি চিরাদ্ধৃতামিত্যত্র হেতুঃ। হে অরবিন্দনেত্রেতি, 'শরদুদাশয়ে' (শ্রীভা ১০।৩১।২) ইত্যাদি বক্ষ্যমাণাৎ, অরং চক্রপ্রান্তং তদিব অরং তৎপত্রাগ্রভাগঃ, হৃদয়চ্ছেদকত্বেন তদ্বিন্দতীতি তু সংরম্ভস্যান্তঃস্থিতেঃ; শ্লেষশ্চ—অরবিন্দবদ্রাত্রাপ্রকাশমানে নেত্রে যস্যেত্যতঃ পরমসুন্দরীষ্বপি অস্মাসু সম্প্রতি তবো-পেক্ষা যুক্তৈবেতি নর্ম্মদ্যোতনা চ। কিঞ্চারবিন্দরূপকেণ দৃষ্ট্যাপি সর্ব্বেষাং তাপহারিত্বং ধ্বনিতম্; অতোঽস্মাসু তদ্বৈ-পরীত্যমযুক্তমিতি ভাবঃ। ঐশ্বর্য্যার্থস্তু—হি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধৌ, কুশলাঃ শ্রীনারদাদয়ঃ, রতি ভাবং, ন তু শ্রদ্ধামাত্রম্; তচ্চ যোগ্যমিত্যাহুঃ—নিত্যপ্রিয়ে। কুতো নিত্যত্বং প্রিয়ত্বঞ্চ? তত্রাহুঃ—স্বে আত্মন্যপি বিষয়ে আত্মনি পরমাত্মনী-ত্যর্থঃ। 'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্' (শ্রীভা ১০।১৪।৫৫) ইত্যুক্তেঃ। এতেন তস্য সুখরূপত্বঞ্চ ধ্বনিতম্, অন্যথা নিরুপাধিপ্রেমাস্পদত্বং ন স্যাৎ; অতোঽস্মাকং পত্যাদিভিঃ কিম্? অপি তু ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। ননু ভবতীনাং পত্যাদয়োঽপি মাদৃশা নিত্যপ্রিয়া এব, নেত্যাহুঃ—আর্ত্তিদৈস্তাদৃশকুশলবৃন্দাভিলষিতাস্মদীয়-ভগবদ্ভজন-বিরোধিভিঃ কিম্? হে বরদেশ্বরেতি বরস্যাব্যভিচারিত্বং দর্শিতমিতি, এবমুত্তরত্রাপ্যূহ্যম্। নিষেধার্থশ্চায়ম—নন্বহং তনুভৃতাং প্রেষ্ঠশ্চেত্তর্হি স্বস্বোচিতপ্রেমকর্ত্তারস্তে ইব ভবত্যোঽপি স্বোচিতং প্রত্যাখ্যং ভাবমেব ময়ি কুর্ব্বতামিত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—কুশলা মঙ্গলরূপাঃ সাধ্ব্য ইতি যাবৎ। আর্ত্তিদৈর্দুঃখাবখণ্ডকৈঃ পত্যাদিভির্হেতুভিঃ স্বে গৃহাদৌ আত্মনি চ নিত্যপ্রিয়ে সতি কিং ত্বয়ি রতিং কুর্ব্বন্তি? অপি তু ন, তত্র স্বাদিনাশাপত্তেঃ; তত্তস্মাৎ হে বরদ বাঞ্ছিতপ্রদ, ঈশ্বর গোকুল-স্বামিন্, নঃ প্রসীদ; প্রসাদমেবাহুঃ—চিরাদ্বয়মত্র মাস্ম ন তিষ্ঠাম, অস্তের্লুঙি লঙ্‌বৎপ্রয়োগ আর্ষঃ। শীঘ্রঃ গৃহগম-নায়ানুজ্ঞাং দেহীত্যর্থঃ। তথা ত্বয়ি ধৃতাম্ অবস্থিতাম্ আশাঙ্কাস্মদঙ্গসঙ্গেচ্ছারূপাং ছিন্দ্যাশ্ছিন্ধি। 'ধৃঞ অবস্থানে' ইতি। অত্র বরদেশ্বরেত্যত্র পরমেশ্বরেতি পাঠোঽপীশ্বরবৎ সঙ্গমনীয়ঃ। ছিন্দ্যা ইত্যত্র ছিন্দ্যাদিতি পাঠে তু ভবা-নিত্যধ্যাহার্য্যম্ ॥ জী০ ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে শাস্ত্রবলে পত্যাদির শুশ্রূষা প্রত্যাখ্যান করবার পর এখানে সদাচার বলেও পরিহার করা হচ্ছে— পূর্বে (১০।২৯।২০) শ্লোকে "তোমাদের মাতা, পিতা, পতি প্রভৃতি তোমাদের না দেখে খুঁজে বেড়াচ্ছে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ যে মাতা-পিতাদির প্রতি স্নেহবন্ধনের বিষয় উল্লেখ করেছেন, তাই বিশেষ রূপেপরিহাস করা হচ্ছে, 'কুর্বন্তি হি' অধর্ব শ্লোকে। **হি**— প্রসিদ্ধিতে। **কুশলাঃ**— "যে-মহাভাগ্যশালী মানুষ এঁর প্রতি প্রীতি করে থাকেন" ইত্যাদি গর্গ বাক্য অনুসারে সারাসার বিবেক চতুরগণই 'কুশলী'। এরূপ কুশলী ব্যক্তিরা **নিত্যপ্রিয়ে**— স্বাভাবিক

প্রেমাস্পদ রূপ তোমাতে **রতিং**— প্রীতি করে থাকে— এর দ্বারা নিজেতে ও পরেতে কৃষ্ণের সুখময় স্ফুরণ অভিপ্রেত। পতি প্রভৃতির বিষয়ে এর বিপরীত. অর্থাৎ দুঃখময় স্ফুরণ, সেই কথাই বলা হচ্ছে, **স্ব আত্মন্**— 'স্বে'— আত্মীয় এবং 'আত্মন্' আত্মা (তোমাতে রতি করে থাকেন)। **আর্তিদৈঃ পতিসুতাদিভিঃ**— দুঃখপ্রদ পত্যাদি— অভিসার-কালে তাদৃশ ভগবদ্বিমুখতা-কারক বাধাদান তাৎপর্য হেতু পত্যাদি দুঃখপ্রদ— (তাদের দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন)।

এইরূপে প্রথমদিকে স্থিতা গোপীগণ-যে তাদের বক্তব্যের আরম্ভে ৩১ শ্লোকে বলেছেন, 'ভক্তা ভজস্ব' অর্থাৎ 'তোমার পদকমল-সেবী আমাদের তুমি ভজনা কর, ত্যাগ কর না' সেই উপক্রম বাক্যের অনুরূপ ভাবেই এখানে বক্তব্যের উপসংহার করছেন— **তন্নঃ প্রসীদ**— 'তৎ' সেই হেতু 'নঃ' আমাদের সম্বন্ধে অর্থাৎ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। প্রসন্নতারই অবশ্য প্রয়োজনীয়তা অভিপ্রায়ে ব্যতিরেক মুখে বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তি **মাস্ম ছিন্দ্যা আশাং**— আমাদের আশালতা ছেদন কর না। **চিরাৎ**— বুদ্ধি উদয় থেকে **ধৃতাং** — নিশ্চল ভাবে স্থাপিত— এইরূপে পতিদের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ নিরস্ত হল। 'মা ছিন্দ্যা' ছেদন কর না, একে সফল কর. এরূপ অর্থ। অন্যথা তোমার দ্বারা ছেদনে তদেক-আশয়-জীবন আমাদের সদ্য জীবনপাত হবে, এরূপ ভাব। সেই আশাকেই বিশেষভাবে প্রকাশ করে বলছেন— **হে বরদেশ্বর**! 'বরদ' বস্ত্রহরণ দিনে তুমি কুমারীগণকে বলেছিলে, "তোমাদের সঙ্কল্প বিদিত হয়েছি" — (শ্রীভা° ১০।২২।২৫) ইত্যাদি কথায় বিশেষ বর দান করেছিলে। 'হে ঈশ্বর' ঈশ্বর বলে তুমি অন্যের পক্ষে যা অসম্ভব, সেই মন-আদিকে কোনও বিশেষ ব্যাপারে নিয়োজিত করতে সমর্থ। তাই বাল্যকাল থেকে আশালতা স্থাপিত হয়েছে। —এ বিষয়ে হেতু **হে অরবিন্দনেত্র**— তোমার কমলনয়ন দেখলে কোন্ নারী-না তোমাকে পেতে আশা করবে? একথা পরবর্তী (১০।৩১।২) শ্লোকে 'শরদুদাশয়' ইত্যাদি বাক্যে গোপীদের মুখেই প্রকাশিত হয়েছে। [অর+বিন্দ] চক্রপ্রান্তের মত তীক্ষ্ণ নয়নকমল-পত্রাগ্রভাগ তুমি ধারণ করে আছ, যা আমাদের হৃদয় ছেদন করে দিচ্ছে, ইহা গোপীদের অন্তর্নিহিত প্রণয়কোপ থেকে উদিত বাক্য। এই পদের অর্থান্তরও হয়, যথা— কমল যেমন রাত্রে প্রস্ফুটিত হয় না সেই রূপ তোমার নয়নও রাত্রে খোলে না, নিমিলিত-নেত্র তোমার পক্ষে পরমসুন্দরী হলেও এই রাত্রিতে আমাদের উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্তই বটে, ইহা নর্মসূচক বাক্য। আরও 'অরবিন্দ' উপমায় ধ্বনিত হচ্ছে, ঐ কমলনয়নের দৃষ্টি পাতেও তুমি সকলের তাপ হরণ করে থাক; অতএব আমাদের প্রতি এর বিপরীত ভাব যুক্তিযুক্ত নয়।

ঐশ্বর্য্যার্থ পক্ষে ব্যাখ্যা ঃ **কুর্বন্তি হি রতিংকুশলাঃ**— 'হি' শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, 'কুশলাঃ' কুশলী শ্রীনারদাদি তোমাতে 'রতিং' ভাব বিস্তার করে থাকেন, কেবল শ্রদ্ধামাত্রই নয়। ইহা যোগ্যও বটে, কারণ তুমি যে **নিত্যপ্রিয়**— নিত্যতা ও প্রিয়তা কোথা থেকে আসে? 'স্বে

আত্মনি' তুমি আত্মারও আত্মা পরমাত্মা, তাই তুমি নিত্যপ্রিয়। শ্রীভাগবতেও (১০।১৪।১৫) শ্লোকে উক্ত আছে, "হে রাজা পরীক্ষিত! শ্রীকৃষ্ণকে সকল আত্মার আত্মা অর্থাৎ 'পরমাত্মা' বলে জান।" এর দ্বারা তোমার সুখরূপত্ব ধ্বনিত হচ্ছে, অন্যথা নিরুপাধি প্রেমাস্পদ হতে না তুমি। অতএব পত্যাদি দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন? কোনই প্রয়োজন নেই। হে কৃষ্ণ! যদি বল, তোমাদের পত্যাদিও আমা সমই নিত্যপ্রিয় তোমাদের নিকট। এরই উত্তরে, না-না তারা আমাদের নিকট দুঃখপ্রদ। শ্রীনারদাদি কুশলবৃন্দের অভিলষিত যে অস্মদীয়—আমাদের ভগবৎভজন, তার বিরোধি এই পত্যাদির কি প্রয়োজন? **হে বরদেশ্বর**— এই সম্বোধনে দেখানো হল, তোমার কাছে বর চাইলেই পাওয়া যায়, এর কখনও অন্যথা হয় না। অতএব আমাদের প্র্যর্থনা নিষ্ফল হবে না, এরূপ ধ্বনি। এইরূপ পরেও অধ্যাহার করতে হবে।

উপেক্ষাময়ার্থের ব্যাখ্যা ঃ হে কৃষ্ণ, যদি বল, আমি যদি **প্রাণীমাত্রেরই প্রিয় হই**, তবে অন্যান্য জন যেমন স্ব স্ব ভাবোচিত প্রেম করে থাকে. সেইরূপ তোমরাও নিজ-উচিত রত্যাখ্য ভাবই আমাতে বিধান কর-না? এরই উত্তরে, **কুশলাঃ**— মঙ্গলরূপা স্বাধ্বীগণ **আর্তিদৈঃ**— সর্ববিধ দুঃখাপহারী পত্যাদির অবস্থান হেতু 'স্ব' গৃহাদি ও আত্মা নিত্যপ্রিয় হওয়াতে কখনও কি তোমাতে রতি বিধান করে থাকে। কখনও-ই করে না, কারণ তা হলে তাদের গৃহাদি সুখ নষ্ট হয়ে যেত। অতএব **হে বরদ**— ! হে বাঞ্ছিতদাতা! **হে ঈশ্বর**— হে গোকুল স্বামিন্! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, অর্থাৎ অনুচিত কর্ম থেকে নিবৃত্ত হও। সেই প্রসাদ বলা হচ্ছে, **চিরাৎ মাস্ম**— বেশীক্ষণ আমরা এখানে থাকতে পারব না। শীঘ্র গৃহ-গমনে আমাদের অনুজ্ঞা দেও। তথা **ত্বয়ি ধৃতাম্**— তোমার মনে অবস্থিত আমাদের অঙ্গসঙ্গ রূপ আশা ছেড়ে দেও। এই শ্লোকের পাঠ ভেদ আছে— বরদেশ্বর স্থানে 'পরমেশ্বর'. 'ছিন্দ্যাঃ' স্থানে 'ছিন্দাৎ' পাঠ আছে। জী ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ কাশ্চিত্তদনুবাদিন্যস্তমেবোক্তমর্থং সদাচারেণাপি দ্রঢ়য়ন্তি কুর্ব্বন্তীতি কুশলাঃ—"য এতস্মিন্মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরা" ইতি গর্গোক্তিবিশ্বাসাচ্চতুরাঃ। নচ রতিং কুর্ব্বন্তীত্যপি বস্তুতো বাচ্যম্। যতস্ত্বয়ি রতিঃ স্বাভাবিক্যেব কুশলানামিত্যাহুঃ,—স্বে স্বীয়ে ইতি ত্বমেব তেষাং মমতাস্পদং, আত্মানীতি ত্বমেবাহন্তাস্পদং চাতএব নিত্যপ্রিয়ে ইতি প্রীতিরপি ত্বয়ি নিত্যৈব। পতিসুতাদিষু তু ঔপাধিকী, অতএবানিত্যা অস্মাকন্তু তেষু সাপি নাস্তীত্যাহুঃ, আর্ত্তিদৈস্ত্বদভিসার বারকত্বাদ্দুঃখদৈঃ। তত্তস্মান্নোঽস্মভ্যং অস্মান্ জীবয়িতুং প্রসীদ। যদি বা অস্মান্ অন্যোঢ়া মা জীবয় এতাঃ অনূঢ়াস্তু কিং রোদয়সীত্যাহুঃ,—হে বরদ, "সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্য" ইত্যাদিনা এতাভ্য স্তং বরমদা" এবেত্যর্থঃ। ননু, এতাসু প্রসাদে কাত্যায়ন্যর্চ্চনমেব কারণং ভবতীষু মৎ প্রসাদে কিং কারণং তত্র নিষ্কারণমেব প্রসীদেতি সকাকুপ্রার্থনমাহুঃ,—হে ঈশ্বর, স্বচিকীর্ষিতে স্বপরতন্ত্র, চিরাৎ বাল্যমারভ্য ত্বয়ি ধৃতাং আশাং আশাকল্পলতাং সম্প্রতি ফলবতীং মাচ্ছিন্দ্যাঃ ফলবতী লতা হি সৎপুরুষেণ ছেদং নার্হতীতি চিরাদিতি ছিন্দ্যাঃ ইতি পদাভ্যাং দ্যোতিতম্ এষা হ্যাশালতাপ্যস্মন্মনঃ কেদারিকায়াং ত্বয়ৈবারোপিতেত্যাহুঃ,—হে অরবিন্দনেত্র, অস্মদ্দ্বয়ঃ সন্ধ্যারম্ভে প্রথমদর্শনসময়ে অরবিন্দতুল্যাভ্যাং

নেত্রাভ্যাং ত্বৎপ্রেষিতাভ্যামস্মন্নেত্ররন্ধ্রেষু প্রবিশ্য হৃদয়ক্ষেত্রে ভাবাভিধানমাশালতা বীজমাহিতমিতি ধ্বনিতম্ "চক্ষূরাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্প" ইতি রসশাস্ত্রোক্তরীত্যা সৈবাশালতা গুণরূপশ্রবণদর্শনাদিনা বর্দ্ধিতা ফলবতী ভুক্ত-ভুজ্যমানফলাপি কঠোরোক্তিকুঠারিকয়া কথমদ্য ছিদ্যতে, "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রত"মিতি ন্যায়ং জানাস্যেবেত্যনুধ্বনিতম্ ॥ বি০ ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** সেই প্রসঙ্গই পুনরুক্তিকারিণী কোনও গোপী পূর্ব শ্লোকে উক্ত সিদ্ধান্তই সদাচারের দ্বারাও দৃঢ় করছেন—কুর্বন্তি ইতি। **কুশলাঃ**— চতুর, "যে মানুষ এই দয়াদি অষ্টগুণযুক্ত বালক কৃষ্ণে প্রীতি করে, সে কামাদি শত্রু দ্বারা পরাজিত হয় না, যেমন বিষ্ণুপক্ষীয়গণ অসুরের দ্বারা হয় না।" এই গর্গোক্তিতে বিশ্বাস হেতু চতুর। এই চতুরগণ তোমাতে প্রীতি বিধান করে থাকেন—বাস্তবিক পক্ষে 'প্রীতি বিধান' যে তখনই হল, এরূপ বলা যায় না; কারণ ইহা স্বাভাবিক, নিত্যই চতুরদের হৃদয়ে বর্তমান। এই আশয়ে বলা হচ্ছে— **স্ব** — স্বীয়ে অর্থাৎ চতুর জনদের তুমিই মমতাস্পদ, **আত্মন ইতি**— তুমিই অহন্তাস্পদ, অতএব **নিত্যপ্রিয়**—তাঁদের প্রীতিও তোমাতে নিত্যই বর্তমান, পতিসুতাদিতে তো ঔপাধিকী (অস্থায়ী) অতএব অনিত্য। আমাদের তো সেই পতিসুতাদিতে ঔপাধিকী প্রীতিও নেই— এই আশয়ে বলা হচ্ছে— **আর্তিদৈঃকিম্**— কৃষ্ণাভিসারে বাধাদানকারী হওয়া হেতু দুঃখদ পতিসুতাদি দিয়ে কি প্রয়োজন! **তন্নঃ** - [তৎ+নঃ] 'তৎ' সেই হেতু 'নঃ' আমাদিকে বাঁচাবার জন্য আমাদের প্রতি **প্রসীদ**— প্রসন্ন হও। যদি বা এই বিবাহিতা গোপীদের বাঁচাতে না চাও, নাই বা বাঁচালে—এই এঁরা তো কুমারী, এদের কেন কাঁদাচ্ছ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **হে বরদ**— "হে কুমারীগণ তোমাদের সঙ্কল্প বিদিত হয়েছি, আগামী রাত্রিসকলে তোমাদের সহিত বিহার করব।" ইত্যাদি কথায় এদের যে তুমি বর দিয়েছিলে, এরূপ অর্থ। কৃষ্ণ যেন বলছেন— এদের প্রতি প্রসাদে কাত্যায়নী-অর্চনই কারণ, তোমাদের প্রতি আমার প্রসাদে কি কারণ থাকতে পারে? বিনা কারণেই 'প্রসন্ন হও' এরূপ বলছো তোমরা, এরই উত্তরে সকাকু প্রার্থনা জানান হচ্ছে, **হে ঈশ্বর**— হে নিজকরণেচ্ছাতে স্বপরতন্ত্র! **আশাং ধৃতাং ইত্যাদি**— 'চিরাৎ' বাল্যকাল থেকেই তোমাতে আশা পোষণ করে আসছি, আশাকল্পলতা সম্প্রতি ফলবতী হয়েছে, **মাস্ম-ছিন্দ্যা**— ফলবতীলতা সৎপুরুষের পক্ষে কখনও ছেদন করা উচিত হয় না। 'চিরাৎ' ও 'ছিন্দ্যা' এই পদদ্বয়ের দ্বারা এরূপ অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে - এই আশালতা আমাদের মনরূপ ক্ষেত্রে তোমার দ্বারাই রোপিত হয়েছে— এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **হে অরবিন্দ নেত্র**— হে কমললোচন! আমাদের বালসন্ধি আরম্ভে প্রথম দর্শন সময়ে তোমার দ্বারা কমলতুল্য নয়ন দ্বারে প্রেরিত হয়ে আমাদের নেত্ররন্ধ্রে প্রবেশ করত হৃদয় ক্ষেত্রে ভাব নামক আশালতা বীজ রোপিত হয়েছে, এরূপ ধ্বনি। — "প্রথমে চক্ষুরাগ, অতঃপর চিত্ত-মিলন, অতঃপর সঙ্কল্প" এইরূপ রসশাস্ত্র রীতিতে সেই আশালতা গুণরূপ-শ্রবণদর্শনাদি দ্বারা বর্ধিত হয়ে ফলবতী ও ভুক্ত-ভুজ্যমান ফলা হয়েছে, কি করে

৩৪। চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পাদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্ যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা॥

৩৪। **অন্বয় ঃ** (অস্মাকং) যৎ চিত্তং সুখেন গৃহেষু নির্বিশতি (মগ্নং আসিৎ তৎ) ভবতা অপহৃতং, উত (অপিচ) করাবপি (করৌ অপি যৌ) গৃহকৃত্যে নির্বিশতঃ (নির্বিশতঃ তৌ অপি ভবতা অপহৃতৌ)। পাদৌ (পাদৌ অপি ভবতাপহৃতৌ, তস্মাৎ তৌ) তব পদমূলাৎ পদং (একপদমপি) ন চলতঃ। অথ কথং ব্রজং যামঃ, কিং বা করবাম।

৩৪। মূলানুবাদ ঃ (অন্য কোনও গোপী রসিয়ে রসিয়ে বললেন, ওহে চোরের রাজা শোন—) আমাদের যে চিত্ত এতকাল গৃহধর্মে মগ্ন ছিল, হস্তাদি যে সকল ইন্দ্রিয় গৃহকৃত্যে নিযুক্ত ছিল - সে সব কিছু তুমি বেণুফুৎকার মাত্রেই চুরি করে নিয়ে এলে এখানে, ব্রজে ফিরে যাই কি করে, তোমার শ্রীচরণতল থেকে আমাদের পা যে একটুও চলছে না, আর সেখানে গিয়েই বা করব কি?

একে আজ কঠোর উক্তিরূপ কুঠারের দ্বারা ছেদন করছ – "বিষবৃক্ষকেও বড় করে উঠিয়ে নিজে ছেদন করা অনুচিত" এরূপ ন্যায় তোমার তো জানাই আছে, এরূপ অনুধ্বনি। বি° ৩৩॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** নন্থ গৃহবাসসুখরক্ষার্থমপি ন পত্যাদিত্যাগো বিধেয় ইত্যাশঙ্ক্য তত্রাপি তস্যৈব দোষোট্টঙ্কনপূর্ব্বকমাহুঃ—চিত্তমিতি, সুখেন সুখরূপতয়া স্বদর্শকেনেতি তাদানীং গৃহাদীনাং দুঃখরূপতা-স্ফূর্ত্তি-র্ধ্বনিতা; সুখেন সহিতমিতি বা পাদৌ যৌ গৃহকৃত্যে গমনে বা নির্বিশতস্তাবপ্যপহৃতৌ, অতস্তব পাদমূলাৎ পদ-মেকমপি ন চলতঃ, গন্তুং ন শক্নুত ইত্যর্থঃ। করয়োঃ পাদয়োশ্চাপহারস্তত্তদিন্দ্রিয়শক্ত্যপহারাৎ, অত আগমনঞ্চ ত্বদ্গীতাকর্ষণমাত্রেণেতি ভাবঃ। অথো অস্মাদ্ধেতোঃ কথং ব্রজং যামঃ? নন্থ অবলা এবঞ্চেন্ময়ৈবাগ্রে গচ্ছতা সহ গম্যতাং, তত্রাহুঃ—তস্তত্র গত্বা কিংবা করবামেতি। বা-শব্দঃ সমুচ্চয়ে। যদ্যপি চিত্তাপহারেণ সর্ব্বেন্দ্রিয়াপহারোঽ-প্যায়াতি, তথাপি বিশেষতঃ করপাদাপহারোক্তিঃ পতিশুশ্রূষণাদি-গৃহকৃত্যস্যান্যত্র নিজগমনস্য চ পরিহারায়। অন্যৈস্তৈঃ। যদ্বা, যচ্চিত্তং সুখে নিমিত্তে সুখে বিষয়ে বা পূর্ব্বং স্থিতং, তদ্ভবতাপহৃতং সৎ উতাপি ন প্রবিশত্যপি; কুত? তস্মিন্ কৃত্যে করাদিকং প্রবেশয়েদিত্যর্থঃ। নন্থ গৃহেশ্বর্য্যস্তথাপি তদ্বিচারবলেন প্রবেশ্যতাং, তত্রাহুঃ—করাবপ্যপহৃতৌ গৃহসম্বন্ধিকৃত্যে ন নির্ব্বিশতঃ। নন্থ তথাপ্যত্র তু স্থাতুমযুক্তমিতি গচ্ছতৈব; তত্রাহুঃ—পাদৌ চ ভবতাপহৃতৌ স্বাভিমুখ্যেনাকৃষ্টৌ পদমপি ন চলত ইতি, অন্যৎ সমানম্। অতস্তবৈযেব চিত্তং ত্বদর্থকৃত্যে এব করৌ, ত্বৎস্থান এব পাদৌ, প্রবিশন্তি নান্যত্রেতি সূচিতম্। অত্র নর্ম্মেনেদম্—বনেঽস্মাকং প্রয়োজনাভাবাৎ ত্বদ্দর্শনার্থং নাগতাঃ স্মঃ চিত্ত-বিত্তস্য ভবতাপহরণাৎ। তদুদ্দেশেনাত্রাগতাশ্চৌরং ভবন্তং প্রাপ্তা অপি গ্রহীতুং নেতুঞ্চ তথাক্রোশনার্থং কুত্রাপি গন্তুমপি ন শক্নুমঃ, ভবতা করপাদাপহরণাৎ। অতো হৃতধনাঃ কথং ব্রজং যামঃ? কিং বা করবাম? স্তম্ভনাদিমহামন্ত্র-জ্ঞচোরবরে কস্যাপ্যুপায়স্যাপ্রভাবাদিতি ভাবঃ। নিষেধার্থশ্চায়ম্—নন্থ বেণুগীতেন ময়া গ্রহাদাকৃষ্টাঃ স্থ শ্রান্তাশ্চ কথং গন্তুং শক্নুথ? তত্রাহুঃ—গৃহেষু ভবতা উদ্ভবতা সুখেনাপহৃতং চিত্তং যদযস্মাৎ গৃহকৃত্যে নির্ব্বিশতি। যদ্বা, চিত্তং সুখে

এবং. ন তু ভবতাপহৃতং, যস্মাদ্‌গৃহেষু নির্ব্বিশতি, এবং করাবপি গৃহকৃত্যে নির্ব্বিশতঃ। পরিশ্রান্তত্বমাশঙ্ক্যাহুঃ—পাদৌ পদমপি কথং ন চলতঃ, অপি তু দূরমপি চলত এব ; ততঃ কথং ন যাম ? অপি তু যাম এব, অত্র চ কিং করবামেতি ॥ জী০ ৩৪ ॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ যদি বল, গৃহবাস-সুখ রক্ষার্থও পত্যাদি-ত্যাগ অনুচিত, এরূপ কথার আশঙ্কায় তার উত্তরেও কৃষ্ণেরই দোষের উল্লেখ করে বলছেন,— **চিত্তম্‌ ইতি**— আমাদের যে চিত্ত গৃহ-কার্যে নিযুক্ত ছিল, তা সুখস্বরূপ তোমার দ্বারা অপহৃত হয়েছে— **সুখেন**— নিজেকে সুখস্বরূপে দর্শন করিয়ে। এর প্রভাবে তদানীং গৃহাদি দুঃখ-যে স্বরূপ তা স্ফূর্তি হয়, এরূপ ধ্বনি। বা 'সুখেন' সুখের সহিত,— আমাদের চিত্ত তোমার দ্বারা সুখে অপহৃত হয়েছে। আমাদের যে পদযুগল গৃহকার্যে বা কোথাও গমনে নিযুক্ত ছিল, তা তুমি অপহরণ করেছ, অতএব তোমার পদমূল থেকে এক পা-ও **ন চলতঃ**— নড়ছে না, অর্থাৎ অন্যত্র গমনে সমর্থ হচ্ছে না। করযুগলের ও পদযুগলের অপহরণ হল, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি অপহরণ হেতুই। তবে তোমার নিকট আগমন সেই বেণুগীত আকর্ষণ মাত্রে হয়ে গিয়েছে। অতঃপর এই হেতু ব্রজে ফিরে যাবো কি করে? আচ্ছা, হে অবলাগণ এরূপ যদি হয়ে থাকে, তবে আমিই তোমাদের আগে আগে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে চল। এরই উত্তরে বলছেন— **করবাম কিংবা**— সেখানে গিয়েই বা কি করব? 'বা' শব্দ সমুচ্চয়ে; যদিও 'চিত্ত অপহারে' বাক্যের মধ্যেই 'সর্বেন্দ্রিয় অপহারও' এসে যাচ্ছে, তথাপি বিশেষ ভাবে 'করচরণ অপহার' উক্তি, পতিসেবাদি-গৃহকৃত্যের ও অন্যত্র নিজ গমন পরিহারের জন্য। অন্য যা কিছু তা স্বামিপাদ বলেছেন।

অথবা, যে চিত্ত পূর্বে সুখের জন্য কিম্বা গৃহ-সম্বন্ধীয় সুখের বিষয়ে রত ছিল, সেই চিত্ত তোমা কর্তৃক অপহৃত হয়ে যাওয়ায় **উত-অপি**— আর গৃহে প্রবেশই করবে না। সুতরাং সেই চিত্ত-হস্ত প্রভৃতিকে কি করে গৃহকৃত্যে প্রবেশ করাবে? যদি বল, হে গৃহেশ্বরীগণ! তথাপি উহাকে বিচার-বলে প্রবেশ করাও-না। এরই উত্তরে, **করাবপ্যপহৃতৌ**— হস্তযুগলও তোমা কর্তৃক অপহৃত হয়ে যাওয়ায় আর গৃহ-সম্বন্ধীয় কার্যে নিযুক্ত হওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। যদি বল, তথাপি এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত হবে না, চলেই যাও। এরই উত্তরে, **পাদৌচ**— পদযুগলও তোমার দ্বারা **অপহৃতৌ**— তোমার অভিমুখে আকৃষ্ট হয়ে আছে, তোমার পদমূল থেকে এক পা-ও নড়ছে না। অতএব কি প্রকারে ব্রজে যাবো। আর যেয়েই বা কি করব? কারণ চিত্ত তোমাতেই নিমগ্ন, করদ্বয় তোমার কার্যের জন্যই, আর চরণযুগল তোমারই অবস্থিতি স্থানে আবিষ্ট হয়ে আছে, অন্যত্র যাওয়ার শক্তি নেই।

নর্মার্থ ঃ মনে কর না, এই বনে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র তোমার দর্শনের

জন্যই এসেছি। তুমি আমাদের চিত্তরূপ ধন চুরি করেছ, তাই সেই চোরের খোঁজে এখানে এসেছি। চোর তোমাকে পেয়ে গেলেও তাকে বাঁধতে ও নিয়ে যেতে, তথা নালিশ করার জন্য কোথাও যেতেও পারছি না। কারণ তুমি আমাদের হাত-পা'র শক্তি চুরি করে নিয়েছ। অতএব হৃতধন আমরা কি করে ব্রজে যাবো? আর যেয়েই বা কি করব? তুমি স্তম্ভনাদি মহামন্ত্র-অভিজ্ঞ চোরশ্রেষ্ঠ, কাজেই কোনও প্রকার মন্ত্রও যে তোমার প্রতি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবে, তাও নয়।

উপেক্ষাময়ার্থের ব্যাখ্যা ঃ হে কৃষ্ণ! যদি বল, আমি বেণুগীতে তোমাদের ঘর থেকে আকর্ষণ করে এনেছি, সেকারণে তোমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত— অতএব কি করে এখন ঘরে ফিরে যেতে সমর্থ হবে? তদুত্তরে বলছি, শোন— **যৎ**— যেহেতু আমাদের চিত্ত **গৃহেষু ভবতা**— গৃহ ব্যাপার থেকে উদ্ভূত সুখে অপহৃত হয়ে গৃহকর্মে নিবিষ্ট হয়ে আছে, অথবা, [সুখ+ন = সুখেন] চিত্তসুখেই আছে, তুমি তা চুরি করতে পারনি, তাই গৃহকার্যেই নিবিষ্ট আছে এবং করযুগলও গৃহকার্যেই নিবিষ্ট আছে। পরিশ্রমের প্রশ্ন আশঙ্কা করে গোপীরা বলছেন, আর আমাদের পদযুগলই বা 'কথং ন চলতঃ' কেন-না চলবে! পরন্তু বহু দূর পর্যন্ত গমনে সক্ষম— কাজেই কেন-না ঘরে ফিরে যাব। অবশ্যই যাব। এখানে থেকে কি করব? জী° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অন্যাস্তু স্বীয়ং প্রেমাণং সরসং দ্যোতয়ন্ত্যো ভোশ্চৌরচক্রবর্ত্তিন্, ন বয়মন্যার্থমাগতাঃ কিন্তু ত্বয়া চোরিতং প্রতি স্বং ধনমেব জিঘৃক্ষব ইত্যাহুঃ,—চিত্তং ভবতা অপহৃতং, ন চ তত্রান্যচোরস্যেব তব কোঽপ্যধিকঃ প্রযত্নোঽভূদিত্যাহুঃ—সুখেনেতি। বেণুরন্ধ্রেষু ফুৎকারমাত্রেণৈবেত্যর্থঃ। ন চ তচ্চিত্তধনমস্মাকমল্পতরমিত্যাহুঃ,—যচ্চিত্তং গৃহেষু সর্ব্বেষ্বেব নিঃ নিঃশেষেণ বিষতি অতস্তদপহারেণ ত্বয়াস্মাকং সর্ব্বাণ্যেব গৃহাণি লুণ্ঠিতানীতি ধ্বনিতম্। বস্তুতো গৃহেষ্বস্মাকং চিত্তাভাবাত্তানি জলন্তু সমৃদ্ধ্যন্তু বা কিমস্মাকং তৈরিত্যনুধ্বনিতং অতিশয়োক্ত্যা গৃহেষু শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়েষু তত্তৎসাফল্যার্থং যৎ নিবি'শতি যদ্বিনা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যপি বিফলীভবন্তীতি ভাবঃ। অতশ্চিত্তাপহারাদেব সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যপি ত্বয়াপহৃতানীত্যাহুঃ—করাবপি যো গৃহকৃত্যেষু নিবি'শতঃ। উতেতি নেত্রে শ্রোত্রে অপি যে এতানি সর্ব্বাণ্যপ্যপহৃতানীত্যর্থঃ। নন্নু,ভো অদ্য তাবদ্গচ্ছত শ্বঃ পরশ্বো বা বিবিচ্য বিশ্চিত্তঃ দাস্যামীতি তত্রাহুঃ—পাদাবস্মাকং পদমেকমপি ন চলতঃ যদ্বিনেত্যর্থঃ। অতশ্চিত্তং দেহি তত এব যাম ইতি ভাবঃ॥ বি° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ অন্য কোনও গোপী নিজ প্রেম-রসের সহিত প্রকাশ করতে করতে যেন বলছেন, ওহে চোরচক্রবর্তি, আমরা অন্য কোনও প্রয়োজনে আসি নি, কিন্তু তোমার দ্বারা চুরি করা স্বধনই নিতে এসেছি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— তুমি আমাদের চিত্ত চুরি করেছ, এ বিষয়ে অন্য চোর থেকে তোমার কোনও অধিক প্রচেষ্টাও করতে হয় নি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— **সুখেন**— সুখেই অর্থাৎ বেণুরন্ধ্রে ফুৎকার মাত্রেই কাজটা হয়ে গিয়েছে, এরূপ অর্থ। আমাদের সেই চিত্তধন তুচ্ছ নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— **যন্নিবিশত্যুত**— যে চিত্ত গৃহে সব কিছুতেই নিঃশেষে প্রবেশ করে আছে, সেই চিত্ত চুরিদ্বারা অতএব আমাদের সমস্ত গৃহই

৩৫। সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোক-কল-গীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিম্। নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥

৩৫। **অন্বয়** ঃ অঙ্গ (হে কৃষ্ণ) ত্বদধরামৃতপূরকেন নঃ (অস্মাকং) হাসাবলোক-কলগীতজ হৃচ্ছয়াগ্নিং (কামাগ্নিং) সিঞ্চ (বির্বাপয়) হে সখে, নো চেৎ (যদি ন সিঞ্চসি তদা) বিরহাগ্ন্যুপযুক্ত দেহাঃ (তব বিরহাগ্নিনা দগ্ধ শরীরাঃ সত্যঃ) ধ্যানেন তে তেব পাদয়োঃ পদবীং অন্তিকং) যাম।

৩৫। **মূলানুবাদ** ঃ (উন্মাদসঞ্চারী ভাবের প্রাবল্যের দ্বারা বিপর্যয় প্রাপ্ত প্রকৃতি কোনও মুখ্যতমা গোপী বললেন—) হে কৃষ্ণ! তোমার সহাস দৃষ্টি ও বেণুকলগীতে প্রজ্জ্বলিত কামাগ্নি তোমার অধরামৃত প্রবাহের দ্বারা নির্বাপিত কর। হে সখে! যদি না কর, তবে বিরহাগ্নিতে দগ্ধ দেহা যোগিদের মতো ধ্যানের দ্বারা এখনই তোমার পদযুগল লাভ করব।

লুণ্ঠিত হয়েছে, এরূপ ধ্বনি। বস্তুতঃ গৃহের মধ্যে আর আমাদের চিত্ত নেই, সুতরাং সেই গৃহ জ্বলে-পুড়ে যাক্‌ কি সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক তাতে আমাদের কি? — অতিশয়োক্তি দ্বারা এরূপ অনুধ্বনিত। গৃহে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে তাদের তাদের সাফল্যের জন্য যা প্রবেশ করে, যা বিনা সর্বেন্দ্রিয়ই বিফল হয়ে যায়, সেই চিত্ত অপহরণ হেতুই সর্বেন্দ্রিয়ই তাঁর দ্বারা অপহৃত হয়েছে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— **করাবপি**— যে করযুগল গৃহকৃত্যে নিযুক্ত হয়ে আছে **উত**— যে কান-চোখও নিযুক্ত হয়ে আছে—এ-সব কিছুই অপহৃত হয়ে গিয়েছে, এরূপ অর্থ। কৃষ্ণ যেন বলছেন— ওহে গোপীগণ আজ তোমরা সকলে চলে যাও, কাল বা পরশু বিবেচনা করে তোমাদিকে চিত্ত ফিরিয়ে দিব। এরই উত্তরে সেই গোপী— **পাদৌ ইত্যাদি**— চিত্ত বিনা তোমার পদমূল থেকে আমাদের পদযুগল এক পা-ও চলছে না, এরূপ অর্থ। অতএব চিত্ত দেও, অতঃপরই যাব, এরূপ ভাব। বি° ৩৪।

৩৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তদেবং দ্বিতীয়দিক্‌স্থিতা অপি পুনরাশামেবোৎকণ্ঠা স্ফুটমেব বদন্ত্যস্তৎ পূর্ব্বৈরপ্যবশ্যম্ভাবিতাং প্রৌঢ্যা নির্দ্দিশন্ত্যস্তদাপাত-প্রত্যাখ্যানেন ত্বয়ি দোষমাত্রং পর্য্যবস্যতীতি রীত্যা বিবক্ষিতমুপসংহরন্তি—সিঞ্চেতি, নির্ব্বাপয়েত্যর্থঃ। অদৌ ক্রিয়ানির্দ্দেশঃ পরমার্ত্তিবৈয়গ্র্যেণ, ন ইত্যস্য হৃচ্ছয়াগ্নিনৈব সম্বন্ধঃ। তৎপুরুষস্তোত্তরপদপ্রধানত্বাৎ, হাসস্য সম্বন্ধিপদং তবেত্যেব লভ্যতে প্রকরণবলাৎ, বিনাপি ত্বচ্ছব্দমর্থবোধে সতি তন্নির্দ্দেশস্তন্বয়া জনিতাগ্নেস্তবৈয়ব নির্ব্বাপণং যুক্তমিতি বিবক্ষয়া। পূর শব্দেনাগ্নের্মহত্ত্বমপি ধ্বনিতং, স্বার্থে কঃ। হাসা লোক কলগীতয়োঃ ক্রমেণ ঘৃতবাতত্বং ধ্বনিতম্। হৃদি শেতে বসতীতি হৃচ্ছয়ঃ কামঃ, অতস্তন্নির্বর্ত্তনৌষধস্যাপি অন্তঃপ্রবেশনাপেক্ষয়াহধরামৃতপূরস্য পানং, তথানন্যপ্রতিকার্য্যত্বঞ্চ সূচিতম্; ইদঞ্চ সম্ভোগস্য সাক্ষাৎপ্রার্থনং তদীয়বেণুতনুমাধুর্য্য-মধুমত্তচিত্তানাং লোকোত্তরপ্রৌঢ়ানুরাগার্ত্তিনর্ত্তিত-মহোৎকণ্ঠাবগুণ্ঠিতানাং রসেনাপি ন বিরুধ্যতে, নিষেধার্থাচ্ছন্নতয়ৈবোক্তত্বাত্, নিতরামিতি ব্যতিরেকেণ তদেব দ্রঢ়য়ন্তি, নো চেদ্‌যদি ন সিঞ্চসি, তদাপি ধ্যানেনেতি 'মরণে যা মতিঃ সা গতিঃ, ইত্যাদি-ন্যায়েন যাম সম্প্রত্যেব প্রাপ্স্যাম ইত্যর্থঃ; প্রাপ্তকালে লোট্। তত্র চ সখে ইতি সম্বোধ্য স্বেষু স্নেহমুদ্বোধয়ন্তি। অত্রান্বয়ক্রমেণাভিপ্রায়াশ্চৈতে। ননু হাসাদিজ-হৃচ্ছয়াগ্নিসেকে সাধনং মম জলাভাজনমত্র কিমিব দৃশ্যত ইতি পরিহাসমাশঙ্ক্যাহুঃ—

অমৃতেতি, অমৃতেনৈব তৎসিক্তং স্যান্ন তু জলাদিনা, তত্রাপি তস্য পূরেণ, ন তু যৎকিঞ্চিন্মাত্রেণ। স্বার্থে কন্। তে-নৈবেত্যর্থঃ। নন্বু তদপি দুর্ল্লভং কুত্র লপ্স্যে? তত্রাপি তস্য পুরস্তাত্যন্তাসম্ভব ইত্যাশঙ্ক্য কথমিদং গোপয়সি? ইত্যাহুঃ—ত্বদধরেতি। অহো নান্যেনামৃতেন তচ্ছান্তিঃ স্যাৎ, কিন্তু ত্বদধরস্থস্থিনৈব, তত্রাপি তস্যাগ্নেরত্যন্তবৃদ্ধের্যুবতী-কোটিভিরপ্যপরিসমাপ্যেন তৎপূরেণৈবেতি মহাতৃষ্ণা সূচিতা। এ মগ্রে বক্ষ্যমাণস্যামৃতস্য চ পরমবৈলক্ষণ্যম্। নন্বু ধ্যানেন যামেতি ঝটিতি দেহত্যাগং সূচয়ন্তীনাং ভবতীনাং তৎসাধনং ন দৃশ্যতে, তত্রাহুঃ—বিরহেতি। অয়ে অন্যা ইব কিং বয়মনুরাগহীনাঃ, যেন বাহ্যমগ্ন্যাদিকং তৎসাধনং মৃগ্যামঃ? কিন্ত্বন্তরেব স্বত এব তদুদেষ্যতীতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, এবং বিবক্ষিতমুপসংহরন্ত্যঃ, নন্বু দুর্ঘটেঽস্মিন্নর্থে কথমতিত্বরয়থেত্যাশঙ্ক্যাতিদুঃখাৎ দুর্ঘটত্বমেব সত্যমিত্যাহুঃ—নোচে-দিতি। ধ্যানেঽপি নৈব যাম, যতঃ বিরহজাগ্নেরেব উপযুক্তা উচিতা দেহা, ন তু সংযোগামৃতযোগ্যা যাসাং তাঃ অধুনা এতদসিদ্ধ্যা কালান্তরে জন্মান্তরেঽপি বিরহস্যৈব নিশ্চিতত্বাদিনি ভাবঃ। সখে ইতি তস্যাপি তত্র ভাবিদুঃখং দর্শয়ন্তি। যদ্বা, ঝটিতি তৎপ্রাপ্ত্যভাবেন দেহত্যাগং সূচয়ন্ত্য আহুঃ—জন্মান্তরেঽপি ধ্যানেনাপি তে পদয়োরন্তিকং মার্গমপি বা যামেতি প্রার্থনম্। তত্র চ সখীত্বেনৈবেত্যাশয়েন সম্বোধয়ন্তি—সখে ইতি। অনেন সুমধ্যমা ইত্য-স্যোত্তরম্। ভবদাশয়েদৃশসদ্গুণদেহোঽপি ত্যাজ্যস্ত্যক্তেঽপি তস্মিন্ ভবান্ন ত্যাজ্য ইতি। শ্লোকদ্বয়মিদমৈশ্বর্য্যময়ার্থেঽপি প্রায়ঃ সমানম্। নিষেধার্থশ্চায়ম্—তস্মাৎ অঙ্গ হে মহালম্পট, নোঽস্মাকং হাসাবলোক-কলগীতেন সহজেন জাতো যস্তব হৃচ্ছয়াগ্নিস্তং ত্বদধরামৃতপূরকেণৈব সিঞ্চ, অস্মাকং মধ্যে সা কাচিন্নাস্ত্যেব, যস্যা অধরামৃতেন স্বকামাগ্নিং সেক্ষ্য-সীত্যর্থঃ; ইতি স্ববর্গ্যাণাং সর্ব্বথা নৈরপেক্ষ্যং সূচিতম্। অথচ স্বাভীষ্ট-পরমমধুরবস্তুনি তুর্ল্লভে সতি লুব্ধৈঃ স্বস্যা-ধরপুটী লিহ্যত ইতি নর্ম্মভঙ্গী ব্যঙ্গ্যা, নোচেদ্যদ্যেবমশ্রুস্ত্বা পন্থানমস্মাকং নিরুন্ধন্ দুরাগ্রহান্ন বিরমসি, তদা বয়ং স্বপতি-বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ভবেম, বরং ম্রিয়েমহীত্যর্থঃ। তথাপি ধ্যানে চিন্তনেঽপি তব পাদয়োঃ পদবীমপি ন যাম, ন যাস্যামঃ। সখে ইতি বাল্যক্রীড়ায়াং প্রাপ্তসখ্যত্বেনাস্মদ্ধর্ম্মনিষ্ঠাং জানাস্যপীতি ভাবঃ। যদ্বা, চেদিতি নিশ্চয়ে। 'ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি' (শ্রীভা ১১।৪।১০) ইতিবৎ। ততশ্চৈনব বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা বয়ং ততো ধ্যানেঽপি নৈব যামেতি॥ জী০ ৩৫॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** দ্বিতীয় দিকে অবস্থিত গোপীগণও পুনরায় উৎকণ্ঠাপূর্ণ গদ্গদ্ কণ্ঠে আশা প্রকাশ করতে গিয়ে, তার পূর্তির নিশ্চয়তা অতি উচ্ছাসের সহিত ইঙ্গিতে প্রদর্শন করছেন। এবং সেই আশা আপততঃ প্রত্যাখ্যানের দ্বারা কৃষ্ণেতে যাতে দোষমাত্রই পর্যবসিত হয়, সেই রীতিতে বক্তব্য বিষয় উপসংহার করছেন— সিঞ্চ ইতি। **সিঞ্চ**— নির্বাপিত কর। প্রথমেই ক্রিয়া (সিঞ্চ) পদের উল্লেখ পরম আর্তি উৎকণ্ঠা হেতু। **নঃ**— আমাদের, এর সম্বন্ধ 'হৃচ্ছয়াগ্নি' পদের সহিতই। তৎপুরুষ সমাসে পরের পদের অর্থ প্রধান হওয়া হেতু এখানে 'ত্বৎ' তদীয় পদের সম্বন্ধ অধরামৃত পূরকেন পদের সহিত। 'হাস' এর সম্বন্ধিপদ 'তব' এখানে না থাকলেও প্রকরণ বলেই পাওয়া যাচ্ছে। এখানে 'তৎ' শব্দটি না থাকলেও অর্থ বোধ হয়ে যায়, তবে এই শব্দটি প্রয়োগের অভিপ্রায় 'তোমার দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি তোমারই নির্বাপিত করা উচিত', এরূপ বলার ইচ্ছা। [এই টীকানুসারে এখানে অনুবাদ— হে কৃষ্ণ, তোমার সহাসদৃষ্টি ও সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের যে কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, তা তদীয় অধরামৃত পূরকের

দ্বারা নির্বাপিত কর।] অমৃতের পূরক, 'পূর' প্রবাহ শব্দে 'কামাগ্নির' বিশালতা ধ্বনিত হল. স্বার্থে 'ক'। **সহাস** অবলোকন ঘৃত সদৃশ, আর কলগীত বায়ুসদৃশ। ঘৃত ও বায়ুর সংযোগে অগ্নি যেমন প্রজ্জ্বলিভ হয়ে উঠে সেইরূপ এদের সংযোগে কামাগ্নি প্রজ্জলিত হয়ে উঠে। **হৃচ্ছয়—** হৃদয়ে বাস করে অর্থাৎ কাম। অতএব তার নিবারক ঔষধেরও হৃদয়ে প্রবেশের অপেক্ষা আছে, তাই অধরামৃতপূরের পান। তথা অন্য কোন উপায়ে যে এর প্রতিকার হবে না, তাও সূচিত হল এখানে। এই সম্ভোগের সাক্ষাৎ প্রার্থনা কৃষ্ণের বেণু ও অঙ্গমাধুর্য-মধুমত্তচিত্তা ও অলৌকিক প্রৌঢ়ানুরাগ-আর্তিতরঙ্গোপরি নর্তিত মহোৎকণ্ঠাদ্বারা অবগুণ্ঠিতা ব্রজসুন্দরীদের পক্ষে সম্ভোগের এই সাক্ষাৎ প্রার্থনা রসবিদ্ধ হয় নি, পরন্তু নিষেধার্থ দ্বারা আচ্ছন্নরূপে উক্ত হওয়ায় অতি চমৎকারী হয়েছে। ব্যতিরেক উক্তিদ্বারা সেই সম্ভোগ প্রার্থনাই দৃঢ় করা হচ্ছে, যথা— নো চেদ্বয়ং। **নোচেৎ**— যদি সেচন (নির্বাপিত) না কর, তবে ধ্যানযোগে তোমার চরণ-পদবী **যাম—** সম্প্রতিই লাভ করিব, — ''মরণকালে যেরূপ মতি হয়, সেইরূপই গতি হয়'' —এই ন্যায় অনুসারে। **হে সখে**— এরূপ সম্বোধন করে নিজেদের প্রতি স্নেহের উদ্রেক করালেন। আরও এখানে অন্বয়ের ক্রমের দ্বারা অভিপ্রায় এইরূপ। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা হাস্য প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত কামাগ্নি নির্বাপন-বিষয়ে আমার উপকরণ জলপাত্র এখানে কিছু কি দেখছ, এরূপ পরিহাস আশঙ্কায় বলছেন— অমৃত ইতি। একমাত্র অমৃতের দ্বারাই সেই অগ্নি নির্বাপিত হয়, জলাদি দ্বারা হয় না। এর মধ্যেও সেই অমৃতের 'পূর' প্রবাহের দ্বারাই নির্বাপিত হয়, যৎকিঞ্চিৎ মাত্রের দ্বারা হয় না। [স্বার্থে কন্ একমাত্র তার দ্বারাই, এরূপ অর্থ।] হে কৃষ্ণ! যদি বল, অমৃত তো দুর্লভ, কোথায় পাবো? এর মধ্যেও আবার এই অমৃতের প্রবাহ, এ-যে একেবারেই অসম্ভব, এরূপ কথার আশঙ্কা করে গোপীগণ বলছেন, অহো তুমি গোপন করছ কেন? এ-তো তোমার অধরেই রয়েছে, এই আশয়ে বলছেন—ত্বদধর ইতি। অর্থাৎ তোমার অধারামৃত প্রবাহে আমাদের কামাগ্নি নির্বাপিত কর। অহো অন্য অমৃতে এর শান্তি হবে না। কিন্তু একমাত্র তোমার অধর সম্বন্ধীয় অমৃতেই হবে। এর-মধ্যেও আবার সেই অগ্নির অত্যন্ত বৃদ্ধি হেতু যুবতীকোটির অপরিসীম পানতৃষ্ণা, তাঁদের অফুরন্ত পানেও যাতে ফুরিয়ে না যায় সেই ভাবে অমৃতবন্যা বইয়ে দেও, একমাত্র এই অমৃতের প্রবাহেই আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হতে পারে, —এই কথায় তৃষ্ণার বিপুলতা সূচিত হল। এইরূপে অগ্রেও যে অমৃতের কথা বলা হবে, তারও পরম বিলক্ষণতা সূচিত হল। আচ্ছা তোমরা যে বললে ধ্যানের দ্বারা ঝটিতি তোমার শ্রীচরণপদবী প্রাপ্ত হব, এতে তো তোমাদের দেহত্যাগই সূচিত করলে, কিন্তু তোমাদের তো সেরূপ সাধন কিছু দেখা যাচ্ছে না। এরই উত্তরে, **বিরহ ইতি**— বিরহ-জাত অগ্নির দ্বারা দগ্ধদেহা হব। অন্যের মত কি আমরা অনুরাগহীনা, যাতে চরণপ্রাপ্তির সাধন হিসাবে বাহ্য অগ্নির অনুসন্ধান করব? কিন্তু আমাদের অন্তরেই বিরহজাত অগ্নি স্বতই উচ্ছ্বসিত হয়ে হয়ে উঠছে। অন্য যা কিছু, তা স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন।

অথবা, এইরূপে বক্তব্য বিষয় উপসংহার করতে গিয়ে গোপীগণের মনে একটি শঙ্কার উদয় হচ্ছে, 'এই দুর্ঘট বিষয়ে কেন অতি তাড়াতাড়ি করা হচ্ছে' এই আশঙ্কার উদয়ে অতি দুঃখ হেতু তাঁরা ভাবলেন 'সত্যই তো এ অতি দুর্ঘ'টই বটে,' তাই বলছেন— **নোচেদ্বয়ং ইতি**— হে প্রভো! বুঝতেই পারছি, মিলন সুলভ নয়, যদি তোমাকে না-ই পাই, তবে ধ্যান-যোগেই আমরা তোমার শ্রীচরণপদবী প্রাপ্ত হব। কারণ আমাদের এই দেহ বিরহজাত অগ্নিরই দাহযোগ্য, কিন্তু সংযোগজাত অমৃত লাভের উপযুক্ত নয়, যেহেতু এ জীবনে মিলনসুখ অসিদ্ধ রয়ে গেল, কালান্তরে জন্মান্তরেও বিরহই নির্ধারিত হয়ে রইল। সখে! এই সম্বোধনের দ্বারা কৃষ্ণেরও ভাবি দুঃখ দেখান হল।

অথবা, ঝটিতি সেই প্রাপ্তি অভাবে দেহ ত্যাগের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন— জন্মান্তরেও (সাক্ষাৎ ভাবে না হয় তো) ধ্যানযোগেও তোমার শ্রীচরণের নিকটে যাব; বা একান্ত তা যদি না হয় শ্রীচরণ প্রাপ্তির পথ লাভ করব, এরূপ প্রার্থনা। এ ক্ষেত্রেও সখীভাবেই প্রাপ্তির প্রার্থনার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে সম্বোন করছেন হে সখে! এই শ্লোকের দ্বারা কৃষ্ণের ১৯ শ্লোকের 'হে সুমধ্যমা' ইত্যাদি উক্তির উত্তর দেওয়া হল। তোমার শ্রীচরন প্রাপ্তির আশায় আমাদের ঈদৃশ সদ্‌গুণমণ্ডিত দেহও ত্যাগযোগ্য মনে করছি, সেই দেহ ত্যক্ত হলেও তুমি কিন্তু ত্যাজ্য নও। এই শ্লোকদ্বয় ঐশ্বর্যময় অর্থেও প্রায় সমান।

উপেক্ষাময়ার্থে ব্যাখ্যা ঃ সুতরাং **অঙ্গ**— হে মহালম্পট, **নো**— আমাদের সহাস-কটাক্ষ-মৃদুমধুর গীতে তোমার হৃদয়ে যে কামাগ্নি সহজে জাত হয়েছে, তা তোমারই অধরামৃতপূরকে নির্বাপিত কর। আমাদের মধ্যে সেরূপ রমণী তো একজনও নেই, যার অধরামৃতে নিজ কামাগ্নি নির্বাপিত করতে পার। এর দ্বারা নিজ সুখের গোপীদের সর্বপ্রকার নিরপেক্ষতা সূচিত হল, অথচ স্বাভীষ্ট পরমমধুর বস্তু দুর্ল'ভ হলে লুব্ধগণ আনমনে নিজ অধরপুট লেহন করতে থাকেন, এইরূপ নর্মভঙ্গীতে উপহাস সূচিত হল গোপীদের বাক্যে। **নোচেদ্**— হে সখে! যদি এরূপ উপেক্ষা বাক্য শুনেও আমাদের পথ অবরোধ পূর্বক দুর্ল'ভ আশায় বিরত না হও, তবে আমরা নিজ নিজ পতি বিরহজ অগ্নিতে দেহ সমর্পণ করব অর্থাৎ বরং মরে যাব, তথাপি **ধ্যানে**— চিন্তনেও তোমার শ্রীচরণ-পথেও পা বাড়াব না। **সখে**— এই সম্বোধনের ধ্বনি হল, বাল্য-ক্রীড়ার ভিতর দিয়ে আমাদের সহিত তোমার বন্ধুত্ব হওয়ার দরুন তুমি তো আমাদের ধর্মনিষ্ঠা জানই, এরূপ ভাব। অথবা, "তুমি যার রক্ষাকর্তা, সে 'যদি' অর্থাৎ নিশ্চয়ই বিঘ্ন সমূহের মস্তকে পা ফেলে ফেলে চলতে পারে" এই শ্লোকে যেমন 'যদি' শব্দের অর্থ 'নিশ্চয়' সেইরূপ এখানেও 'চেৎ' শব্দের অর্থ নিশ্চয়। অতঃপর বললেন— আমরা বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হব না, কিম্বা তোমার চরণপথে ধ্যানেও যাব না। জী০ ৩৫ ॥

৩৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা :** অহো সংপ্রয়োগসময়ান্যসময়েঽপি সুন্দরীণাং নির্ব্বস্ত্রাঃ কায়া দিদৃক্ষিতা যে আসংস্তে চীরহরণদিনে দৃষ্টাস্তথৈব মধুপানান্যসময়েঽপি ভাববতীনামাসাং নির্লজ্জং বচনং শুশ্রূষিতমাস্তে তদধুনাপি ন শ্রূয়তে। হন্ত হন্ত বেণুনাদেন কামময়েন নোন্মাদিতাঃ পুনশ্চ বাচঃ পেশৈর্বিহ্বলীকৃতাঃ, যচ্চালম্ব্য লজ্জাবিবেকধর্ম্মধৈর্য্যাদীনি তিষ্ঠন্তি তচ্চিত্তমপ্যপহৃতং, তদপ্যেতাঃ প্রায়ঃ সলজ্জমেব ভাষন্তে নত্বাভ্যন্তরভাবমধুনাপি বাচা সম্যগুদ্ঘাটয়ন্তীতি মনসি পরামৃশতি সতি শ্রীকৃষ্ণে কাশ্চিৎমুখ্যতমা উন্মাদসঞ্চারিপ্রাবল্যেন বিপর্যস্তীকৃতপ্রকৃতয় আহুঃ,—সিঞ্চেতি। অত্র হাসেত্যস্য সম্বন্ধিপদমর্থাত্তবেত্যেব লভ্যতে। ততশ্চ অঙ্গ হে কৃষ্ণ, তব হাসসহিতেনাবলোকেন কলগীতেন চ জাতঃ প্রোদ্বুদ্ধঃ প্রোদ্দীপ্তো যো হৃচ্ছয়ঃ কাম এবাগ্নিস্তং তবৈবাধরামৃতপূরেণ সিঞ্চ নির্ব্বাপয়। স্বার্থে কঃ। যেনৈবাগ্নিঃ প্রোদ্দীপ্যতে তেনৈব প্রাপ্তবিবেকেন যদি নির্ব্বাপ্যতে তদৈব তদপরাধোপশমঃ, অন্যথা অগ্নিদাতা গৃহাদিদাহোত্থং পাপং প্রাপ্নোত্যেবেতি ভাবঃ। অত্র কামমিত্যপ্রযুজ্য হৃচ্ছয়পদপ্রয়োগেনৈবং ধ্বন্যতে,—অস্মাকং কামো হি হৃদি শেত এব। তঞ্চ ত্বয়া বিনা কোঽপি প্রবোধয়িতুং ন শক্নোতি। তঞ্চ বংশীনাদেন সহাস্মৎ কর্ণরন্ধ্রদ্বারা হৃদয়ং প্রবিশ্য তত্র শয়ানং কামাগ্নিং প্রবোধ্য হাসাবলোকঘৃতমধুভ্যাং কলগীতবাতেন চ প্রোদ্দীপ্য তত্রত্যানস্মৎ প্রাণান্ দগ্ধুমুপক্রমসে, অতস্তদ্দাহপাপাদ্বিভেষি চেৎ তং নির্ব্বাপয়, নচ তৎপ্রোদ্দীপনে তন্নির্ব্বাপনে বা তবায়াসলেশোঽপি, যতস্তে হাসাবলোকস্তস্যাগ্নেরুদ্দীপকঃ অধরামৃতঞ্চ তস্য নির্ব্বাপকমিতি। তদ্দ্বয়দ্বয়ং তব মুখচন্দ্র এব বর্ত্ততে অতঃ তুর্লীলরাজপুত্রস্য তবাগ্নিজ্বালননির্ব্বাপনাত্মিকৈব খেলা ভূয়সী ভূরিশো দৃষ্টা নত্বগ্নিজ্বালনমথ্যেব এষা ত্বয্যৈব দৃশ্যত ইতি। নন্বু, এতানি মে সাহজিকান্যেব হাসাবলোককলগীতানি এতৈর্যদি যুবতয়ো জ্বলেয়ুস্তদা কুত্র কুত্র কতিশো বা ময়া স্বাধরামৃতৈশ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যেতি চেৎ সত্যং পরঃসহস্রস্ত্রীবধে প্রাপ্ত এব তব তদুদ্ভূতাদনুতাপাদয়ং হঠো যাস্যতীত্যাহুঃ,—নোচেদিতি। বিরহাগ্নিনা উপযুক্তদেহা দগ্ধশরীরা যোগিন্য ইব ধ্যানেন তব পাদয়োঃ পদবীং যাম অধুনৈব পাপ্নুয়াম। অয়মর্থঃ,—বয়ং পূর্ব্বজন্মস্বকৃততপস্থানেবাত্মনো জানীমঃ যদেতজ্জন্মনি ত্বং নাঙ্গীকুরুষে তস্মাদধুনা তপশ্চরণার্থং ন বাহ্যং লৌকিকং বহ্নিং গৃহ্ণীমঃ। হৃচ্ছয়াগ্নিত্বদ্বিরহাগ্ন্যোঃ স্বত এব সত্ত্বাৎ। তত্রাপি তদ্বিরহাগ্নিনাতিপ্রবলীভবিষ্ণুনা হৃচ্ছয়াগ্নিরপি মন্দীকরিষ্যতে এবাতো বিরহাগ্নাবেব প্রাণেষু হূয়মানেষ্বস্মাকম্। সঙ্কল্পশ্চায়ং ভোঃ কৃষ্ণবিরহাগ্নে, কৃষ্ণপাদস্পর্শমাশাসানা বয়ং ত্বয়ি স্ব প্রাণান্ জুহুমস্তস্মাৎ কৃষ্ণস্য পাদয়োঃ পদব্যামন্যজনৈরলক্ষিতা অস্মাংস্তথা স্থাপয় যথা অস্মৎকুচয়োরুপর্য্যেব তস্য পাদৌ পতেতাং নতু ভূমাবিতি। ততশ্চ ত্বৎপাদভারেণৈবোপশান্তহৃচ্ছয়াগ্নয়ো বয়ং সিদ্ধমনোরথা এব ভবিষ্যামস্ত্বঞ্চানিচ্ছন্নপ্যস্মৎকুচস্পর্শসুখং প্রাপ্নুবন্নপি স্ত্রীবধানুতাপমেবভূয়াংসম্প্রাপ্স্যসীতি সখে ইতি সখ্যাদেবৈবং চিকীর্ষামঃ। সখীরপ্যস্মাংস্ত্বমেবং সন্তাপয়সি চেদ্বয়মপি ত্বাং সখায়মেবং কথং নানুতাপয়াম ইতি ধ্বনিঃ। কিন্তু প্রেমহতকঃ খলু তদপি ত্বদনুতাপদুঃখং কোটিগুণীকৃত্যাস্মভ্যমেব দাস্যতে ইতি জানীমঃ। কিং কুর্ম্মোঽস্মাকং দগ্ধললাটমেবম্বিধমেব বিধাত্রা সৃষ্টং তস্মাদপরিণামদর্শিন্, কৃপাসিন্ধো, স্বানুতাপবল্লিবীজং কিমর্থং বপসি? কথং বা তৎফলভোগিনীরস্মাংশ্চ করোষি মুঞ্চ হঠমস্মানঙ্গীকুর্ব্বিতি ভূয়াংস এবানুধ্বনয়ঃ॥ বি০ ৩৫॥

৩৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ :** অহো মিলনসময় ভিন্ন অন্যসময়েও ব্রজসুন্দরীদের যে নির্বস্ত্র দেহ দেখার ইচ্ছা করেছিলেন কৃষ্ণ, তা সিদ্ধ হল বস্ত্রহরণ দিনে, সেইরূপই মদ্যপান ভিন্ন অন্য সময়ে যে এই ভাববতীদের নির্লজ্জ বচন শুনবার ইচ্ছা করছেন, তা কিন্তু এখন পর্যন্তও শুনতে পেলেন না। হায় হায় কামময় বেণুনাদে গোপীগণ উন্মাদিত হলেন, পুনরায় কৃষ্ণের বচন বিলাসে বিহ্বল

হয়ে পড়লেন, যাকে অবলম্বন করে লজ্জা-বিবেক-ধর্ম-ধৈর্যাদি থাকে সেই চিত্তও অপহৃত হল, এর-পরও এঁরা প্রায় সলজ্জ ভাবেই কথাবার্তা বলছেন, এখনও ভিতরের ভাব বাক্যে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করেননি, —কৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ বিচার করতে থাকলে উন্মাদসঞ্চারী ভাবের প্রাবল্যের দ্বারা ৰিপর্যয় প্রাপ্ত কোনও মুখ্যতমা গোপী বললেন— সিঞ্চ ইতি। এখানে 'হাস' ইত্যাদি পদের সহিত শেষের তে (তব) পদের সহিত অন্বয় হবে অর্থাৎ তোমার 'হাসি অবলোকন ইত্যাদি'। অতঃপর হে **অঙ্গ**— হে কৃষ্ণ তোমার সহাস্যদৃষ্টি ও কলগীতে **জাতঃ**— প্রজ্জ্বলিত যে **হৃচ্ছয়াগ্নিম্**— কামাগ্নি, তা তোমার অধরামৃতপূরের দ্বারা **সিঞ্চ**— নির্বাপিত কর। যে আগুন লাগিয়েছে সেই যদি প্রাপ্তবিবেক হয়ে উহা নির্বাপিত করে তবেই সেই অপরাধের উপশম হতে পারে, অন্যথা যে আগুন লাগায়, সে গৃহাদি জ্বালানোর পাপে লিপ্ত হয়, এরূপ ভাব। এখানে 'কাম' শব্দ প্রয়োগ না করে 'হৃচ্ছয়' পদ প্রয়োগে এইরূপ ধ্বনিত হচ্ছে— আমাদের কাম হৃদয় মধ্যে শুয়ে আছে উহাকে তুমি বিনা কেউ জাগাতে পারবে না। তুমি বংশীনাদের সহিত আমাদের কর্ণরন্ধ্র দ্বারা হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করত সেখানে শয়ান কামাগ্নি জাগিয়ে সহাসদৃষ্টিরূপ ঘৃত-মধু নিক্ষেপে ও কলগীত-রূপ বায়ু সঞ্চালনে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে উঠিয়ে আমাদের হৃদয়মধ্যস্থ প্রাণ দগ্ধানোর উপক্রম করছ; অতএব সেই দগ্ধানো-পাপের ভয় যদি কর, তবে তা নির্বাপিত কর। উহা জ্বালিয়ে উঠানে ও নির্বাপনে তোমার পরিশ্রম-লেশও নেই, যেহেতু তোমার সহাসদৃষ্টি সেই অগ্নির উদ্দীপক ও অধরামৃত তার নির্বাপক। সেই বস্তুদ্বয় তো তোমার মুখচন্দ্রেই আছে। অতঃপর বলবার কথা, দুর্লীল রাজপুত্র তোমার অগ্নি-জ্বালন-নির্বাপণাত্মক খেলা বহুবহুবার দেখেছি, অগ্নিজ্বালনময়ী তোমার এই লীলা যে শুধু আজকেই দেখছি, তা নয়। আমার এ স্বাভাবিক সহাসদৃষ্টি ও কলগীতে যদি যুবতীরা জ্বলে পুরে যায়, তবে বল, কোথায় কোথায় কত কত জনকেই বা নিজ অধরামৃত দ্বারা চিকিৎসা করতে পারব আমি? এ কাজ শেষ করে উঠতে পারব কেন? হে কৃষ্ণ, যদি এরূপ বল, তবে বলছি শোন— সত্যই এ পেরে উঠবে না। কোটিকোটি পরস্ত্রী বধভাগীই হবে তুমি। এর থেকে যে অনুতাপ জাত হবে তোমার, তাতে হঠ খেয়ে যাবে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **নোচেৎ ইতি**— যদি বিরহাগ্নি নির্বাপিত না কর, তবে **বিরহজাগ্ন্যুপযুক্ত দেহা**— বিরহাগ্নি দ্বারা দগ্ধ দেহা আমরা যোগিদের মতো ধ্যানের দ্বারা তোমার 'পাদয়োঃ পদবীং যাম' এখই তোমার পদযুগল পাব। এর অর্থ ঃ অহো বুঝলাম, আমাদের পূর্ব জন্মের কোনও সুকৃতি নেই, যেহেতু এ জন্মে তোমার দ্বারা স্বীকৃত হচ্ছি না। কাজেই তপস্যা আচরণের জন্য এখন আর বাহ্য লৌকিক অগ্নি গ্রহণ করব না। হৃদয়স্থ কামাগ্নি ও কৃষ্ণবিরহ অগ্নির স্বতঃই বিদ্যমানতা হেতু। এর মধ্যেও আবার কৃষ্ণবিরহ অগ্নি অতিশয় প্রবল হয়ে উঠে হৃদয়-শায়িত কামাগ্নিকেও মন্দীভূত করে দিচ্ছে, অতএব বিরহাগ্নিতেই নিজ নিজ প্রাণ আহুতি দান করতে গিয়ে আমাদের সঙ্কল্প এরূপ হল, হে **কৃষ্ণবিরহাগ্নে**!

**৩৬। যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঞ্জঃ স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ ॥**

৩৬। **অন্বয়** ঃ অম্বুজাক্ষ (হে কমল লোচন) যর্হি (যদারভ্য বয়ং) ক্বচিৎ রমায়াঃ (লক্ষ্ম্যাঃঅপি) দত্তক্ষণং (দত্তোসবং) অরণ্যজনপ্রিয়স্য (অরণ্যজনাঃ প্রিয়াঃ যস্য তস্য) তব পাদতলং অঞ্জঃ (সাক্ষাৎ) অস্প্রাক্ষ্ম (বয়ং স্পৃষ্টবত্যঃ) তৎপ্রভৃতি (তদারভ্য) ত্বয়া অভিরমিতাঃ (আনন্দিতাঃ সত্যঃ) যত (নিশ্চিতং) অন্যসমক্ষং (পত্যাদি সমীপং) স্থাতুং (অপি) ন পারয়ামঃ।

৩৬। মূলানুবাদ ঃ (কৃষ্ণ যেন বলছেন, নিজ নিজ পতির কাছেই যাও। তাঁরাই তোমাদের কামাগ্নিতে অধরামৃত সিঞ্চন করতে পারবে। এরই উত্তরে—)

হে কমললোচন! ক্বচিৎ যে ক্ষণে আমরা লক্ষ্মীরও আনন্দদায়ক, গোপজাতি-প্রিয় তোমার চরণতল কুচযুগলের দ্বারা স্পর্শ করেছি, তোমার দ্বারা যথেষ্ট সম্ভোগে ধন্যা হয়েছি সেই ক্ষণ থেকে গোপস্ত্রী আমরা নিজ নিজ পতিদের সামনে ঘৃণায় দাঁড়াতেও পারি না।

কৃষ্ণপাদস্পর্শ আশাবদ্ধা আমরা তোমাতে নিজ নিজ প্রাণ আহুতি দিচ্ছি। সুতরাং কৃষ্ণের **পদয়োঃ পদবীং**— চলার পথে অন্যজনের অলক্ষিতে আমাদিকে এমন ভাবে স্থাপন কর, যাতে আমাদের কুচের উপরেই তাঁর পদযুগল পড়তে পারে, মাটিতে নয়। অতঃপর তাঁর পদভারেই হৃদয়স্থ কামাগ্নি উপশম প্রাপ্ত হলে আমরা সিদ্ধ মনোরথই হয়ে যাব।' হে সখে, তুমিও অনিচ্ছা সত্বেও আমাদের কুচস্পর্শ-সুখ পেলেও **স্ত্রীবধ-অনুতাপই** বহুবহুই পাবে। **সখে**— হে সখা কৃষ্ণ, সখা বলেই এরূপ ভাব পোষণ করছি, সখা হয়েও তুমি যদি আমাদিকে এরূপ সন্তাপ দান করতে পারলে তবে আমরাই-বা কেন-না তোমাকে অনুতাপে ফেলবো? এরূপ ধ্বনি। কিন্তু প্রেমহেতু এরূপ হলেও তোমার অনুতাপ-দুঃখ কোটিগুণ হয়ে আমাদের হৃদয়ে বাজবে, তাও জানি। কি করব? আমাদের পোড়াকপাল, এরূপই বিধাতা সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং হে অপরিণামদর্শিন্! কৃপাসিন্ধো! নিজ অনুতাপ লতার বীজ কেন বপন করছ, আর কেনই বা তার ফলভাগী আমাদের করছ। হঠ ছেড়ে দেও। আমাদিকে অঙ্গীকার কর। এরূপ বহুবহু অনুধ্বনি। বি° ৩৫ ॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ নন্বু কথং নিরপরাধে ময্যপরাধঃ কল্প্যতে? মদীয়স্বাভাবিক-সৌন্দর্য্যাদিদর্শনেনে কামিনীনাং বশ্চিত্তাদিকং ক্ষুভ্যতি, তত্রাহং কিং করবাণি? কিঞ্চ, যদি গৃহকৃত্যেষু ন শক্তিস্তথাপি কুলবধূনাং যুষ্মাকাং তত্রৈবাবস্থানং যুক্তং, তত্রাহুঃ—যর্হীতি। হে অম্বুজাক্ষ যর্হি যদা অস্মদনির্ব্বচনীয়পুণ্যোদয়সময়ে ক্বচিদপি দুর্ল্লভ দেশে ত্বয়াভিরমিতা নিজভাবব্যঞ্জনয়া নন্দিতাঃ সত্যস্তব পাদতলং অস্প্রাক্ষ্মেতি সূচকেন বাক্যেন— 'পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ,-শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন' (শ্রীভা ১০।২১।১৭) ইত্যত্র পূর্ব্বকৃতব্যাখ্যানুসারেণ কয়াপি তয়া যথাকথঞ্চিল্লব্ধস্য পাদতলস্পর্শস্য তদ্গোষ্ঠীষ্বেব প্রসিদ্ধেঃ কৃতকাত্যায়নীব্রতানাস্ত তৎস্পর্শস্যঙ্গীকারমাত্র-তাৎপর্য্যাচ্চাপ্রাপ্তসঙ্গা অপি প্রাপ্তসঙ্গাভিরাত্মৈক্যং প্রকল্প্য তাভির্মিলিত্বা প্রোচুরিতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশং পাদতলম্? রমায়া দত্তক্ষণং;

তস্যামপি নূনমর্পিতমহোৎসবমিত্যর্থঃ। নন্থ স্বপ্ন এবায়ং ভবতীনাম্, অন্যথা নিত্যমপি তথাদ্যাপি তৎ স্যাত্তত্রাহুঃ—অরণ্যজনেষু পুলিন্দীহরিণ্যাদিষ্বেব সন্ততনিজদর্শনাদিদানেন প্রীতিং কর্ত্তুর্ন ব্রজজনেষু। ততো অস্মাকন্তু সুতরামেব দুর্ল্লভস্যেত্যর্থঃ। ইতি রমায়া অস্মাকঞ্চ যোগ্যানাং পরিত্যাগাত্তাদৃশানাঞ্চ স্বীকারাত্তুপালম্ভশ্চ সূচিতঃ। তদেবং যর্হ্যস্প্রাক্ষ্ম, তৎপ্রভৃতি নান্যেষাং সমক্ষং স্থাতুমূর্দ্ধাবস্থানমপি কর্ত্তুং পারয়ামঃ। অন্যদর্শনমস্মভ্যং ন রোচত ইত্যর্থঃ। অতএব এষ কোঽপ্যুচ্চাটন-বিদ্যাময়ং স্পর্শগুণ ইতি ভাবঃ। নন্থ মিথ্যাবাদিন্যঃ সদা গোষ্ঠজনমধ্যে বসথৈব, তত্রাহুঃ—অঞ্জঃ সুখেনানায়াসেন, ততো বলাদেব তত্র বসাম ইতি ভাবঃ। অথৈশ্বর্য্যপক্ষে ক্বচিৎ স্পর্শনে হেতুঃ—ক্বচিৎ কেষুচিদাবির্ভাবেষু রমায়া দত্তক্ষণং, স্বয়ন্তু অরণ্যজনপ্রিয়স্য বৃন্দাবনবাসিনাং শ্রীগোপাদীনাং প্রেম্ণা তদব্যভিচারিণঃ, অহো অভাগ্যং, তথাপি যর্হি কদাচিদেবাস্প্রাক্ষ্ম; অন্যৎ সমানম্। অত্র তেষাং ব্যাখ্যানেঽরণ্যেতি—তজ্জনসম্বন্ধেনৈবেত্যপি দৈন্যমেবেতি। অনেনাথবেত্যস্যোত্তরং স্বাভাবিকপ্রেমবিশেষেণৈবাগতাঃ স্ম, ন ত্বন্যজনবৎ সাধারণপ্রেম্ণেতি। নিষেধার্থশ্চায়ম্—অয়ে সাধু স্মারিতং, সখে ইত্যনেন যতো বাল্যক্রীড়াসখ্যেন ভবতীনাং স্পর্শোঽপি জাতোঽস্তীত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—র্হীতি; যর্হি হৃদা তব বাল্যে বানরাদিপ্রিয়স্যৈব সতঃ পাদতলং রমায়া রমণ্যা দত্তাবসরং তদভিসারোন্মুখং বভূবেত্যর্থঃ, তৎপ্রভৃতি তদপি নাস্প্রাক্ষ্ম, কিমুতান্যদঙ্গম্, কথম্ভূতা অপি? ত্বয়াভিরমিতা বাল্যে কারিতক্রীড়া অপি, অতএবান্যেষাং শ্বশ্রবাদীনামপি সমক্ষং স্থাতুং পারয়ামঃ, অন্যথা তৈরপি দ্বিষ্যেমহীতি ভাব ইতি ॥ জী° ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ যদি বল, নিরপরাধী আমার প্রতি তোমরা দোষারোপ করছ কেন? আমার স্বাভাবিক সৌন্দর্য দর্শনে কামিনী তোমাদের চিত্তাদি সংক্ষোভিত হচ্ছে, তাতে আমি কি করব? আরও যদি গৃহকৃত্যে তোমাদের শক্তি না-ও থাকে তথাপি কুলবধূ তোমাদের সেখানেই অবস্থান যুক্তিযুক্ত, এরই উত্তরে, যর্হি ইতি। **যর্হি**— যখন আমাদের অনির্বচনীয় পুণ্যোদয় সময়ে কোনও দুর্ল্লভদেশে **ত্বয়াভিরমিতা**— তোমার নয়ন-ইঙ্গিতাদি দ্বারা আনন্দিত হয়ে তোমার পদমূল স্পর্শ করেছিলাম। শারদীয় রাসের পূর্বে এই যে স্পর্শ সূচক বাক্য ইহা (শ্রীভাগবতের ১০।২১।১৭) "পূর্ণঃপুলিন্দ্য" শ্লোকে পাওয়া যায়। [বেণুগীত অধ্যায়ের এই শ্লোকের শ্রীজীবকৃত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বেণুকতৃক আকৃষ্টা লব্ধমূর্চ্ছা রাধার বক্ষে কৃষ্ণচরণরূপ মৃতসঞ্জিবনীপল্লবের দ্বারা স্পর্শমাত্র হয়েছিল— এই মিলন সম্ভোগরূপ নয়।] এই পূর্বকৃত ব্যাখ্যানুসারে শ্রীরাধার দ্বারা যথাকথঞ্চিৎ প্রাপ্ত পদতল-স্পর্শের কথা তাঁর গোষ্ঠীতে প্রসিদ্ধ থাকা হেতু তাঁর অনুগত গোপীগণেরও সেই স্পর্শেই নিজেদের স্পর্শাভিমান, তাই তাঁরা বললেন, 'কৃষ্ণ পদতল স্পর্শ করেছিলাম'। আর কাত্যায়নীব্রতপরা গোপীগণের কৃষ্ণসঙ্গ-অঙ্গীকার মাত্রেই পর্যাবসান থাকা হেতু তাঁরা অপ্রাপ্ত সঙ্গা হলেও প্রাপ্ত সঙ্গাদের সহিত ঐক্য কল্পনা করত তাঁদের সহিত মিলিত হয়ে বললেন— 'চরণতল স্পর্শ করেছিলাম', এরূপ বুঝতে হবে। কিদৃশ পদতল? **রমায়া দত্তক্ষণং**— এই পদতল নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীরও অতি অবশ্য পরমানন্দ প্রদাতা। যদি বল, তোমাদের স্পর্শের কথা যা বললে, এ তোমাদের স্বপ্ন, অন্যথা নিত্য নিত্যও সেরূপ পদস্পর্শ অদ্যাপি হত, এরই উত্তরে. **অরণ্যজনপ্রিয়**—তুমি অরণ্যজনপ্রিয়—তুমি

বনের পুলিন্দরমণী ও হরিণাদির প্রতিই সর্বক্ষণ নিজ দর্শনাদি দানে প্রীতি বিধান করে থাক, ব্রজজনের প্রতি নয় ; সুতরাং আমাদের দুর্লভ তুমি। এইরূপে যোগ্যা রমা এবং আমাদের পরিত্যাগ ও তাদৃশ হেয়দের স্বীকার হেতু এখানে নিন্দা সূচিত হচ্ছে। এইরূপে যেদিন তোমার স্পর্শলাভ করেছি, সেদিন থেকে অন্যের সামনে **স্থাতুং**— দাঁড়াতেও পারি না, অর্থাৎ অন্যের দর্শন আমাদের রুচিকর হয় না। অতএব মনে হচ্ছে এ কোনও উচ্চাটন অর্থাৎ ব্যাকুলতা জন্মানোর তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান-বিদ্যাময় স্পর্শগুণ, এরূপ ভাব। যদি বল, হে মিথ্যাবাদিনিগণ। সদা গোষ্ঠজন মধ্যেই তো বাস করছ, তবে যে বলছ অন্যের সামনে দাঁড়াতেই পারি না। এরই উত্তরে, **অঞ্জ**— সুখে অনায়াসে পারি না, তথাপি অনিচ্ছাসত্বেও জবরদস্তি করে পড়ে আছি, এরূপ ভাব।

ঐশ্বর্যপক্ষে ব্যাখ্যা ঃ কোনও সময়ে যে স্পর্শ হয়েছিল, তার হেতু কোনও এক আবির্ভাবে রমাদেবীর পরমানন্দদায়ী হয়েছিলে তুমি। স্বয়ং তুমি তো **অরণ্যজনপ্রিয়** — বৃন্দাবনবাসী শ্রীগোপেদের প্রেমে এই বৃন্দাবনে নিত্যবাস কর। তথাপি অহো অভাগ্য! **যর্হি**— কোনও এক সময়ে একবারই মাত্র তোমার চরণ স্পর্শ পেয়েছিলাম, সর্বদা পাই না। আর সব ব্যাখ্যা পূর্বের মতই। এখানে শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য হল, বনের নীচজাতি হাড়ি ডোম-মৃগাদির সম্বন্ধেই আমরা তোমার পাদস্পর্শ লাভ করেছিলাম, এ গোপীদের দৈন্যই। অথবা, কৃষ্ণ যে ১০।২৯।২৩ শ্লোকে বললেন— "মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো" ইত্যাদি অর্থাৎ যদি মদীয় অনুরাগে বশীভুত চিত্ত হয়ে এসে থাক, তা হলে যুক্তিযুক্তই হয়েছে, কারণ সমস্ত প্রণীই আমার প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে" এরই উত্তর গোপীরা দিচ্ছেন এই শ্লোকে— আমরা স্বাভাবিক প্রেম বিশেষেই তোমার কাছে এসেছি, কিন্তু অন্যজনের মতো সাধারণ প্রেমবশে নয়।

উপেক্ষাময়ার্থে ব্যাখ্যা ঃ অয়ি গোপীগণ! সখা বলে সম্বোধন করে ভালই তো মনে করিয়ে দিয়েছ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই, বাল্যক্রীড়ায় সখ্যতা বশতঃ তোমাদের অঙ্গ-স্পর্শ আমার হয়েছিল বটে, এরূপ কথার আশঙ্কায় গোপীগণ বলছেন— হে কমলনয়ন, আমরা **ত্বয়াভিরমিতা**— বাল্যকালে তোমার সহিত খেলাধূলা করলেও **যর্হি**— যখন বাল্যকালে **অরণ্যজনপ্রিয়স্য**— তুমি বানরাদির প্রিয় ছিলে সেই সময় যখন তোমার পদতল **রমায়া**— রমণীর দিকে অভিসারোন্মুখ হয়েছিল, তদবধি ন **অস্প্রাক্ষ**— আমরা তোমার **তৎপ্রভৃতি**—'তদপি' পদতলও স্পর্শ করি নি, অন্য অঙ্গের কথা আর বলবার কি আছে? অতএব **অন্যা**— অন্যদের অর্থাৎ শ্বশ্রূ প্রভৃতিরও চোখের উপর থাকতে পারছি, অন্যথা তারা দ্বেষই করত। জী° ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ননু, তর্হি স্ব-স্ব-পতীনেবোপগচ্ছত ত এবৈনমগ্নিং সিঞ্চেয়ুস্তত্রাহুঃ,—যর্হীতি। হে অম্বুজাক্ষেতি ত্বন্নয়নদর্শনক্ষণমারভ্যৈব বয়ং ভ্রমরীভূয় স্থিতাঃ স্ম ইতি "চক্ষূরাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্প" ইতি রসশাস্ত্রোক্তেঃ। প্রথমং লোচনা-লোচনি দর্শনমেবাস্মাকং পূর্ব্বরাগপ্রবর্ত্তকমিতিভাবঃ। তত্রাপি যর্হি যস্মিন্নেব

৩৭। শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণউতান্যসুরপ্রয়াসস্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥

৩৭। **অন্বয়** ঃ যস্যা স্ববীক্ষণ (স্ববীক্ষণে নিমিত্তে) অন্যসুরপ্রয়াসঃ উত (অন্যেষাং সুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং প্রয়াসঃ ভবতি) সা শ্রীঃ বক্ষসি পদং (অসাপত্ন্যং স্থানং) লব্ধ্বাঽপি তুলস্যা (সপত্ন্যা সহ) ভৃত্যজুষ্টং যৎ পদাম্বুজরজঃ চকমে (প্রার্থিতবতী) তদ্বৎ (শ্রীরিব) বয়ং চ তব (তৎ) পাদরজঃ প্রপন্নাঃ।

৩৪। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপে হে কৃষ্ণ! তুমি তো আমাদের প্রেয়সী করে নিয়েছ, কিন্তু আমরা তোমার পাদসেবাই আশা করি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য ব্রহ্মাদি সকল দেবতাগণের চেষ্টা, সেই লক্ষ্মীদেবী তোমার বক্ষোস্থলে স্থান লাভ করেও যেমন সপত্নী তুলসীর সহিত একত্রে তোমার ভক্তগণ-সেবিত পদরজ প্রার্থনা করে থাকেন, সেইরূপ আমরাও তোমার পদরজের শরণাপন্ন হচ্ছি।

ক্ষণে তব পাদতলং ক্বচিদ্‌গোবর্দ্ধনাদি কুঞ্জপ্রদেশে অস্প্রাক্ষ্ম কুচাভ্যাং স্পৃষ্টবত্যা বয়ং। কীদৃশং? রমায়া দত্তক্ষণং বৈকুণ্ঠবাসিন্যাঃ লক্ষ্ম্যা নারায়ণপ্রিয়ায়া অপি রমণাভিলাষময়োৎসবদায়কং "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" ইতি নাগপত্নীবচনাদ্‌গর্গাদিমুখতঃ শ্রুতাৎ। অতো বনবাসিনীনাং গোপস্ত্রীণামস্মাকং অভিলাষোৎসবদায়কম্, তত্রাভিলাষে কিমাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ। ননু. লক্ষ্ম্যা অপ্যভিলষণীয়ে বস্তুনি কুতো বঃ প্রাপ্তিযোগ্যতেত্যত আহুঃ,—অরণ্যজনা গোপজাতয় এব প্রিয়া যস্য তব তৎ প্রভৃতি তং ক্ষণমারভ্য অন্যেষাং স্বস্বপতীনাং গোপস্ত্রীণামস্মাকং সমক্ষং স্থাতুমপি ন পারয়ামস্তান্ দৃষ্ট্বা মনসি ঘৃণোৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, ন কেবলং বয়মস্প্রাক্ষ্ম এব অপি তু ত্বয়া অভি সর্ব্বতোভাবেন রমিতা যথেষ্টং সংভুজ্য পুরুষায়তীকৃতা অপীত্যর্থঃ। তেন সম্ভুক্তপূর্ব্বাঃ অস্মানন্যত্র ন প্রস্থাপয় পাদয়োস্তে পতাম ইতি কাকুধ্বনিতঃ॥ বি০ ৩৬॥

৩৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ কৃষ্ণ যেন বলছেন, তা হলে নিজ নিজ পতির কাছেই যাও তারাই তোমাদের কামাগ্নিতে অধরামৃত সিঞ্চন করতে পারবে, এরই উত্তরে, হে কমললোচন! তোমার এই সুন্দর নয়ন-দর্শনক্ষণ থেকেই আমরা ভ্রমরী হয়ে ওখানেই বসে আছি— "প্রথমে চক্ষুরাগ, অতঃপর চিত্তমিলন, তৎপর সঙ্কল্প।" —এরূপ রসশাস্ত্র-উক্তি থাকা হেতু। প্রথমে লোচনদর্শন চিহ্নই আমাদের পূর্বরাগ প্রবর্তক. এরূপ ভাব। এর মধ্যেও আবার যর্হি— যেই ক্ষণে তোমার পদতল কোনও গোবর্ধনাদি কুঞ্জপ্রদেশে **অস্প্রাক্ষ্ম** কুচযুগলের দ্বারা স্পর্শকারিণী আমরা (অন্যত্র থাকতে পারি না)। কিরূপ পদতল? **রমায়া দত্তক্ষণং—** বৈকুণ্ঠবাসিনী নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মীরও রমণ-অভিলাষময় উৎসবদায়ক পদতল। এরূপ বলার কারণ নাগপত্নী-বচন ও গর্গমুখ থেকে শ্রবণ। সুতরাং বনবাসিনী গোপস্ত্রী আমাদের অভিলাষময় উৎসব-দায়ক যে হবে, এতে আর আশ্চর্য কি? এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা লক্ষ্মীরও অভিলষণীয় বস্তু কি করে তোমাদের প্রাপ্তি-যোগ্যতা হতে পারে? এরই উত্তরে, **অরণ্যজনপ্রিয়স্য—** গোপজাতি মাত্রেই যাঁর প্রিয়,

সেই 'তব' তোমার। **তৎপ্রভৃতি**— সেইক্ষণ থেকে। **অন্যসমক্ষম**,— গোপস্ত্রী আমরা নিজ নিজ পতিদের সমক্ষে দাঁড়াতেও পারি না, তাদের দেখলেই মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়, এরূপ ভাব। আরও কেবল-যে আমরা তার পদতলই কুচে স্পর্শ করেছি, তাই নয়, পরন্তু **ত্বয়াভিরমিতা**— তাঁর দ্বারা 'অভি' সর্বতোভাবে রমিতা— যথেষ্ট সম্ভোগে পঞ্চমপুরুষার্থ আনন্দের পরাবধি লাভেও ধন্যা, সুতরাং সংভুক্তপূর্বা আমাদিকে অন্যত্র ঠেলে দিও না, তোমার চরনে পরছি, এরূপ কাকু ধ্বনিত। বি ৩৬॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** : নন্থ মাদৃশতুল্যকুল্যা এব যূয়ং, ততো বত কথং পাদতলমপ্রাক্ষ্মেতি বদথ? ইত্যাশঙ্ক্য নিজভীষ্টোৎকণ্ঠাবগুণ্ঠিততয়ৈবাতিদৈন্যেনাহুঃ—শ্রীরিতি। যৎ যস্য নারায়ণস্য বক্ষসি পদং লব্ধ্বাপি পদাম্বুজরজঃ শ্রীশ্চকমে, প্রেয়স্যুচিতং সেবাভিলাষবিশেষং পরিত্যজ্য দাসোচিতমেবৈষ্টেতীত্যর্থঃ; অতএব দাসানাং বহূনাং তত্র সংঘট্টমপ্যঙ্গীচকার ইতি ভাবঃ। কীদৃশ্যপি সা? তত্রাহুঃ—যস্যা ইতি তদেবং দৃষ্টান্তমুক্ত্বা দার্ষ্টান্তিকমাহুঃ—তদ্বদিতি। 'তস্মান্নন্দাত্মজোহয়ন্তে নারায়ণসমো গুণৈঃ'—(শ্রীভা ১০।৮।১৯) ইত্যুক্তত্বাৎ স নারায়ণ ইব, যস্ত্বং তস্য তব পাদরজো বয়ঞ্চ সৎকুলাদিসম্পত্ত্যা প্রেয়সীপদযোগ্যতাং লব্ধ্বাপি প্রপন্নাঃ, তস্য তব চ গুণমহিমৈবায়ং যত্তস্যাহস্মাকং চ লব্ধতাদৃশ-পদত্বেহপি ন্যূনতাভিমানমেব কারয়তীত্যর্থঃ। তত্র শ্রীরম্বুজসাদৃশ্যমুপাধিমবলম্বমানা তস্য পদাম্বুজরজশ্চকমে, বয়ন্তু তদুপাধিমনপেক্ষ্যমাণাস্তব পাদরজঃ প্রপন্না ইতি স্বেষাং তৎপাদস্য চ বৈশিষ্ট্যমম্বুজরূপকারূপকাভ্যাং দর্শিতম্। এবং ক্ষীরোদমথনে যথান্যপরিত্যাগেন শ্রিয়াস্তদেকভজনং, তথাস্মাকমপি তদেকভজনমিতি জ্ঞাপিতম্। অথবা নন্থ নাহং স্বপ্নেহপি ভবতীস্পর্শনং স্মরামি, ভবতু বা, তথাপ্যবিচারেণ সকৃৎ স্খলনেহপি ন ভূয়ঃ কর্ত্তুমুচিতং, তচ্চানৌচিত্যং সাধ্বীকুলাচার-লঙ্ঘনেন, মম চ তাদৃশভবদাচারধ্বংসনেনেত্যত্র সাধ্বীকুলশিরোমণিং শ্রিয়মেব দৃষ্টান্তয়ন্ত্যঃ প্রত্যুত্তরয়ন্তি—শ্রীরিতি। বক্ষসি স্বভর্ত্তুর্হৃদয়ে পদং স্থানং লব্ধ্বাপি শ্রীঃ কিল প্রসিদ্ধৌ, অসমোর্দ্ধমাধুরী-ভরমোহিতত্বাত্তথাপি তবাঙ্গসঙ্গে নিজাযোগ্যতামননাচ্চ; যদিতি যস্য বৃন্দাবন-সম্বন্ধি-পাদরজোমাত্রং যদ্বচ্চকমে, তদ্বত্তস্য তব পাদরজো বয়মপি প্রপন্না ইত্যন্বয়ঃ। তদুক্তম্—'যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ' (শ্রীভা ১০।১৬।৩৬) ইতি তাদৃশ-প্রসিদ্ধিশ্রবাণাৎ। বক্ষ্যতে চ স্বয়ম্—'জয়তি তেহধিকম্' (শ্রীভা ১০।৩১।১) ইতি। পাদরজঃ-শব্দস্য পুনরুক্তিরত্যুৎকণ্ঠয়া জ্ঞেয়া। তদুক্তং পক্ষদ্বয়েহপি, রূপকাপ্রয়োগশ্চ পূর্ব্ববদেব জ্ঞেয়ঃ। সা চ ন কেবলা, কিন্তু তুলস্যা লীলারূপয়া বৃন্দয়াপি সহ, সা চ তুলসী তৎপ্রেয়স্যাপি চকমে। পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে জালন্ধরোপখ্যানে তস্যা অপি তৎপ্রেয়সীত্ব-শ্রবণাৎ। তথা চ স্কান্দে মথুরা-মাহাত্ম্য—বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দাদেবী-সমাশ্রিতম্। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতম্॥' ইতি, বারাহে তন্মাহাত্ম্যে চ—'বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্। মম চৈব প্রিয়ং ভূমে সর্বপাতকনাশনম্॥' ইতি তদাশ্রিতত্ব-শ্রবণাচ্চ। কথম্ভূতমপি রজঃ? ভৃত্যজুষ্টং ত্বদ্‌ভৃত্যগণসেবিতাবশিষ্টমপি পুনারজ এব চ বিশেষয়িতুং তস্যা বৈশিষ্ট্যান্তরমাহুঃ—যস্যা ইতি। স্ববীক্ষণে স্বপতিপ্রেমপর্য্যন্ত-সম্পত্তিপ্রদে, অন্যসুরাঃ শ্রীবিষ্বক্‌সেন-গরুড়াদয়ঃ, তেষামপি প্রয়াসঃ যদি তস্যাস্তস্যাশ্চাপ্যেবং, তদাস্মাকমেব কো দোষঃ? ইতি ভাবঃ। ঐশ্বর্য্যপক্ষেহপি, প্রায়ঃ পূর্ব্ববদেবার্থঃ, কিন্তু পূর্ব্বত্র প্রেমকৃতোৎকর্ষদৃষ্টিপ্রাপ্তত্বেনোত্তরত্র তু জ্ঞানপ্রাপ্তত্বেনেতি ভেদঃ। তদেবং 'ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাম্' (শ্রীভা ১০।২৯।২৪) ইত্যাদেরুত্তরং জ্ঞেয়ম্। নিষেধার্থশ্চায়ম্—নন্থ শ্রী-বৃন্দে অপি স্বপতিপরিত্যাগেন মদাশয়া মদ্বনে তিষ্ঠতঃ, কাঃ যূয়ম্? ইত্যত্রাহুঃ—শ্রীরিতি; যৎ যা শ্রীঃ তুলস্যা বৃন্দয়া সহাত্র বনে স্থিতং তব পদাম্বুজ-রজশ্চকমে, তৎকামনয়াত্র বাসং কৃতবতীত্যর্থঃ তদ্বদিতি সহৈব বয়ঞ্চ, বয়মপি তব পাদরজঃপ্রপন্নাঃ; কাক্বা নৈবেত্যর্থঃ। চপলাত্বেন খ্যাতায়া লক্ষ্ম্যা যচ্চাপলং তথা জালন্ধরভার্য্যাত্বমপি লব্ধায়া বৃন্দায়া যদ্ব্যভিচারিত্বং তত্তদ্‌যুক্তমেব, নাস্মাকমেতাদৃশীনামিতি ভাবঃ। তত্রাপি ভর্ত্তুরিত্যস্যৈবোত্তরং জ্ঞেয়মিতি॥ জী° ৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ মাদৃশ জনের তুল্য কুল জাতই তোমরা, হায় হায় তবে কেন চরণতল স্পর্শ করেছি, এরূপ বলছ ? — কৃষ্ণের এরূপ কথার আশঙ্কায় নিজ অভীষ্ট প্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় অবগুণ্ঠিতা হয়ে অতি দৈন্যে বলছেন— **শ্রীঃ ইতি।** 'শ্রীঃ' লক্ষ্মীদেবী **যৎ**— 'যস্য' নারায়ণের বক্ষে **পদং**— স্থান লাভ করেও তাঁর পদাম্বুজ-রজ কামনা করে থকেন, অর্থাৎ প্রেয়সী-উচিত সেবাভিলাষ-বিশেষ পরিত্যাগ করে দাসোচিত সেবাই অভিলাষ করে থাকেন। এজন্য তিনি বহুবহু অন্যান্য দাসের সংঘট্টও অঙ্গীকার করে থাকেন। সেই লক্ষ্মীদেবী কিদৃশ হয়েও পদরজ প্রার্থনা করেন ? এরই উত্তরে, **যস্যাঃ ইতি**— ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভের প্রয়াসী, এরূপ হয়েও। এইরূপে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মীদেবীর কথা বলে, দার্ষ্টান্তিক বলা হচ্ছে, **তদ্বৎ বয়ঞ্চ ইতি**— সেইরূপ আমরাও আপনার চরণরেণু আশ্রয় করছি— "হে নন্দ ! তোমার এই পুত্রটি গুণে নারায়ণ সম।" — (ভা° ১০।৮।১৯), এরূপ উক্তি থাকা হেতু নারায়ণ সম যে তুমি সেই. তোমার পদরজ **বয়ঞ্চ**— আমরাও, সৎকুলাদি সম্পত্তি থাকা হেতু প্রেয়সী-পদের যোগ্যতা লাভ করেও **প্রপন্নাঃ**— চরণে শরণ নিচ্ছি ইহা নারায়ণ ও তোমার গুণমহিমাই, যা শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও আমাদিগেকে নীচ অভিমান করায়, তাদৃশ উচ্চপদ আমাদের লাভ করা থাকলেও। এই শ্লোকে প্রথমে নারায়ণের ক্ষেত্রে পদাম্বুজ-রজ আর কৃষ্ণের বেলায় পদরজ উক্তি করায় গোপীদের নিজেদের ও কৃষ্ণপদের বৈশিষ্ট্য ধ্বনিত হচ্ছে, রূপক ও অরূপকের দ্বারা। তা এইরূপ— লক্ষ্মীদেবী যে নারায়ণের পদরজ কামনা করেন, তা ঐ পদের অম্বুজ সদৃশ সৌন্দর্য-মাধুর্য কমনিয়তাকে অপেক্ষা করেই, আর গোপী আমরা শরণাগত হচ্ছি কৃষ্ণপদের কোনও গুণকে অপেক্ষা না করেই শুধু প্রীতির টানে। এবং ক্ষীরাব্ধি-মন্থনে যেরূপ অন্য সবাইকে ত্যাগ করে লক্ষ্মীদেবী একমাত্র শ্রীনারায়ণকে ভজন করেছিলেন, সেইরূপ আমাদেরও একমাত্র তোমারই ভজন, এইরূপ জানান হল এখানে। অথবা, হে কৃষ্ণ ! যদি বল, স্বপ্নেও যে আমি তোমাদের স্পর্শ করেছি, এরূপ স্মরণ করতে পারছি না। যদি বা স্পর্শ হয়েই থাকে, তথাপি অবিচারে একবার স্খলন হলেও, তাই বারবার করা উচিত নয়। সেই অনুচিত তোমাদের পক্ষে সাধ্বীকুলাচার লঙ্ঘনের দ্বারা হচ্ছে, আর আমার পক্ষে তাদৃশ তোমাদের আচার-ধ্বংস করণের দ্বারা হচ্ছে। এরই উত্তরে, সাধ্বীকুলশিরোমণি লক্ষ্মীদেবীকে দৃষ্টান্ত স্বরূপে দাঁড় করিয়ে প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন— শ্রী ইতি। **বক্ষসি**— নিজ স্বামী নারায়ণের বক্ষে **পদং**— স্থান **লব্ধাপি**— পেয়েও লক্ষ্মীদেবী তোমার অসমোর্ধ্ব মাধুরীভরে মোহিত হওয়া হেতু ও মোহিত হলেও নিজ অযোগ্যতা মনন হেতু **যৎ**— 'যস্য' অর্থাৎ কৃষ্ণের বৃন্দাবন-সম্বন্ধীয় পাদরজ মাত্র 'যদ্বৎ' যেমন কামনা করেছিলেন (ইহাতো 'কিল' প্রসিদ্ধই আছে) **তদ্বৎ**— তেমন 'তস্য' সেই তার অর্থাৎ **তব**— তোমার পদরজে আমরা শরণ নিচ্ছি। সেই প্রসিদ্ধির কথা বলা **হচ্ছে**— "পরম সুকোমলাঙ্গী লক্ষ্মীও তোমার চরণরেণু প্রাপ্তির জন্য সকল বাসনা ত্যাগ করে তপস্যা করেছিলেন,

কিন্তু পান নি।" —(ভা° ১০।১৬।৩৬)। গোপীগণ নিজেরাও বলেছেন— 'লক্ষ্মীদেবী এই বৃন্দাবনের বেলবনে কৃষ্ণচরণ লাভের জন্য নিত্যকাল তপস্যা রত আছেন" —(ভা° ১০।৩১।১)। এই শ্লোকে 'পাদরজ' শব্দের পুনরুক্তি উৎকণ্ঠাতে, এরূপ বুঝতে হবে। লক্ষ্মীর পক্ষে 'পদাম্বুজ-রজ' বলে গোপীদের পক্ষে শুধুমাত্র 'পদরজ' বলার তাৎপর্য পূর্ববৎ। কেবল লক্ষ্মীদেবীই যে পাদ-পদ্মরজ কামনা করেছেন, তাই নয় কিন্তু লীলারূপিণী বৃন্দাদেবীর সহিত কামনা করেছেন, এই বৃন্দাদেবীও কৃষ্ণের প্রেয়সী হয়েও কামনা করেছেন। — পাদ্মে কার্তিকমাহাত্ম্যে জালন্ধরোপাখ্যানে তুলসীরও প্রেয়সীত্ব শোনা যায়। স্কন্দপুরাণে মথুরা মাহাত্ম্যে উল্লিখিত আছে— "বৃন্দাবন দ্বাদশ বনময়। এই বন অলঙ্কৃত করে বিরাজমান শ্রীতুলসীদেবী। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি এই বৃন্দাবন ব্রহ্মরুদ্রাদি কর্তৃক সেবিত।" বরাহে শ্রীমথুরামাহাত্ম্যেও উক্ত আছে— "হে ভূমে! শ্রীবৃন্দাদেবী কর্তৃক পরিরক্ষিত, সর্বপাপ নাশক এই দ্বাদশ বনময় বৃন্দাবন আমার প্রিয়।" এই সব উক্তি থেকে বুঝা যায়, এই বৃন্দাদেবী এই বন আশ্রয় করে বিরাজমান। সেই 'রজ' কিরূপ হলেও কামনা করেন? **ভৃত্যজুষ্টম**— বহুবহু দাস ভক্তজনের দ্বারা সেবিত হওয়ার পর যেটুক অবশিষ্ট, তাই কামনা করেন। পুনরায় রজেরই মহিমা বলার জন্য তাঁর অন্য বৈশিষ্টও বলা হচ্ছে— যস্যা ইতি, যাঁর স্ববীক্ষণে— যাঁর নিজদৃষ্টিদ্বারা নিজপতিপ্রেম পর্যন্ত সম্পত্তিপ্রদে। **অন্যসুরপ্রয়াস**— শ্রীবিষ্ককসেন গরুড়াদি, তাঁদের প্রয়াস— তাৎপর্য ঃ লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি স্বপতি শ্রীনারায়ণের পদকমলে প্রেমসম্পত্তি পর্যন্ত প্রদান করে। সেই কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্তির জন্য শ্রীবিষ্বকসেনাদি ও গরুড়াদিরও প্রচেষ্টা দেখা যায়। সেই লক্ষ্মীদেবী এবং বৃন্দাদেবীও যখন তোমার চরণরেণু কামনা করেন তখন আমাদেরই বা তাঁর কামনায় দোষ কি? এরূপ ভাব।

ঐশ্বর্যপক্ষে ব্যাখ্যা ঃ ঐশ্বর্যপক্ষেও অর্থ প্রায় পূর্ববৎ। কিন্তু দুই-এর মধ্যে ভেদ হচ্ছে, প্রথমটিতে প্রেমকৃত উৎকর্ষ-দৃষ্টি গৃহীত, পরেরটিতে জ্ঞান গৃহীত। এইরূপে এই শ্লোকে কৃষ্ণোক্ত "ভর্তুঃ শুশ্রূষণাং স্ত্রীণাম" ইত্যাদি ২৪শ্লোকের উত্তর দেওয়া হল, এরূপ জানতে হবে।

উপেক্ষাময়ার্থের ব্যাখ্যা ঃ হে কৃষ্ণ! যদি বল, লক্ষ্মীদেবী ও বৃন্দাদেবী নিজ নিজ পতি পরিত্যাগ পূর্বক আমার প্রাপ্তি আশায় আমার এই বৃন্দাবনে বাস করছে, তোমরা কোথাকার কে, ভারি তো গোয়ালিনী? এর উত্তরে, আমাদের কথা শোন, বলছি— **যৎ**— যে লক্ষ্মীদেবী তুলসী ও বৃন্দার সহিত এই বনে বাস করেন, তোমার পদাম্বুজ-রজ কামনায়— সেই লক্ষ্মীর ন্যায় কি আমরাও তোমার পদরেণুর শরণাপন্ন হব? না-না এ কখনও নয়। চঞ্চল বলে বিখ্যাত লক্ষ্মীর যে চাপল্য এবং জলন্ধরের ভার্যারূপ প্রাপ্তা বৃন্দার যে ব্যভিচারিত্ব, তা তা তাঁদের পক্ষে উপযুক্তই বটে, কিন্তু আমাদের মতো জনদের পক্ষে নয়, এরূপ ভাব। এই উপেক্ষা পক্ষেও কৃষ্ণের 'ভর্তুঃ শুশ্রূষণং' ইত্যাদি বাক্যের উত্তর প্রদত্ত হল ॥ জী ৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তদেবং ত্বয়ৈব বয়ং স্বপ্রেয়সীকৃতাঃ, কিন্তু ত্বচ্চরণসেবামেব বয়মাশাস্মহে ইতি সদৃষ্টান্তমাহুঃ,— শ্রীর্লক্ষ্মীর্যস্য নারায়ণস্য পদাম্বুজরজশ্চকমে তদ্বত্তত্তুল্যস্য তবাপি বয়ং পদাব্জরজঃ প্রপন্নাঃ ততশ্চ গর্গোক্তিগম্যেন তব নারায়ণতুল্যত্বেনাস্মাকমপি শ্রীতুল্যত্বং স্বতএবায়াতমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, বক্ষসি সর্ব্বোত্তমে স্থলে পদং আস্পদং লব্ধাপি তুলস্যাঃ সপত্ন্যাঃ পদমপি ভৃত্যৈর্জুষ্টং সেবিতমিতি পুরুষজনসঙ্ঘট্টবদপি তস্য পাদরজশ্চকমে স্বাভাবিকীং প্রেয়সীভাবসমুচিতাং লজ্জামপি পরিত্যজ্য স্বন্যূনতামপ্যঙ্গীকৃত্য কাময়তে স্মেতি। তস্যাঃ প্রেয়সীভাবাদপি দাসীভাবো যথাভীপ্সিতস্তথৈবাস্মাকমপীত্যতস্তব রক্তক-পত্রকাদিদাসৈঃ সহাপি লজ্জাং পরিত্যজ্য পাদৌ সম্বাহয়িতুমিচ্ছামঃ। তথা বৃন্দাবনীয়পুলিন্দীনাং কর্ম্মতৃণলগ্নত্বচ্চরণকুঙ্কুমেন স্বীয়ভালপ্রলেপনমপি স্বন্যূনতামপ্যঙ্গীকৃত্য চিকীর্ষামঃ। কিঞ্চ, শ্রীমন্নারায়ণদেবেন প্রতুষ্যতা নিত্যনিবাসার্থং তস্যৈ স্ববক্ষ এব দত্তং ত্বয়া তু রসিকশেখরেণাস্মভ্যং স্বপদতলনিকট প্রদেশেঽপি ক্ষণমপি স্থাতুমপি ন দীয়তে ইত্যস্মাকমেব দগ্ধললাটমিতি ধ্বনিঃ। স্বযশঃপ্রেপ্সু র্গর্গোক্তিপ্রামাণ্যেন যদি নারায়ণতুল্যো বুভূষসি তদাস্মান্ বক্ষসা বহেত্যপি ভাবগাম্ভীর্যস্পর্শী ধ্বনিঃ। ননু, সা লক্ষ্মীর্যথা চঞ্চলা তথৈব যূয়মপি পুণ্যবতাং জানানাং গৃহে গৃহে চাঞ্চল্যধর্ম্মমপ্যঙ্গীকুরুতেতি নর্ম্মাশঙ্ক্য কেন মূর্খেণোচ্যতে শ্রীশ্চঞ্চলেতি? সা তু পরমধীরৈবেত্যাহুঃ,—যস্যাঃ শ্রিয়ঃ স্বেষু বীক্ষণকৃতে বাৎসল্যরসময়কৃপাবলোকনপ্রাপ্তিকৃতে অন্য সুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং তৎপুত্রতুল্যানাং প্রয়াস এব, সা তু তদপি তানপি প্রায়ো নাবলোকতে, কিন্তু তচ্ছক্তিরেব কাচিত্তেভ্যোঽভীপ্সিতাং সম্পদং দাত্ত ইতি॥ বি০ ৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে তিনিই আমাদের নিজ প্রেয়সী করে নিয়েছেন, কিন্তু আমরা তাঁর চরণ সেবাই আশা করে থাকি। ইহাই সদৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে, **শ্রীর্যৎ ইতি**— 'শ্রী' লক্ষ্মী 'যৎ' (যস্য) নারায়ণের পদাম্বুজরজ প্রার্থনা করেন। সেইরূপ আমরাও নারায়ণতুল্য তোমার পদাম্বুজরজে **প্রপন্নাঃ**— শরণাগত, অতঃপর গর্গোক্তি প্রমাণের দ্বারা তোমার নারায়ণ-তুল্যতা থাকায় আমাদের শ্রী-তুল্যতা স্বতঃই এসে যাচ্ছে, এরূপ ভাব। **বক্ষসি**—বক্ষে, সর্বোত্তম স্থলে **পদং**-- প্রতিষ্ঠা লাভ করেও লক্ষ্মীদেবী **তুলস্যা**— সপত্নী তুলসীর পদও, যা ভৃত্যের দ্বারা **জুষ্টং**— সেবিত. এই স্থানটিতে পুরুষজন-সংঘট্টবৎ ভৃত্যের ভীড় লেগে থাকলেও কৃষ্ণের সেই পদরজ কামনা করেন— স্বাভাবিক প্রেয়সীভাব-উচিত লজ্জাও পরিত্যাগ করে, নিজ তুচ্ছতাও অঙ্গীকার করে কামনা করেন। এইরূপে দেখা যাচ্ছে, লক্ষ্মীদেবীর যেরূপ প্রেয়সীভাব থেকেও দাসীভাব অভীপ্সিত, সেইরূপই আমাদেরও। তাই রক্তক-পত্রকাদি দাসের সহিতও লজ্জা পরিত্যাগ করে পদযুগল-সম্বাহন করতে ইচ্ছা করছি; তথা বৃন্দাবনীয় পুলিন্দদের কর্ম তৃণলগ্ন কুঙ্কুমে নিজ ললাট-প্রলেপনও স্বতুচ্ছতা অঙ্গীকার করেও করতে ইচ্ছা করছি। আরও, শ্রীমৎনারায়ণদেবও লক্ষ্মীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে নিত্যনিবাসের জন্য তাঁকে স্ববক্ষই দিয়েছেন, রসিকশেখর তুমি তো আমাদিকে নিজ পদতলের নিকট-প্রদেশেও ক্ষণকালও থাকতে পর্যন্ত দিচ্ছ না, ইহা আমাদেরই দগ্ধললাট লিখন, এরূপ ধ্বনি। নিজের যশ যদি ইচ্ছা কর, গর্গোক্তি প্রমাণে যদি নারায়ণতুল্য বলে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা কর, তবে আমাদের বক্ষে ধারণ কর, এরূপও ভাবগাম্ভীর্যস্পর্শী ধ্বনি।

৩৮ তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥

৩৮। **অন্বয়** ঃ হে বৃজিনার্দ্দন (দুঃখহারিন্) তৎ (তস্মাৎ) বসতীঃ উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) তে (তব) অঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তাঃ ত্বদুপাসনাশাঃ নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদ। হে পুরুষভূষণ, ত্বৎসুন্দরস্মিত নিরীক্ষণ (জন্য) তীব্রকামতপ্তচিত্তানাং (অস্মাকং) দাস্য বিধেহি।

৩৮। **মূলানুবাদ** ঃ (এই প্রকারে তৃতীয় দিকের গোপীগণ বক্তব্যে উপসংহার করছেন—) হে দুঃখহারি! আমার তোমার উপাসনার আশায় বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত গৃহ পরিত্যাগ করত তোমার চরণতলে আশ্রয় নিয়েছি। হে পুরুষরত্ন! তোদার সুন্দর মৃদু হাসি অবলোকন করে তীব্রকামে সন্তপ্ত হয়েছি। অতএব আমাদিকে অনুগ্রহ কর— দাস্য দান কর।

পূর্বপক্ষ, সেই লক্ষ্মী যেরূপ চঞ্চলা সেইরূপই তোমরাও পুণ্যবান্ জনদের গৃহে গৃহে চাঞ্চল্য ধর্মও অঙ্গীকার করে থাক, এরূপ নর্ম আশঙ্কা করে গোপীগণ বলছেন— কোন্ মুর্খ বলে লক্ষ্মীদেবী চঞ্চলা? তিনি তো পরম অচঞ্চল চিত্ত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— **যস্যাঃ স্ববীক্ষণ** – 'যস্যা' যে লক্ষ্মীর (স্বেষু) নিজজনদের প্রতি বাৎসল্যরসময় কৃপাবলোকন লাভ করবার জন্য **অন্যসুরাণাং—** কৃষ্ণপুত্রতুল্য ব্রহ্মাদির প্রয়াস, তিনি কিন্তু তাঁদেরও প্রায়ই চেয়েও দেখেন না, কিন্তু তাঁর কোনও শক্তিই তাঁদেরকে অভীপ্সিত সম্পদ দান করেন। বি ৩৭ ॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তদেবং তৃতীয়কৃস্থিতা অপি বিবক্ষিতমুপসংহরন্তি—তন্ন ইতি। তত্তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাদ্ধেতোরেব প্রসাদং কুরু। তমেবাহুঃ—দাস্যমেব দেহীতি। ননু নবযৌবনোন্মত্তা দাস্যমপি তাদৃশ দুর্ল্লভমিতি চেৎ, কথং দেয়মিত্যত্র সদৈন্যমাহুঃ—প্রাপ্তা ইত্যাদি। অতঃ সর্ব্বপরিত্যাগেন প্রপন্নানামাশামবশ্যং পূরয়িতুমর্হসীতি ভাবঃ; অন্যথা চাস্মাকং মহদ্দুঃখং স্যাৎ, তচ্চ তবানুচিতমিত্যাহুঃ—হে বৃজিনার্দ্দনেতি। তত্র চ নিজভাবোচ্ছলিতচিত্তাঃ সত্যো হে রসিকশেখর রসবিশেষময়মেব দাস্যং দেয়মিত্যাশয়েনাহুঃ—ত্বদিতি। যদ্বা, ত্বত্তাদৃশনিরীক্ষণ-তপ্তাত্মনামপি দাস্যমেব দেহীত্যর্থঃ। তত্তাপহরণেঽপ্যাশা পরিত্যক্তেত্যর্থঃ। দাস্যং চোচিতমেবেত্যাহুঃ—হে পুরুষভূষণেতি। সর্ব্বত্রৈবার্থে তবোপাস উপাস্তিস্তস্য নাশো যাসু তা ইতি। শ্লেষেণ বসতিবিশেষণঞ্চ; কিংবা, হে সুন্দর স্মিতনিরীক্ষণ, অতো ধূর্ত্ততয়ৈবেদং বদসীত্যবহিত্থয়া গৃহ্যমাণং ভাবং বাক্চাতুর্য্যাদিভির্ব্যঞ্জয়ন্তি। ত্বং ত্বত্তো যস্তীব্রঃ কামস্তেন তপ্ত আত্মা যাসাং তাসাং নঃ, অনেন দুঃশীল ইত্যস্যোত্তরং, ত্বৎকামতপ্তাত্মনাং তত্ত্যাগে কথং বিচারো দোষো বা? ন হি মহাভুজঙ্গগ্রস্তানাং তয়োরেকতরোঽপি সম্ভবতীতি। নিষেধার্থশ্চ—তত্তস্মান্নোঽস্মাকং সম্বন্ধে প্রসীদ আগ্রহং ত্যজেত্যর্থঃ। হে বৃজিনার্হেতি ছেদঃ। অতস্ত্বদুপাসনাশাঃ সত্যো বসতীর্বিসৃজ্য তবাঙ্ঘ্রিমূলং ন প্রাপ্তা বয়ং, তস্মাদ্যাস্ত্বৎসুন্দরেত্যাদিলক্ষণাস্তাসাং তাঃ প্রতি দাস্য দেহি। অস্মাকন্তু ন তেন প্রয়োজনমিত্যর্থঃ, তাসামপি নাত্যন্ত-তদঙ্গীকারাৎ। সম্প্রদানত্বাভাব ইতি ষষ্ঠ্যভিপ্রায়ঃ। পুরুষান্ সখীনেব তত্তদুৎকণ্ঠয়া তদ্গোকুল-বধূবেশেন ভূষয়সি, নাত্মাপি তা ইতি তত্রাপ্যসম্ভাবনা দর্শিতা। যদ্বা, পুরুষভূস্তৎসত্তা পুরুষসামান্য ইত্যর্থঃ, হে তস্য

উষণ পীড়ক, তজ্জাতিমাত্র-কলঙ্ককারিন্নিতি সকোপ-সম্বোধনম্। 'উষ রুজায়াম্' ইতি॥ জী° ৩৮॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে তৃতীয়দিকে অবস্থিতা গোপীগণ বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করছেন— তন্ন ইতি। **তন্ন**— [তৎ+নঃ] 'তৎ' (তস্মাৎ) সুতরাং অর্থাৎ পূর্বোক্ত কারণেই 'নঃ' আমাদিগকে অনুগ্রহ কর। সেই অনুগ্রহের কথাই বলছেন, **দাস্যম্ দেহী**— দাস্যই দান করুন। যদি বলা হয়, হে নবযৌবনমত্তা! তাদৃশ দাস্যও দুর্লভ, কি করে দিব? এরই উত্তরে, সদৈন্য বলছেন **প্রাপ্তা ইত্যাদি**— তোমার ভজনের আশা বুকে নিয়ে বন্ধু-বান্ধব-গৃহ সবকিছু পরিত্যাগ করে তোমার পদমূলে এসেছি; অতএব সর্বপরিত্যাগ পূর্বক শরণাগত এই জনদের আশা অবশ্য পূরণ করা উচিত, এরূপ ভাব। অন্যথা আমাদেরও মহাদুঃখ হবে, তাও তোমার পক্ষে অনুচিত, এই আশয়ে বলছেন **হে বৃজিনার্দ্দন**— হে দুঃখদূরকারিন্! এর মধ্যেও আবার রসিকশ্রেষ্ঠ তাই নিজভাবে উচ্ছলিত চিত্তা হয়ে উঠে বলছেন হে রসিকশেখর! রসবিশেষময় দাস্যই তোমার পক্ষে দেওয়া উচিত, এই আশয়ে বলছেন— ত্বৎসুন্দরস্মিত ইত্যাদি অর্থাৎ তোমার সুন্দর হাসি দেখে আমরা তীব্র কামে মত্ত হয়ে পড়েছি।

অথবা, **ত্বৎ**— তোমার তাদৃশ কটাক্ষে আমাদের হৃদয় কামাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে, এরূপ হলেও আমাদের দাস্যই দান কর। সেই তাপ হরণ বিষয়েও আশা পরিত্যাগ করেছি। দাস্য উচিতই এক্ষেত্রে. এই আশয়ে বলা হচ্ছে, হে পুরুষভূষণ! 'বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ' বসতির বিশেষণ করে 'উপাসনাশাঃ' পদের ব্যাখ্যা করলে এরূপ অন্য অর্থ আসে— যে গৃহে তোমার [উপাস+নাশাঃ] উপাসনা নাশ হয়, সেই গৃহ পরিত্যাগ করে তোমার পাদমূল প্রাপ্ত হয়েছি। কিম্বা হে সুন্দর! তোমার হাসি-হাসি কটাক্ষ দেখেই বুঝা যাচ্ছে, তুমি ধূর্ততা বশতঃই ঐ প্রত্যাখ্যান সূচক উক্তি করেছ— এইরূপে কৃষ্ণ হৃদয়ের যে ভাব গোপন করে রেখেছিলেন, তা গোপীগণ বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা উদ্ঘাটন করে দিলেন। **ত্বৎ**— তোমার থেকে যে তীব্রকাম অর্থাৎ তোমার স্মিত কটাক্ষ-পাতে যে তীব্রকামের উদয়, তার দ্বারা তপ্ত আত্মা যাঁদের সেই আমাদের দাস্য দান কর। এই শ্লোকে ২৫ শ্লোকের "দুঃশীল" পদের উত্তর দেওয়া হল। তোমার কটাক্ষে যারা কামতপ্ত হয়েছে, তাদের পক্ষে পতিত্যাগে কি বিচার বা দোষ? মহাভুজঙ্গগ্রস্তদের পক্ষে উহার কোনটিও সম্ভবপর হয় না।

উপেক্ষাময়ার্থে ব্যাখ্যা ঃ [আমরা যখন তোমার পদরেণুর শরাণাপন্ন হচ্ছি না।] **তন্ন**— সুতরাং আমাদের সম্বন্ধে **প্রসীদ**— কৃপাকরে আগ্রহ ত্যাগ কর। **হে বৃজিনার্দ্দন**— দুঃখের দ্বারা অর্দিত (পীড়িত) যে করে অর্থাৎ হে দুঃখপ্রদ! তাই তোমার উপাসনা আশায় নিজের ঘর ত্যাগ করে তোমার পদমূলে আমরা আসি নি। সেই হেতু যারা তোমার সুন্দর স্মিত কটাক্ষ দেখে তীব্রকামে তপ্ত তাদেরই দাস্যদান কর। আমাদের ও দিয়ে প্রয়োজন নেই, এরূপ অর্থ।

সেই তীব্রকাম তপ্ত জনেরাও কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে অঙ্গীকার করতে পারে নি, তোমার ঐ স্মিত কটাক্ষ ; সেই জন্যই সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি 'কামতপ্তাত্মভ্যঃ' না হয়ে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগে পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে "কামতপ্তাত্মনাং"। আমাদের কথা ছেড়ে দেও, তোমার কটাক্ষে কামতপ্তা বলে যাদের সম্ভাবনা করা হয়েছে সেই গোকুল বধূদের না পেয়ে উৎকণ্ঠায় **পুরুষভূষণ—** সুবলাদি তোমার পুরুষ সখাগণকেই বধূ বেশে সাজিয়ে থাক ; আজ পর্যন্তও সেই সম্ভাব্য কামতপ্তা রমণীদেরই সাজাতে পার নি। —এইরূপে দেখান হল সেরূপ কোন কামতপ্তা রমণীর অস্তিত্বই নেই। অথবা, **পুরুষভূষণ**— [পুরুষভূ+উষণ] 'পুরুষভূ' পুরুষের সত্তামাত্র অর্থাৎ পুরুষজাতি মাত্রেরই 'উষণ' পীড়ক অর্থাৎ হে পুরুষজাতি মাত্রেরই-কলঙ্ককারিন্ —ইহা সকোপ সম্বোধন। জী ৩৮ ॥

৩৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তস্মাদগৃহকুটুম্বাদিকং পরিত্যজ্য নারায়ণস্য ভক্তা ইব বয়ং তব দাস্যমেব কাময়ামহ ইত্যাহুঃ,—তন্ন ইতি। যতস্তবং নারায়ণতুল্যস্তস্মাদস্মান্ প্রতি প্রসীদ। নন্বু, মৎপ্রাদপ্রতিকূলং দুঃখাদৃষ্টং ভবতীনামস্তীত্যর্থঃ কথং প্রসাদঃ ? নারায়ণোহপি কিং সর্ব্বত্রৈব প্রসীদতীত্যত আহুঃ—হে বৃজিনার্দ্দন, তদপি দুঃখং ত্বমেবার্দয় নারায়ণোহবশ্যমেব প্রপদ্যমানানাং দুঃখমর্দ্দয়তি ষয়ঞ্চ তেহঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তাঃ, তত্রাপি কামনান্তররাহিত্যেনৈবেত্যাহুঃ,—বিসৃজ্য বসতীরিতি। নন্বু, গার্হস্থ্যসুখং পরিত্যজ্যাপি মত্তঃ সুখং কিঞ্চনাবশ্যমর্থয়ধ্বে ইতি জানীমস্তত্রাহুঃ,—ত্বদুপাসনায়ামেবাশা নতুপাসনায়াঃ ফলে কস্মিংশ্চন সুখে ত্বয়া দাস্যমানে আশা যাসাং তাঃ। অয়মর্থঃ— উপাসনয়া ত্বাং সুখয়াম ইত্যেবাভিপ্রায়েহপি ত্বন্মুখদর্শনোত্থং যদি নঃ সুখমাকস্মিকং ভবেত্তর্হি কো দোষ ইতি। নন্বু, তর্হি কথমযুক্তমস্মাকং হৃচ্ছয়াগ্নিং নিঞ্চেতি—সত্যং তদগ্নিজ্বালায়া অপি ত্বমেষ কারণমিত্যাহুঃ,—তব সুন্দরস্মিতনিরীক্ষণেন যস্তীব্রকামস্তেন তপ্ত আত্মা যাসাং তাসামপ্যস্মাকং দাস্যং দাসীত্বমেব দেহি নতু পত্নীত্বম্। অত্র শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যচরণানামপি ব্যাখ্যা—"অতো দাস্যার্থিন্য এব বয়ং নতু বিবাহার্থিন্যঃ অত উপনয়নাদ্যপেক্ষাপি ন লোকব্যবহারেণে"ত্যেষা। ততশ্চাস্মাকং কন্যাত্বে পরোঢ়াত্বে বা ন কাপি ক্ষতিঃ। উভয়ীভাবেহপি ত্বদ্দাস্যসম্ভবাদিতি ভাবঃ। প্রকৃতবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীসনাতনগোস্বামিচরণানামপি "বিবাহে সতী পত্নীত্বেন ভজনাদপ্যৌপপত্যেন ভজনং পরমমহাসুখং তচ্চ শ্রীভাগবামৃতকাব্যাদৌ চ প্রসিদ্ধমেব। অতএবাত্র দাস্যবিশেষ এব প্রার্থিতঃ অধুনা চ প্রার্থ্যতে দাস্যো ভবাম" ইত্যেষা কথম্ভাবঃ। কামমহোদধিত্বাদেব স্ত্রীলম্পটস্য তবাস্মাভির্যুবতিভিরুপাসনা স্বাঙ্গৈরেব ত্বৎসুখোৎপাদনলক্ষণা— খল্বেষৈবেত্যতো হৃচ্ছয়াগ্নিসেক প্রার্থনাপি ত্বদুপাসনাপ্রার্থনৈব কামাগ্নিরপ্যস্মাকং ত্বদুপাসনোপকরণমেব মুখ্যমিত্যত এব সমুচিতমেব সম্বোধনপদং—হে পুরুষরূপভূষণ, গৌরাঙ্গীনামস্মাকমিন্দ্রনীলমণিময়সর্ব্বাঙ্গালঙ্কারেতি ॥ বি০ ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ সুতরাং গৃহকুটুম্বাদি পরিত্যাগ করে নারায়ণের ভক্তের মতো তোমার দাস্যই কামনা করি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে,— তন্ন ইতি। যেহেতু তুমি নারায়ণতুল্য, সেই হেতু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। কৃষ্ণ যেন পূর্বপক্ষ করছেন, আমার প্রসাদের বিরুদ্ধে যে দুঃখ, তার দানকারী অদৃষ্ট তোমাদের রয়েছে, সুতরাং প্রসাদপ্রাপ্তি কি করে হতে পারে ? নারায়ণ কি সর্বত্রই প্রসন্ন হয়ে থাকেন ? এই আশয়ে বলা হচ্ছে - **হে বৃজিনার্দন—** হে দুঃখহারি ! আমাদের দুঃখ নিশ্চয়ই তুমি হরণ কর। এ-তো শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে,

৩৯। বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥

৩৯। **অন্বয়** ঃ কুণ্ডলশ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধং (কুণ্ডলয়োঃ শোভা যয়োঃ তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্, অধরে অমৃতং যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ) হসিতাবলোকং (সহাস নিরীক্ষণ যুক্তং) তব অলকাবৃতমুখং দত্ত-অভয়ং ভুজদণ্ডযুগং শ্রিয়া একরমণং (একমাত্র রতিজনকং) বক্ষঃ চ বিলোক্য এব (বয়ং) দাস্যঃ ভবামঃ।

৩৯। মূলানুবাদ ঃ (যে মূল্যে গোপীগণ কৃষ্ণের দ্বারা দাসীরূপে ক্রীত হবেন, তাই এখানে বলা হচ্ছে---)

তোমার চূর্ণকুন্তলে আবৃত মুখমণ্ডল, কুণ্ডল শোভায় রমণীয় গণ্ডদ্বয়, মৃদু হাসি মাখানো কটাক্ষ, অভয়দানকারী ভূজযুগল এবং একমাত্র লক্ষ্মীর রতিজনক বক্ষঃদেশ অবলোকন করে আমরা তোমার দাসী হওয়ার ইচ্ছুক হয়েছি।

নারায়ণ অবশ্যই আশ্রিত জনের দুঃখহরণ করেন, আমরাও তোমার পদতলে আশ্রয় নিয়েছি, তাও আবার অন্য কামনা শূন্যভাবে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, বিসৃজ্য বসতি ইতি— গৃহ পরিত্যাগ করে। কৃষ্ণ পূর্বপক্ষ করছেন, গার্হস্থ্য সুখ পরিত্যাগ করেছ বটে, কিন্তু আমার থেকে সুখ পেতে অবশ্যই আশা করছ, এরূপ বুঝতে পারছি। এরই উত্তরে গোপী **ত্বদুপাসনাশাঃ**— তোমার উপাসনাতেই আমাদের আশা, উপাসনার ফল কোনও সুখে নয়।

এর অর্থ ঃ উপাসনায় তোমাকেই সুখী করব, এরূপ অভিপ্রায় থাকলেও যদি তোমার মুখ দর্শন থেকে আকস্মিক সুখ এসে যায়, তা হলে আমাদের কি দোষ, দোষ তো তোমার মুখেরই। কৃষ্ণের পূর্বপক্ষ, তোমাদের যদি দোষই না থাকবে তা হলে কেন 'আমাদের কামাগ্নি নির্বাপিত কর' এরূপ অনুচিত কথা বলছ? এর উত্তরে গোপী— অনুচিত নয়, সত্যই বলেছি— সেই অগ্নি-জ্বালার কারণ তুমিই, যেহেতু তোমার সুন্দর সহাস দৃষ্টিজাত তীব্রকামেই আমাদের আত্মা তপ্ত হয়েছে, অতএব দোষস্খালনের জন্য আমাদিকে **দাস্যং**— দাসীত্বই দান কর, পত্নীত্ব নয়। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ বল্লভাচার্যচরণের ব্যাখ্যা ঃ "সুতরাং আমরা দাস্যেরই প্রার্থী, বিবাহের প্রার্থী নই, কাজেই লোক ব্যবহার অনুসারে উপনয়নাদিরও অপেক্ষা নেই।" অতঃপর আমরা কন্যা বা বিবাহিতা, এতে কোনও ক্ষতি-নেই, উভয়ভাবেই তোমার দাস্য সম্ভব, এরূপ ভাব। বৃহৎবৈষ্ণবতোষণীতে শ্রীসনাতন গোস্বামীও বলেছেন— "বিবাহ হলে পত্নীরূপে যে পতিসেবা, তার থেকে উপপতির যে সেবা তা পরমমহাসুখ— ইহা শ্রীভাগবতামৃত কাব্যাদিতে প্রসিদ্ধই আছে, অতএব এখানে দাস্যবিশেষই অভি-লষিত, এখানে প্রার্থনাও করা হচ্ছে, দাসী হব। কামমহাসাগর হওয়া হেতু স্ত্রীলম্পট তোমার উপাসনা আমাদের দ্বারা হতে পারে নিজ অঙ্গের দ্বারাই, যা তোমার সুখোৎপাদন লক্ষণা। অতএব

কামাগ্নিতে জলসিঞ্চনের প্রার্থনাও তোমার উপসনা-প্রার্থনাই, আমাদের কামাগ্নিও সেই উপাসনার মুখ্য উপকরণই ; অতএব সমুচিতই সম্বোধন পদ **হে পুরুষভূষণ**— পুরুষরূপ ভূষণ অর্থাৎ গৌরাঙ্গী আমাদের সর্বাঙ্গে ইন্দ্রনীলমণিময় অলঙ্কারস্বরূপ তুমি । বি ৩৮ ॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকা ঃ** নন্থ ভবত্যো ন ধনাদিনা মূল্যেন ক্রীতা, ন বা দত্তভৃতয়ঃ, কুতো দাস্যো ভবেয়ুঃ ? উচ্যতে—অন্যত্রৈব খল্বসাবন্যোহন্যেন স ব্যবহারঃ, ভবতি তু স্বমুখাদি-দর্শনদানমেব মূল্যং ভৃতিশ্চেত্যাহুঃ—বীক্ষ্যেতি বিশেষেণ দৃষ্ট্বা ; বিশেষমেবাহুঃ —অলকাবৃতেত্যাদি-বিশেষণৈঃ। তত্র চালকৈর্ললাটোপরি বিলসদ্ভিরাবৃতমিতূর্দ্ধভাগস্য, কুণ্ডলশ্রীরিতি দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োঃ হসিতেনাবলোকো যস্মিন্নিতি তলমধ্যভাগয়োরিত্যেবং সর্ব্বত্র শোভোক্তা। স্থলরূপকেণ গণ্ডয়োর্বিস্তীর্ণত্বং, কুণ্ডলশ্রীত্যনেন স্বচ্ছত্বঞ্চ ধ্বনিতম্, অধরে চ স্থধানুমানং দর্শনমাত্রাল্লোভবিশেষোৎপত্তেঃ, সৌরভ্যবিশেষানুভবাচ্চ। তথা দত্তমভয়ং ভক্তানাং দৈত্যবধাদিনা যেনেত্যাদি-বলিষ্ঠত্বাদিগুণস্তেন চ চাতুর্য্যেণ পত্যাদিভ্যো ভয়ং পরিহৃত্য, বস্তুতস্তু গাঢ়াশ্লেষেণ কামাদিভয়হরত্বমভিপ্রেতম্। দণ্ডরূপকেণ স্থবৃত্ত-পৃথুদীর্ঘত্বাদ্যাকারসৌষ্ঠবং, তত্রাপ্যেবং বৈশিষ্ট্যমুক্তম্। তথা শ্রিয়া বামভাগস্থ-স্বর্ণবর্ণলক্ষ্মীরেখারূপয়া লক্ষ্ম্যা কর্ত্র্যা একং শ্রেষ্ঠং রমণং যস্মিন্নিত—পরমসৌন্দর্য্যাদি-সম্পত্তিনিধানত্বমুক্তম্। চকারদ্বয়ং বিলোক্যেতি পুনরুক্তিশ্চ নিজবামভুজবক্ষসোর্বিশেষাশ্রয়তাবিবক্ষয়া। তথোত্তরয়োর্দ্বয়োরেকা ক্রিয়া চৈকসংপ্রয়োজনজনকত্বাৎ। তাদৃশগণ্ডাধরমণ্ডিতে শ্রীমুখে হি চুম্বনপানে ভুজবক্ষসোশ্চালিঙ্গনমাত্রমভিলষিতমিতি। অত্রালকাদীনামুক্তিক্রমেণেদং গম্যতে—প্রথমতো মুখস্য তত্তৎসৌন্দর্য্যদর্শনে জাতেহপি লজ্জয়া ন চাতুরক্ষ্যেণ দর্শনং কিন্তুত্যুৎকণ্ঠয়া পশ্চাদেব। তত ইচ্ছাবিশেষেণ যেন ভুজৌ দৃষ্টৌ, তস্য তু বিশ্রামো বক্ষস্যেবেতি তথা ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। এবং দাসীত্বে হেতুঃ, পরমমোহনতৈব ইতি ধ্বনিতম্। কিঞ্চ, ভৃতির্মূল্যঞ্চ খলু বিষয়দানমেব লোকে দৃশ্যতে, তত্তু ত্বয়ি তত্তদ্রূপশোভাবতি মধুরাধরস্থধে লোভনীয়ভুজাদিস্পর্শে পূর্ণলক্ষ্মীনিধানবক্ষসি লব্ধে স্বতঃসিদ্ধমেবেতি। তথাপি বীক্ষ্যেতি স্বেষাং নেত্রখঞ্জনবন্ধোহপি ধ্বনিতঃ। তত্রালকানাং পাশত্বং, কুণ্ডলয়োস্তদন্তিমকুণ্ডলিকারূপত্বং, গণ্ডয়োস্তন্নিধানস্থলত্বং, অধরস্থধায়া লোভ্যাহারত্বং, হসিতাবলোকস্য বিশ্বাসজনকস্বপালিত-খঞ্জনদ্বয়-বিলাসত্বম্ ; তত্র ভুজদণ্ডযুগস্য চ দত্তাভয়ত্বমেব, করপল্লবযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। তাদৃশবক্ষসশ্চ স্থখচারপ্রদেশত্বমিত্যপি জ্ঞাপিতম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, কুণ্ডলয়োঃ শ্রীঃ শোভা যেন তন্মুখম্। কেষাঞ্চিন্মতে শ্রীতি দীর্ঘঃ পাঠঃ। ততশ্চ কুণ্ডয়োঃ শ্রীহেতুগণ্ডস্থলে চাধরস্থধা চ তাসাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। তথা হসিতং চাবলোকশ্চ তত্তচ্চ বীক্ষ্যেতি সর্ব্বেষাং প্রাধান্যং দ্যোতিতং, বিলোক্যং স্থদৃশ্যমিতি। নিষেধার্থস্তু—নন্থ যদ্যেবং, তর্হি কথং মমাঙ্গানি মুহুর্বীক্ষমাণা এব তিষ্ঠথ ? তত্র সাটোপমাহুঃ—বীক্ষ্যেতি। অত্রাপি কাক্বৈব নিষেধো ব্যঙ্গ্য ইতি ॥ জী⁰ ৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকানুবাদ ঃ** কৃষ্ণ যেন প্রশ্ন তুলছেন, তোমরা ধনাদি মূল্যে কেনা নও, বা মায়না করা নও, তবে কি করে দাসী হবে। এরই উত্তরে, অন্যত্রই পরস্পর সেই ব্যবহার চলে। এক্ষেত্রে তুমিই তো নিজমুখাদি দর্শন-দানরূপ মূল্য বা মায়না দিয়ে থাক, এই আশয়ে বলছেন— **বীক্ষ্য ইতি**— বিশেষ ভাব বিভূষিত রূপ দেখে, সেই বিশেষ বলা হচ্ছে, অলকাবৃত ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা [অর্থাৎ অলকাবৃত ললাটদেশ, কুণ্ডলশোভায় উজ্জ্বল দুই গণ্ডস্থল, সহাস্য কটাক্ষদৃষ্টি, অধরস্থধাযুক্ত শ্রীমুখ, অভয়প্রদ ভুজদণ্ডযুগল এবং রতিপ্রদ বক্ষস্থল দেখে] এর মধ্যেও **অলকা-**

বৃত— ললাটের উপরে খেলে বেড়ানো চূর্ণকুন্তলে আবৃত, এইরূপে মুখের উর্ধ্বভাগের শোভা ; কুণ্ডলশ্রী, এইরূপে মুখের দুই পার্শ্বদেশের শোভা ; হাসি হাসি কটাক্ষে মুখের তল ও মধ্যভাগের শোভা এইরূপে সমগ্র মুখ-মণ্ডলের শোভা বলা হল। **কুণ্ডলশ্রী গণ্ডস্থল** - গণ্ডের সহিত স্থলের উপমায় গণ্ডের প্রশস্ততা, আর কুণ্ডলশ্রী পদে গণ্ডের ঔজ্জ্বল্য ধ্বনিত হল। **অধরসুধং**— অধরে যে সুধা অনুমিত হল, তা দর্শন মাত্রেই লোভবিশেষ উৎপত্তি ও সৌরভবিশেষ অনুভব হয়, তথা **দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং**— দৈত্যবধাদি হেতু ভক্তদের অভয়দান করা হয় এই ভুজদণ্ডযুগলের দ্বারা, তাই একে বলা হল 'দত্ত-অভয়'— এই 'দত্তাভয়' ইত্যাদি বলিষ্ঠতাদি গুণে ভূষিত ভুজদণ্ড-যুগল— এই বাক্যের দ্বারা চাতুর্যে পত্যাদি থেকে যে ভয়, তা পরিহার করা হল। বস্তুতস্ত এই ভুজদণ্ডযুগলের গাঢ় আলিঙ্গনে গোপীদের যে কামাদি ভয় অপহৃত হয়, তাই বলাই এখানে অভিপ্রায়। ভুজকে দণ্ডের সহিত উপমায়, এ-যে সুগোল-স্থূল-দীর্ঘ ইত্যাদি আকার সৌষ্ঠব বিশিষ্ট, তাই ধ্বনিত হল— এর মধ্যেও আবার এইরূপে ভুজের বৈশিষ্ট্য বলা হল। তথা **শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ— 'শ্রিয়'** বামভাগস্থ স্বর্ণবর্ণলক্ষ্মীরেখারূপা লক্ষ্মীর **একং**— মুখ্য **রমণং**—রমণস্থল বক্ষ. এর দ্বারা এই বক্ষ যে পরমসৌন্দর্যাদি-সম্পত্তির ভাণ্ডার, তাই উক্তি হল। এই শ্লোকে দুটি 'চ'কার এবং দুবার 'দেখা' [বীক্ষ্য, বিলোক্য] পদটির ব্যবহারে পুনরুক্তি হয়েছে— কৃষ্ণের নিজের বাম ভুজ ও বক্ষের বিশেষ আশ্রয়ত্ব বলবার জন্য।

পরবর্তী 'ভুজযুগং' এবং 'বক্ষঃ' এ দু-এর একই ক্রিয়া 'বিলোক্য' এর কারণ এ দু-এর দ্বারা একই রতিবন্ধ সংঘটন। তাদৃশ গণ্ড-অধর মণ্ডিত শ্রীমুখে ও গণ্ডে চুম্বন, আর অধরে পান চলে, কিন্তু ভুজ ও বক্ষে আলিঙ্গন মাত্র অভিলষিত। এই শ্লোকে অলকাদির উক্তি-ক্রমের দ্বারা বুঝা যায়— প্রথমেই মুখের সেই সেই সৌন্দর্য দর্শন হলেও লজ্জায় চার চক্ষের মিলন হয় নি, কিন্তু উৎকণ্ঠায় পরেই হয়েছে। অতঃপর যে ইচ্ছাবিশেষে ভুজযুগলে দৃষ্টি গেল, সেই ইচ্ছা-বিশেষের বিশ্রাম তো বক্ষেই হল— এরূপই ক্রম জানতে হবে। এইরূপে দাসীত্বে হেতু কৃষ্ণের অঙ্গের পরমমোহনতাই, ইহাই ধ্বনিত হচ্ছে এখানে। আরও, বেতন ও ক্রয়মূল্য টাকাকড়ি বিষয় দানেই হয়ে থাকে, এরূপ লৌকিক জগতে দেখা যায়। কিন্তু সেই সেই রূপ-শোভা মণ্ডিত, মধুর অধরসুধা লিপ্ত, লোভনীয় ভুজাদি-স্পর্শানন্দ ও লক্ষ্মীর আশ্রয় বক্ষবিশিষ্ট তুমি লব্ধ হলে বেতন ও ক্রয়মূল্যাদি স্বতঃসিদ্ধই হয়ে যায়। তথাপি **বীক্ষ্য**— 'বিশেষভাবে দেখে' এই বাক্যে কৃষ্ণের অলককুণ্ডলাদি যে গোপীবর্গের নিজেদের নেত্রখঞ্জনের বাঁধন, তাই ধ্বনিত হল। এর মধ্যে চূর্ণকুন্তল হল ঐ পাখীর বাঁধন রজ্জু, কুণ্ডলদ্বয় হল এই রজ্জুতে শেষ গ্রন্থি, গণ্ড হল ঐ খঞ্জনের আশ্রয় স্থল খাঁচা, অধরসুধা ঐ খঞ্জনের লোভনীয় আহার, হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ বিশ্বাসজনক স্বপালিত খঞ্জনদ্বয়ের সুখ-উপভোগ। এ সম্বন্ধে আরও, ভুজদণ্ডযুগলে গোপীদের অভয়দান করছেন, কর-

পল্লবযুক্ত থাকা হেতু ভুজযুগলে অভয়মুদ্রা ধারণে এরূপ ভাব। আরও তাদৃশ বক্ষ গোপীদের সুখবিহার প্রদেশ, এরূপও জানান হল। আর যা কিছু স্বামিপাদ বলেছেন।

অথবা **কুন্ডলশ্রীঃ মুখং—** যে মুখের জ্যোতিতে কুণ্ডলদ্বয় শোভা মণ্ডিত হয়েছে, সেই মুখ। কারুর কারুর মতে 'কুণ্ডলশ্রীঃ' পাঠ হবে— **গণ্ডস্থলাধরসুধং** — যে গণ্ডস্থলে কুণ্ডলের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং অধরসুধা উছ্‌লিয়ে পড়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে, তা দেখে— তোমার হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ দেখে— এখানে সব কিছুরই প্রাধান্য প্রকাশিত। 'বীক্ষ্য' এইরূপ সুদৃশ্য মুখ বিশেষভাবে দেখে তোমার দাসী হয়েছি।

উপেক্ষাময় অর্থে ব্যাখ্যা ঃ যদি বলা হয়, আমার সুন্দর হাসি মাখানো কটাক্ষাদি দেখে তোমাদের আত্মা যদি উত্তপ্তই হয়ে উঠে, তবে কেন মুহুর্মুহু আমার অঙ্গে নয়ন মেলে দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে থাক? এরই উত্তর আটোপ সহকারে বলছেন, বীক্ষ্য ইতি। এখানেও কাকু-স্বরের দ্বারা 'না না' এরূপ নিষেধ সূচক ব্যঙ্গ্যই প্রকাশিত হয়েছে। জী ৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ যূয়ং যন্মম দাস্যো ভবথ তৎ কিং ময়া মূল্যেন ক্রীতাঃ স্থঃ স্বীয় দত্তভৃতয়ো বা তত্র ভবতা অস্মৎ সমুচিতমূল্যাৎ কোটিকোটিগুণিতেন অস্মদদৃষ্টাশ্রুতচরেণ মহানর্ঘ্যেণ হসিতাবলোকচিন্তারত্নেনাস্মান্ বয়ঃসন্ধ্যারম্ভ এব ক্রীত্বা স্বীয়কুঞ্জমন্দিরমানীয় নীলনিধি-পদ্মনিধিজাম্বুনদ-মকরযুগলচিন্তামণিময়স্থলী-মণিস্তম্ভ লক্ষ্মীবিলাসাস্পদনীলমণি মন্দিরাণ্যলকাদিব্যাজেন স্বসম্পত্তীর্দর্শয়িত্বা দেবৈরপি দুর্ল্লভমমৃতং প্রতিদিনং ভোজয়সীত্যাহুঃ,—বীক্ষ্যেতি। যদা শোনবক্রোষ্ণীষং শিরসি বধ্নাসি তদা দাসীজনেন কঙ্কতিকয়োৎকৃষ্যোর্দ্ধ্বনয়নাৎ ত্বয়া চ স্বাঙ্গুল্যা যত্নানিরুদ্ধ্যো-ন্নীয়ো ষ্ণীষান্তঃপ্রবেশনাৎ ভালবামদক্ষিণপ্রান্তয়োরেব দৃশ্যমানমূলভাগৈরলকৈরাবৃতমনাচ্ছন্নং মুখং বীক্ষ্যেতি যদা চ চূড়াং বধ্নাসি তদা ভালাগ্রবামদক্ষিণভাগেষ্বপি কুঞ্চিতৈরনতিদীর্ঘৈরলকৈরা ঈষাদাবৃতং মুখং বীক্ষ্য অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিসময়ে সম্প্রয়োগভরসময়ে চ অলকৈরাসম্যক্ প্রকারেণৈব আবৃতমাচ্ছন্নং মুখং বীক্ষ্য ঈক্ষণাভ্যামাস্বাদ্যমানমাধুর্য্যভরীকৃত্য বয়ং দাস্যো ভবামঃ। মুখং কীদৃশং? কুণ্ডলাভ্যাং সময়ভেদেষ্বলকৈরনাবৃতাভ্যামীষদাবৃতাভ্যাং সম্পূর্ণাবৃতাভ্যাঞ্চ অচপলাভ্যামীষচ্চ-পলাভ্যামতিচপলাভ্যাঞ্চ শ্রীঃ পৃথক্ পৃথক্ শোভা যত্র তৎ। হসিত প্রহসিতসময়ে গণ্ডয়োরপি সৃক্কণ্যোর্বিততত্বাৎ গণ্ডস্থলেঽপি অধরসুধা অধরমাধুর্য্যচ্ছলনং যস্য তৎ। গণ্ডস্থলাৎ গণ্ডস্থলমধিরুহ্য গোপীনয়নচকোরৈঃ পীয়মানা অধরসুধা যস্য তৎ রহস্যসময়ভেদে তু গোপীনাং গণ্ডস্থলে অধরসুধা যস্য তৎ গণ্ডস্থলয়োর্গোপীনামধরসুধা যস্য তৎ। যদ্বা, কুণ্ডলয়োঃ শ্রীঃ প্রতিবিম্বরূপা শোভা যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ তদিত্যেকপদম্। হসিতযুক্তোঽবলোকো যত্র তৎ হসিতং প্রফুল্লতা গোপীনাং কুমুদানাঞ্চ অবলোকাদ্ যস্মাদিনি বা। নন্বু, যুষ্মৎপতয় এতদনহিঞ্চবঃ ফুৎকারেণ কংসরাজতো মম ভবতীনাঞ্চ ভয়মুৎপাদয়িষ্যন্তি তত্রাহুঃ। দত্তমভয়ং মহেন্দ্রদর্পকাদিভ্যোঽপি পর্ব্বতধারণাদিনা যেন তথাভূতং ভুজদণ্ডযুগমিতি তথা চেত্বদ্ভুজদণ্ড এব কংসপশোঃ প্রাণহারকো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। এবঞ্চ ব্যঞ্জিতেন বীররসেন শৃঙ্গাররসঃ পুষ্টো ভবতি স্ম। নন্বু, পরনারীরহং ধর্ম্মাত্মা স্বদাসী র্ন করোমীতি তর্জ্জন্যা কোঽয়মিতি পৃচ্ছন্ত্যঃ সত্যং ভো ধার্ম্মিচূড়ামণে, গোপানাং নারী র্ন দাসীকরোষি, কিন্তু নারায়ণস্য নারীং লক্ষ্মীমপি বৈকুণ্ঠাদ্বলাদানীয় স্ববক্ষসা বহসীত্যাহুঃ—বক্ষ ইতি। শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা কর্ত্র্যা লজ্জাবশাৎ সুবর্ণরেখাকৃপয়া একং মুখ্যং রমণং যত্র তৎ। তস্মাদধুনা তে কিয়দয়ো বভূবচতুর্দ্দশভুবনেষু মধ্যে তদূর্দ্ধলোকেষ্বপি ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহির্ম্মহাবৈকুণ্ঠলোকস্থেষ্বপি মধ্যে

কস্যাপি কামপি সুন্দরীং নারীং ত্বং ন ত্যক্ষ্যসীতি জানীম ইতি ব্যঞ্জিতং ভবতি ॥ বি° ৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ তোমরা যে আমার দাসী হবে বলছ, সে কি আমার দ্বারা দাম দিয়ে কেনা বা নিজেরাই নিজেদের দান করেছ দাসীরূপে? এরই উত্তরে তুমি আমাদের সমুচিত মূল্য থেকে কোটিকোটিগুণ ও আমাদের অদৃষ্ট-অশ্রুতচর মহামূল্যবান সহাসদৃষ্টিরূপ চিন্তামণি দ্বারা বয়ঃসন্ধী আরম্ভেই কিনে স্বীয় কুঞ্জমন্দিরে নিয়ে এসে নীলনিধি-পদ্মনিধি-স্বর্ণমকর-যুগলময়-চিন্তামণিময় স্থলী ও মণিস্তম্ভলক্ষ্মীবিলাসাস্পদ নীলমণিমন্দিরনিবহ ও অলকাদিচ্ছলে নিজ অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখিয়ে দেবেরও দুর্লভ অমৃত প্রতিদিন ভোজন করাও, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— বীক্ষ্য ইতি। **অলকাবৃত মুখং—** লাল বক্র উষ্ণীষ যখন মাথায় বাঁধ তখন দাসীরা চিরুনীদ্বারা আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে উপরের দিকে নেওয়া হেতু ও তোমার নিজ অঙ্গুলী দ্বারাও চেপে উঠিয়ে নিয়ে উষ্ণিষের ভিতরে গুঁজে গুঁজে দেওয়া হেতু ললাটের বামদক্ষিণ প্রান্তে চুলের গোড়া মাত্র দেখা যাচ্ছে, চুলে মুখ আবৃত হয় নি সেই মুখ 'বীক্ষ্য' দেখে। যখন চূড়া বাঁধ তখন ললাটের উপরিভাগে ও বামদক্ষিণভাগে চূর্ণকুন্তলে ঈষৎ আবৃত মুখ 'বীক্ষ্য' দেখে। তৈলাদি মাখানোর সময়ে ও মিলনের চরমমুহূর্তে কেশগুচ্ছের দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন মুখ 'বীক্ষ্য' দেখে। নয়নদ্বারে আস্বাদ্যমান এই মাধুর্যে আপ্লুত আমরা দাসী হব। আরও সেই মুখটি কেমন? **কুণ্ডলশ্রীঃ—** সময় ভেদে কুণ্ডল কখনও চুলের দ্বারা অনাবৃত কখনও ঈষৎ আবৃত, কখনও সম্পূর্ণ আবৃত হওয়া হেতু, আবার কুণ্ডলের কখনও অচপলতায়, কখনও ঈষৎ চপলতায়, কখনও অতি চপলতায় শ্রীঃ— পৃথক পৃথক শোভাযুক্ত মুখ। **গণ্ডস্থলাধর সুধং—** হাস পরিহাসের সময় ওষ্ঠপ্রান্ত বিস্ফারিত হওয়া হেতু গালের যে মাধুর্য বিকসিত হয়, সেই মাধুর্যযুক্ত মুখ; যার 'অধরসুধা' অর্থাৎ নীচের ঠোঁটের মাধুর্য উচ্ছলিত হয়ে পড়ছে। সেই মুখ; গণ্ডস্থল থেকে গণ্ডস্থলে উপরে উপরে ছড়িয়ে পড়া, গোপীনয়ন চকোরের দ্বারা পীয়মান অধরমাধুর্য যার সেই মুখ, রহস্যসময় ভেদে কখনও গোপীদের গালে যে মুখের অধরসুধা অর্পিত হয় সেই মুখ, কখনও যে মুখের গালে গোপীদের অধরসুধা অর্পিত হয় সেই মুখ। অথবা, কুণ্ডলদ্বয়ের 'শ্রীঃ' প্রতিবিম্বরূপা শোভা যে দু-গালে সেই গাল যাতে ও অধরসুধা যাতে, সেই মুখ। **হসিতাবলোকম মুখং—** সহাস অবলোকনযুক্ত মুখ। 'হসিতং' প্রফুল্লতা, গোপীদের ও কুমুদের প্রফুল্লতা যথাকার অবলোকন হেতু, সেই মুখ। **দত্তাভয়ঞ্চ—** পূর্বপক্ষ, তোমাদের পতিগণ এ বিষয়ে অসহিষ্ণু হয়ে চিল্লাচিল্লি করে কংসরাজ থেকে আমার এবং তোমাদের ভয় জন্মিয়ে দিবে, এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করে গোপীগণ বলছেন— **দত্তমভয়ং ভুজদণ্ডযুগম্—** অভয়দানকারী ভুজযুগল, যার দ্বারা ইন্দ্রদর্পাদি নাশ হয়েছিল পর্বতধারণাদি দ্বারা, এইরূপ শক্তিশালী ভুজযুগল। এরূপ হলে এই ভুজদণ্ডই কংসপশুর প্রাণহারী হবে, এরূপ ভাব। এইরূপে

৪০। কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

৪০। **অন্বয় ঃ** অঙ্গ (হে কৃষ্ণ) ত্রিলোক্যাং কা স্ত্রী তে (তব) কলপদায়ত-বেণুগীত সম্মোহিতা মধুরাণি পদানি যত্র তৎ দীর্ঘমূর্চ্ছিতং যত্র (তববেণুগীতেন সম্মোহিতা সতী) ত্রৈলোক্য সৌভগং রূপঞ্চ নিরীক্ষ্য আর্যচরিতাৎ ন চলেৎ যৎ (যাভ্যামের বেণুগীতরূপাভ্যাং গোদ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ পুলকানি অবিভ্রন্।

৪০। **মূলানুবাদ ঃ** (ধর্মধ্বংসে দোষ কারুর নয়, দোষ বিধাতার, যে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন— এই আশয়ে সরোষ চপলতায় বললেন—)

হে কৃষ্ণ! এই ত্রিলোক মধ্যে কে এমন রমণী আছে, যে তোমার অব্যক্ত মধুর অমৃতময় বেণুবাদনে বিমোহিত হয়ে স্বধর্ম থেকে বিচলিত না হয়। ত্রিলোকের সর্বজন-প্রিয় তোমার মধুর রূপ দেখে গো-মৃগ-পক্ষী-বৃক্ষগণ পর্যন্ত পুলকিত হয়। আমাদের কি দোষ?

ব্যঞ্জিত বীররসে শৃঙ্গাররস পুষ্ট হল। পূর্বপক্ষ, কৃষ্ণ যেন বলছেন--- তোমরা পরনারী, ধর্মাত্মা আমি পরনারী দাসী করব না, এই কথা বলার পর তর্জনীতে নিজেকে দেখিয়ে, আমি কে বুঝতে পার? এরূপ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে গোপীগণ--- পারি বৈ কি, তুমি তো ধার্মিক চূড়ামণি। ওহে, তুমি তো গোপেদের নারীগণকে দাসী করতে পার না, কিন্তু নারায়ণের নারী লক্ষ্মীদেবীকেও বৈকুণ্ঠ থেকে বলাৎকারে নিয়ে এসে নিজের বক্ষে বহন করে বেড়াতে ঠিকই পার। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণম্**— লজ্জাবশে সুবর্ণরেখারূপে 'একং' লক্ষ্মীর মুখ্য বিহার যেখানে সেই বক্ষ। আমাদের জানা আছে— এখন তোমার বয়স হলে চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে তার উর্ধ্বলোকেও ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে মহাবৈকুণ্ঠ লোকের মধ্যেও কারও-ই কোনও সুন্দরী নারী তো তুমি ত্যাগ কর না, এরূপ ধ্বনি। বি° ৩৯॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** নন্বেবং পতিব্রতাভিরুপহসনীয়া ভবিষ্যথ, তত্র স্ফুটমেব সরোষদৈন্যমাহুঃ —কা স্ত্রীতি। ত্রিলোক্যাং বর্ত্তমানা কা স্ত্রী ন চলেৎ, অপি তু সর্ব্বৈব চলেদিত্যর্থঃ। তচ্চ 'দেব্যো বিমানগতয়ঃ' (শ্রীভা ১০।২১।১২) ইত্যাদিনা সূচিতম্। কলেতি পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতম্। পদেতি—প্রতিপদমপি তাদৃশং বোধয়ন্তি; আয়তেতি—তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য নির্ব্বন্ধং বোধয়ন্তি, স্বেষাঞ্চ ধৈর্য্যেণাপি তৎকালক্ষেপং বারয়ন্তি; পাঠান্তরে তস্যালৌকিক-স্বাদুত্বং ব্যঞ্জয়ন্তি, তত্রাদর্শন এবং বার্ত্তাদর্শনেঽপি তথৈবেত্যেবং সর্ব্বতো মার এবেতি সভয়মিবাহুঃ—ত্রৈলোক্যেতি ত্রৈলোক্যস্য উর্দ্ধাধোমধ্যবর্ত্তমানযাবল্লোকস্য সৌভগং সৌভাগ্যং জনপ্রিয়ত্বং সৌন্দর্য্যং বা যস্মিন্ যদন্তর্ভূতমিত্যর্থঃ; তদিদং প্রত্যক্ষবর্ত্তমানমিত্যন্যথাত্বং নিরস্তম্। যদ্বা, ইদমেতাদৃশমসাধারণমিত্যর্থঃ। নিরীক্ষ্যেতি—যস্য শ্রবণাদিনাপি মোহঃ স্যাদিতি কৈমুত্যং বোধয়ন্তি—কা স্ত্রীতি। যত্র পুরুষা অপি স্বয়ং ভগবানপি মুহ্যেয়ুরিতি ভাবঃ। 'শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।১৫) ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, বিস্মাপনং স্বস্য চ' ইতি তৃতীয়োক্তেশ্চ (২।১২) অহো! অস্তু তাবত্তাদৃশসারাসারবিদাং তেষাং বার্ত্তা, যদ্যাভ্যাং বেণুগীতরূপাভ্যাং গবাদয়োঽপীতি। অনেন লোকে-

প্সুভিরিত্যস্যোত্তরম্। নিষেধার্থশ্চায়ম্—নন্থ যদি মমাঙ্গদর্শনে যুষ্মাকং ন ক্ষোভস্তর্হি কথমিতশ্চলিতুমিচ্ছথ ? তত্রাহুঃ—কা স্ত্রীতি; কা স্ত্রী তজ্জাতিমাত্রং কলেত্যাদিলক্ষণাপি আর্য্যচরিতাৎ সদাচারাদ্ধেতোঃ তে ত্বত্তঃ সকাশাৎ ন চলেৎ, নাপযায়াৎ ? তথা যদযস্মাৎ গবাদয়োঽপি পুলকান্যবিভ্রন্, তত ইদমীদৃশং রূপং নিরীক্ষ্য চ সমবলোক্যাপি তস্মাদেব হেতোঃ কা নাপযায়াৎ ? অপি তু সর্ব্বৈবাপাযায়াদিত্যর্থঃ। সুন্দরীণাং সুন্দর-পরপুরুষনিকটে স্থিতির্হি বাঢ়ং লোক-বিগানহেতুরিতি, তদেবং যদ্যপি ন তৎ সম্মোহিতা, নাপি সম্যক্ তদ্বীক্ষণকারিকাস্তথাপ্যপযাস্যাম ইতি ভাবঃ॥ জী⁰ ৪০

৪০। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকানুবাদ** ঃ পূর্বপক্ষ, যদি তোমরা আমার রূপ দেখে দাসী হও, তবে তোমরা পতিব্রতাগণের দ্বারা উপহাসের যোগ্য হবে, এরই উত্তরে গোপীগণ সরোষ দৈন্যে উচ্চকণ্ঠে বলছেন— **কা স্ত্রী ইতি—** ত্রিলোকমধ্যে যত স্ত্রী, তার মধ্যে 'ন চলেৎ' কে-না ভ্রষ্টা হয় ? অর্থাৎ পরন্তু সকলেই ভ্রষ্টা হয়। সে কথা (শ্রীভা⁰ ১০।২১।১২) শ্লোকে প্রকাশিত হয়েছে, যথা "শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ দেখে ও বেণুগান শুনে বিমানচারিণী দেবীগণ মদন-বেগে ধৈর্যচ্যুত হয়ে পতির কোলেই ঢলে পড়লেন।" **কলপদায়ত**— [কল+পদ+আয়ত] 'কল' মধুর অস্ফুট ধ্বনি— এখানে মনোহরণ করার জন্য বেণুগীতের এই মধুরতা, গোপীদের সকলেরই মনে হল যেন বেণু তাঁরই নাম ধরে ডাকছে, এই ভ্রম জন্মাবার জন্যই বেণুর অস্ফুটতা। 'পদ' বেণুগীতের প্রতি পদেই তাদৃশ বোধ জন্মাচ্ছে। 'আয়ত' বিস্তৃত— এই বাক্যে বেণুগানে কৃষ্ণের আকুতি বোঝাচ্ছে, আর গোপীদের ধৈর্যে সেই কালক্ষেপণ বারণ করা হচ্ছে। এখানে পাঠান্তর হল 'কলপদামৃতবেণুগীত', এতে বেণুগীতের অলৌকিক স্বাদুতা প্রকাশ করা হয়েছে, সুতরাং ঐ বেণুগীতের কথা বুঝলেও মরণ, না বুঝলেও মরণ— এইরূপে সর্ববস্থায় মরণ উপলব্ধি করে সভয়ে বললেন— ত্রৈলোক্য ইতি। **ত্রৈলোক্য**— উর্ধ্ব-অধো-মধ্যদেশে বর্তমান যাবতীয় লোকের **সৌভগং**— সৌভাগ্য, জনপ্রিয়তা বা সৌন্দর্য যাতে অন্তর্ভুক্তরূপে আছে, **তদ্ ইদং**— সেই প্রত্যক্ষ বর্তমান রূপ, এখানে 'ইদং' পদে অন্যথাত্ব নিরস্ত হল। অথবা, **ইদং**— এতাদৃশ আসাধারণ রূপ, **নিরীক্ষ্য**— বিশেষভাবে দর্শন করে মোহিত হয়— এখানে কৈমুতিক ন্যায় বুঝানো হচ্ছে, যার শ্রবণাদি দ্বারাও লোক মোহ প্রাপ্ত হয়, তাঁর সাক্ষাৎ দর্শনে যে হবে, তাতে আর বলবার কি আছে ? **কা স্ত্রী**— যেখানে পুরুষগণও, এমনকি ভগবানও মোহ প্রাপ্ত হন, সেখানে এমন কোন স্ত্রী আছে, যে মোহ প্রাপ্ত হবে না ? এ কথার প্রমান— "কৃষ্ণের বেণুগান শুনে ইন্দ্র-শিব-ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ মোহপ্রাপ্ত হন।" —(শ্রীভা⁰ ১০।৩৫।১৬)। আরও "কৃষ্ণের রূপ এতই মনোরম যে তাঁর নিজেরও বিস্ময় জন্মায়" —(শ্রীভা⁰ ৩।২।১২)। অহো তাবৎ তাদৃশ সারাসার বিচার চতুর তাঁদের কথা দূরে থাকুক **যৎ**— 'যাভ্যাং' যে বেণুগীত ও রূপের দ্বারা গবাদি-পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষগণ পর্যন্ত পুলকিত হয়, তার দ্বারা কোন্ স্ত্রী-না মোহিত হয় ? এই শ্লোকের বাক্যে "লোকেপ্সুভিঃ ইত্যাদি" —(১০।২৯।২৫) শ্লোকের বাক্যের উত্তর দেওয়া হল।

উপেক্ষময়ার্থে ব্যাখ্যা ঃ যেন কৃষ্ণ **প্রশ্ন** উঠাচ্ছেন— যদি আমার অঙ্গ দর্শনে তোমাদের ক্ষোভ না হয়ে থাকে, তবে কেন এখান থেকে চলে যেতে চাইছ? এরই উত্তরে, তোমার বেণুগান 'কল' ইত্যাদি **সুলক্ষণ** যুক্ত হলেও স্ত্রীজাতি মাত্রেই এমন কে আছে **আর্যচরিতাৎ**— সদাচার বশতঃ **তে**— (যুষ্মদ্ শব্দের চতুর্থী) তোমার কাছ থেকে **ন চলেৎ**— পলায়ন না করে। তথা যেহেতু গবাদিও পুলকিত হয়, তাই ঈদৃশ রূপ **নিরীক্ষ্যচ**— খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হয়ে গেলেও কে এমন আছে যে সেই সদাচার অনুরোধেই পালিয়ে না-যায়? কারণ সুন্দরী স্ত্রীগণের সুন্দর পরপুরুষের নিকট অবস্থানই অতিশয় নিন্দার কারণ হয়ে থাকে— সুতরাং যদিও আমরা সম্মোহিত হই নি, তোমার রূপ লুব্ধ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখিও নি, তবুও পালিয়ে যাব, এরূপ ভাব। জী ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ননু, যুষ্মাভির্ধর্ম্মমার্গায় জলাঞ্জলির্দত্ত এব তৎ কিমন্যা অপি পতিব্রতা "বিদূষয়তি নির্লজ্জঃ স্বয়ং দুষ্টঃ পরানপী"তি ন্যায়েন দূষয়থ। মদ্বক্ষস্যোৎপত্তিক্যেব যেয়ং লক্ষণবিশেষরূপা সুবর্ণরেখা ভ্রাজতে তাঞ্চ দৃষ্ট্বা পতিব্রতাশিরোমণিং লক্ষ্মীমপি দূষয়ন্ত্যস্তস্যামপ্যপরাধিন্যঃ কথং ভবথেতি। তত্র ন কামপি দূষয়ামঃ, কিন্তু ত্রিজগতামপি ধর্ম্মধ্বংসনায় বিধাত্রা ত্বং সৃষ্টোঽসীতি। সরোষচাপলমাহুঃ,—কা স্ত্রী। অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ, কলানি পাদানি যত্র তদমৃতরূপং যদ্বেণুগীতং তেন "কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন" ইতি পাঠে আয়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন সম্মোহিতেতি, ন স্ত্রী দৃষ্যতে কিন্তু ত্বৎকর্ত্তৃকং গীতমেবেতি ভাবঃ। আর্য্যচরিতাৎ পাতিব্রতালক্ষণনিজধর্ম্মান্ন চলেৎ অপি তু সর্ব্বৈব চলেদিতি। ধর্ম্মত্যাজনলক্ষণ প্রত্যবায়ং ত্বং প্রাপ্স্যস্যেবেতি ভাবঃ। ন কেবলং ত্বদ্গুণস্যৈব ধর্ম্মধ্বংসকতা অপি তু তদ্রূপস্যাপীত্যাহুঃ—ত্রৈলোক্যেতি। ঊর্দ্ধাধোমধ্যদেবর্ত্তিষু প্রাকৃতাপ্রাকৃতলোকেষ্বপি সৌভগমেব যস্য তৎ ন তু ধর্ম্মধ্বংসকত্বহেতুকঃ কস্যাপ্যত্র দ্বেষ ইতি ভাবঃ। নচ স্ত্রীণাং স্বাভাবিকঃ কামোঽপি মোহে হেতুরস্তীতি বাচ্যম্। যতো জঙ্গমস্থাবরাণাং সর্ব্বেষামপি বৈবশ্যপ্রাপকৌ তব রূপগুণাবিত্যাহুঃ—যৎ যতো গীতরূপাভ্যাং অবিভ্রন্ অবিভরুঃ তস্মাৎ হে রাজন্, কিং বহুনা "শক্র শর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ কশ্মলং যযু"রিতি বেণুগীতাধ্যায়াৎ পরমতত্ত্ববিদামপি মোহং "বিস্মাপনং স্বস্যে"তি চ তব তস্যাপি চমৎকারো দৃষ্ট ইতি শ্রীশুকোক্তিরপ্যাসীদিতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তোমরা কি ধর্মমার্গ জলাঞ্জলিই দিয়ে দিলে, তাই কি অন্যজন পতিব্রতা হলেও "যে ব্যক্তি নিজে দুষ্ট নির্লজ্য সে অপরের উপর দোষারোপ করে থাকে।" --- এই ন্যায়ে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নামেও দোষারোপ করছ। আমার বক্ষে দৈবে এই যে চিহ্নবিশেষ স্বর্ণরেখা শোভা পাচ্ছে, তাই দেখে তোমরা পতিব্রতাশিরোমণি লক্ষ্মীকেও দূষতে আরম্ভ করে দিলে, তাঁর চরণে বৃথা কেন অপরাধী হচ্ছ। এর উত্তরে গোপী, লক্ষ্মীদেবীকে কোনই দোষারোপ করছি না, কিন্তু দোষ বিধাতার সৃষ্টির. ত্রিজগতের ধর্মধ্বংস করবার জন্যই বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, এই আশয়ে সরোষ চাপল্য ভাবে বললেন— **কা স্ত্রী অঙ্গ**! ইতি। অঙ্গ হে কৃষ্ণ! **কলপদায়ত বেণুগীত সম্মোহিত** – কলপদামৃত সঙ্গীতে সম্মোহিত অর্থাৎ মৃদু-মধুর পদ যাতে, সেই অমৃতরূপ যে বেণুগীত তার দ্বারা সম্মোহিত। পাঠভেদ 'কলপদায়ত মূর্চ্ছিতেন'

শেষবাধা, অভিজাতঃ সৎকুলাজ্জাত ইতি তত্রাপি বৈশিষ্ট্যম্, অতোঽস্মাকং নাশে তত্রাপি ত্বদেকহেতুকনাশকত্বে ব্রত-ভঙ্গাপত্তিতোঽপ্যধিকোঽধর্ম্মদোষঃ স্যাৎ ইতি ভাবঃ। ঈশ্বরস্য পূর্ণকামস্যাপি তাদৃশব্রতরক্ষা তাদৃশকামনা চ দৃশ্যত এবেত্যাহুঃ—দেব ইতি। সর্ব্বথা দীব্যতি বিরাজত ইতি দেবঃ, আদিপুরুষ সর্বপুরুষেষু শ্রেষ্ঠঃ, সোঽপি যথা সুরলোকগোপ্তা স্বেচ্ছয়ৈব তজ্জনমাত্রস্য রক্ষিতা সন, অদিত্যাদাবভিজাতো ভবতি, তত্তস্মাৎ করস্য পঙ্কজত্বং তাপহারিতামাত্রাংশে রূপিতম্। বস্তুতস্তু তাপস্য তদপ্রাপ্তিমাত্রনিদানত্বাত্তদারস্ত এবাপগমঃ স্যাদিত্যভিপ্রেত্যৈব তপ্তেষ্বপি স্তনেষু পরমস্নিগ্ধা-ভিরপি তাভিস্তন্নিধানপ্রার্থনমিতি জ্ঞেয়ম্; পূর্ব্ববৎ সদৈন্যমপ্যাহুঃ—শিরঃসু চ কিঙ্করীণামিতি ইত উর্দ্ধং চাস্মানাত্মসাৎ কুর্ব্বিতি বিবক্ষিতম্। হে আর্ত্তবন্ধো ইতি আর্ত্তবন্ধো সাক্ষাদ্বিরাজমানে ত্বদ্দাসীনাং তাপোঽনুচিত ইতি সূচিতম্, তথা কামেন চ মা নিধেহি, কিন্ত্বার্ত্তবন্ধুত্বেনৈব নিধেহীতি চ গূঢ়োঽয়মভিপ্রায়ঃ। অবহিত্থয়াচ্ছাদ্যমানোঽপি মনোভা-বোঽস্মদঙ্গেষু হস্তার্পণেন স্বয়মেবোন্তবিতেতি। নিষেধার্থশ্চায়ম্—তথাপি তং বলাদিব স্পৃশন্তমাশঙ্ক্যাহুঃ—ব্যক্তমিতি তত্র পূর্ব্বার্দ্ধেন ততো ধর্ম্মভয়াদিতোঽপি রক্ষা তবোচিতা, ন তু তন্নাশ ইতি ভাবঃ। নো নিধেহি, মা নিধেহি; আর্ত্তবন্ধো ইতি স্বেষাং ধর্ম্মভয়াদার্ত্তিং ব্যঞ্জয়ন্তি, তপ্ত হে কামাগ্নিসন্তাপিতহৃদয় কিঙ্করীণাং স্বগৃহদাসীনামপি কিমুত মাদৃশীনাম্; তত্রাপি শিরঃসু চ মা নিধেহি, কিমুত স্তনেষ্বিত্যর্থঃ। তদেবং স্বাগতমিত্যাদিপ্রকরণং সংলাপাখ্যোঽ-নুভাবো জ্ঞেয়ঃ; 'উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্বাক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্ত্যতে' ইত্যুক্তেরিতি ॥ জী° ৪১ ॥

৪১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এই প্রকারে চতুর্থদিক্‌স্থিতা গোপীগণও প্রসঙ্গের আরম্ভে যেরূপ বলেছিলেন সেইরূপ নিজেদের উপর থেকে ধর্মাদি দোষ পরিহার পূর্বক শ্রীকৃষ্ণেতেই ধর্মদোষ লাগিয়ে উপসংহার করতে গিয়ে পুনরায় নিজেদের বক্তব্য রাখছেন-- আরও, হে গোপীগণ তোমরা যাদের কথা বললে, হোক না তাঁরা সকলেই মোহিত, আমাদের তো নারায়ণ সম গুণ থাকায় পূর্ণকাম হওয়া হেতু অন্যত্র প্রবৃত্তিই হয় না, এরূপ কাজে যে হয় না, সে আর বলবার কি আছে? কৃষ্ণের এরূপ উক্তির আশঙ্কা করে গোপীগণ বলছেন— ব্যক্তম্ ইতি— ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে তুমি **ব্রজভয়ার্তিহরঃ**— ব্রজের যে ভয়, যথা পূতনাদি ও দাবানলাদি থেকে যে ভয়, সেজন্য ত্রাস ও আর্তি, ঝড় বৃষ্টি থেকে পীড়া; তথা 'ভয়ং' কৃষ্ণবিরহ শঙ্কায় ভয়, আর কৃষ্ণবিরহে আর্তি— এই উভয় প্রকার ভয় ও আর্তি হরণকারী হয়ে অর্থাৎ এই সকল খণ্ডন করার জন্য তুমি **অভিজাত**— সৎকুল থেকে জাত হও। এ কথা বলার কারণ, তুমি নিজেই এরূপ চিন্তা করে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলে— "আমি এই গোষ্ঠের একমাত্র রক্ষক এবং ঈশ্বর। গোকুল আমার অতি প্রিয়, আমি নিজের আসাধারণ শক্তিতে একে রক্ষা করব, এরূপ সঙ্কল্প করেছি।" পাঠান্তরে 'ব্রজজনার্তি'— এর অর্থ ব্রজজনের অন্তরে-বাইরে 'আর্তি' অশেষ বাধা। তুমি 'অভিজাত' অর্থাৎ সৎকুল জাত। জন্মেও তোমার বৈশিষ্ট্য আছে, অতএব আমাদের নাশে, তার মধ্যেও আবার একমাত্র তোমার কারণেই নাশে আমাদের ব্রতভঙ্গ বিপত্তি থেকেও অধিক অধর্মদোষ হবে তোমার, এরূপ ভাব। পূর্ণকাম ঈশ্বরেরও তাদৃশ ব্রতরক্ষা ও তাদৃশ কামনা দেখা যায়, এই আশয়ে বলছেন **দেব ইতি**— চতুর্দিক আলো করে বিরাজমান। **আদিপুরুষঃ**— সকল পুরুষ থেকে শ্রেষ্ঠ। সেও **যথা**

ত্মারামগণ ইব, তেন সোঽপ্যাত্মবশীচক্রে ইতি ভাবঃ। অতএবাপি-শব্দঃ সার্থকঃ স্যাদন্যথা তু প্রত্যুত বিরুদ্ধ এব। যদ্যপি 'নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা' (শ্রীভা ৯।৪।৬৪) ইতি সামান্যভক্তপরমপ্যস্তি বচনং, তথাপ্যত্র বৈশিষ্ট্য-বিবক্ষয়া তথোক্তমিতি ন পৌনরুক্ত্যবৈয়র্থ্যম্। ননু কথমেকঃ সন্নসংখ্যা রময়ামাস? তত্রাহ—যোগেশ্বরেশ্বর ইতি, যোগেশ্বরা অপি কায়ব্যূহাদিকং বিধায়যুগপন্নানাকৃত্যং বিধাতুং শক্নুবন্তি, স তু তেষামপীশ্বরত্বেনাচিন্ত্যস্বাভাবিকশক্তিত্বাত্তদাদিকং বিনাপি শক্নোতীতি। বক্ষ্যতে চ শ্রীনারদেন—'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥' (শ্রীভা ১০।৬৯।২) ইতি ভাবঃ। গোপী-শব্দেন তত্তন্মহামন্ত্রপ্রসিদ্ধং তাসাং তদীয়নিত্যবল্লভাত্বং স্মারয়িত্বা তত্রাপি নাত্যাশ্চর্য্যতাং সূচয়তীতি ॥ জী০ ৪২ ॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ ইতি বিক্লবিতং—** এরূপ বিলাপবাক্য— 'ইতি' কৃষ্ণ নিজ উক্তিবৎ গোপীগণের প্রার্থনা ও উপেক্ষামরাত্মক প্রেমবিহ্বলতাময় রোষ ও দৈন্যোত্থ উক্তি শুনে অর্থাৎ এসব শুনে নিজ অভিলাষ পূরণ করত (গোপীদের বিহারে প্রবৃত্ত করলেন)। অতঃপর **প্রহস্য—** হাসতে হাসতে। কৃষ্ণের এই হাসির কারণ— পরিহাসেও গোপীদের বিহ্বলতা-বিশেষ উদয়, এর প্রভাবে নিজাভীষ্ট শ্রবণ সিদ্ধি, তার মধ্যেও আবার নিজ বচন সদৃশ প্রত্যুত্তর-সৌষ্ঠব শ্রবণ হেতু অবহিত্থার অপসরণে স্বচিত্তে রত্যাখ্য ভাবের উদয়--- অর্থাৎ চিত্তের সম্যক্ বিকাশ বশতঃ মুখে যে অনুভাবরূপ প্রফুল্লতা প্রকাশ পায়, সেই রসশাস্ত্র প্রসিদ্ধ ভাব-বিশেষ লাভ হেতু কৃষ্ণ সদয় ভাবে (গোপীদের রমণে প্রবৃত্ত করালেন)। আরও গোপীদের সেইরূপ সপ্রেম দৈন্যবচন শুনে **সদয়ং—** সদয় ভাবে অর্থাৎ চিত্তের আদ্রভাবের সহিত **গোপীঃ অরিরমৎ—** কৃষ্ণ নিজেই কর্তা হয়ে গোপীদের রমণে প্রবৃত্ত করালেন, অর্থাৎ এই রমণে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এইরূপে কৃষ্ণেরই ইচ্ছা-বৈশিষ্ট্য এ ব্যাপারে লক্ষিত হল। যেমন খেলাড়ু বালকগণ সবাই সমান হলেও তাদের মধ্যে খেলার প্রবর্তক বালকেরই বৈশিষ্ট্য থাকে, এরূপ ভাব। এখানে 'অরীরমৎ' এই পরস্মৈপদপ্রয়োগে কর্তারই বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হচ্ছে। যদি বলা যায়, নাগরগণের কাছে এ আর কি আশ্চর্য? এরই উত্তরে, **আত্মারামোঽপি—** যিনি আত্মানন্দে বিভোর তাঁর পক্ষে অন্য কর্মে প্রবৃত্ত হওয়াই তো আশ্চর্যজনক। কিন্তু এ অঘটন ঘটাচ্ছে, গোপীপ্রেমের প্রাবল্য, যা আত্মানন্দকেও তুচ্ছ করে দিচ্ছে। অহো গোপীপ্রেমগুণ-প্রাবল্য! আত্মানন্দ থেকে যে ভক্ত্যানন্দে কৃষ্ণের অধিক সুখ, তা "আমার ভক্ত সাধুগণ বিনা আমি আমার আত্মাকেও স্পৃহা করিনা।" --- (শ্রীভা০ ৯।৪।৬৪) শ্লোক থেকে বুঝা যায়। এই শ্লোকটি সাধারণ ভক্তপর হলেও ইহাই সূচনা করছে যে ভক্তশিরোমণি গোপীদের দুর্বার প্রেমানন্দের আকর্ষণের কাছে আত্মানন্দের আকর্ষণ তুচ্ছ হয়ে যায়। কাজেই গোপীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য প্রখ্যাপনের জন্যই এখানে এই 'অপি' শব্দের প্রয়োগ। আরও এই 'অপি' শব্দের প্রয়োগেই বুঝা গেল, আত্মানন্দেরও আকর্ষণ শক্তি আছে, যদিও এর প্রাবল্য গোপীপ্রেমানন্দের কাছে তুচ্ছ।

শ্রীশুক উবাচ।

৪২। ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥

৪২। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুকঃ উবাচ— যোগেশ্বরেশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাসাং (গোপীনাং) ইতি (পূর্বোক্তং) বিক্লবিতং (বিলাপিতং বচঃ) শ্রুত্বা প্রহস্য সদয়ং (যথা স্যাৎতথা) আত্মারামঃ অপি গোপীঃ অরীরমৎ।

৪২। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন— হে রাজন্! যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ আত্মারাম হয়েও আহ্লাদের সহিত হাসতে হাসতে স্বয়ং সাগ্রহে গোপীদের সহিত বিহার করতে আরম্ভ করলেন।

এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ব্যক্তং ইতি। **ব্যক্তং—** এই আখ্যান ব্যক্তই আছে, গোপন কিছু নেই, এরূপ অর্থ। কি সেই অখ্যান? **ভবান্ ব্রজইতি—** দাবানলাদি থেকে ব্রজের যে ভয় ও ঝড়জল থেকে যে ক্লেশ, আপনি তা দূব করেন। 'ব্রজজনার্তিহর' পাঠও আছে। **অভি-জাতো—** 'অভি' সর্বতোভাবে অর্থাৎ নন্দগৃহে যশোদামার গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করেছ, **দেবো যথা** -যেরূপ নারায়ন অদিতি প্রভৃতির গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করেন— এ-সব কথা সর্বলোকেই জানে, বহুল প্রচারিত; আজ যদি শতকোটি সংখ্যক এই সব গোপী মরে যায়, তবে এদের পিতামাতাদি ব্রজজনের দুঃখের অন্ত থাকবে না, আর কি করে একদিনেই এরা সব বনমধ্যে মরে গেল, এইরূপে ভয়ও হবে, এরূপ ভাব। তা হলে তোমাদের কি ইচ্ছা শুনি, এরই উত্তরে বলছেন, **তন্নো নিধেহি—** 'তৎ' সুতরাং হে আর্তবন্ধো! আমাদের তপ্ত স্তনে তোমার করপঙ্কজ স্থাপন কর। **কৃষ্ণ ঃ** তা হলে যে আমার মৃদুল তনুতে জ্বালা হবে, এরই উত্তরে **গোপী ঃ** তোমার পরিচারিকা আমাদের এই স্তনযুগল তপ্ত হলেও তোমার পরিচর্যার উপকরণই, সূর্যোদয় তাপও পঙ্কজের তাপক হয় না, প্রত্যুত সুখদই হয়ে থাকে, এরূপ ভাব। **শিরঃসু চ—** মাথায়ও করকমল স্থাপন কর, অতঃপর আর তোমাদের মৎকৃত-ত্যাগ-ভয় না হোক, এ-আশীর্বাদ জানা-বার জন্য। বি ৪১॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ইতি নিজোক্তিবদ্দুভয়ার্থ-স্পর্শাত্মকমেতদ্বিক্লবিতং প্রেমবৈক্লব্যময়রোষ-দৈন্যোক্তং শ্রুত্বা তচ্ছ্রবণেন স্বাভিলাষং পূরয়িত্বেত্যর্থঃ; ততঃ প্রহস্য পরিহাসেঽপি তাসাং বৈকল্যবিশেষোদয়াৎ, ততো নিজাভীষ্টশ্রবণসিদ্ধেস্তত্রাপি স্ববচনসদৃশ প্রতিবচনসৌষ্ঠবাত্ততোঽবহিত্থাপগমেন রত্যাখ্যভাবোদয়াচ্চ। প্রকর্ষেণ চেতোবিকাশিরূপতয়া রসশাস্ত্রপ্রসিদ্ধং মুখপ্রসাদানুভাবং ভাববিশেষং লব্ধ্বেত্যর্থঃ। তদেব চ সপ্রেমদৈন্যবচনং শ্রুত্বা সদয়ং চিত্তার্দ্রতাসহিতং যথা স্যাত্তথা গোপীররীরমৎ, রন্তুং স্বয়মেব প্রযোজয়ামাস, অত্যাগ্রহঞ্চকার ইত্যর্থং। এবং তস্যৈব চ তত্রেচ্ছাবৈশিষ্ট্যং লক্ষ্যতে, সমানমপি ক্রীড়ৎসু বালকেষু প্রযোজকবালকস্যেবেতি ভাবঃ। অতএব পরস্মৈ-পদম্, 'অণাবকর্মকাচ্চিত্তবৎ কর্তৃকাৎ' ইতি কর্ত্রভিপ্রায়ে তদ্বিধানাৎ। ননু কিমেতদাশ্চর্য্যং নাগরেষু? তত্রাহ— আত্মারামোঽপি, অহো তাসাং প্রেমগুণপ্রাবল্যং, যতঃ 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' (শ্রীভা ১।৭।১০) ইত্যাদৌ হরিগুণেনা-

এখানেই 'অপি' শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা। এখানে 'অপি' শব্দ বিনা শুধু আত্মারাম বললে আত্মানন্দের বশীকরণ শক্তি অপ্রকাশিত থাকত। (যেমন শালবৃক্ষ উপরানোতেই হাতির বলের প্রকাশ, সেইরূপ আত্মানন্দকে তুচ্ছ করে দেওয়াতেই গোপীপ্রেমানন্দের বলের প্রকাশ)। যদি বলা যায়, কি করে এক হয়ে অসংখ্য গোপীরমণ করা সম্ভব হল? এরই উত্তরে, **যোগেশ্বরেশ্বর—** যোগেশ্বরগণও কায়ব্যূহাদি করে যুগপৎ নানা কর্ম করতে সমর্থ, কৃষ্ণ তো যোগেশ্বরদেরও ঈশ্বর হওয়া হেতু অচিন্ত্য স্বাভাবিক শক্তি বলে সে সব বিনাও যুগপৎ নানা কর্ম করতে সমর্থ। শ্রীনারদ বলেছেন "এ এক বিষম আশ্চর্য যে একই বিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ পৃথক পৃথক গৃহে ষোলসহস্র স্ত্রীকে বিবাহ করেন" — (শ্রীভা° ১০।৬৯।২), এরূপ ভাব। এখানে 'গোপী' শব্দের প্রয়োগে সেই সেই মহামন্ত্রপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণে তাঁদের নিত্যবল্লভাত্ব স্মরণ করিয়ে তাঁদের সম্বন্ধে যে এই রমণ আশ্চর্য নয়, তাই সূচিত হল এখানে। জী ৪২ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্ব টীকা :** কিক্লবিতং বৈক্লব্যব্যঞ্জকং বাক্যং শ্রুত্বা তচ্ছ্রবণেন স্বাভিলাষং পূরয়িত্বেত্যর্থঃ। প্রহস্য অহো ভাববত্যো যূয়ং প্রতিদিনমেব মিলনসময়ে বাম্যমপারং কুরুধ্বে এব। অহস্ত্বেকস্মিন্নেব দিনে অদ্যৈবাবহিত্থয়া যৎ কিঞ্চিদ্বাম্যমকরবং তদপি দাক্ষিণ্যগর্ভমেব। তেনাপ্যেতাবদ্বৈক্লব্যবত্যো লজ্জায়াঃ শ্রাদ্ধং কৃতবত্যো মাং হাসয়ধ্বে। তস্মাৎ যুষ্মৎ প্রাত্যহিকাবহিত্থা সিন্ধুচুলুকীকরণচুঞ্চুনা ময়ৈব জিতাঃ স্থ। ভোঃ সুবুদ্ধিশেখরম্মন্যাঃ, জিতাঃ স্থ তৎ স্বয়মেবাগত্য প্রতিবন্ধকলজ্জাধৃত্যাদ্যভাবান্মৎকণ্ঠে কনকমণিমালায়িতা ভূত্বা স্বাধরসুধাঃ পায়য়ত, চিরাদুদ্ভূতমহাতৃষ্ণোঽহস্মীতি পরিহস্য সন্ অয়ঃ শুভাবহো বিধির্যত্র তৎ সস্নেহং বা যথাস্যাত্তথা আত্মারামোঽপি তা গোপস্ত্রীঃ রময়ামাস ইত্থম্ভূতপ্রেমাণো গোপস্ত্রিয় ইতি। "আত্মারামাশ্চ মুনয়" ইতি পদ্যে ইত্থম্ভূতগুণো হরি"রিতিবৎ গোপীনাং তদীয়স্বরূপভূতহ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিত্বাৎ তা অপ্যাত্মন ইত্যাত্মভূতাভিস্তাভি রমণং সম্ভবত্যেক যদ্যপি "নচ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্"ইতি "নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনে"ত্যাদি ভগবদুক্তেস্তস্য স্বাত্মতোঽপি ভক্তানামানন্দপ্রদত্বাধিক্যাবগমাদাসাঞ্চ গোপ নাং সর্ব্বভক্তশিরোমণিত্বাদাত্মারামস্যাপি তত্মানন্দাধিক্যার্থমেবৈতাভী রমণমিতি জ্ঞেয়ম্। ননু, প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিত ইতি ক্রমদীপিকাদ্যাগমদৃষ্ট্যা শতকোটি সঙ্খ্যাভিস্তাভিরেকত্রৈব একদৈব একস্য তস্য রমণং নোপপদ্যতে তত্রাহ,—যোগিনঃ সৌভর্য্যাদয়ঃ যোগেশ্বরা রুদ্রাদয়স্তেষামপীশ্বর ইতি। সৌভর্য্যাদয়ঃ কায়ব্যূহং কৃত্বৈব রমন্তে কৃষ্ণস্তত্তর্ক্যাচারতন্তং বিনা। যদ্বক্ষ্যতে "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষে"ত্যাদীতি ॥ বি° ৪২ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ :** বিক্লবিত— বিহ্বলতা ব্যঞ্জক বাক্য **শ্রুত্বা**— নিজ মনোবাসনা পূরণ করে শুনে, এরূপ অর্থ। **প্রহস্য** — হাসতে হাসতে, হাসির ভাব এরূপ, অহো ভাববতী তোমরা প্রতিদিনই মিলন সময়ে অপার বাম্যভাব প্রকাশ করে থাক। আমি ত একদিন আজই মাত্র ভাবগোপন করত কিঞ্চিৎ বাম্য করেছি, তাও দাক্ষিণ্যগর্ভই (অন্তরে আনুকূল্যই)। তার দ্বারাই এতখানি বিহ্বল হয়ে লজ্জার শ্রাদ্ধ করে ফেললে, আমাকে হাসালে। সুতরাং তোমাদের প্রাত্যহিক অবহিত্থা-সিন্ধু গণ্ডূষে পান করে নিয়ে আমিই জিতে গেলাম। ওহে সুবুদ্ধিশেখরম্মন্যা গোপীগণ! জিতে গিয়েছি, সুতরাং লজ্জাধৃতি প্রভৃতি প্রতিবন্ধক ধ্বংস হয়ে

৪৩। তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাস-দ্বিজ-কুন্দ-দীধিতি-ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ ॥

৪৩। **অন্বয়** ঃ উদারচেষ্টিতঃ উদারহাস-দ্বিজ-কুন্দ-দীধিতিঃ (উদার হাসে দ্বিজকুন্দানাং দীধিতিঃ যস্য সঃ) অচ্যুতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিঃ (প্রিয়স্য ঈক্ষণেন উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ) সমেতাভিঃ (মিলিতাভিঃ তাভিঃ (গোপীভিঃ বৃতসন্) উড়ুভিঃ (তারকাভিঃ) বৃতঃ এনাঙ্কঃ (চন্দ্রঃ) ইব ব্যরোচত (শুশুভে)।

৪৩। **মূলানুবাদ** ঃ (তাভিঃ ইত্যাদি চারটি শ্লোকে রমণরীতি বর্ণন করতে গিয়ে কৃষ্ণই যে প্রযোজক কর্তা, তা দেখাবার জন্য প্রেমসঙ্গমে কৃষ্ণের যে শোভা হয়েছিল তা বর্ণিত হচ্ছে—)

গোপীদের রতিসুখপ্রদ, চ্যুতিরহিত-রমণনিষ্ঠ, উদার হাসিতে প্রকাশিত কুন্দশুভ্র আভায় শোভমান কৃষ্ণ তারকাখচিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন— প্রিয়দর্শনে উৎফুল্লমুখী, সম্যকভাবে মিলিতা গোপসুন্দরীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে।

যাওয়ায় নিজেরাই এসে আমার কণ্ঠে স্বর্ণমণিমালার মতো ঝুলে পড়ে নিজ অধরসুধা পান করাও, বহুকাল ধরে জাত মহাতৃষ্ণায় আকুল হয়ে আছি, এইরূপে কৌতুক করবার পর **সদয়ং**— এই মঙ্গলময় অনুষ্ঠান অনুরূপ স্নেহের সহিত (বিহার করতে আরম্ভ করলেন) **আত্মারামোঽপি**— আত্মারম হয়েও **অরীরমৎ**— সেই গোপস্ত্রীগণের সহিত বিহার করতে লাগলেন। অহো গোপস্ত্রীগণের কি অদ্ভুত প্রেম। "আত্মারামাশ্চমুনয় ইত্যাদি" অর্থাৎ "শ্রীহরির এইরূপ অদ্ভুত গুণ যে আত্মারাম-মুণিগণও তাঁকে ভক্তি করে থাকে।" এই শ্লোকে যেমন শ্রীহরির গুণের মহিমা বলা হয়েছে, সেইরূপ এখানে গোপীপ্রেমের মহিমা বলা হয়েছে। গোপীগণ কৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তি-বৃত্তি হওয়া হেতু তাঁরা কৃষ্ণের আত্মাও বটে, কাজেই আত্মভূত তাঁদের সহিত বিহার সম্ভব হচ্ছে, যদিও "সঙ্কর্ষণও আমার তেমন প্রিয় নয়, লক্ষ্মীও আমার তেমন প্রিয় নয়, আত্মাও আমার তেমন প্রিয় নয়, যেমন প্রিয় হে উদ্ধব ভক্ত তুমি।" আরও "আমার ভক্ত সাধুগণ বিনা আমি আত্মাকেও আশা করি না।" ইত্যাদি শ্রীভগবৎ-উক্তি থেকেই বুঝা যায় তাঁর নিজ আত্মা থেকেও ভক্তগণের আনন্দপ্রদান-গুণের যে আধিক্য আছে, তা কৃষ্ণের জানা, তাই এই গোপীরা সর্বভক্তশিরোমণি হওয়া হেতু আত্মারাম কৃষ্ণেরও আনন্দাধিক্যের প্রয়োজনেই গোপীদের সহিত বিহার, এরূপ বুঝতে হবে। **যোগেশ্বরেশ্বরঃ** পূর্বপক্ষ "শতকোটি প্রমদা দ্বারা আকুলিত" ইত্যাদি ক্রমদীপিকাদি আগম অনুসারে শতকোটি সংখ্যক সেই গোপীদের সহিত একত্রই একদিনই একল কৃষ্ণের রমণ সম্পন্ন হবে কি করে? এরই উত্তরে যোগেশ্বরেশ্বর— সৌভরী প্রভৃতি যোগিগণ যোগেশ্বর। রুদ্রাদি এদের ঈশ্বর। সৌভরী প্রভৃতি (বহু পৃথক পৃথক দেহ) কায়ব্যূহ করেই রমণ করেন, অতর্কলীল কৃষ্ণ কিন্তু তা বিনাই করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বারকা লীলায় যা দর্শন করে

শ্রীনারদের বিস্ময় হয়েছিল "অহো কি আশ্চর্য কৃষ্ণ এক বাপুতেই সহস্র মহিষীর ঘরে ঘরে লীলা করছেন।" বি ৪২ ॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ রমণপ্রকারমেব তাভিরিত্যাদিভিশ্চতুর্ভির্বর্ণয়ন্ তৎপ্রযোজককর্তৃতাঞ্চ দর্শয়ন্নাদৌ তাভিঃ সহ প্রেমসঙ্গমেন তস্যাপি শোভাবিশেষং সদৃষ্টান্তমাহ—তাভিরিতি। সমেতাভিঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণেন কর্ত্রা সমাগতাভিঃ, অরীরমদিত্যুক্তেঃ; ততস্তাভিস্তাদৃশীভির্বৃতঃ পরিতো বেষ্টিতঃ সন্ ব্যরোচত বিশেষেণা-শোভত। তত্রাপ্যচ্যুতঃ সর্ব্বাভিঃ প্রত্যেকমপি সঙ্গমে চ্যুতিরহিতঃ সন্, অতএব উদারচেষ্টিতঃ—উদারাণি রস-বিশেষোদ্দীপনবিচিত্রবৈদগ্ধ্যাদিময়ত্বেন সর্ব্বোৎকৃষ্টানি পরমসুখপ্রদানি বা চেষ্টিতানি স্পর্শনপুষ্পাদ্যর্পণ-কটাক্ষাদিরূপাণি যস্য সঃ. অতএব প্রিয়স্য বীক্ষণং স্বকর্তৃকং তৎকর্ত্তৃকং বা জ্ঞেয়ম্। উৎফুল্ল-শব্দেন মুখস্য কমলত্বং ব্যঞ্জিতং, তদীক্ষণে তদন্তঃকরণতমোঽপগমেন তদীয়দিবসতাপ্রাপ্তেরিতি ভাবঃ। এবং তাসাং রসবিশেষ উক্তঃ। তস্যাপি তমাহ—উদারো হাসো যয়া সা, দ্বিজকুন্দদীধিতির্যস্যেতি শ্রীমদ্দন্তানাং প্রকাশেন হাসস্যাধিকশোভোক্তা; স্বতঃ পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তনিত্যশোভা-ময়স্যাপি তাভিঃ শোভাবিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—এণাঙ্ক ইতি। চন্দ্রস্য পূর্ণত্ব এণাঙ্কস্যৈণাকারত্বেনোপলম্ভাদেণাঙ্কঃ পূর্ণচন্দ্রস্তারাভিঃ সর্ব্বতো বিরাজমানাভিঃ সতীভির্বৃতঃ সন্ যথা বিরোচতে তদ্বদিতি। এবং তাভিঃ সহ তস্যা-ন্যোঽন্যং শোভনত্বংপ্রেষ্ঠত্বং নিত্যসাহিত্যং, তাসাং তত্তন্বীত্বং চ সূচিতম্ ॥ জী০ ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ 'তাভিঃ' ইত্যাদি চারটি শ্লোকে রমণরীতি বর্ণন করতে গিয়ে উহার প্রযোজক কর্তৃত্ব দেখাবার জন্য প্রথমে ঐ গোপীদের সহিত প্রেমসঙ্গমে কৃষ্ণের শোভাবিশেষ সদৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে – তাভিরিতি। **তাভিঃ সমেতাভিঃ**— প্রেরকরূপে স্বয়ং কৃষ্ণ কর্তৃকই সমাগতা (কৃষ্ণই বংশী ধ্বনি করে এনেছিলেন), পূর্ব শ্লোকে 'অরিরমৎ' পদ থাকা হেতু এরূপ অর্থই আসে। অতঃপর 'তাভিঃ' তাদৃশ গোপীগণে **বৃতঃ**— পরিবৃত হয়ে **ব্যরোচত**— বিশেষভাবে শোভিত হলেন। এর মধ্যেও আবার 'অচ্যুত' পদ ব্যবহারে বোঝালেন গোপীসকলের প্রত্যেকের সঙ্গে চ্যুতিরহিত ভাবে সঙ্গমে রত হলেন, অতএব **উদারচেষ্টিতঃ**— রসবিশেষের উদ্দীপক বিচিত্র বৈদগ্ধাদিময়রূপে সর্বোৎকৃষ্ট বা পরম সুখপ্রদ লীলা, যথা— স্পর্শন, পুষ্পাদি অর্পণ, কটাক্ষাদি যাঁর, সেই কৃষ্ণ। অতএব **প্রিয়েক্ষণ**— কৃষ্ণ কর্তৃক গোপাঙ্গনাদের দর্শন বা গোপাঙ্গনাদের দ্বারা কৃষ্ণদর্শন। **উৎফুল্ল**— বিকসিত, এই শব্দের দ্বারা গোপীদের মুখ যে কমলস্বরূপ, তাই সূচিত হল কৃষ্ণের ঈক্ষণে গোপীদের অন্তকরণের বাম্যাদি অন্ধকার অপগমে অর্থাৎ সূর্যস্বরূপ কৃষ্ণের কিরণপাতে গোপীদের নিত্যসিদ্ধভাবের প্রকাশ হওয়ায়, এরূপ ভাব। এইরূপে গোপীদের রসবিশেষ উক্ত হল। কৃষ্ণের রসবিশেষও বলা হচ্ছে— **উদারহাস ইতি** হাসির উদারতা যাতে প্রকাশিত হয়, সেই দন্তকুন্দদ্যুতি যাঁর সেই কৃষ্ণ— এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের দন্তের বহিপ্র'কাশে হাসির শোভাতিরিক্ত উক্ত হল। স্বতঃ পরমকাষ্ঠা-প্রাপ্ত নিত্যশোভা-ময় কৃষ্ণেরও গোপরমণী পরিবেষ্টিত হয়ে যে বিশেষ শোভার উদ্ভব হয়, তা দৃষ্টান্তের দ্বারা নিষ্পাদন করা হচ্ছে— **এণাঙ্ক**— [এণ + অঙ্ক] মৃগাঙ্ক, পূর্ণচন্দ্রই মৃগচিহ্ন ধারণ করে থাকে, তাই 'এণাঙ্ক'

৪৪। উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্ ॥

৪৪। **অন্বয় ঃ** বনিতাশতযূথপঃ (বনিতাশতযূথপালকঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) উদ্গায়ন্ (উচ্চৈর্গানং কুর্বন্) উপগীয়মানঃ (গোপীভিস্তূয়মানঃ) বৈজয়ন্তীং মালাং বিভ্রৎ (গলে বিভ্রাণঃ) বনং মণ্ডয়ন্ (অলঙ্কুর্বন্) ব্যচরৎ।

৪৪। **মূলানুবাদ ঃ** অসংখ্য কামিনীগণের পতি শ্রীকৃষ্ণ কখনও বা উচ্চস্বরে গান করতে করতে, কখনও বা ঐ কামিনীগণের দোহারকী রীতিতে গাওয়া গানে সম্মানিত হয়ে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ পূর্বক বনরাজি আলো করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

শব্দে পূর্ণচন্দ্রই বুঝা যায়। আকাশের চতুর্দিকে তারা ফুটে উঠলে সেই তারায় পরিবেষ্টিত হয়ে পূর্ণচন্দ্র যেমন **ব্যরোচত**— শোভা পায়, সেইরূপ কৃষ্ণ গোপীগণে পরিবেষ্টি হয়ে শোভা পেতে লাগলেন। এইরূপে 'তাভিঃ' গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের পরস্পর শোভনতা, প্রেষ্ঠতা ও নিত্যসঙ্গতি, এর থেকে গোপীদের তন্বীত্ব অর্থাৎ তাঁরা যে সুন্দরী, তাই সূচিত হচ্ছে। জী ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** উদারং তাসাং রতিসুখপ্রদং ভাবভক্তানাং তচ্ছ্রবণাদ্যৈঃ প্রেমপ্রদঞ্চ চেষ্টিতং লীলা যস্য সঃ। অচ্যুতঃ যুগপদেব তৎপ্রত্যেকং রমণনিষ্ঠাচ্যুতিরহিতঃ উদারৈ স্তাসাং সুখপ্রদৈর্মহদ্ভির্বা হাসৈর্দ্বিজানাং দন্তানাং কুন্দানামিব প্রকাশিতা দীধিতির্যস্য সঃ ॥ বি০ ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ উদারচেষ্টিতঃ—** 'উদার' গোপীদের রতিসুখপ্রদ এবং ভাবভক্তগণের কীর্তনাদিতে প্রেমপ্রদ, 'চেষ্টিতঃ' লীলাময় (কৃষ্ণ)। **অচ্যুতঃ—**যুগপৎই প্রত্যেক গোপিতে যে রমণনিষ্ঠা. তা চ্যুতিরহিত। **উদার হাস দ্বিজ—** গোপীদের সুখপ্রদ বা মহান হাসিতে 'দ্বিজ' দন্তপংক্তি থেকে কুন্দ-দীধিতিঃ— কুন্দফুলের মতো শুভ্র আভা বের হচ্ছিল যাঁর সেই কৃষ্ণ বি ৪৩ ॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ইত্থং শোভাবিশেষোদয়েন শ্রীবৃন্দাবনমপি শোভয়ন্ গীতেন পুষ্পাদি-প্রদর্শনেন চ ভাবমুদ্দীপয়িতুং, রতিযোগ্যং যমুনাপুলিনং গন্তঞ্চ গমনক্রমেণ বভ্রামেত্যাহ—উপগীয়মান ইতি। উদ্গায়ন্ ভাবোদ্দীপনং চন্দ্রাদিকং হর্ষেণোচ্চৈর্গায়ন্ তাভিশ্চোপগীয়মান উপগায়নরীত্যা তৈরেব গীতৈরনুক্রিয়মাণৈর্বর্ণ্যমানঃ শ্লেষেণ তত্রৈব সঙ্গমিত্যর্থত্বাৎ তচ্চৈবং জ্ঞেয়ম্; যথা শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ (১।১)—'অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতার-কাপালিঃ। কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥' ইতি। ক্বচিদেকদ্ব্যক্ষরপরিবর্ত্তনাচ্চ; যথা—'যামিনী-কৃতরুচিঃ শুচিকান্তি,-শচন্দ্রিকাবলিবিভা বিকচশ্রীঃ। ষট্পদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ, পশ্য ভাতি কুমুদাকর এষঃ॥ যামিনীকৃতরুচি শুচিকান্তি,-শচন্দ্রিকাবলিবিভা বিকচশ্রীঃ। সৎপদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ পশ্য ভাতি কুমুদাকর এষঃ॥' ইতি। যদ্বা, তদীয়স্বরতালাদিযুক্তেন তন্নাম্নৈব তত্তুপগায়ন্ তয়া গীয়মানঃ, মনসি তদেকাবিষ্টতয়া বচসি তদেকস্ফূর্ত্তেঃ। যথোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্। জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ॥' ইতি। তত্রার্থদ্বয়মপি রসনীয়মিতি—কৃষ্ণশ্চ নাম চ কৃষ্ণনাম, তদেবৈকং কেবলং জগাবিতি চ ব্যাখ্যেয়ম্। 'বনিতা

জনিতাত্যর্থানুরাগায়াঞ্চ যোষিতি' ইত্যমরঃ। তাসাং শতানি যূথানি পাতীতি তন্নায়ক ইত্যর্থঃ। শ্লেষেণ তানি পিবতি 'পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাম্' ইত্যাদিবৎ, আসক্ত্যা সেবতে অধরামৃতপানাদিনা সাক্ষাৎ পিবতি বেতি তথা সঃ। তাসাং নিজনিজভাব-সাজাত্যানুসারেণ বর্গশো যূথত্বম্ ; বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং, 'পঞ্চবর্ণা বৈজয়ন্তী' ইতি বচনাৎ। যদ্যপি 'বলয়ানাং নূপুরাণাম্' (শ্রীভা ১০।৩৩।৫) ইতি বক্ষ্যমাণাদন্যান্যপি ভূষণানি বিদ্যন্তে, তথাপি তাং বিভ্রদিতি বনবিহারযোগ্যাঙ্গত্বেনোক্তম্, স চ তাভিরেবাশু নির্ম্মায় সমর্পিতা, তদ্বনদেব্যা বৃন্দয়ৈব বা, তদর্থং তত্র তত্র কুঞ্জাদৌ স্থাপিতেতি জ্ঞেয়ম্ ; ব্যচরৎ পরিবভ্রাম ॥ জী০ ৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** এইরূপ শোভাবিশেষ উদয়ে শ্রীবৃন্দাবনকেও শোভায় উজ্জ্বল করে উঠাবার পর গীতের দ্বারা ও পুষ্পাদি দেখিয়ে গোপীদের ভাব উদ্দীপ্ত করে করে উঠাবার জন্য ও রতিযোগ্য যমুনাপুলিনে যাওয়ার জন্য-সেই পথ ধরে ধরে বিচরণ করতে লাগলেন কৃষ্ণ। এই আশয়ে বলা হচ্ছে— উপগীয়মান ইতি। উদ্‌গায়ন্— প্রথমে কৃষ্ণ গাইলেন— ভাব-উদ্দীপক চন্দ্রাদি সম্বন্ধে গান 'উৎ' উচ্চ কণ্ঠে গাইলেন। **উপগীয়মান যূথপঃ**— গোপীগণ কর্তৃক গীতকীর্তি যূথপতি কৃষ্ণের পিছে পিছে গোপীগণ দোহারকী রীতিতে একই গান অনুকরণ করে করে গাইতে লাগলেন ; কিন্তু গানটি দ্ব্যর্থ বোধক হওয়ায় এদের গানের অর্থ চন্দ্রাদি পর না হয়ে কৃষ্ণ পর হল তাঁদের মনের ভাবানুসারে। গানটি এরূপ ''অখিল রসামৃত মূর্তিঃ'' ইত্যাদি— শ্রীরসামৃতসিন্ধু। কৃষ্ণকণ্ঠে চন্দ্রপক্ষে গাওয়া এই গানের অর্থ এরূপ যথা— ''যার ছটার পরিধি (মণ্ডল) অখণ্ড আস্বাদযুক্ত অমৃতময় এবং প্রসরণশীল কান্তিতে তারাগণকে আবৃত করে রেখেছে, যিনি রাত্রিগত বিলাস স্বীকার করত রাত্রিবিলাসি হয়েছেন এবং (রাধা) অনুরাধা নামক তারার অধিক প্রিয় সেই চন্দ্র সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান হউন।'' এই একই গান গোপীদের কণ্ঠে কৃষ্ণপক্ষে এরূপ অর্থ, যথা— ''যিনি অখিল রসের আশ্রয় অমৃতমূর্তি, প্রসরণশীল কান্তিতে তারকা ও পালি নামক গোপীদ্বয়কে বশীকৃতা করেছেন এবং যিনি শ্যামা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করেছেন, শ্রীরাধার প্রীতিকারক সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।'' কখনও কৃষ্ণ কণ্ঠের অন্য কোনও গানের এক দুই অক্ষর পরিবর্তন করেও গোপীরা গাইলেন, যথা—কৃষ্ণের গান— ''যামিনী কৃতরুচি ······ ষট্‌পদালিকলিতৈঃ ইত্যাদি'' অর্থাৎ ''ওগো দেখ দেখ, এই সরোবর রাত্রি-কালীন চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় শান্ত ও স্বচ্ছতায় উদ্ভাসিত হয়ে ভ্রমরের কলগুঞ্জনে অতিশয়শোভা পাচ্ছে।'' গোপীরা এই গান কৃষ্ণপক্ষে গাইতে গিয়ে এর পদ এই ভাবে বদলে নিলেন, যথা— 'যামিনী-কৃতরুচিঃ' স্থানে করলেন 'কামিনীকৃত রুচি' আর 'ষটপদালিকলিতৈঃ' স্থানে করলেন 'সৎপদালি-কলিতৈঃ'। গোপীদের গানের অর্থ— ''কামিনীকৃত রুচি, নির্মলকান্তি, ময়ূরপুচ্ছে শোভিত, পৃথিবীর আনন্দদায়ক কৃষ্ণ সুন্দরপদযুক্ত মধুর গান গাইতে গাইতে অতিশয় শোভা ধারণ করলেন। অথবা,

উপগীয়মানযূথপতিঃ— কৃষ্ণকণ্ঠের স্বরতালাদি কণ্ঠে তুলে নিয়ে গোপীগণ একমাত্র কৃষ্ণনামই গাইতে লাগলেন— মনে মনে একমাত্র কৃষ্ণাবিষ্ট হওয়া হেতু গোপীগণের বাক্যে একমাত্র তারই স্ফূর্তি হল। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হয়েছে— "শ্রীকৃষ্ণ শরতের চন্দ্র, জ্যোৎস্না ও জলাশয় বিষয়ে গান করেছিলেন, আর গোপীগণ এক কৃষ্ণনামই পুনঃ পুনঃ গেয়েছিলেন।" এখানে দু-প্রকার অর্থ হয়, দুই-ই রসনীয় অর্থাৎ আস্বাদন যোগ্য। —কৃষ্ণের গুণলীলাদি এবং কৃষ্ণের নাম, কখনও কৃষ্ণের গুণলীলাদি কখনও কৃষ্ণ নাম **একং**— কেবল গাইতে লাগলেন, ব্যাখ্যা এরূপই হওয়া সমীচীন। **বনিতাশতযূথপঃ**— 'বনিতা' পতির অতত্য অনুরাগ-বর্ধিণী স্ত্রী— অমরকোষ। এই বনিতাদের শতযূথ 'পঃ' পালন করেন অর্থাৎ তাঁদের নায়ক। অর্থান্তরে 'পঃ' এই বনিতাদিগকে নয়ন দ্বারে পান করেন, আসক্তির সহিত সেবা করেন, বা তাঁদের অধরামৃত পানাদি হেতু তাঁদেরই সাক্ষাৎ পান করেন, বলা যায়— এই শব্দটি কৃষ্ণের বিশেষণ। গোপীদের নিজ নিজ ভাব-সাজাত্য অনুসারে এক একটি দলকে 'যূথ' বলা হয়। 'মালাং বৈজয়ন্তীং' পঞ্চবর্ণে গ্রথিত মালা। যদিও "কৃষ্ণের বলয় নূপুরাদির শব্দ" — (ভা° ১০।৩৩।৫) ইত্যাদি পরবর্তী শ্লোকবাক্যে জানা যায়, তাহলেও এই রাসলীলা কালে কৃষ্ণের সঙ্গে অন্যান্য ভূষণও ছিল, তবে যে এখানে শুধু 'বৈজয়ন্তী মালা' ধারণের কথা বলা হল, তার কারণ ইহাই বনবিহার যোগ্য আভরণ, তাও আবার ইহা সদ্য গোপীদের দ্বারা গ্রথিত ও সমর্পিত, বা সেই বনের বৃন্দাদেবীর দ্বারা গ্রথিত ও সমর্পিত। এই সব সেবাসম্ভার বনের স্থানে স্থানে কুঞ্জাদিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, এরূপ বুঝতে হবে। **ব্যচরৎ—** চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জী ৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** তাভিরুপ আধিক্যেন গীয়মানঃ রাগস্বরতালাদ্যৈঃ। তত্র তালত্রয়েণ গীতং যথা— "বদনং মধুরিমসদনং চলনং দলনং করীন্দ্রকীর্ত্তীনাম্। হসিতং সুদৃগভিলষিতং তব সবয়ঃ পাতুমামনিশ"মিতি। স্বয়ঞ্চ বনিতানাং শতযূথানি পান্তি যাস্তা মুখ্যতমাঃ শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদ্যাস্তদনুগানরীত্যা তেনৈব গীতেন প্রত্যেকমুদ্গায়ন্। ক্বচিদেকস্বরপরিবর্ত্তেন পরস্পরগানং উদ্গীতং যথা "ত্বদ্বদনং সদনং মধুরিম্নাং তত্র হন্ত দৃগন্তবিলাসাঃ। তেষ্বসমাং সুষমামুপজগ্মুঃ সুন্দরি, কামকলাঃ সকলাস্তা" ইতি। "কান্তে ত্বদাস্যোদয়দতমিন্দুমুগচ্ছলাদ্দৃশএব ধত্তে। জনোপহাসা সহ নোহথবা কিং দ্বিজোহপি মূঢ়ো গরলং জঘাসে"তি। অত্র সুন্দরীত্যত্র সুন্দরেতি কান্তে ইত্যত্র কান্ত ইতি প্রযুঞ্জানঃ প্রেয়সীজনোহনুগায়তি স্মেতি রীতিঃ। বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং পঞ্চবর্ণা বৈজয়ন্তীতি বচনাৎ ॥ বি° ৪৪ ঃ

৪৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ উপগীয়মান—** শ্রীরাধাচন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণ 'উপ' অধিকভাবে অর্থাৎ রাগস্বরতালাদিতে মধুর মধুর তিন তালের গান গাইতে লাগলেন, যথা— "তোমার মাধুর্যের বসতিনগরী শ্রীমুখকমল, হস্তিশ্রেষ্ঠের কীর্তি চূর্ণকারী চলন এবং সুন্দরীদের

৪৫। নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্।
জুষ্টং তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা ॥

৪৫। **অন্বয়** ঃ তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা (তস্যাঃ নদ্যাঃ তরঙ্গৈঃ শৈত্য-মান্দ্যাভ্যাং আনন্দদায়কঃ তথা কুমুদানাং সুগন্ধঃ যত্র তাদৃশো যো বায়ু তেন) জুষ্টং (সেবিতং) হিমবালুকং (শীতল বালুকাময়ং) নদ্যাঃ (যমুনায়াঃ পুলিনং আবিশ্য রময়াঞ্চকার)।

৪৫। **মূলানুবাদ** ঃ অনন্তর তরঙ্গ-স্পর্শে শীতল, মন্দ মন্দ প্রবাহে আনন্দদায়ক, প্রফুল্ল কমলের গন্ধে সুগন্ধী বায়ুতে সেবিত ও কর্পূরের মতো শুভ্র বালুকাময় যমুনাপুলিনে গোপীদের সহিত প্রবেশ করত তাঁদিকে রমণে প্রবৃত্ত করালেন।

অভিলষিত স্নিগ্ধ হাসি আমাকে নিরন্তর পালন করুক।" বনিতা-শতযূথ পালন করেন যাঁরা সেই মুখ্যতমা শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদির গাওয়া গানের রীতিতে কৃষ্ণ নিজেও উচ্চস্বরে গাইলেন। কখনও একস্বর পরিবর্তন করে পরস্পর উচ্চস্বরে গাইলেন। কৃষ্ণ গাইলেন, "হে সুন্দরি! তোমাদের বদন মাধুরির বসতিস্থল, তথাকার ঐ কটাক্ষবিলাস, অহো কামকলা সকল, তাতে আবার সুষমার উচ্ছলন।" গোপীগণ গাইলেন---"হে কান্ত! তোমার মুখচন্দ্রে উদ্ভাসিত মৃগ-চিহ্নচ্ছলে দুর্যশই ধারণ করে আছো, অথবা হে সুন্দর দ্বিজ হয়েও মূঢ়ের মতো তুমি গরল ভক্ষণ করেছ বুঝি।" **মালাং বৈজয়ন্তীং**--- পঞ্চবর্ণ পুষ্পে গ্রথিত মালা। বি ৪৪ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ততঃ শ্রীযমুনাপুলিনে তাঃ প্রাপয্য বৈদগ্ধী-বিশেষেণ রময়ামাসেত্যাহ— নদ্যা ইতি যুগ্মকেন। হিমবালুকা —কর্পূরঃ, তদ্বদ্বালুকা যত্র তৎ, শাকপার্থিবাদি ; এবং পূর্ব্বত্র বনমপি বৃন্দাবনমেব। তস্যা নদ্যাস্তরলৈস্তরঙ্গৈরানন্দী সুখবিহারী চাসৌ কমলামোদযুক্তবায়ুশ্চ, তেন নিশায়ামপি কমলবিকাশঃ শরদি মল্লিকা-বিকাশ ইব তদীয়-তাদৃশলীলা-রসময়-প্রভাবেণানন্দীতি জুষ্টমিতি চ মান্দ্যং, সৌরভ্যশৈত্যে স্পষ্টে। কুমুদেতি আনন্দেতি চ পাঠ একেষাং, জুষ্টমিত্যত্র রেমে ইতি ক্বচিৎ, অতএব পৃথগঙ্কঃ কৃতঃ ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর গোপীদের যমুনাপুলিনে নিয়ে এসে বৈদগ্ধী-বিশেষের সহিত তাঁদিকে রমণে প্রবৃত করালেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'নদ্যাঃ' ইত্যাদি দুটি শ্লোকে। **হিমবালুকম্ পুলিনম্**—কর্পূরের মত শুভ্র বালুকাময় পুলিনে। পূর্বের (৪২) শ্লোক বৃন্দাবনকে লক্ষ্য করেই 'বন' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, **নদ্যাঃ**— সেই বৃন্দাবনের নদী যমুনার পুলিনে প্রবেশ করে **তত্তরলানন্দি**— 'তৎ' সেই যমুনার **তরলৈঃ**— তরঙ্গের সঙ্গে **আনন্দী** সুখবিহারী **কুমুদামোদবায়ুনা**— কমলের সুগন্ধযুক্ত বায়ুদ্বারা (সেবিত পুলিনে)। সুতরাং রাত্রেও কমলের বিকাশ অসম্ভব হলেও শরতে যেমন মল্লিকার বিকাশ হয়, তেমনই হয়েছে, লীলা শক্তির প্রভাবে। কৃষ্ণের তাদৃশ লীলারসময় প্রভাবে 'আনন্দী' সুখবিহারীও হয়েছে। **জুষ্টম্**— পুলিনকে সেবা করছে, এই পদের ধ্বনিতে বায়ু যে মন্দ মন্দ প্রবাহমান, সুগন্ধী,

৪৬। বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোরুনীবী-স্তনালভন-নর্ম্ম-নখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোক-হসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্‌ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥

৪৬। **অন্বয়** ঃ বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোরুনীবীস্তনালভনং (স্পর্শশ্চ) নর্ম নখাগ্রপাতশ্চৈতৈঃ (তথা) ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈঃ (ক্রীড়য়া অবলোকৈঃ হসিতৈশ্চ) ব্রজসুন্দরীণাং (গোপীনাং) রতিপতিং (কামং) উত্তম্ভয়ন্ (উদ্দীপয়ন্) রময়াঞ্চকার।

৪৬। **মূলানুবাদ** ঃ গোপীদের বক্ষে ন্যস্ত বাহুর বিস্তার, আলিঙ্গন, করগ্রহণ, উরু-কটিবস্ত্রগ্রন্থি-স্তনদেশ স্পর্শনরূপ পরিহাস ও নখাগ্রপাত, চাটুবাক্যরূপ খেলা, কটাক্ষপাত ও হাসিতে ব্রজসুন্দরীদের কাম উদ্দীপ্ত করে উঠিয়ে তাঁদিকে রমণে প্রবৃত্ত করালেন কৃষ্ণ।

শীতলতা গুণে শ্রেষ্ঠ, তাই পাওয়া যাচ্ছে। পাঠ 'আনন্দি' স্থানে কোথাও আনন্দ এবং 'জুষ্টম্' স্থানে 'রেমে' দেখা যায়। জী ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তস্যা নদ্যাস্তরলৈস্তরঙ্গৈরানন্দীতি শৈত্যমান্দ্যাভ্যামানন্দদায়কশ্চ রাত্রাবপি প্রফুল্লানাং কমলানামামোদো যতঃ সচ তেন বায়ুনা রেমে। "জুষ্ট"মিতি পাঠে রময়াঞ্চকারেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। "কুমুদামোদেতি তরলানন্দেতি" চ ক্বচিৎ পাঠঃ। বি° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ **তত্তরানন্দি**— 'তৎ' সেই নদীর 'তর' তরঙ্গের দ্বারা **আনন্দী**— শীতল ও মন্দ মন্দ প্রবাহমান হওয়া হেতু আনন্দদায়ক এবং **কমলামোদ**— রাত্রেও প্রফুল্ল কমলের গন্ধবাহী বায়ু, সেই বায়ুতে 'রেমে' বিহার করতে লাগলেন। পাঠ কোথাও 'রেমে' কোথাও 'জুষ্টং' 'জুষ্টং' পাঠে, এর সহিত অন্বয় করতে হবে পরবর্তী শ্লোকের 'রময়াঞ্চকার' পদের— অর্থ হবে, সেই বায়ু-সেবিত যমুনাপুলিনে গোপীদের সহিত প্রবেশ করে তাঁদিকে রমণে প্রবৃত্ত করালেন। পাঠ কোথাও 'কুমুদামোদ' কোথাও 'তরলানন্দ'। বি৪৫ ॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ সহজলজ্জাদিনাচ্ছাদ্যমানমপি রতেঃ কান্তোচিতপ্রীতিলক্ষণায়াঃ পতিং তদুচিত মহাভাবাহ্বরপরমপ্রেমাণং বা বাহুপ্রসারাদিভিরুত্তম্ভয়ন্ ইতি তস্য রত্যাসক্তির্বৈদগ্ধী চ পরমা দর্শিতা। তত্র বাহুপ্রসারঃ পরিরম্ভারম্ভঃ; যদ্বা, বাহুপ্রসারেণ পরিরম্ভঃ গাঢ়ালিঙ্গনমিত্যর্থঃ। ক্ষ্বেলিঃ প্রস্তোভনাদিরূপা, ব্রজসুন্দরীণামিতি তদ্যোগ্যং সৌন্দর্য্যমত্র বিবক্ষিতম্; তেন চ—'যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি' ইতি ন্যায়াত্তাদৃশং বৈদগ্ধ্যমপ্যুপলক্ষ্যতে, রমণঞ্চ নিজমোহনতাশক্তিবিশেষেণান্যোহন্যমলক্ষিতং জ্ঞেয়ম্ ॥ জী° ৪৬ ॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ সহজ লজ্জাদি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকলেও **রতিপতিং**— কান্তোচিত প্রীতিলক্ষণা রতির **পতিং**— তদুচিত মহাভাব নামক পতিকে বা তদুচিত পরমপ্রেমকে 'বাহুপ্রসার' প্রভৃতি দ্বারা উত্তম্ভয়ন্ উদ্দীপ্ত করে তুলে, এইরূপে কৃষ্ণের রত্যাসক্তি ও বৈদগ্ধী যে চরম কাষ্ঠা প্রাপ্ত, তাই দেখান হল। এখানে **বাহুপ্রসারঃ**— আলিঙ্গন

৪৭। এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি ॥

৪৭। **অন্বয় ঃ** এবং মহাত্মনঃ ভগবতঃ (কৃষ্ণাৎ) লব্ধমানাঃ (লব্ধাদরাঃ গোপ্যঃ) মানিন্যঃ (অভিমানবত্যঃ সত্যঃ) আত্মানং ভুবি স্ত্রীণাং অভ্যধিকং পরমশ্রেষ্ঠং মেনিরে।

৪৭। **মূলানুবাদ ঃ** (বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগ পুষ্টিলাভ করে না, এই ন্যায় অনুসারে রস-পুষ্টির জন্যই লীলাশক্তি দ্বারাই আবির্ভাবিত হয় বিপ্রলম্ভ ছল, এই আশয়ে—) নিখিল নায়কশ্রেষ্ঠ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের থেকে আদর লাভ করে গোপীগণ নিজেদের পৃথিবীর যাবতীয় কামিনীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করে গর্বিতা হলেন।

আরম্ভ, অথবা বাহু বিস্তারের দ্বারা **পরিরম্ভঃ**— গাঢ় আলিঙ্গন। **ক্ষ্বেলিঃ**—চাটুবাক্য প্রয়োগাদি-রূপ খেলা। **ব্রজসুন্দরীণাম্**— এই ব্রজের যোগ্য সৌন্দর্যই এখানে বক্তব্য। আরও এই বাক্যের দ্বারা এই ব্রজসুন্দরীদের বৈদগ্ধীও উপলক্ষণে বলা হল,— "যেখানে সৌন্দর্য সেখানে গুণ অবস্থিত আছে" এই ন্যায় বাক্য অনুসারে। গোপীসঙ্গে কৃষ্ণের এই রমণও গোপীরা পরস্পর দেখতে পেলেন না, কৃষ্ণের নিজ মোহনতা শক্তিবিশেষের প্রভাবে। জী ৪৬ ।।

৪৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** বাহুপ্রসারস্তাসাং স্ব-স্ব-বক্ষসি স্বস্তিকীভূতানাং ভূজানাং প্রসারণং সচ পরিরম্ভশ্চ করাদীনামালভনং স্পর্শশ্চ নর্ম্মপরিহাসশ্চ নখাগ্রপাতশ্চ তৈঃ ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়োক্ত্যা অবলোকৈশ্চ হসিতশ্চ রতিপতিং প্রেমাত্মকং কামং তাসাং স্বস্য চ উত্তম্ভয়ন্ উদ্দীপয়ন্ তাবদ্ভিরেব স্বপ্রকাশৈঃ প্রত্যেকং রময়াঞ্চকার। নন্বু, চ তাবত্যেব পুলিনে বহুগোপীজনসঙ্ঘট্টে নিরাবরণত্বাৎ সৌরততল্পাদ্যভাবাচ্চ প্রত্যেকং তাভি শতকোটি প্রমদাভিঃ সহ সম্প্রয়োগলীলা ন সংগচ্ছতে? সত্যং, ভগবন্মূর্ত্তেরিব বৃন্দাবনভূমেরপি বিভুত্বাৎ তিলমাত্রপ্রদেশস্যাপ্যতিস্ফারত্বং সাবরণবিবিধকুঞ্জবত্ত্বং গন্ধমাল্যতাম্বুলাদিসহিতবিচিত্রসৌরভপুষ্পতল্পবত্ত্বঞ্চ দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা যোগমায়য়ৈব প্রকাশিতং লীলান্তে পুনরাবৃত্তঞ্চেতি সুসঙ্গতিকমেবৈতৎ ॥ বি ০ ৪৬ ॥

৪৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ বাহুপ্রসার**— সেই গোপীদেয় নিজবক্ষে স্বস্তিকাকারে স্থাপিত বাহুযুগলের বিস্তার করণ ও আলিঙ্গন। **করালক ইত্যাদি**— কর-চুল ইত্যাদির স্পর্শ, পরিহাস, নখের আঁচড়— **এইসব ক্ষ্বেল্যা**— খেলা। অতঃপর দৃষ্টিপাত ও হাসিদ্বারা **রতিপতিং**— প্রেমাত্মক কাম, গোপীদের ও নিজের **উত্তম্ভয়ন্**— উদ্দীপ্ত করে উঠিয়ে যত গোপী তত স্বপ্রকাশের সহিত প্রত্যেককে রমণ করালেন। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা সমস্ত পুলিনে ও বহু গোপীজন-সংঘট্টে খোলামেলা জায়গায় সৌরত-শয্যাদি ছাড়া সেই শতকোটি প্রমদার প্রত্যেকের সহিত সম্প্রয়োগ-লীলা কি করে সম্ভব হতে পারে? এরই উত্তরে, এ প্রশ্ন সমীচীনই, তবে ভগবৎমূর্তির মতই বৃন্দাবন-ভূমিরও বিভুতা থাকা হেতু তিলমাত্র প্রদেশের অতিস্ফারতা. পর্দাযুক্ত বিবিধ কুঞ্জস্বরূপতা ও গন্ধ-মাল্য-তাম্বুলাদির সহিত বিচিত্র সুগন্ধযুক্ত-পুষ্পশয্যা স্বরূপতা দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী যোগমায়া দ্বারাই প্রকাশিত হয়, লীলান্তে পুনরায় আবৃত হয়, এইরূপে সব কিছুর সুসঙ্গতি হয়ে থাকে। বি ৪৬ ।।

৪৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ অধুনা 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেণ সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে॥' ইতি ভরতন্যায়াৎ। প্রেমবিশেষোদ্রেকাদগ্রে ক্রীড়াবিশেষ-বর্ণনার্থং বিপ্রলম্ভরূপ-রসবিশেষং বক্তুমারভতে—এবমিতি। মহাত্মনো দিব্যাতিদিব্য-সর্ব্বনায়কবৃন্দেভ্যঃ পরমাৎ। তত্র হেতুঃ—ভগবতঃ স্বয়ং ভগবত ইত্যর্থঃ, কৃষ্ণাৎ তথৈব প্রসিদ্ধাত্তস্মাদিত্যর্থঃ। এবং পূর্ব্বোক্ত-তৎপ্রেমবশতাপ্রকারেণ লব্ধো মানঃ সম্মানঃ সৌভাগ্যং যাভিস্তথাভূতা ভূত্বা মানিন্যো লব্ধপ্রণয়মানাঃ সত্যো ভুবি অন্যত্র চাত্র চ যাঃ স্ত্রিয়স্তাসাং সর্ব্বাসাং মধ্যে প্রত্যেকমাত্মানমেবাধিকং মেনিরে, তং প্রতি মানিন্যো বভূবুঃ, স্ত্রিয়ঃ প্রতি গর্ব্বিতচিত্তা বভূবুরিত্যর্থঃ। তত্র মানঃ—'দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদি-নিরোধী মান উচ্যতে॥ অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥' ইতি রসশাস্ত্রানুসারাৎ। গর্ব্বশ্চান্যত্রত্যানাং তাদৃশ-নায়কালাভাৎ তত্রত্যানাং তল্লাভেঽপি স্বসদৃশসৌভাগ্য-লাভামননাৎ। যথোক্তম্—'সৌভাগ্যরূপতারুণ্য-গুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে॥' ইতি। এবং 'সঞ্চারয়ন্তি যে ভাবং তে তু সঞ্চারিণো মতাঃ। উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যম্বুনিধাবিব॥' ইতি রসতন্ত্রাৎ। গর্ব্বোঽপি তাদৃশতৎপ্রেমবিশেষস্য স্থায়িনঃ সঞ্চারিভাবত্বাত্তন্ময় এব জ্ঞেয়ঃ। অস্য হি রসস্যৈবমেব স্থিতিরুৎকর্ষশ্চেতি॥ জী০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগের পুষ্টি হয় না, যেমন না-কি কষায়িত (হালকা রং এ আস্তর দেওয়া) বস্ত্রের উপরে রং লাগালে, তবেই উহা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠে, নতুবা হয় না। — ভরত-ন্যায় অনুসারে। শ্রীশুকের চিত্তে প্রেমবিশেষের উদ্রেক হেতু অতঃপর ক্রীড়াবিশেষ বর্ণনের জন্য বিপ্রলম্ভরূপ রসবিশেষ বলতে আরম্ভ করছেন—এবম্ ইতি। [মিলনে বা অমিলনে নায়ক-নায়িকার পরস্পর অভীষ্ট আলিঙ্গন-চুম্বনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাবের উদয় হয়, তাকে বলে 'বিপ্রলম্ভ']। **মহাত্মনঃ**— দিব্যাতিদিব্য সর্বনায়কবৃন্দ থেকে শ্রেষ্ঠ। এর হেতু, **ভগবতঃ**— স্বয়ং ভগবান্ **কৃষ্ণাৎ** - এইরূপে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। এইরূপে পূর্বোক্ত সেই প্রেমবশতা প্রকারে **লব্ধমানঃ**— সম্মান বা সৌভাগ্য লাভ করে গোপীগণ প্রত্যেকে প্রণয়মানে অভিমানিণী হয়ে **ভুবি**— এই পুলিনে ও পৃথিবীর অন্যত্র যত স্ত্রী আছে, তাদের সকলের মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করতে লাগলেন। কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়মানবতী হলেন, আর স্ত্রীগণের প্রতি গর্বিত চিত্তা হলেন। এখানে মান— "পরস্পর অনুরক্ত, একত্র কিম্বা পৃথক্ অবস্থিত দম্পতির স্বাভিপ্রেত আলিঙ্গন ও দর্শনাদির প্রতিরোধক ভাবকে 'মান' বলে। প্রেমের গতি সর্পগতি তুল্য স্বভাবতঃ কুটিল, অতএব যৎকিঞ্চিৎ কারণে, কিম্বা বিনা কারণেও যুবক যুবতীর মান উদিত হয়।" — উজ্জ্বলনীলমণি। **গর্ব**— পৃথিবীর মধ্যে যত স্ত্রীলোক আছে, তাঁরা কেউ এরূপ নায়ক লাভ করতে পারে নি, আর এই পুলিনে যত স্ত্রীলোক আছে তারা কৃষ্ণকে লাভ করলেও আমার সমান সৌভাগ্য লাভ করতে পারে নি। গর্বের লক্ষণ— "সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তম আশ্রয় ও ইষ্টলাভাদি হেতু যে অন্যের অবজ্ঞা করা, তাকে গর্ব বলে।" সঞ্চারীভাব— "যারা ভাবকে সঞ্চারিত করে, তারা সঞ্চারী নামে অভিহিত হয়, এরা স্থায়ীভাবরূপ সাগরে

৪৮। তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশময় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

৪৮। **অন্বয় ঃ** কেশবঃ তাসাং তৎসৌভগমদং (সৌভাগ্যগর্বং) মানং চ বীক্ষ্য প্রশমায় (সৌভাগ্যগর্বং খণ্ডনায়) প্রসাদায় (মানপ্রসাদনায়চ) তত্র এব অন্তরধীয়ত (অন্তর্হিতোঽভূৎ)।

৪৮। **মূলানুবাদ ঃ** (সকল গোপীর সঙ্গে একই সাধারণ ভাবে বিহার করা হেতু মুখ্যতমা গোপী রাধার মান হল, আর অন্য গোপীদের গর্ব হল, এইরূপে গোপীসকল ভিন্নভাবে অভিভূত হলে শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে যে সমাধান করলেন, তাই বলা হচ্ছে—)

কেশব ব্রজসুন্দরীদের সৌভাগ্য-গর্ব দেখে তা দূর করার জন্য এবং মুখ্যতমা গোপী রাধার মান দেখে তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য তাঁকে নিয়ে সেই পুলিনেই অন্তর্হিত হলেন।

উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হয়ে থাকে। —রসতন্ত্রধৃতবচন। যেহেতু মান হল, স্থায়ীভাব প্রেমেরই গাঢ় অবস্থা (প্রেম-স্নেহ-মান)—আর গর্ব হল, তাদৃশ কৃষ্ণপ্রেমবিশেষ স্থায়ীভাব মানেরই সঞ্চারী ভাবরূপ-তরঙ্গ, তাই ইহা মান-স্বরূপই, এরূপ বুঝতে হবে। এই রসের এরূপই স্থিতি ও উৎকর্ষ জানতে হবে। জী ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** অধুনা "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগোঽভিবর্দ্ধত" ইতি ভরতন্যায়াদ্রসপুষ্ট্যর্থং লীলাশক্ত্যৈবাবির্ভাবিতম্। বিপ্রলম্ভব্যাজমাহ,—এবমিতি। মহাত্মন দিব্যাতিদিব্যনায়কবৃন্দেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাৎ ভগবতস্তত্রাপি কৃষ্ণাৎ স্বয়ংরূপাৎ লব্ধমানাঃ প্রাপ্তাদরাঃ। শ্রীকৃষ্ণরমণপ্রাপ্ত্যা ভুবি ভূতলস্থানামেব স্ত্রীণাং মধ্যে আত্মানং প্রত্যেকমেব স্বং অভ্যধিকং মেনিরে। মানিন্যঃ প্রত্যেকং অহমেবাতিসুভগেতি মাননান্মানিন্যঃ গর্ববত্যঃ॥ বি° ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** এখন বলবার কথা, বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগ পুষ্ট হয়ে উঠে না। কষায়িত বস্ত্রেই পুনরায় রাগ অতি উজ্জ্বল হয়ে উঠে, ভরতমুনির এই ন্যায় অনুসারে রস-পুষ্টির জন্যই লীলাশক্তির দ্বারা আবির্ভাবিত হয় বিপ্রলম্ভরূপ ছল, এই আশয়ে, এবং ইতি। **মহাত্মনঃ**—দিব্যাতিদিব্য নায়কবৃন্দ থেকে শ্রেষ্ঠ নায়ক **ভগবতঃ**— ভগবান্ থেকে, তার মধ্যেও **কৃষ্ণাৎ**— স্বয়ংরূপ রমণ কৃষ্ণ থেকে **লব্ধমান**— আদর লাভ করে **ভুবি**— ভূতলস্থ সকল স্ত্রীর মধ্যে নিজেদের প্রত্যেককে নিরতিশয় অধিক মনে করলেন, **মানিন্যঃ**— আমিই অতি সৌভাগ্যবতী, এরূপ প্রত্যেকেই মনে করা হেতু গর্ববতী হলেন। বি ৪৭॥

৪৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তাসাং তাদৃশীনাং, তদিদিতি তৎ, সৌভগমদং সৌভাগ্যহেতুকং গর্ব্বম্। তথাচ বিশ্বঃ—'মদো রেতসি কস্তূর্য্যাং গর্ব্বে হর্ষেভদানয়োঃ' ইতি। তং মানঞ্চ বীক্ষ্য বিশেষেণ দৃষ্ট্বা, তত্র গর্ব্ব-

পক্ষে যুক্ত্যন্তরাসাধ্যং মত্বা, মানপক্ষে কৃতৈরপ্যনুনয়াদিভিরসাধ্যং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। গর্ব্বং প্রতিপ্রশমায়, মানন্ত প্রতিপ্রসাদায় প্রসাদনায়, তত্রৈবান্তরধীয়ত অন্তরধাৎ। ধীঞ্, অনাদরে ইতি হি দৈবাদিকঃ। ন ত্বন্যত্র গচ্ছন্ দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। অত্র বক্ষ্যমাণানুসারেণ শ্রীরাধয়ৈব সহান্তর্ধানং জ্ঞেয়ম্ তচ্চ তস্য তদিচ্ছায়াং জাতায়াং যোগমায়য়ৈব সম্পাদিতমিতি। যদ্যপি সহেতুকস্যের্ষামানস্যৈব শান্তয়ে ক্বচিন্নায়কোপেক্ষাপেক্ষ্যতে, 'হেতুজোঽপি শমং যাতি যথা যোগং প্রকল্পিতৈঃ। সাম-ভেদ-ক্রিয়াদান-নত্যুপেক্ষা রসান্তরৈঃ॥' ইত্যুক্তেঃ। নির্হেতুকস্য প্রণয়-মানস্য তু বিনৈব প্রতীকারেণ যৎকিঞ্চিৎ প্রতীকারেণ বা, তথাপি তচ্ছান্ত্যর্থমুপেক্ষেয়ং, পরস্পর-গর্বসম্বন্ধেন গাঢ়তাপত্তেঃ। তত উভয়ভাবশান্ত্যর্থমেব সা প্রেম-বিপাকয়োরপি তয়োঃ শমনেচ্ছা চ স্বেচ্ছাময়লীলেচ্ছয়া যুগপদেব সর্ব্বা এব প্রতি মহারসদানময়রাসেচ্ছয়া চ। তথা চায়ং বিপ্রলম্ভঃ পরমপ্রেমার্থমেব যোক্ষ্যতীতি বক্ষ্যতে চ 'নাহন্ত সখ্যঃ' (শ্রীভা ১০।৩২।২০) ইত্যাদি। অন্তর্দ্ধানে মূলং কারণন্ত একয়ৈব তয়া সহ লীলায়া লালসৈব। তত্র কেশব ইতি—অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশ-সঙ্গিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তম॥' ইতি ভারতীয়তদ্বাক্যাৎ পরমদীপ্তিমানিত্যর্থঃ। ততশ্চ তদন্ত-র্দ্ধানে সর্ব্বাসু শোভাসু বিদ্যমানাস্বপি তত্র সহসৈব শোভারাহিত্যং ব্যঞ্জিতমিতি। জী০ ৪৮॥

৪৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ তাসাং**— তাদৃশ গোপীদের **তৎ**— 'তং' সেই **সৌভগমদং**— সৌভাগ্য হেতুক গর্ব। [বিশ্বকোষ— 'মদ' শব্দের অর্থ, রেতঃ, কস্তুরী, গর্ব ও হর্ষজনিত বিকার] **তংমানঞ্চবীক্ষ্য**— সেই গর্ব ও মানকে 'বীক্ষ্য' বিশেষভাবে দেখে, অর্থাৎ গর্বের শান্তি অন্যযুক্তির অসাধ্য, আর মানের শান্তি, শত অনুনয় বিনয়াদি করা হলেও হবার নয়, এইরূপ বিচার করে **প্রশমায়**— গর্বের প্রশমনের অর্থাৎ শান্তির জন্য ও **প্রসাদায়**— মানের প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য **অন্তরধীয়ত**— অন্তর্ধান করলেন **তত্রৈব**— সেখানেই, অন্যত্র যে চলে গেলেন, তা দেখা গেল না। এখানে পরের ৩০।২৮ শ্লোকের 'অনয়ারাধিতো' ইত্যাদি বক্তব্য অনুসারে জানা যায় রাধাকে সঙ্গে নিয়েই অন্তর্ধান করলেন। এও কৃষ্ণের সেরূপ ইচ্ছার উদগমে যোগমায়া দ্বারাই সম্পাদিত হল। যদিও সহেতুক ঈর্ষা থেকে উদিত মানেরই শান্তির জন্য কখনও নায়কের উপেক্ষার অপেক্ষা দেখা যায়,— এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বাক্য 'সাম-ভেদ-দান-নতি-উপেক্ষা ও অন্যরসের অবতারণায় সহেতুক মান শান্ত হয়।' কিন্তু নির্হেতুক প্রণয়মান বিনা প্রতিকারেই বা যৎকিঞ্চিৎ প্রতিকারে শান্ত হয়— গোপীদের মান নির্হেতুক হলেও কৃষ্ণের অন্তর্ধানের কি প্রয়োজন হল ? এরই উত্তরে, তথাপি এই মান শান্তির জন্যই প্রয়োজন হল, পরস্পর গর্ব সম্বন্ধে তাঁদের মানের গাঢ়তা-প্রতিবন্ধক হেতু। অতএব গর্ব ও মান এই উভয়ভাব শান্তির জন্যই এই উপেক্ষা এবং গর্ব-মান প্রেমের পরিপাক অবস্থা হলেও এদের যে উপশমনেচ্ছা, তা নিষ্পাদিত হবে, সেচ্ছাময় লীলা শক্তির ইচ্ছায় এবং যুগপৎই সকলের প্রতি মহারাস দানের ইচ্ছায়। তা হলেও পরম-প্রেমার্থই যে বিপ্রলম্ভ সংযোজিত হবে, তা শ্রীভা০ ১০।৩২।২০ শ্লোকের 'যথাধনোঽইলব্ধধনে' ইত্যাদি বাক্যে বলা হবে। বাস্তবিক পক্ষে তো একমাত্র শ্রীরাধার সহিত লীলার লালসাই অন্তর্ধানের মূল কারণ। **কেশব**— এখানে এই পদের অর্থ পরমদীপ্তিমান—(শ্রীমহাভারতের বাক্যানুসারে) যথা "হে মুনিসত্তম আমার থেকে যে রশ্মিনিচয় বিকীর্ণ হচ্ছে, তার নাম 'কেশ', সে জন্য

সর্বজ্ঞগণ আমাকে কেশব নামে ডাকে।' তাই সকল শোভাময় তাঁর অন্তর্ধানে সে স্থান যে সহসাই শোভাবিহীন হয়ে পড়ল, তাই ব্যঞ্জিত হল এই 'কেশব' পদে। জী ৪৮ ॥

৪৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ততশ্চ সর্ব্বাসু তাসু ভগবতঃ সাধারণ্যেনৈব রমণাৎ যা সর্ব্বমুখ্যতমা বৃষভানুকুমারী সা সহসোদ্ভবদীর্ষ্যাকষায়িতাক্ষী মানিনা বভূব। ততো ন্যূনা অন্যাঃ সৌভাগ্যগর্ব্ববত্যো বভূবুরিত্যদ্ভুতে বৈমত্যেসতি ভগবতৈব যত্তত্র সমাহিতং তদাহ,—তাসামিতি। তাশ্চ সা চেত্যেকশেষেণ তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং তস্যা বৃষভানু, কুমার্য্যাশ্চেত্যর্থঃ। ক্রমেণ তৎ তং সৌভগমদং মানঞ্চ বীক্ষ্য, স চাসৌভগমদশ্চ তমিতি সমাসো বা। "তং সৌভগমদ" মিতি বা পাঠঃ। প্রশমায়, তাসাং সৌভগমদং প্রশময়িতুং প্রসাদায় তাং মানবতীং প্রসাদয়িতুঞ্চ, কেশবঃ কো ব্রহ্মা ঈশশ্চ তাবপি বয়তে প্রশাস্তীতি তস্য সৌভগমদপ্রশমনে কঃ প্রয়াস ইতি ভাবঃ। কেশান্ বয়তে সংস্করোতীতি কেশপ্রসাধনাদিনা তস্যাঃ প্রসাদনায়াং রসিকশেখরস্য চাতুর্য্যমস্ত্যেবেতি ভাবঃ। অন্তরধীয়তেত্যার্ষং অন্তরদধাদিত্যর্থঃ। "ধীঞ অনাদরে" ইতি দৈবাদিকস্য বা রূপম্। অত্রাগ্রিমগ্রন্থদৃষ্ট্যা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং বলাদ্‌গৃহীত্বৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তত্রৈব নত্বন্যত্র গচ্ছংস্তাভির্দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। তচ্চ তস্য তদিচ্ছায়াং জাতায়াং যোগমায়ৈব সম্পাদিতম্ ॥ বি০ ৪৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। ঊনত্রিংশোঽপিদশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৪৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর সকল গোপীর সঙ্গেই শ্রীভগবানের রমণ সাধারণ ভাবের হওয়ার দরুণ যে সর্বমুখ্যতমা সেই বৃষভানু-কুমারী সহসা উদিত ঈর্ষায় মানিনী হলেন, নয়ন তাঁর আরক্ত হল। আর তাঁর থেকে ন্যূন অন্য গোপীগণ সৌভাগ্যগর্বে ফুলে উঠলেন— এইরূপে গোপীগণ ভিন্ন ভাবাভিভূত হলে শ্রীকৃষ্ণ এ বিষেয়ে যে সমাধান করলেন, তা বলা হচ্ছে, তাসাম্ ইতি। **তাসাং**— [তা+সা] দ্বন্দ্বসমাস বিশেষ, 'তা' ব্রজসুন্দরীদের ও 'সা' বৃষভানুকুমারীর যথাক্রমে 'তৎ' সেই সৌভাগ্যমদ ও মান। 'তং সৌভগমদং' এরূপ পাঠও আছে। **প্রশমায় প্রসাদায়—** ব্রজসুন্দরীদের গর্ব শান্ত করার জন্য এবং সেই মানবতী রাধাকে প্রসাদ দানের জন্য। **কেশব—** 'কঃ' ব্রহ্মা, ঈশঃ এরা দুজন যার 'বয়তে' স্তুতি করে থাকেন, সেই কৃষ্ণের পক্ষে সুন্দরীদের সৌভাগ্য গর্ব প্রশমনে কি এমন প্রয়াসের প্রয়োজন, এরূপ ভাব। এ নামের ধ্বনি, কেশগুচ্ছ 'বয়তে' সংস্কার করেন, কেশ প্রসাধনাদি দ্বারা রাধার পরিচর্যাতে রসিকশেখর কৃষ্ণের চাতুর্য আছেই। **অন্তর্ধীয়তে—** আর্যপ্রয়োগ অর্থাৎ 'অন্তরদধাৎ' শ্রীবৃষভানুনন্দিনীকে বলাৎকারে উঠিয়ে নিয়ে অন্তর্ধান করলেন, পরের শ্লোক দৃষ্টিতে এরূপ বুঝা যায়। অন্যত্র চলে গেলেন না, সেখানেই রইলেন ব্রজসুন্দরীদের চোখের অদৃষ্ট হয়ে। এও কৃষ্ণেচ্ছা জাত হলে যোগমায়াই সম্পাদিত করলেন। বি ৪৮ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু

॥ দীনমণিকৃত দশম-একোনত্রিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥